জমাদিউল আউয়াল থেকে শাবান ৪ মাসের সংশোধন মূলক বিষয়ের উপর ১৭টি বয়ান



ইসলামী বয়ান সমগ্র

(২য় অংশ)

ইসলামী বোনদের জন্য

উপস্থাপনায়:

আল মদীনাতুল ইলমিয়া মজলিশ

(দা'ওয়াতে ইসলামী)

(দা'ওয়াতে ইসলামীর বয়ান বিভাগ)

اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیْكَ یَارَسُوْلَ اللہ وَعَلٰی اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ یَا حَبِیْبَ اللہ

কিতাবের নাম : ইসলামী বয়ান সমগ্র (দ্বিতীয় খন্ড)
উপস্থাপনায় : আল মদীনাতুল ইলমিয়া মজলিশ
প্রকাশকাল : ডিসেম্বর ২০২০ ইং, রবিউস সানি ১৪৪২ হিঃ।
প্রকাশনায় : মাকতাবাতুল মদীনা

সত্যায়ন পত্র

তারিখ: ২৫-০৭-২০২০ইং উদ্ধৃতি নং- ২৪৬

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الْمُرْسَلِیْنَ وَعَلٰی اٰلِہٖ وَاَصْحَابِہٖ اَجْمَعِیْن

এই মর্মে সত্যায়ন করা হচ্ছে যে, **"ইসলামী বয়ান সমগ্র (দ্বিতীয় অংশ)"** (প্রকাশনা মাকতাবাতুল মদীনা) এর উপর কিতাব ও রিসালা নিরীক্ষণ বিভাগ এর পক্ষ থেকে পূণরায় নিরীক্ষণের চেষ্টা করা হয়েছে। এই বিভাগটি এতে আকীদা, কুফরী বাক্য, চারিত্রিক, ফিকহী মাসআলা এবং আরবী ইবারত ইত্যাদি বিষয়ে যথাসম্ভব নিরীক্ষণ করেছে, তবে কম্পোজিং বা লিখার ভূলের জন্য মজলিশ দায়ী নয়।

কিতাব ও রিসালা নিরীক্ষণ বিভাগ
(দা'ওয়াতে ইসলামী)
২৫-০৭-২০২০ইং

www.dawateislami.net, E.mail: bdtarajim@gmail.com

মাদানী অনুরোধ: অন্য কারো এই কিতাবটি ছাপানোর অনুমতি নেই

সনাক্তিকরণ

কিতাব পাঠের সময় প্রয়োজন অনুসারে আন্ডারলাইন করুন, সুবিধামত চিহ্ন ব্যবহার করে পৃষ্ঠা নম্বর নোট করে নিন। اِنْ شَآءَ الله জ্ঞানের মধ্যে উন্নতি হবে।

নং	বিষয়	নং	বিষয়

www.dawateislami.net

নং	বিষয়	নং	বিষয়

www.dawateislami.net

ইসলামী বোনদের সাপ্তাহিক ইজতিমার বয়ানের তালিকা

(৪ মাস: জমাদিউল আউয়াল থেকে শাবান ১৪৪২হিঃ/ ডিসেম্বর ২০২০ইং থেকে মার্চ ২০২১ইং এর বয়ান)

সপ্তাহ	সম্ভাব্য ইসলামি তারিখ	ইংরেজি তারিখ	বিবরণ	পৃষ্ঠা
১ম সপ্তাহ	১ জমাদিউল আউয়াল	১৬ ডিসেম্বর ২০২০	**সৎ চরিত্রের বরকত**	
২য় সপ্তাহ	৮	২৩	**আমরা কেন ভয় করি না?**	
৩য় সপ্তাহ	১৫	৩০	**মায়ের দোয়ার সুফল**	
৪র্থ সপ্তাহ	২২	৬ জানুয়ারী ২০২১	**অসুস্থতা থেকে কবর পর্যন্ত**	
৫ম সপ্তাহ	২৯	১৩	**পর্দাহীনতার ক্ষতি**	
১ম সপ্তাহ	৬ জমাদিউস সানি	২০	**হায়! অহেতুক কথাবার্তার অভ্যাস যদি দূর হয়ে যেতো!**	
২য় সপ্তাহ	১৩	২৭	**উদাসীনতার পরিণাম**	
৩য় সপ্তাহ	২০	৩ ফেব্রুয়ারী	**সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর উত্তম চরিত্র ও কারামত**	
৪র্থ সপ্তাহ	২৭	১০	**ঝগড়ার ক্ষয়ক্ষতি**	
১ম সপ্তাহ	৫ রজব	১৭	**ইবাদতের আগ্রহ কিভাবে অর্জিত হবে?**	
২য় সপ্তাহ	১২	২৪	**দুনিয়া আমাদেরকে কি দিয়েছে?**	
৩য় সপ্তাহ	১৯	৩ মার্চ	**সদকার বরকত**	
৪র্থ সপ্তাহ	২৬	১০	**প্রিয় নবী ﷺ এর মেরাজের সফর**	
১ম সপ্তাহ	৩ শাবান	১৭	**অত্যাচারীর পরিণতি**	
২য় সপ্তাহ	১০	২৪	**ক্ষমা করার ফযিলত**	
৩য় সপ্তাহ	১৭	৩১	**মৃত্যু থেকে শিক্ষা গ্রহণ করুন**	
৪র্থ সপ্তাহ	২৪	৭ এপ্রিল	**রমযানের আগমন মারহাবা**	

সূচীপত্র

বিবরণ	পৃষ্ঠা	বিবরণ	পৃষ্ঠা
সাপ্তাহিক ইজতিমার বয়ানের শিডিউল	iv	জান্নাতের দরজা খুলবে নাকি দোযখের?	৪১
কিতাবটি পাঠ করার ১০টি নিয়্যত			
আল মদীনাতুল ইলমিয়া মজলিশ		বনী ইসরাঈলের এক যুবকের তাওবা	৪৪
ভূমিকা		পোশাক পরিধানের সুন্নাত ও আদব	৪৫
সৎ চরিত্রের বরকত		**মায়ের দোয়ার সুফল**	
দরূদ শরীফের ফযীলত	১	দরূদ শরীফের ফযীলত	৪৭
বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ	২	বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ	৪৮
সৎ চরিত্রের বরকত	২	মায়ের মর্যাদা	৪৮
মদ্যপায়ীর তাওবা	৭	মায়ের ঋণ সমূহ থেকে মুক্ত হয়ে গেলো?	৫০
ভাল ও মন্দ চরিত্রের ফল	৯		
উত্তম চরিত্র কাকে বলে?	১১	মায়ের দোয়ার সুফল	৫০
পিতার উত্তম চরিত্রের বিনিময়ে কন্যার মুক্তি!	১৩	পিতামাতাকে মন্দ বলার পরিণতি	৫৪
		কবর হাঁড়গোড় ভেঙ্গে দেয়	৫৪
চরম ধৈর্যের বহিঃপ্রকাশ	১৫	জান্নাতের সঙ্গী	৬১
অসৎ চরিত্রের দ্বীনি ও দুনিয়াবী বিভিন্ন ক্ষতি	১৭	মায়ের দোয়ার কারণে আতীক	৬২
		মায়ের সম্মান	৬২
সৎ চরিত্র অবলম্বনের অভ্যাস গড়ার পদ্ধতি	১৮	মহৎ মা	৬৩
		যদি পিতামাতা পরস্পর ঝগড়া করে তবে সন্তান কি করবে?	৬৫
বয়ানের সারমর্ম	২০		
সুগন্ধি লাগানোর সুন্নাত ও আদব	২১	মায়ের বদ দোয়ায় পা কাটা গেলো	৬৭
আমরা কেন ভয় করিনা?		শোকরের সুন্নাত ও আদব	৬৯
দরূদ শরীফের ফযীলত	২৩	**অসুস্থতা থেকে কবর পর্যন্ত**	
বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ	২৪	দরূদ শরীফের ফযীলত	৭১
খোদাভীতির কারণে কোমর ভেঙ্গে গেলো	২৪	বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ	৭২
		প্রিয় নবী ﷺ রোগীর শুশ্রূষা করলেন	৭২
জানিনা আমার ঠিকানা জান্নাতে হবে নাকি জাহান্নামে!	২৯	প্রাণঘাতি রোগ থেকে নিরাপত্তা	৭৮
		ধৈর্যের ফল মিষ্ট হয়ে থাকে	৭৯
নাজায়িয ফ্যাশনকারীর পরিণতি	৩৪	অন্তিম মুহূর্তে কি করা উচিৎ	৮০
একজন সত্যিকার মাদানী মুন্নার খোদাভীতি	৩৬	মৃত্যুর সময় কলেমা পাঠ করার ফযীলত	৮৩
		সায়্যিদা আসমা বিনতে আবি বকর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর পরিচিতি	৮৪
পারিবারিক ঝগড়া বন্ধ হয়ে গেলো	৪০		

www.dawateislami.net

বিবরণ	পৃষ্ঠা	বিবরণ	পৃষ্ঠা
মৃত ব্যক্তির প্রতি বিলাপ করা	৮৬	দরূদ শরীফের ফযীলত	১২০
তিনদিনের বেশি শোক পালণ করা	৮৬	বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ	১২১
ফ্রিজারে রাখা	৮৮	হযরত ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام এর উপদেশ	১২২
গোসলের সময় মৃত ব্যক্তিকে কষ্ট দেয়া	৮৮	তোমাদের কিছু পাহারাদার রয়েছে	১২৪
		আব্বাজান! আপনি কথা বলেন না কেন?	১২৭
কিতাবের পরিচিতি	৯০		
নেককারদের নৈকট্যের বরকত	৯০	অশ্লীল কথা দোযখে অধঃমুখে পতিত করবে!	১২৮
মৃতদের ইছালে সাওয়াবের মাধ্যমে উপকৃত করুন	৯১		
		অহেতুক কথাবার্তার পরিচিতি	১২৯
আংটি পরিধানের সুন্নাত ও আদব	৯৩	অহেতুক কথার বিভিন্ন ক্ষতি	১৩৩
পর্দাহীনতার ক্ষতি		(১) নিজের সম্মান নষ্ট করে দেয়	১৩৪
দরূদ শরীফের ফযীলত	৯৬	(২) অশ্লীল কথা বলে	১৩৫
বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ	৯৭	(৩) গীবত ও ঝগড়া বিবাদে লিপ্ত হয়ে যায়	১৩৫
লাজ-লজ্জার অধিকারীনী পর্দাশীলা সাহাবীয়ার মদীনার সফর	৯৭		
		(৪) কুফরী বাক্য বলে দেয়	১৩৬
মহিলাদের কি একা সফর করা জায়িয?	১০০	হযরত তালহা বিন উবাইদুল্লাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ এর জীবন কর্ম	১৪১
"শুধুমাত্র অন্তরের পর্দাই যথেষ্ট" এরূপ বলা কেমন?	১০২	মাওলা আলী শেরে খোদার رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ দুঃখ প্রকাশ	১৪২
পর্দাহীনতা হারাম!	১০৪	হযরত যুবাইর বিন আওয়াম رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ এর পরিচিতি	১৪২
(১) বাঘের সাথে পর্দাকারীনী ওলীয়া	১০৬		
(২) সন্তান হারিয়েছি লজ্জাতো হারায়নি	১০৭	কথাবার্তা বলার আদব	১৪৫
		উদাসীনতার পরিণাম	১৪৭
(৩) আঁচলের সূতা	১০৮	দরূদ শরীফের ফযীলত	১৪৭
মহিলাদের জন্য পর্দা কেন আবশ্যক?	১০৯	বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ	১৪৮
পর্দা করার দ্বীনি ও দুনিয়াবী উপকারীতা!	১১০	উদাসীনতার পরিণাম	১৪৯
চোখের কুফলে মদীনা	১১১	উদাসীনতার কারণ	১৫০
পর্দাহীনতার ক্ষতি সমূহ	১১২	অতুলনীয় অনুশোচনা	১৫৪
সে কাফন ছিঁড়ে উঠে বসে গেলো	১১৩	শুধুমাত্র দাবী করা হচ্ছে অহেতুক	১৫৫
"ভেলেন্টাইন ডে" এর অশ্লীলতা	১১৫	(১) বন্যার পানিতে ডুবে গেলো	১৫৭
সাজ-সজ্জার সুন্নাত ও আদব	১১৭	(২) বিয়ের আশা ধুলোয় মিশে গলো	১৫৭
হায়! অহেতুক কথাবার্তার অভ্যাস যদি দূর হয়ে যেত		দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী আর আখিরাত চিরস্থায়ী	১৫৮

www.dawateislami.net

বিবরণ	পৃষ্ঠা	বিবরণ	পৃষ্ঠা
স্বর্ণের ইট	১৬১	পুরো শহর উজাড় হয়ে গেলো	১৯৬
আমি কিভাবে খুশি থাকবো?	১৬৩	লড়াই-ঝগড়ার নিন্দা সম্পর্কিত প্রিয় নবী ﷺ এর চারটি বাণী	১৯৯
উদাসীনতা থেকে বাঁচার পদ্ধতি	১৬৪		
(১) দুনিয়াবী ভালবাসা থেকে বেঁচে থাকা!	১৬৫	ঝগড়ার ধ্বংসলীলা	২০০
		জান্নাতি ঘর	২০১
(২) উত্তম সহচর্য অবলম্বন করা!	১৬৫	আমি তোমার সাথে ঝগড়া করবো না!	২০২
(৩) বুযুর্গানে দ্বীনদের জীবনি অধ্যয়ন করা!	১৬৬	স্বামী স্ত্রীর ঝগড়ার ক্ষয়ক্ষতি	২০৩
		শয়তানের আসন	২০৪
নাম ও বংশ, জন্ম ও মৃত্যু	১৬৭	নেয়ামত রাজি থেকে বঞ্চিত	২০৫
মালিকুল ওলামার আলোচনা	১৬৮	শবে কদরকে গোপন রাখার কারণ	২০৬
জুতা পরিধানের সুন্নাত ও আদব	১৭০	চোগলখুরী করাও ঝগড়ার একটি কারণ	২০৭
সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর উত্তম চরিত্র ও কারামত			
		চোগলখুরীর কারণে পরিবার ধ্বংস	২০৮
দরূদ শরীফের ফযীলত	১৭২	অবৈধভাবে জামি দখল	২১০
বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ	১৭৩	অবৈধভাবে জমি দখল করার চেষ্টাকারীনি অন্ধ হয়ে গেলো	২১০
সিদ্দিকে আকবরের গুণাবলী	১৭৩		
তিনশত ষাটটি স্বভাব	১৭৪	লড়াই ঝগড়া থেকে কিভাবে মুক্তি পারো?	২১১
হযরত সায়্যিদুনা সিদ্দিকে আকবরের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি	১৭৫		
		সমজোতা করার মাদানী ফুল	২১৩
সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর নূরানী অন্তর্দৃষ্টির পরমোৎসর্ষ	১৭৬	**ইবাদতের আগ্রহ কিভাবে অর্জিত হবে?**	
		দরূদ শরীফের ফযীলত	২১৬
অন্তর্দৃষ্টির সুউচ্চ মর্যাদায় সমাসীন	১৭৮	বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ	২১৭
অন্তর্দৃষ্টির অর্থ	১৭৮	নামাযের প্রতি ভালবাসা পোষণকারী শিশু	২১৮
প্রিয় নবী ﷺ এর পাঁচটি বাণী	১৮০		
উত্তম চরিত্র কাকে বলে?	১৮১	জাহান্নামের আযাব ও দুনিয়ার বিভিন্ন কষ্ট	২২৩
একজন পাগলের মুখোমুখি	১৮৩		
আত্মীয়দের সাথে সদাচরণ	১৮৪	কোন বান্দা ইবাদতের প্রতি অমুখাপেক্ষী হতে পারে না	২২৪
(১) দূর্গ বিজয় হয়ে গেলো	১৮৭		
(২) খাবারে বরকত হয়ে গেলো	১৮৮	এসব কিছু আমার প্রতিপালক আল্লাহ পাকের দয়া	২২৫
শয়ন ও জাগরণের সুন্নাত ও আদব	১৯১		
ঝগড়ার ক্ষয়ক্ষতি		জিন ও মানুষ সৃষ্টির আসল উদ্দেশ্য	২২৬
দরূদ শরীফের ফযীলত	১৯৪	নিদ্রা দূর করার অনন্য পদ্ধতি!	২৩১
বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ	১৯৫	বিনয় হোক এমনই!	২৩১

www.dawateislami.net

বিবরণ	পৃষ্ঠা	বিবরণ	পৃষ্ঠা
চেরাগ ছাড়াই ঘর আলোকিত থাকতো!	২৩২	নেক আমলের গুরুত্ব	২৫৯
		তিন ধরনের বন্ধু	২৬০
হে নফস আর কত ঘুমাবে?	২৩২	সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবিয়ার চরিত্র	২৬২
রাতে ইবদত করার উপকারীতা	২৩২	ইমাম জাফর সাদেকের চরিত্র	২৬৪
ইবাদতের আগ্রহ সৃষ্টি করার কয়েকটি পদ্ধতি	২৩৩	আল্লাহর প্রতি ভরসা ও অল্পেতুষ্টিতার মাদানী ফুল	২৬৫
(১) ইবাদতের আগ্রহ সৃষ্টির জন্য দোয়া করুন	২৩৪	**সদকার বরকত**	
		দরূদ শরীফের ফযীলত	২৬৭
(২) দুনিয়ার ভালবাসা অন্তর থেকে বের করে দিন	২৩৪	বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ	২৬৮
		অনন্য মূল্যবান মুক্তা	২৬৮
(৩) অল্প আহারের অভ্যাস গড়ুন	২৩৫	ব্যয় করো আল্লাহ দান করবেন	২৭৪
(৪) ইবাদতের বিভিন্ন উপকারীতার প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখুন	২৩৬	দান করুন যদিও একটি খেজুরের টুকরা হয়!	২৭৫
(৫) ইবাদতের আগ্রহ সৃষ্টির আরো কয়েকটি পদ্ধতি	২৩৮	দান করার একটি সহজ পদ্ধতি	২৭৬
		সাথে সাথে সদকা প্রদানের বরকত প্রকাশ পেল	২৭৭
নাম ও বংশ এবং সংক্ষিপ্ত পরিচিতি	২৩৯		
নফল রোযার মাদানী ফুল	২৪০	সদকা প্রদানের দ্বারা দ্বীনি ও দুনিয়াবী উপকারীতা	২৭৮
দুনিয়া আমাদের কি দিয়েছে?			
দরূদ শরীফের ফযীলত	২৪২	কোন সম্পদ দ্বারা সদকা করা চাই?	২৮০
বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ	২৪৩	পছন্দনীয় বাগান আল্লাহর রাস্তায় দিয়ে দিলেন	২৮১
দুনিয়ার প্রতি ভালবাসার পরিণাম	২৪৪		
শয়তানের ফাঁদ	২৪৭	পছন্দনীয় ঘোড়া পেশ করে দিলেন	২৮১
নীল চক্ষুবিশিষ্ট কৃৎসিত বৃদ্ধা	২৪৯	চিনির বস্তা সদকা করে দিতেন!	২৮২
দুনিয়ার বাস্তবতা	২৫০	হযরত ওমর বিন আবদুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর পরিচিতি	২৮২
দুনিয়ার প্রতি উদাসীন খলিফা	২৫১		
বাহ! "মসুর ডাল" এর কি বরকত!	২৫২	অধিকতর ভাল জিনিস সদকা করুন	২৮৩
দুনিয়া ও আখিরাত	২৫৩	উপকারের পর খোঁটা না দেয়া	২৮৫
দুনিয়াকে দুনিয়া বলা হয় কেন?	২৫৪	মুসলমানের সম্মান	২৮৬
দুনিয়া কী?	২৫৪	নিজের সদকাকে নষ্ট করো না	২৮৭
কোন প্রকারের দুনিয়া ভাল, কোন প্রকারের দুনিয়া নিন্দনীয়?	২৫৪	কৃপণতা থেকে বাঁচো	২৮৯
		মানুষের ধ্বংস	২৯০
দুনিয়া হচ্ছে বালির ন্যায়!	২৫৭	কৃপণদের তিরস্কার সম্পর্কে দুইটি হাদীসে মোবারকা	২৯০
মৃত্যুকে ভুলো না	২৫৭		

www.dawateislami.net

বিবরণ	পৃষ্ঠা	বিবরণ	পৃষ্ঠা
কৃপণের পরকালীন বিভিন্ন ক্ষতি	২৯২	আহমদ বিন তুলুন ইনসাফ পছন্দকারী কিভাবে হলো?	৩৩১
কৃপণের পার্থিব বিভিন্ন ক্ষতি	২৯৩		
যিয়ায়ে সাদাকাত কিতাবের পরিচিতি	২৯৩	অত্যচারীদের সাহায্যও মন্দ	৩৩২
যাকাত আদায়ে সাবধানতা অবলম্বন	২৯৪	জালিমকে সাহায্যকারীদের পরিণতি!	৩৩৪
প্রিয় নবী ﷺ এর মেরাজের সফর		কিয়ামতের দিন অত্যচারী হিসাব কিভাবে দিবে?	৩৩৫
দরূদ শরীফের ফযীলত	২৯৬		
বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ	২৯৭	অত্যবারকারীদের প্রতি শিক্ষনীয় নসীহত	৩৩৭
মহত্বপূর্ণ ও বরকতময় রাত	২৯৮		
মেরাজের সফরের সারমর্ম	২৯৯	প্রতিশোধ নেয়ার পরিবর্তে ক্ষমা করে দিন!	৩৩৮
বুরাকের শান ও শওকত	৩০৩		
মেরাজের সফরের মুবারকত বাহন সমূহ	৩০৫	প্রাণীদের উপর অত্যচার করাও হারাম	৩৪০
		প্রিয় নবীর দরবারে উটের আবেদন	৩৪১
মেরাজের সফরের ধান সমূহ	৩০৫	এর পরিণাম থেকে উদাসীন হওয়া	৩৪৩
জান্নাত পর্যবেক্ষণ	৩০৬	অন্তর কঠিন হয়ে যাওয়া	৩৪৩
আলিশান জান্নাতী মহল	৩০৬	সম্পদের আধিক্য	৩৪৩
স্বর্ণের অট্টালিকা	৩০৮	পদমর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তি হওয়া	৩৪৪
হুরদের সালাম	৩০৯	আল্লাহ পাকের নিকট দোয়া করুন	৩৪৪
জান্নাতী নদী ও পাখি	৩১০	সৎ ব্যবহারের বিভিন্ন সুন্নাত ও আদব	৩৪৫
আপনিই ইমামুল আম্বিয়া	৩১২	**ক্ষমা করার ফযিলত**	
মেরাজের সত্যতা স্বীকারকারী সাহাবী	৩১৬	দরূদ শরীফের ফযীলত	৩৪৭
ইমামে আযমের চরিত্র	৩১৮	বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ	৩৪৮
সায়্যিদুনা ইমামে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর গুনাবলী	৩১৮	সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবিয়া ও ইবনে যুবাইর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا	৩৪৮
হাঁচির সুন্নাত ও আদব	৩২০	মানুষকে ক্ষমা করার ফযীলত	৩৫২
অত্যচারীর পরিণতি		শানে মুস্তফা	৩৫৫
দরূদ শরীফের ফযীলত	৩২২	মক্কা বিজয়ের দিন সাধারণ ক্ষমার ঘোষণা	৩৫৬
বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ	৩২৩		
মাছ আঙ্গুলে কামড় দিলো	৩২৪	(১) গোলামকে মুক্ত করে দিলেন!	৩৫৯
জুলুমের সংজ্ঞা	৩২৬	(২) জুলুমকারীকেও দোয়া দিলেন	৩৬০
জালিম বাদশার শিক্ষনীয় পরিণাম!	৩২৭	(৩) ক্ষমা করা এটি কুদরতী বিষয়	৩৬১
আল্লাহ পাকের পাকড়াও অনেক কঠিন	৩২৮	প্রথম বাঁধা: অহংকার	৩৬৪
নিপীড়ন সমাপ্ত করার মধ্যেই ইসলামের আদর্শ	৩২৯	ক্ষমা করার দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি পায়	৩৬৪
		মাদানী অসিয়ত	৩৬৫

www.dawateislami.net

বিবরণ	পৃষ্ঠা
প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা	৩৬৬
দ্বিতীয় বাঁধাঃ রাগ	৩৬৭
লবণ অতিরিক্ত দিয়েছেন	৩৬৮
তৃতীয় বাঁধাঃ ইলমে দ্বীন ও সৎ সঙ্গ থেকে দূরে থাকা	৩৬৯
নখ কাটার ৯টি মাদানী ফুল	৩৭০
মৃত্যু থেকে শিক্ষা গ্রহণ করুন	
দরূদ শরীফের ফযীলত	৩৭২
বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ	৩৭৩
এটি শিক্ষা অর্জনের জায়গা, তামাশার নয়	৩৭৪
মৃত্যুর পরও মৃত্যুর তিক্ততা	৩৭৮
মৃত্যুর যন্ত্রনা	৩৭৯
ভয়ানক গর্জনের আওয়াজ আসতে লাগল	৩৮২
সুদ খোর চিকিৎসকের ভয়ানক মৃত্যু	৩৮৫
মৃত ব্যক্তি উঠে বসে গেল	৩৮৬
জীবন সংক্ষিপ্ত	৩৮৮
খেল-তামাশায় মত্ত বাদশাহের মৃত্যু	৩৯১
লাল শাহবাজ কলন্দরের পরিচিতি	৩৯৪
কথাবার্তা বলার সুন্নাত ও আদব	৩৯৫
রমযানের আগমন মারহাবা	৩৯৮
দরূদ শরীফের ফযীলত	৩৯৮
বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ	৩৯৯
রমযানের আগমন ও আল্লাহর মাহবুবের খোতবা	৪০০
রমযানের আগমনে আয়োজনের ধারণ	৪০২
ইফতার করানোর ফযীলত	৪০৫
পাঁচটি বিশেষ দয়া	৪০৫
রোযায় সময় “পাস” করা	৪০৭
উত্তম ইবাদত কোনটি?	৪০৭
রমযান ও কোরআনের তিলাওয়াত	৪০৮

বিবরণ	পৃষ্ঠা
সায়্যিদুনা সাআদ বিন ইব্রাহিম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর রুটিন	৪০৮
কোরআন তিলাওয়াতের ফযীলত	৪০৯
রোযার তিনটি স্তর	৪১০
চোখের গুনাহ	৪১২
কানের গুনাহ	৪১৩
জিহ্বার গুনাহ	৪১৩
হাদের গুনাহ	৪১৪
পায়ের গুনাহ	৪১৪
হাজী মুশতাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর চরিত্রের ঝলক	৪১৫
সমবেদনা জ্ঞাপনের মাদানী ফুল	৪১৭







www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

কিতাবটি পাঠ করার ১০টি নিয়্যত

নবী করীম, রউফুর রহীম, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهٖ অর্থাৎ মুসলমানের নিয়্যত তার আমল থেকে উত্তম।"

(আল মু'জামুল, ৬/১৮৫, হাদীস: ৫৯৪২)

মাসআলা: নেক ও জায়িয কাজে ভালো নিয়্যত যত বেশি হবে, সাওয়াবও তত বেশি পাওয়া যাবে।

(১) প্রতিবার হামদ ও সালাত এবং তাউয (اَعُوْذُ بِاللّٰه) ও তাসমিয়া (بِسْمِ اللّٰه) সহকারে শুরু করবো (এই পৃষ্ঠার প্রারম্ভে দেওয়া আরবী ইবারতটি পাঠ করাতে এই চারটি নিয়্যতের উপর আমল হয়ে যাবে) (২) **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য এই কিতাব শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পাঠ করবো। (৩) যথাসম্ভব কিতাবটি অযু সহকারে এবং কিবলামূখী হয়ে পাঠ করবো। (৪) কোরআনের আয়াত ও হাদীসে মোবারাকার যিয়ারত করবো। (৫) যেখানে **"নবী"**র নাম মোবারক আসবে সেখানে "صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم", যেখানে **সাহাবী**র নাম আসবে সেখানে "رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ" এবং যেখানে **বুযুর্গ**দের নাম আসবে তবে সেখানে "رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ" পাঠ করবো। (৬) **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে জ্ঞানার্জন করবো। (৭) যদি কোন বিষয় বুঝে না আসে তবে মাদানীয়া ইসলামী বোনের নিকট জিজ্ঞাসা করবো। (৮) (নিজের ব্যক্তিগত কপির) "সনাক্তিকরণ" পৃষ্ঠায় প্রয়োজনীয় পয়েন্টগুলো লিখে রাখবো। (৯) অপরকে এই কিতাব পাঠ করার জন্য উৎসাহিত করবো। (১০) কম্পোজিং ইত্যাদিতে শরয়ী ভুল-ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে তবে কোন মাহরিমের মাধ্যমে প্রকাশককে লিখিতভাবে অবহিত করব। (প্রকাশকদেরকে কিতাবের ভুলত্রুটি সম্পর্কে শুধুমাত্র মুখে বলাতে তেমন উপকার হয়না।)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

আল মদীনাতুল ইলমিয়া

শায়খে তরীকত, আমীরে আহ্‌লে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী (دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه)-র পক্ষ থেকে:

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى اِحْسَانِهٖ وَ بِفَضْلِ رَسُوْلِهٖ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী** নেকীর দাওয়াত, সুন্নাতের পুনর্জাগরণ এবং ইলমে শরীয়াতকে সারা দুনিয়ায় প্রসারের সুদৃঢ় সংকল্পবদ্ধ। এসকল কার্যাবলীকে সুচারুরূপে সম্পাদন করার জন্য কিছু মজলিশ (বিভাগ) গঠন করা হয়েছে। তন্মধ্যে একটি মজলিশ হলো, **'আল মদীনাতুল ইলমিয়া'**। যা **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সম্মানিত ওলামা ও মুফতীগণের كَثَّرَهُمُ اللّٰهُ السَّلَام সমন্বয়ে গঠিত। এটা বিশেষ করে শিক্ষা, গবেষণা ও প্রচার ও প্রকাশনামূলক কাজের গুরুদায়িত্ব হাতে নিয়েছে। এতে নিম্নের ৬টি বিভাগ রয়েছে।[১] যথা:

১. আ'লা হযরতের কিতাবাদি বিভাগ (শোবায়ে কুতুবে আ'লা হযরত)
২. পাঠ্য পুস্তক বিভাগ (শোবায়ে দর্‌সি কুতুব)
৩. সংশোধন মূলক কিতাব বিভাগ (শোবায়ে ইছলাহী কুতুব)
৪. অনুবাদ বিভাগ (শোবায়ে তারাজিমে কুতুব)

১. এখন এই বিভাগের সংখ্যা ১৬টি হয়ে গেছে: (৭) ফয়যানে কোরআন (৮) ফয়যানে হাদীস (৯) ফয়যানে সাহাবা ও আহলে বাইত (১০) ফয়যানে সাহাবিয়া ও সালিহা (১১) ফয়যানে আমীরে আহলে সুন্নাত (১২) ফয়যানে মাদানী মুযাকারা (১৩) ফয়যানে আউলিয়া ও ওলামা (১৪) দা'ওয়াতে ইসলামীর বয়ান সমগ্র (১৫) দা'ওয়াতে ইসলামীর পুস্তিকা (১৬) মাদানী কাজের কার্যক্রম বিভাগ।
(আল মদীনাতুল ইলমিয়া মজলিশ)

৫. কিতাব নিরীক্ষণ বিভাগ (শোবায়ে তাফতীশে কুতুব)

৬. উৎস নিরূপণ বিভাগ (শোবায়ে তাখরীজ)

'আল মদীনাতুল ইলমিয়া'র প্রধান কাজ হচ্ছে, আ'লা হযরত, ইমামে আহ্‌লে সুন্নাত, আযীমুল বরকত, আযীমুল মারতাবাত, পরওয়ানায়ে শময়ে রিসালত, মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত, হামিয়ে সুন্নাত, মাহিয়ে বিদআত, আলিমে শরীয়াত, পীরে তরীকত, বাইছে খাইরো বারাকাত, হযরত আল্লামা মাওলানা আলহাজ্ব, আল হাফেজ, আল ক্বারী, ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর দুর্লভ মহামূল্যবান কিতাবাদিকে বর্তমান যুগের চাহিদার স্বার্থে যথাসাধ্য সহজ ও সবলীল ভাষায় পরিবেশন করা। সকল ইসলামী ভাই ও ইসলামী বোনেরা এই শিক্ষা, গবেষণা ও প্রচার-প্রকাশনামূলক মাদানী কাজে সর্বাত্মক সহায়তা করুন। আর মজলিশের পক্ষ থেকে প্রকাশিত কিতাবগুলো নিজেরাও পাঠ করুন এবং অন্যদেরকেও পড়তে উদ্বুদ্ধ করুন।

আল্লাহ পাক দা'ওয়াতে ইসলামীর **'আল মদীনাতুল ইলমিয়া'** মজলিশ সহ সকল মজলিশকে দিন দিন উন্নতি ও উৎকর্ষতা দান করুক। আর আমাদের প্রতিটি ভাল আমলকে ইখলাছের সৌন্দর্য দ্বারা সুসজ্জিত করে উভয় জাহানের মঙ্গল অর্জনের ওসিলা করুক। আমাদেরকে সবুজ গম্বুজের নিচে শাহাদাত, জান্নাতুল বাক্বীতে দাফন এবং জান্নাতুল ফিরদাউসে স্থান দান করুক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم



রমযানুল মোবারক ১৪২৫ হিজরি

www.dawateislami.net

প্রথমে এটা পড়ে নিন

নুতক অর্থাৎ বলা আর কথোপকথন করা মানুষের এমন একটি বৈশিষ্ট্য যার কারণে আল্লাহ পাক তাদেরকে অপর সৃষ্টির উপর শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা দান করেছেন, একজন মানুষ যখন অসংখ্য মানুষের লক্ষ্যস্থলে পরিণত হয় তখন নিজের উৎসাহ ও ধারণার ভিত্তিতে বয়ান করে থাকেন তখন তাকে খুৎবা, বক্তব্য এবং বয়ান বলা হয়। বয়ান ও বক্তব্য দ্বীন শিখার এবং পৌঁছানোর উত্তম পদ্ধতির অন্তর্ভূক্ত। বয়ান ও বক্তব্যের মাধ্যমে অল্প সময়ে অসংখ্য ব্যক্তির নিকট দ্বীনের বার্তা পৌঁছানো সম্ভব। বয়ান যদি দলিল ভিত্তিক বিষয়,ভিন্ন পদ্ধতি, উত্তম শব্দাবলির সাথে একনিষ্ঠতার স্পৃহা দ্বারা সজ্জিত হলে তখন শ্রবণ কারীদের অন্তর পরিবর্তন হয়ে যায়। اَلْحَمْدُ لِلّٰه আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **"দা'ওয়াতে ইসলামী"**র মাধ্যমে বিভিন্ন ইজতিমায় বয়ানের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রয়েছে। এর মধ্যে সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অনুষ্ঠিতব্য বয়ান সমূহ অন্তর্ভূক্ত, দেশ বিদেশে হাজারো স্থানে সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমাগুলোতে লাখো ইসলামী বোন এবং ইসলামী ভাইয়েরা অংশগ্রহন করে থাকে। (ফেব্রুয়ারী ২০২১ সালের কার্য বিবরণ অনুযায়ী সারা বিশ্বে ইসলামী ভাই ও ইসলামী বোনের ১২ হাজার ৫০০ এর অধিক সপ্তাহিক ইজতিমা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে যাতে অংশ গ্রহণকারীর সংখ্যা ৪ লাখ ৯০ হাজার।) আর সপ্তাহিক ইজতিমায় অনুষ্ঠিতব্য বয়ান সমূহ দ্বারা ইলমে দ্বীন অর্জন করে নিজের সংশোধনের পাথেয় সংগ্রহ করছে। সপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমা সমূহের বয়ান গুলো আল মদীনাতুল ইলমিয়ার মধ্যে দাওয়াতে ইসলামীর বয়ান বিভাগ এর মাধ্যমে প্রস্তুত করা হয়। এখনো পর্যন্ত এই বিভাগের মধ্যে সপ্তাহিক ইজতিমা এবং অন্যান্য ইজতিমার জন্য ৪৭৫টিরও বেশি বয়ান প্রস্তুত করা হয়েছে।

www.dawateislami.net

দাওয়াতে ইসলামীর মারকাযী মজলিশে শূরার পরামর্শ অনুযায়ী ইসলামী বোনদের বয়ান সমূহ প্রথমে কিতাব আকৃতিতে প্রকাশ করে দেয়া হয়। এই ধারাবাহিকতাকে সামনে অগ্রসর করার লক্ষ্যে জামাদাল উলা থেকে শাবানুল মুয়াজ্জাম ১৪৪২ হিজরীর ১৭টি বয়ানকে একত্রিত করে **"ইসলামী বয়ান সমগ্র** (দ্বিতীয় খন্ড)" নামে আপনাদের হাতে তুলে দেয়া হয়েছে।

প্রকাশিত হওয়া সকল বয়ান ডজন খানেকেরও বেশি স্তর (অধ্যয়ন, বিষয়বস্তু অন্বেষণ, পর্যায়ক্রম, ফরমেশন, বিভাগের যিম্মাদারদের ফাইল করা, রুকনে শূরা হাজী আবু রজব মুহাম্মদ শাহেদ আত্তারী এবং হাজী আবু মাজেদ মুহাম্মদ শাহিদ আত্তারী মাদানী থেকে সাংগঠনিক নিরীক্ষণ, দারুল ইফতা আহলে সুন্নাতের মুফতী সাহেব থেকে শরয়ী নিরীক্ষণ, পরিপূর্ণ বিষয়বস্তু অন্বেষণ, সংকলন ও যাচাই, ইংরেজি শব্দের সংযোজন, ইসলামী বোনদের আন্তর্জাতিক মজলিশে মুশাওয়ারা দ্বারা এর চেকিং, কম্পোজিং এবং এর আনুষাঙ্গিকতা) দিয়ে অতিবাহিত হয়ে প্রকাশের জন্য উপস্থাপন করা হয়। এই বয়ান সমূহে আল মদীনাতুল ইলমিয়ার **দা'ওয়াতে ইসলামী**র বয়ান সমগ্র বিভাগের পাশাপাশি ইসলামী ভাইয়েরাও কাজ করেছে, বিশেষকরে মুহাম্মদ সিরাজ আত্তারী মাদানী, মুহাম্মদ জান রযা আত্তারী মাদানী, আব্দুল জাব্বার আত্তারী মাদানী, মুহাম্মদ মুনাইম আত্তারী মাদানী এবং হাফিযুর রহমান আত্তারী মাদানী كَثَّرَهُمُ اللهُ السَّلَام কাজ করার সৌভাগ্য অর্জন করেছে। আল্লাহ পাক তাদের প্রচেষ্টাকে কবুল করুক এবং দাওয়াতে ইসলামীকে আরো দিন দিন উৎকর্ষতা দান করুক। اٰمِين

দা'ওয়াতে ইসলামীর বয়ান বিভাগ

(আল মদীনাতুল ইলমিয়া মজলিশ)

www.dawateislami.net

বয়ানঃ ১

প্রত্যেক মুবাল্লিগা বয়ান করার পূর্বে কমপক্ষে তিনবার পাঠ করুন

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

দরূদ শরীফের ফযীলত

নবীয়ে করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি আমার প্রতি সকালে দশবার এবং সন্ধ্যায় দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার কিয়ামতের দিন আমার শাফায়াত নসীব হবে।

(মা'জামুয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আযকার, ১০/১৬৩, হাদীস নং-১৭০২২)

শাফায়াত করে হাশর মে জু রযা কি,
সিওয়া তেরে কিস কো ইয়ে কুদরত মিলি হে।

(হাদায়িকে বখশীশ, ১৮৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি এবং সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রথমে ভালো ভাল নিয়্যত করে নিই। **প্রিয় নবী, হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهٖ" মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম। **(মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস ৫৯৪২)**

মাসআলাঃ নেক ও জায়িয কাজে যত বেশি ভালো নিয়্যত, সাওয়াবও তত বেশি।

বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নিয়্যতের মাঝে পরিবর্তন করা যেতে পারে। দৃষ্টিকে নত রেখে গভীর মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো। হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে **ইলমে দ্বীনের** সম্মানার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো। প্রয়োজনে সংকুচিত হয়ে ও সামনে এগিয়ে অন্য ইসলামী বোনদের জন্য জায়গা প্রসারিত করবো। ধাক্কা ইত্যাদি লাগলে ধৈর্যধারণ করবো, ধমকানো, ঝগড়া করা বা বিশৃংখলা করা থেকে বেঁচে থাকবো। تُوْبُوْا اِلَى الله! ,اُذْكُرُ الله! ,صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীনীর মনতুষ্টির জন্য নিম্নস্বরে উত্তর প্রদান করবো। ইজতিমার পর নিজেই আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করবো। বয়ানের সময় অযথা মোবাইল ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকবো, বয়ান রেকর্ড করবো না এবং এমন কোন প্রকার আওয়াজ করবো না যার অনুমতি নেই। যা কিছু শুনবো, তা শুনে এবং বুঝে এর উপর আমল করবো আর তা পরে অপরের নিকট পৌঁছিয়ে নেকীর দাওয়াতকে প্রসার করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সৎ-চরিত্রের বরকত

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যখন জানতে পারলেন যে, নজদের (বর্তমান রিয়াদ) একজন প্রসিদ্ধ বাহাদুর "দু'শুর বিন হারিস মুহারিবী" মদীনায় হামলা করার জন্য একটি বাহিনী প্রস্তুত করলো, তখন **হুযুর পূরনুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم চারশত সাহাবায়ে কিরামের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان বাহিনী নিয়ে যুদ্ধের জন্য যাত্রা

করলেন। দু'শুর যখন এই সংবাদ পেলো, **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাদের শহরে এসে গেছে তখন সে পালিয়ে গেলো এবং নিজের বাহিনী নিয়ে পাহাড়ে উঠে গেলো, কিন্তু তার বাহিনীর এক লোক "হাব্বান" গ্রেফতার হয়ে গেলো এবং **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে এসে ইসলাম কবুল করলো। ঘটনাক্রমে সেইদিন প্রবল বৃষ্টি হয়েছিলো। **রাসূলে আকরাম, হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم একটি গাছের নিকটে নিজের কাপড় শুকাতে লাগলেন। পাহাড়ের উপর থেকে অমুসলিমরা দেখলো যে, সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان নিজ নিজ কাজে ব্যস্ত এবং **হুযুর পুনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم একাকী, তখন তারা দু'শুরকে **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর আক্রমন করার জন্য উদ্ভুদ্ধ করলো, দু'শুর বললো: "যদি আমি **মুহাম্মদ** (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) কে হত্যা করতে না পারি, তবে **আল্লাহ পাক** আমাকে হত্যা করে দিক" এই কথা বলে তরবারি নিয়ে **রাসূলে আকরাম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দিকে অগ্রসর হলো, এমনকি **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মাথা মুবারকের উপর তরবারি উঠিয়ে বললো: এবার আমার থেকে আপনাকে কে বাঁচাবে? **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: **"আল্লাহ পাকই আমাকে তোমার হাত থেকে বাঁচাবে"**। এতটুকু বলতেই হযরত জিব্রাঈল আমীন عَلَيْهِ السَّلَام দ্রুত পৃথিবীতে এসে দু'শুরের বুকে এমন ঘুষি দিলেন যে, তলোয়ার তার হাত থেকে ছিটকে পড়ে গেলো। **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দ্রুত তলোয়ার উঠিয়ে নিলেন এবং ইরশাদ করলেন: **"এবার আমার থেকে তোমাকে কে বাঁচাবে?"** দু'শুর বললো: আমাকে আপনার হাত থেকে কেউ বাঁচাতে পারবে না! **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তার অসহায়ত্বের প্রতি দয়া হলো, **হুযুর**

www.dawateislami.net

পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم শুধু তার দোষ ক্ষমা করলেন না বরং তার তলোয়ারও তাকে ফিরিয়ে দিলেন। দু'শুর **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এই দয়াদ্র আচরণের প্রতি এতোই প্রভাবিত হলো যে, কলেমা পাঠ করে মুসলমান হয়ে গেলো এবং নিজের সম্প্রদায়ের নিকট এসে ইসলামের দাওয়াত দিতে লাগলো।

(আল মাওয়াহিব লিদ দুনিয়া মাআ শরহে যুরকানী, বাবু গযওয়াতি গাতফান, ২/৩৭৮-৩৮১ পৃষ্ঠা)

তেরে আখলাক পর কোরবাঁ তেরে আওসাফ পর ওয়ারী
মুসলমাঁ কিয়া আদুও ভি তেরা কায়িল ইয়া রাসূলাল্লাহ

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৩৩৭ পৃষ্ঠা)

পংক্তিটির ব্যাখ্যা: অর্থাৎ **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আপনার উত্তম চরিত্র এবং উন্নত গুণাবলীর প্রতি উৎসর্গীত যে, আপন তো আপনই, অন্যরাও আপনার সুন্দর চরিত্র এবং প্রশংসিত গুণাবলীর প্রতি প্রভাবিত ছিলো।

سُبْحٰنَ اللهِ! শুনলেন তো আপনারা যে, **রাসূলে আকরাম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চরিত্র কিরূপ অনন্য ছিলো! **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ক্ষমতা থাকার পরও নিজের সত্বার জন্য কখনো প্রতিশোধ নিতেন না, বরং মন্দের প্রতিত্তোর উত্তম রূপেই দিয়েছেন, এমনকি **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁর রক্ত পিপাসুদের সাথেও এমন নম্র আচরণ করতেন যে, তারা তাঁর সুন্দর আচরণে প্রভাবিত হয়ে যেতো, যেমনটি বর্ণনাকৃত ঘটনায় প্রকাশিত হলো, দু'শুর যে কিনা **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রাণের শত্রু ছিলো কিন্তু যখন সে **নবীয়ে আকরাম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ক্ষমা এবং দয়াদ্র চরিত্রের শান প্রত্যক্ষ করলো তখন সে প্রভাবিত না হয়ে থাকতে পারলো না এবং দ্রুত কালেমা পাঠ করে মুসলমান হয়ে গেলো। জানা

গেলো! উত্তম চরিত্র হচ্ছে মনকে জিতে নেয়ার অনন্য পন্থা এবং এটি এমন এক পন্থা যা প্রত্যেক মানুষের জন্য উপকারী, কেননা উত্তম চরিত্রের জন্য না কোন টাকা খরচ করতে হয়, না এতে কোন ক্ষতি রয়েছে।

মুবাল্লীগাদের সৎ-চরিত্রবান হওয়া খুবই প্রয়োজন, কেননা সৎ-চরিত্রবান মুবাল্লীগার বরকতে মাদানী কাজ খুব ভালভাবে ফস্পুটিত হয়, সৎ-চরিত্রবান মুবাল্লীগা মাদানী কাজ সঠিক ভাবে করতে পারে, সৎ চরিত্রবান মুবাল্লীগার প্রচেষ্টায় এলাকাতে মাদানী কাজের সাড়া পরে যায়, সৎ-চরিত্রবান মুবাল্লীগার **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সুনামের উপলক্ষ্য হয়, সৎ-চরিত্রবান মুবাল্লীগা নতুন ইসলামী বোনদেরকে খুব সহজে মাদানী মহলের সাথে সম্পৃক্ত করতে পারে, সৎ-চরিত্রবান মুবাল্লীগাকে একজন সফল যিম্মাদার বলা হয়, সৎ-চরিত্রবান মুবাল্লীগাকে ইনফিরাদী কৌশিশে কোনরূপ বিশেষ সমস্যায় পরতে হয়না, মোটকথা উত্তম চরিত্র অসংখ্য উপকারীতা অর্জনের উপায়, সুতরাং আমাদের উচিৎ যে, আমরা যেনো নম্রতা ও সৎ-চরিত্রকে নিজের আচরণের অংশ বানিয়ে নিই কিন্তু মনে রাখবেন! এটা আবশ্যক নয় যে, আমরা কারো সাথে মুচকি হেসে সাক্ষাৎ করলে তবে সেও আনন্দচিত্তে আমাদের স্বাগতম জানাবে বরং সম্ভাবনা রয়েছে সম্বোধিত ব্যক্তি আমাদের মুচকি হাসিকে বিদ্রুপ মনে করে রাগান্বিত হয়ে যায় এবং অসভ্য আচরন করে বসে, সুতরাং এরূপ পরিস্থিতিতে **আল্লাহ পাকের** এই বাণীটির প্রতি গভীর মনোযোগ রাখা উচিৎ, যেমনটি ২৪তম পারার সূরা হা'মীম সাজদার ৩৪ নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

www.dawateislami.net

وَلَا تَسْتَوِی الْحَسَنَةُ وَلَا السَّیِّئَةُ ؕ اِدْفَعْ بِالَّتِیْ هِیَ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذِیْ بَیْنَكَ وَبَیْنَهٗ عَدَاوَةٌ كَاَنَّهٗ وَلِیٌّ حَمِیْمٌ ﴿۳۴﴾

(পারা ২৪, সূরা হা'মীম সাজদা, আয়াত ৩৪)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ আর ভালো ও মন্দ সমান হয়ে যাবে না। হে শ্রোতা! মন্দকে ভালো দ্বারা প্রতিহত করো! তখনই ওই ব্যক্তি, যে তোমার মধ্যে ও তার শত্রুতা ছিলো, এমন হয়ে যাবে যেমন অন্তরঙ্গ বন্ধু।

সদরুল আফাযিল মাওলানা সায়্যিদ মুফতী মুহাম্মদ নঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ মন্দকে কল্যাণে পরিবর্তন করার পদ্ধতি বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন: যেমন; রাগকে ধৈর্য দ্বারা, অজ্ঞতাকে সহনশীলতা দ্বারা, অসদাচরণকে ক্ষমা দ্বারা, কেননা যদি কেউ তোমার সাথে মন্দ আচরণ করে তবে তুমি তাকে ক্ষমা করে দাও। এই স্বভাবের সুফল এরূপ হবে যে, শত্রু বন্ধুর মতো হয়ে ভালবাসতে থাকবে।

(খাযায়িনুল ইরফান, ৮৮৪ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! মুসলমান হোক বা অমুসলিম সবাই এই সত্যটাকে স্বীকার করে যে, ইসলাম সদাচরণ এবং নম্রতার কারণেই প্রসারিত হয়েছে, আজ গোটা দুনিয়ায় আমরা ইসলামের যে সুন্দর বাগান চমকাতে দেখছি, তাতে **নবীয়ে করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উত্তম চরিত্র এবং তাঁর প্রশিক্ষিত সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আর আউলিয়ায়ে কিরামের رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام চরিত্র ও নম্রতা বিরাট একটি অংশ জুড়ে আছে। اَلْحَمْدُ لِلّٰه আজও সৎ-চরিত্রের বরকতে অসংখ্য অমুসলিম ইসলামের দৌলত দ্বারা ধন্য হচ্ছে, আর মদ্যপায়ী, সুদখোর, পিতামাতার অবাধ্য, পাপাচারী, সিনেমা নাটক দেখা এবং গান বাজনা

www.dawateislami.net

শ্রবণকারী, ফ্যাশন পূঁজারী, একে অপরের রক্ত পিপাসু, সমাজের নিকৃষ্ট ব্যক্তি, বদ আকীদা পোষণকারী লোকেরা এবং বিভিন্ন ধরনের গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তিদের জীবনে সত্যিকার অর্থে মাদানী পরিবর্তন সাধিত হওয়ার ধারাবাহিকতা অব্যাহত। আসুন! সৎ-চরিত্রের বরকত সম্বলিত একটি ঈমানোদ্দীপক ঘটনা শ্রবণ করি।

মদ্যপায়ীর তাওবা

হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ বিন গাযালী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ **"ইহইয়াউল উলুম"** এর উদ্ধৃত করেন: হযরত সায়্যিদুনা মুহাম্মদ বিন যাকারিয়া رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: একবার আমি ইবনে আয়েশা رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর নিকট উপস্থিত হলাম, তিনি মাগরীবের নামাযের পর মসজিদ থেকে ঘরের দিকে রওয়ানা হলেন, পথে এক কুরাইশী যুবককে নেশায় মত্ত অবস্থায় দেখলেন, সে এক মহিলার সাথে আপত্তিকর আচরণ করছিলো, মহিলাটি চিৎকার করতে লাগলো, লোকেরা সেই যুবকের উপর ঝাপিয়ে পরলো, হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আয়েশা رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ তাকে চিনলেন এবং লোকেদের নিকট থেকে ছাড়িয়ে স্নেহভরে বুকের সাথে লাগালেন, নিজের ঘরে নিয়ে গেলেন এবং ঘুম পাড়ালেন। সে যখন জাগ্রত হলো তখন তার নেশার ঘোর কেটে গেলো। তার নেশাগ্রস্থ অবস্থায় সংগঠিত ঘটনা এবং পেটানোর কথা স্মরণ হলো তখন সে লজ্জায় কাঁদতে লাগলো এবং চলে যেতে উদ্ধত হলো।

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আয়েশা رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ তাকে খুবই নম্রভাবে নেকীর দাওয়াত দিলেন এবং অনুভূতি জাগালেন যে, বৎস! তুমি তো কুরাইশী, তুমি পূর্বপুরুষেরা উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন! এটা তো চিন্তা কর যে

তুমি কেমন উচ্চ বংশের সন্তান! বৎস **আল্লাহ পাক**কে ভয় করো এবং সর্বদার জন্য মদ্যপান করা ও অন্যান্য গুনাহ থেকে তাওবা করে নাও। সেই যুবক এরূপ সুন্দর নেকীর দাওয়াত শুনে খুবই লজ্জিত হলো এবং সে কেঁদে কেঁদে তাওবা করলো। মদ ও অন্যান্য গুনাহের কাছে না যাওয়ার ওয়াদা করলো। তিনি স্নেহভরে তার মাথায় চুমু খেলেন এবং সাহস যোগালেন। সে খুবই প্রভাবিত হলো, তাঁর সহচর্যে থাকতে লাগলো এবং হাদীসে মুবারাকা লিখার কাজে নিযুক্ত হয়ে গেলো।

(ইহইয়াউল উলুম, ২/৪১১)

নেয়মতে আখলাক কর দিয়জিয়ে আতা,
ইয়ে করম ইয়া মুস্তাফা ফরমায়ে। (ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৫১৭ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আপনারা শুনলেন তো! হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আয়েশা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর নেকীর দাওয়াত দেয়ার পদ্ধতি কিরূপ সুন্দর ছিলো এবং তিনি সত্য পথ থেকে বিচ্যুত মুসলমানদের সংশোধনের পবিত্র প্রেরণায় উৎসর্গীত ছিলেন, তাইতো যখন তিনি একজন মদ্যপায়ীকে মানুষের পেঠানো থেকে তাকে ছাড়িয়ে নিজের ঘরে নিয়ে আসলেন এবং যখন তার নেশা কেটে গেলো তখন খুবই নম্রভাবে নসীহতের মাদানী ফুল প্রদান করলেন।

اَلْحَمْدُ لِلّٰه তাঁর মিষ্ট ভাষা, স্নেহভরা পদ্ধতি এবং সদাচরণ সেই মদ্যপায়ীর অন্তরে এমন গভীর প্রভাব পড়লো যে, সে মদ্যপান এবং অন্যান্য গুনাহ থেকে তাওবা করে তাঁর সহচর্যে থেকে হাদীসে পাকের খেদমতে ব্যস্ত হয়ে গেলো। হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আয়েশা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ যদি তার উপর চরাও হতেন এবং তাকে পেঠানোতে অংশগ্রহণ

করতেন, তার সাথে কঠোরতা অবলম্বন করতেন বা অসদাচরণ করতেন তবে একটু ভাবুন তো! এরপর কি সেই ব্যক্তির প্রতি তাঁর ইনফিরাদী কৌশিশ এবং উপদেশ কোন প্রভাব বিস্তার করতো? সে কি তার গুনাহ থেকে তাওবা করতো? তার কি সংশোধনের কোন উপলক্ষ্য হতো? গুনাহ থেকে কি সত্যিকার তাওবা করার মানসিকতা নসীব হতো? তার জীবনে কি সত্যিকার অর্থে মাদানী পরিবর্তন সাধিত হতো? কখনোই হতো না! তবে যদি আমরা চাই যে, সমাজে সুন্নাতের মাদানী বাহার এসে যাক, ইসলামী বোনেরা! **আল্লাহ পাক** ও **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সত্যিকার আনুগত্য করে এই মাদানী উদ্দেশ্যকে আপন করে নিক যে, **"আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।** اِنْ شَآءَ الله" তবে আমাদের উচিৎ যে, যেই ইসলামী বোনেরা নামায এবং সুন্নাত থেকে দূরে সরে আছে বা বিভিন্ন গুনাহে লিপ্ত রয়েছে তাদের প্রেম ও ভালবাসা এবং নম্রতা ও স্নেহের সূধা পান করানো এবং সৎ-চরিত্রের মাধ্যমে তাদের মাদানী পরিবেশের নৈকট্যশীল করার চেষ্টা করা।

ভাল ও মন্দ চরিত্রের ফল

এক বুযুর্গ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: উত্তম চরিত্র অপরিচিতদেরকে আপন বানিয়ে দেয় এবং মন্দ চরিত্র আপনকে পর বানিয়ে দেয়।

(দ্বীন ও দুনিয়া কি আনোখি বা'তেঁ, ২৬৮ পৃষ্ঠা)

اَلْحَمْدُ لِلّٰه হাদীসের কিতাব উত্তম চরিত্রের ফযীলত দ্বারা পরিপূর্ণ। আসুন! উৎসাহ গ্রহণার্থে চারটি হাদীসে মুবারাকা শ্রবণ করি এবং আন্দোলিত হই।

www.dawateislami.net

(১) ইরশাদ হচ্ছে: তোমরা মানুষকে তোমাদের সম্পদ দিয়ে খুশি করতে পারবে না, কিন্তু তোমাদের প্রফুল্লচিত্ততা এবং সুন্দর আচরণ তাদের খুশি করতে পারবে। **(শুয়াবুল ঈমান, বাবু ফি হুসনুল খুলক, ৬/২৫৩, হাদীস নং-৮০৫৪)**

(২) ইরশাদ হচ্ছে: কিয়ামতের দিন মুমিন বান্দাদের আমলের পাল্লায় উত্তম চরিত্র থেকে বেশি ভারী আর কোন আমল হবে না।

(তিরমিযী, কিতাবুল বিররে ওয়াস সিলাহ, বাবু মা'জা ফি হুসনিল খুলক, ৩/৪০৩, হাদীস নং-২০০৯)

(৩) ইরশাদ হচ্ছে: ঈমানে বেশি (পরিপূর্ণ) কামিল হলো সেই মুমিন, যার চরিত্র বেশি উত্তম। **(আবু দাউদ, কিতাবুস সুন্নাহ, ৪/২৯০, হাদীস নং-৪৬৮২)**

(৪) ইরশাদ হচ্ছে: আমার নিকট তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি পছন্দনীয় এবং কিয়ামতের দিন আমার নিকটবর্তী লোক সেই হবে, যার চরিত্র সবচেয়ে বেশি উত্তম হবে।

(তিরমিযী, কিতাবুল বিররে ওয়াস সিলাহ, মা'জা ফি মাআলিল আখলাক, ৩/৪০৯, হাদীস নং-২০২৫)

আখলাক হোঁ আচ্ছে মেরা কিরদার হো সুতরা,
মাহবুব কা সদকা তু মুঝে নেক বানা দে।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ১১৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

سُبْحٰنَ اللهِ ! শুনলেন তো আপনারা, উত্তম চরিত্রের কিরূপ বরকত, উত্তম চরিত্র দ্বারা অপর ইসলামী বোন খুশি হয়, উত্তম চরিত্র কিয়ামতের দিন সবচেয়ে বেশি ভারী হবে, উত্তম চরিত্রবান ব্যক্তি হচ্ছে কামিল মুমিন, উত্তম চরিত্রবানদের কিয়ামতের দিন **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নৈকট্য নসীব হবে। উত্তম চরিত্রের এরূপ ফযীলত ও বরকত শুনে আশা করা যায় যে, আমাদেরও উত্তম চরিত্রকে আপন করে নেয়ার

www.dawateislami.net

মানসিকতা জন্মেছে কিন্তু প্রশ্ন হলো যে, উত্তম চরিত্র দ্বারা উদ্দেশ্য কি? তাই আসুন শ্রবণ করি যে, উত্তম চরিত্র কাকে বলে?

উত্তম চরিত্র কাকে বলে?

এক ব্যক্তি **নবীয়ে করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে উত্তম চরিত্র সম্পর্কে প্রশ্ন করলো, তখন **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তার সামনে এই আয়াতে মুবারাকাটি তিলাওয়াত করলেন:

خُذِ الْعَفْوَ وَاْمُرْ بِالْعُرْفِ وَاَعْرِضْ عَنِ الْجٰهِلِيْنَ ﴿۱۹۹﴾

(পারা ৯, সূরা আ'রাফ, আয়াত ১৯৯)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: হে মাহবুব! ক্ষমাপরায়নতা অবলম্বন করুন, সৎকর্মের নির্দেশ দিন এবং মূর্খদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন।

আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা মাওলা মুশকিল কোশা শেরে খোদা كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْم বলেন: **রাসূলে করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাকে ইরশাদ করেন: আমি কি তোমাকে পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের উত্তম চরিত্র সম্পর্কে নির্দেশনা দিবো না? আমি আরয করলাম: অবশ্যই ইরশাদ করুন: **নবীয়ে করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: যে তোমাকে বঞ্চিত করবে, তুমি তাকে দান করো, যে তোমার প্রতি অত্যাচার করবে তুমি তাকে ক্ষমা করে দাও এবং যে তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবে তুমি তার সাথে সম্পর্ক জোড়া লাগাও।

(শুয়াবুল ঈমান, বাবু ফি সীলাতুল আরহাম, ৬/২২১, হাদীস নং-৭৯৫৬)

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ বিন মুবারক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: আনন্দচিত্তে সাক্ষাৎ করা, কল্যাণময় কাজ করা এবং কাউকে কষ্ট না দেয়া, উত্তম চরিত্রের অন্তর্ভুক্ত।

(তিরমিযী, কিতাবুল বিররে ওয়াস সিলাহ, বাবু মা'জা ফি হুসনিল খুলক, ৩/৪০৪, হাদীস নং-২০১২)

www.dawateislami.net

হো আখলাক আচ্ছা হো কিরদার সুতরা, মুঝে মুত্তাকী তু বানানা ইয়া ইলাহী!

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ১০৪ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! উত্তম চরিত্রের বরকত এটাও যে, যেই ইসলামী বোন উত্তম চরিত্রের গুণাবলী সম্বলিত হবে, সে ততই সফলতার ধাপ অতিক্রম করতে থাকে এবং অনেক উপকৃত হয়। এই বিষয়টিকে এভাবে বুঝুন যে, কিছু দোকানদারের দোকানে গ্রাহকের প্রচন্ড ভীড় থাকে এবং অসংখ্য গ্রাহক তার দোকানেই ভীড় করে ও সদায় কিনে, তার সফল দোকানদারির একটি গোপন বিষয় এটাও যে, সে তার গ্রাহকের সাথে খুবই উত্তম আচরণ করে, তাদের চা, বিস্কিট এবং ঠান্ডা পানীয় ইত্যাদি দ্বারা মেহমানদারী করে থাকে, গ্রাহক একটি জিনিষ দেখাতে বললে সে দশটি জিনিস তাদের সামনে রাখে। মোটকথা গ্রাহকের (Customer) সাথে তার আচরণ এমন সুন্দর হয় যে, তারা কিছু না কিনে যেতে পারে না, যদিওবা কোন গ্রাহক দোকানদারের সাথে খারাপ আচরণও করে, তবুও দোকানদার তা আনন্দচিত্তে সহ্য করে নেয় এবং গ্রাহকের মন ভাঙ্গে না। এবার একটু আমাদের হিসাবটা করি যে, নতুন ইসলামী বোনদের প্রতি ইনফিরাদী কৌশিশ করার সময় কি আমাদের পদ্ধতিও এরূপ সুন্দর হয়? ইসলামী বোনদের সাথে সাক্ষাৎ করার সময় কি আমাদের মুখেও মুচকি হাসি থাকে? আমরা কি নেকীর দাওয়াত দেওয়ার সময় কোন উপহার যেমন; মাকতাবাতুল মদীনার রিসালা পেশ করি? আমাদের আচরণে প্রভাবিত হয়ে কি আজ পর্যন্ত কেউ **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়েছে বা কোন বিগড়ে যাওয়া ব্যক্তির তাওবার তৌফিক নসীব

www.dawateislami.net

হয়েছে? আমরা কি কখনো আমাদের প্রতি কঠোরতা প্রদর্শনকারীর কঠোরতাকে আনন্দচিত্তে সহ্য করেছি, ইটের বিপরীতে পাথর মেরে অশুভ আচরণ তো করিনি? আমাদের আচরণ তো এতোই সুন্দর হওয়া উচিৎ যে, প্রত্যক্ষদর্শীর মুখ দিয়ে অবলিলায় যেনো বের হয়ে যায়, রাসূলের আশেকার চরিত্রের এই অবস্থা তবে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চরিত্রের অবস্থা কিরূপ হবে। মনে রাখবেন! উত্তম চরিত্রের বরকত শুধু চরিত্রবান লোক পর্যন্ত সীমাবদ্ধ নয়, বরং তার সন্তানেরাও এর উপকারীতা অর্জন করে থাকে।

পিতার উত্তম চরিত্রের বিনিময়ে কন্যার মুক্তি!

রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিকট তাইয়ি সম্প্রদায়ের বন্দীদের আনা হলো, তখন এক মহিলা বন্দী দাঁড়িয়ে আরয করলো: **হে মুহাম্মদ** (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)! যদি আপনি উত্তম মনে করেন তবে আমাকে মুক্ত করে দিন এবং আরব সম্প্রদায়কে আমার প্রতি হাসাবেন না, কেননা আমি আমার সম্প্রদায়ের সর্দার হাতেম তাইয়ের কন্যা আর নিশ্চয় আমার পিতা নিজ সম্প্রদায়কে সমর্থন করতো, বন্দীদের মুক্ত করতো, ক্ষুধার্তদের খাওয়াতো, পান করাতো, সালামকে প্রসার করতো এবং কোন চাহিদা সম্পন্নদেরকে কখনো ফিরিয়ে দিতো না। **নবী করীম হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: হে মেয়ে! এটাতো সত্যিকার ঈমানদারদের গুণ। যদি তোমার পিতা মুসলমান হতো তবে আমি অবশ্যই তার জন্য রহমতের দোয়া করতাম। (অতঃপর ইরশাদ করলন:) এই মেয়েটিকে মুক্ত করে দাও কেননা তার পিতা উত্তম চরিত্রকে পছন্দ করতো এবং **আল্লাহ পাকও** উত্তম চরিত্রকে পছন্দ

www.dawateislami.net

করে। ঐ পবিত্র সত্বার শপথ! যার কুদরতের আয়ত্বে আমার প্রাণ! জান্নাতে শুধুমাত্র উত্তম চরিত্রবানরাই প্রবেশ করবে।

(নাওয়াদুল উসুল, আল উসুলুস সানি ওয়াত তিসউনা ওয়াল মিয়তি, ২/৭২৭, হাদীস নং-১০০১)

মেরে আখলাক আচ্ছি হোঁ মেরে সব কাম আচ্ছি হো
বানা দো মুঝ কো তুম পাবন্দে সুন্নাত ইয়া রাসূলাল্লাহ!

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৩৩২ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আমাদের বুযুর্গানে দ্বীনগণ رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن তাঁদের সুন্দর চরিত্র দ্বারা যেভাবে বিগড়ে যাওয়া মানুষের সংশোধনের দ্বায়িত্ব পালন করেছেন, তা অতুলনীয়। اَلْحَمْدُ لِلّٰه উম্মতের সংশোধন এবং নেকীর দাওয়াতের মুবারক ধারাবাহিকতা এখনো চলমান আর বর্তমানের এই ফিতনা ফ্যাসাদের যুগেও এমন নেককার ব্যক্তিত্ব এই দুনিয়ায় বিদ্যমান রয়েছে যে, যাঁদের উত্তম চরিত্রের বরকতে অসংখ্য মানুষের সংশোধন হচ্ছে এবং অমুসলিমরা ইসলাম কবুল করছে। এসব ব্যক্তিত্বদের মধ্যে একজন হলেন পনেরশত শতাব্দির মহান ইলমী ও রূহানী ব্যক্তিত্ব আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর বরকতময় সত্তা, যাঁর রাত দিনের প্রচেষ্টা এবং উত্তম চরিত্রের বদৌলতে অসংখ্য মানুষের জীবনে পরিবর্তন সাধিত হয়েছে।

আসুন! এই ওলীয়ে কামিলের চরিত্রের প্রতি প্রভাবিত হয়ে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সাথে সম্পৃক্ত হওয়া একজন ইসলামী ভাইয়ের মাদানী বাহার শুনুন এবং এ থেকে অর্জিত হওয়া মাদানী ফুলসমূহ অন্তরের মাদানী ফুলদানিতে সাজানো চেষ্টা করুন।

চরম ধৈর্যের বহিঃপ্রকাশ

এটি ঐ সময়কার ঘটনা যখন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমা দা'ওয়াতের ইসলামীর প্রথম মারকায **"গুলযারে হাবীব মসজিদ"** গুলশানে শফী উকারভী (সোলযার বাজার) বাবুল মদীনা করাচীতে ছিলো। আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه ইজতিমায় অংশগ্রহণ করার জন্য ইসলামী ভাইদের সাথে যখন সিনেমা হলের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন এক যুবক সিনেমা টিকেট নেয়ার জন্য লাইনে দাড়ানো অবস্থা থেকে (مَعَاذَ الله) চিৎকার করে আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه কে উদ্দেশ্য করে বললো: "মাওলানা খুবই ভাল একটা সিনেমা চলছে, এসে দেখে নাও।" তাঁর সাথের ইসলামী ভাইয়েরা রাগান্বিত হয়ে কিছু করার পূর্বেই আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه তাকে উচ্চ স্বরে সালাম করলো এবং কাছে গিয়ে খুবই নম্রতার সহিত ইনফিরাদি কৌশিশ করে বললেন: বৎস! আমি সিনেমা দেখিনা, তবে আপনি যখন আমাকে দাওয়াত করেছেন তখন আমিও ভাবলাম যে আপনাকেও দাওয়াত দিই! এখনই اِنْ شَآءَ الله গুলযারে হাবীব মসজিদে সুন্নাতে ভরা বয়ান হবে, আপনাকে অংশগ্রহণ করার অনুরোধ করছি, যদি আপনি এখন আসতে না পারেন তবে অন্য কখনো অবশ্যই আসবেন। অতঃপর তিনি তাকে একটি আতরের বোতল উপহার দিলেন। কয়েক বছর পর আমীর আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর দরবারে সুন্নাতের অনুসারী এক ইসলামী ভাই সবুজ পাগড়ী পরিহিত অবস্থায় উপস্থিত হলো এবং কিছুটা এভাবে আরয করলো: হুযুর! কয়েক বছর পূর্বে এক যুবক আপনাকে সিনেমা দেখার দাওয়াত দিয়েছিলো এবং আপনি চরম ধৈর্যের বহিঃপ্রকাশ দেখিয়ে অসন্তুষ্ট

www.dawateislami.net

হওয়ার পরিবর্তে ইজতিমায় অংশগ্রহণের দাওয়াত দিয়েছিলেন, সেই যুবক হলাম আমি। আমি আপনার সুন্দর চরিত্রে প্রভাবিত হয়েছি এবং একদিন ইজতিমায় এসে গেছি, অতঃপর আপনার দয়ার দৃষ্টি পড়ে গেলো এবং اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমি গুনাহ থেকে তাওবা করে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত হয়ে গেলাম।

(তা'রুফে আমীরে আহলে সুন্নাত, ৪০ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! শুনলেন তো আপনারা যে, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর ইনফিরাদী কৌশিশ করার পদ্ধতিও কতই অনন্য ছিলো! যদি তিনি دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه সেই মূর্খের অসৌজন্যমূলক আচরণে রাগ করে চলে আসতেন অথবা কোন কড়া কথা বলতেন তবে কখনোও এরূপ মাদানী প্রতিফল আসতো না, সুতরাং যদি আমরাও উম্মতের সংশোধনের মনোভাব পোষণ করি তবে সুন্দর আচরণ, বিনয়, ধৈর্য এবং নম্রতাকে নিজের স্বভাবে অন্তর্ভুক্ত করে নিই, কেননা অসৎ চরিত্র আমলকেও নষ্ট করে দেয়।

নবীয়ে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: উত্তম চরিত্র গুনাহকে এমনভাবে গলিয়ে দেয়, যেমনভাবে পানি বরফকে গলিয়ে দেয় এবং অসৎ চরিত্র আমলকে এমনভাবে নষ্ট করে দেয়, যেমনভাবে সিরকা মধুকে নষ্ট করে দেয়। **(মু'জামুল কবীর, ১০/৩১৯, হাদীস নং-১০৭৭৭)**

আসুন! অসৎ চরিত্রের কয়েকটি দ্বীনি ও দুনিয়াবী ক্ষতি সম্পর্কে শ্রবণ করি।

www.dawateislami.net

অসৎ চরিত্রের দ্বীনি ও দুনিয়াবী বিভিন্ন ক্ষতি

❁ অসৎ চরিত্র হচ্ছে ধ্বংস, ❁ অসৎ চরিত্র স্বংয় নিজেই মন্দ আমল এবং অসংখ্য মন্দ আমলে মাধ্যম। (মিরাতুল মানাজিহ, ৬/৪২৬) ❁ মিথ্যা, খেয়ানত, ওয়াদা খেলাফী সবই অসৎ চরিত্রের শাখা। (মিরাতুল মানাজিহ, ৬/৪৩৬) ❁ অসৎ চরিত্র পরস্পরের মধ্যে অনৈক্যের কারণ। (ইহইয়াউল উলুম, ২/৫৬৯) ❁ অসৎ চরিত্র পরস্পরের মধ্যে ঘৃণা ও হিংসা এবং দূরত্ব সৃষ্টি করে। (ইহইয়াউল উলুম, ২/৫৬৯) ❁ অসৎ চরিত্র থেকে **রাসূলে আকরাম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন। (আবু দাউদ, কিতাবুল আখলাক, কসমুল আকওয়াল, ৩য় অংশ, ২/১৭৮, হাদীস নং-৭৩৪৩) ❁ অসৎ চরিত্র ও অসৎ আচরণের দ্বারা আল্লাহ পাক অসন্তুষ্ট হয় ❁ অসৎ চরিত্রবান দোকানদারের নিকট ক্রেতা আসতে দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়ে যায় ❁ অসৎ চরিত্র হচ্ছে মন্দ বিষয় (কানযুল উম্মাল, কিতাবুল আখলাক, কিসমুল আওয়াল, আল বাবুস সানি, ৩য় অংশ ২/১৭৮ হাদীস ৭৩৪৩) ❁ অসৎ চরিত্র যদি মানুষের আকৃতিতে হতো তবে তা খুবই খারাপ লোক হতো। (কানযুল উম্মাল, কিতাবুল আখলাক, আল ফসলূল আউয়াল, ৩য় অংশ, ২/১৭৮, হাদীস নং-৭৩৫১) ❁ **আল্লাহ পাকের** নিকট সবচেয়ে নিকৃষ্ট হচ্ছে অসৎ চরিত্র। (জামেউল আহাদীস, ১৯/৪০৬, হাদীস নং-১৪৯২২) ❁ নিশ্চয় নির্লজ্জতা এবং অসৎ চরিত্রের সাথে ইসলামের কোন কিছুরই সম্পর্ক নেই। (মুসনাদে আহমদ, মুসনাদে আল বসিরাইন, হাদীস আবী আব্দুর রহমান, ৭/৪৩১, হাদীস নং-২০৯৯৭) ❁ অসৎ চরিত্র নেকীর দাওয়াতে অনেক বড় প্রতিবন্ধক, ❁ অসৎ চরিত্রের কারণে অনেক সময় স্বামী স্ত্রীর মাঝে তালাক হয়ে যায়, ❁ অসৎ চরিত্রের ধ্বংসযজ্ঞতায় পরিবারের শান্তি নষ্ট হয়ে যায়। ❁ অসৎ চরিত্রের ধ্বংসযজ্ঞতায় কোন আশিকে রাসূল বরং পুরো খান্দানই **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশ থেকে দূর হয়ে যেতে পারে। ❁ অসৎ চরিত্রের ধ্বংসযজ্ঞতা

দু'টি বংশের মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি করে দেয়। ❁ অসৎ চরিত্রের ধ্বংসযজ্ঞতা নৈকট্যেশীলদের মাঝে দূরত্ব সৃষ্টি করে দেয়। ❁ অসৎ চরিত্রবান একটি গুনাহ থেকে তাওবা করলেও আরেকটি এর চেয়েও বড় গুনাহে লিপ্ত হয়ে যায়। (জা'মেউল আহাদীস লিস সুয়ুতী, কসমুল আকওয়াল, ২/৩৭৫, হাদীস নং-৬০৬৪) ❁ অসৎ চরিত্রবান ব্যক্তিকে বারবার বিফলতার সম্মুখীন হতে হয়, মোটকথা অসৎ চরিত্র অসংখ্য মন্দের সমষ্টি এবং দুনিয়া ও আখিরাতে ধ্বংসযজ্ঞতার কারণ। **আল্লাহ পাক** সকল মুসলমানকে মন্দ চরিত্রের ধ্বংসযজ্ঞতা থেকে নিরাপদ রাখুন। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِيْن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

বাগতে হে সুন লে বদ আখলাক ইনসান সে ভি,
মুসকুরা কর সব সে মিলনা দিল সে করনা আযীযি।
(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৬৯৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! এতক্ষন আমরা অসৎ চরিত্রের দ্বীনি ও দুনিয়াবী ক্ষতি সম্পর্কে শুনলাম, আহ! তা শুনে যদি আমাদের অন্তরেও এর প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি হয়ে যেতো এবং আমাদের তাওবা করার মানসিকতা নসীব হয়ে যেতো। আসুন! এবার আমরা সৎ চরিত্রের অধিকারী হতে ১২টি পদ্ধতি শ্রবণ করে এর উপর আমল করার নিয়্যত করে নিই:

সৎ চরিত্র অবলম্বনের অভ্যাস গড়ার পদ্ধতি

(১) সৎ চরিত্রের অনুসারী হতে **আল্লাহ** পাকের দরবারে কান্না করুন এবং নিজের দু'হাত উঠিয়ে অশ্রুসজল নয়নে অসৎ চরিত্র থেকে পরিত্রাণের দোয়া করুন। (২) সৎ চরিত্রের ফযীলত এবং অসৎ চরিত্রের

ক্ষতি সম্বলিত হাদীসে মুবারাকা, বিভিন্ন বর্ণনা, ঘটনাবলী এবং বুযুর্গানে দ্বীনদের বাণীসমূহ বারবার পাঠ করুন এবং শুনুন। (৩) দিনের অধিকাংশ সময় চুপ থাকুন এবং যথা সম্ভব লিখে বা ইশারায় কথাবার্তা বলার অভ্যাস গড়ুন। (৪) নিয়মিত কানযুল ঈমানের অনুবাদ সহ কোরআনে করীম তিলাওয়াত এবং কানযুল ঈমানের অনুবাদ এবং পাশাপাশি তাফসীরে খাযায়িনুল ইরফান বা নূরুল ইরফান বা সীরাতুল জিনান পাঠ করার অভ্যাস বানিয়ে নিন। (৫) খারাপ লোকদের সহচর্য থেকে দূরে থাকুন। (৬) **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত থাকুন এবং যেলী হালকার ৮টি মাদানী কাজকে আপনার নিত্য সঙ্গী বানিয়ে নিন। (৭) **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমা এবং আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর জ্ঞান ও প্রজ্ঞাময় মাদানী মুযাকারা নিয়মিত প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত শুনার অভ্যাস গড়ে নিন। (৮) প্রতিদিন ফিকরে মদীনার মাধ্যমে মাদানী ইনআমাতের রিসালা পুরণ করুন। (৯) **দা'ওয়াতে ইসলামী**র অধীনে অনুষ্ঠিত কোর্স, করে নিন। (১০) মাদানী চ্যানেলে প্রচারিত ইলমে দ্বীনের সৌরভ সমৃদ্ধ অনুষ্ঠানমালা দেখতে থাকুন। (১১) কোন কামিল পীরের নিকট মুরীদ হয়ে যান, اَلْحَمْدُ لِلّٰه, আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর মাঝে কামিল পীরের সকল শর্তবলী বিদ্যমান, সুতরাং আমাদেরও আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর মাধ্যমে মুরীদ হয়ে গউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه গোলামদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাওয়া উচিৎ। (১২) **দা'ওয়াতে ইসলামী**র অধীনে প্রতিষ্ঠিত বিভাগ সমূহের মধ্যে নিজের খেদমত পেশ করুন, اِنْ شَآءَ الله এই পদ্ধতি গুলোর

www.dawateislami.net

উপর আমল করার বরকতে অসৎ চরিত্র দূর হয়ে যাবে এবং সৎ চরিত্র অবলম্বনের মানসিকতা তৈরী হবে।

তু আতা হিলম কি ভিক কর দেয় মেরে আখলাক ভি ঠিক কর দেয়
তুঝ কো ফারুক কা ওয়াসেতা হে ইয়া খোদা তুঝ সে মেরী দোয়া হে
(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ১৩৮ পৃষ্ঠা)

বয়ানের সারমর্ম

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আজকে বয়ানের মধ্যে আমরা উত্তম চরিত্রের বরকত সম্পর্কে শুনলাম যে,

- সৎ চরিত্র **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নৈকট্যের উপায়।
- সৎ চরিত্রবান ব্যক্তিই কামিল মুমিন।
- সৎ চরিত্র হচ্ছে জয় লাভের উত্তম উপায়।
- সৎ চরিত্রের বরকতে গুনাহে লিপ্ত লোকদের সংশোধনের উপলক্ষ্য হয়ে যায়।
- সৎ চরিত্রের বরকতে অমুসলিমদেরও ঈমানে দৌলত নসীব হয়।
- সৎ চরিত্রের বরকতে দ্বীনের কাজে খুবই উন্নতি সাধিত হয়।
- সৎ চরিত্রের বরকতে শত্রুও বন্ধুতে রূপান্তরিত হয়ে যায়।
- সৎ চরিত্রের বরকতে ইনফিরাদী কৌশিশে সমস্য হয় না।
- সৎ চরিত্রের বরকত সন্তানদেরও নসীব হয়ে থাকে।

আল্লাহ পাক আমাদেরও সৎ চরিত্রের অশেষ দৌলত দ্বারা ধন্য করুন এবং অসৎ চরিত্র থেকে আমাদের হিফাযত করুন।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِيْن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! বয়ান শেষ করার পূর্বে সুন্নাতের ফযীলত এবং কতিপয় **"সুন্নাত ও আদব"** বয়ান করার সৌভাগ্য অর্জন করছি। **মদীনার তাজেদার, হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে ভালবাসলো সে (মূলত) আমাকে ভালবাসলো আর যে আমাকে ভালবাসলো সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে।" (মিশকাতুল মাসাবীহ, ২য় খন্ড, ৫৫ পৃষ্ঠা, হাদীস-১৭৫)

সুন্নাতে আ'ম করেঁ দ্বীন কা হাম কাম করেঁ, নেক হো জায়ে মুসলমান মদীনে ওয়ালে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সুগন্ধি লাগানোর সুন্নাত ও আদব

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আসুন! সুগন্ধি লাগানোর কিছু সুন্নাত ও আদব শ্রবণ করার সৌভাগ্য অর্জন করি। প্রথমেই **প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণী শ্রবণ করি: ইরশাদ হচ্ছে: চারটি বিষয় নবীদের সুন্নাতের অন্তর্ভূক্ত: বিবাহ করা, মিসওয়াক করা, লজ্জা এবং সুগন্ধি লাগানো। (মিশকাতুল মাসাবিহ, কিতাবুত তাহারাত, ১/৮৮, হাদীস নং- ৩৮২) ✯ **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কখনো সুগন্ধির উপহার ফিরিয়ে দিতেন না। (শামায়িলে তিরমিযী, ৫/৫৪০, হাদীস নং ২১৬) ✯ জমার নামাযের জন্য তেল এবং সুগন্ধি লাগানো মুস্তাহাব। (বাহারে শরীয়ত, ১/৭৭৪, ৪র্থ অংশ) ✯ নামাযে **আল্লাহ পাকের** নিকট মুনাজাত রয়েছে, তাই এর জন্য সজ্জিত হওয়া, আতর লাগানো মুস্তাহাব। (নেকীর দাওয়াত, ২০৭ পৃষ্ঠা) ✯ **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সর্বদা উন্নত মানের সুগন্ধি ব্যবহার করতেন এবং তা অন্যদেরও শিক্ষা দিতেন। (সুন্নাত ও আদব, ৮৩ পৃষ্ঠা) ✯ দুর্গন্ধ **হুযুরে আকরাম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অপছন্দ করতেন। (সুন্নাত ও আদব, ৮৩ পৃষ্ঠা) ✯ মহিলাদের জন্য সুবাশ

www.dawateislami.net

ছড়ানোর নিষেধাজ্ঞা এই অবস্থায় রয়েছে, যখন সেই সুবাশ অপরিচিত পুরুষ পর্যন্ত পৌঁছে, যদি তারা ঘরে আতর লাগায় যার সুবাশ স্বামী, সন্তান বা পিতামাতা পর্যন্ত পৌঁছায় তবে সমস্যা নাই। (সুন্নাত ও আদব, ৮৫ পৃষ্ঠা) ✯ ইসলামী বোনদের এমন সুগন্ধি লাগানো উচিৎ নয়, যার সুবাশ গিয়ে পুরুষের নিকট পর্যন্ত পৌঁছে যায়। (সুন্নাত ও আদব, ৮৩ পৃষ্ঠা) ✯ **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন, মহিলা যখন সুগন্ধ লাগিয়ে কোন মজলিশের পাশ দিয়ে গমন করে তখন সে এমন এবং এমন অর্থাৎ ব্যভিচারকারীনী। (তিরমিযী কিতাবুল আদব ৪/৩৬১ হাদীস ২৭৯৫)

এভাবে হাজারো সুন্নাত শিখার জন্য মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ২টি কিতাব, বাহারে শরীয়ত ১৬তম অংশ ৩১২ পৃষ্ঠা, ১২০ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব সুন্নাত আওর আদব। আমীরে আহলে সুন্নাত এর দুটি রিসালা **"১০১ মাদানী ফুল"** এবং ৪৩ পৃষ্ঠা সম্বলিত **"১৬৩ মাদানী ফুল"** উপযুক্ত মূল্যে সংগ্রহ করে পাঠ করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

বয়ানঃ ২

প্রত্যেক মুবাল্লিগা বয়ান করার পূর্বে কমপক্ষে তিনবার পাঠ করুন

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

দরূদ শরীফের ফযীলত

আল্লাহ পাকের আখেরী নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জান্নাতরূপী ইরশাদ হচ্ছেঃ কিয়ামতের দিন **আল্লাহ পাকের** আরশ ছাড়া আর কোন ছায়া থাকবে না, তিন ধরনের ব্যক্তি **আল্লাহ পাকের** আরশের ছায়ায় থাকবে, আরয করা হলো: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! তারা কারা? ইরশাদ করলেন: (১) সেই ব্যক্তি, যে আমার উম্মতের কষ্ট দূর করবে (২) আমার সুন্নাতকে জীবিত করবে (৩) আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরূফ পাঠকারী। (আল বদরুস সা'ফিরা লিস সুয়ুতী, ১৬৯ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৩৬৪)

উন পর দূরূদ জিন কো কাসে বে কাসে কাহিঁ,
উন পর সালাম জিন কো খবর বে খবর কি হে।

(হাদায়িকে বখশীশ, ২০৯ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি এবং সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রথমে ভালো ভাল নিয়্যত করে নিই। **প্রিয় নবী, হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهٖ" মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম। (মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস ৫৯৪২)

মাসআলা: নেক ও জায়িয কাজে যত বেশি ভালো নিয়্যত, সাওয়াবও তত বেশি।

বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নিয়্যতের মাঝে পরিবর্তন করা যেতে পারে। দৃষ্টিকে নত রেখে গভীর মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো। হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে **ইলমে দ্বীনের** সম্মানার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো। প্রয়োজনে সংকুচিত হয়ে ও সামনে এগিয়ে অন্য ইসলামী বোনদের জন্য জায়গা প্রসারিত করবো। ধাক্কা ইত্যাদি লাগলে ধৈর্যধারণ করবো, ধমকানো, ঝগড়া করা বা বিশৃংখলা করা থেকে বেঁচে থাকবো। تُوْبُوْا اِلَى الله! ,اُذْكُرُ الله! ,صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীনীর মনতুষ্টির জন্য নিম্নস্বরে উত্তর প্রদান করবো। ইজতিমার পর নিজেই আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করবো। বয়ানের সময় অযথা মোবাইল ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকবো, বয়ান রেকর্ড করবো না এবং এমন কোন প্রকার আওয়াজ করবো না যার অনুমতি নেই। যা কিছু শুনবো, তা শুনে এবং বুঝে এর উপর আমল করবো আর তা পরে অপরের নিকট পৌঁছিয়ে নেকীর দাওয়াতকে প্রসার করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

খোদাভীতির কারণে কোমর ভেঙ্গে গেলো

হযরত সায়্যিদুনা সুফিয়ান ছওরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সম্বন্ধে বর্ণিত রয়েছে, তাঁর কোমর যৌবনকালেই ঝুঁকে গিয়েছিলো, লোকেরা অনেকবার এর

কারণ জানার চেষ্টা করেছিলো কিন্তু তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কোন উত্তর দেননি, তাঁর এক ছাত্র অনেক দিন যাবৎ সুযোগের অপেক্ষায় ছিলো যে, তাঁর কাছে এর কারণ জিজ্ঞাসা করবে, অবশেষে একদিন সে সুযোগ পেয়ে তাঁর নিকট এর কারণ জিজ্ঞাসা করেই ফেললেন, প্রথমে তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ পূর্বের ন্যায় কোন উত্তর দেননি কিন্তু তার বারংবার আবেদনের প্রেক্ষিতে বললেন: আমার এক ওস্তাদ যিনি বড় আলিম হিসাবে পরিচিত ছিলেন এবং আমি তাঁর থেকে কয়েকটি বিষয়ের জ্ঞান অর্জন করেছিলাম, যখন তাঁর ইন্তেকালের সময় ঘনিয়ে এলো, তখন তিনি আমাকে বললেন: সুফিয়ান! তুমি কি জানো যে, আমার উপর কী ঘটনা ঘটেছে? আমি পঞ্চাশ বৎসর যাবৎ মানুষদের **আল্লাহ পাকের** আনুগত্য করার এবং গুনাহ থেকে বাঁচার শিক্ষা দিয়ে এসেছি, কিন্তু দুঃখের বিষয়! আজ আমার জীবন-প্রদীপ নিভে যাওয়ার উপক্রম, যদি **আল্লাহ পাক** আমাকে **তাঁর** দরবার থেকে এই বলে বের করে দেয় যে, তুমি আমার দরবারে আসার উপযুক্ততা রাখোনা। নিজের ওস্তাদের এই কথা শুনে ভয়ে আমার কোমর ভেঙ্গে যায়, যা ভাঙ্গার শব্দ সেখানে বিদ্যমান লোকেরাও শুনেছিলো এবং আমি আমার দয়াময় **প্রতিপালকে**র ভয়ে অশ্রু ঝরাতে লাগলাম আর ঘটনা এতদূর পর্যন্ত গড়ালো যে, আমার প্রস্রাব দিয়েও রক্ত বের হতে লাগলো এবং আমি অসুস্থ হয়ে পড়লাম, রোগ যখন তীব্র রূপ ধারণ করলো, তখন আমি এক অমুসলিম ডাক্তারের কাছে গেলাম, প্রথমে সে আমার রোগ ধরতেই পারলো না, তারপর সে ভালভাবে আমার চেহারা পরীক্ষা করলো, শিরা দেখলো এরপর কিছুক্ষণ চিন্তা করার পর বললো: আমার ধারণা যে, বর্তমানে

www.dawateislami.net

মুসলমানদের মাঝে এর মত যুবক কোথাও পাওয়া যাবে না, কারণ **আল্লাহ পাকের** ভয়ে এর কলিজা ফেঁটে গিয়েছে। (হিকায়াতুস সালিহীন, ৪৬ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! বর্ণনাকৃত ঘটনা থেকে জানা গেলো যে, **আল্লাহ পাকের** নেক বান্দাদের অন্তরে সর্বদা **খোদাভীতি** বিদ্যমান থাকে, তাঁদের উঠা-বসা, চলা-ফেরা মোটকথা জীবনের প্রতিটি ক্ষণে আখিরাতের ভাবনায় অতিবাহিত করতেন, কেননা তাঁদের নিকট দুনিয়াবী জীবন আখিরাতের জীবনের মোকাবেলায় গুরুত্বহীন। তাঁদের অন্তর **আল্লাহ পাকের** ভালবাসায় এমনভাবে পূর্ণ থাকে যে, তারা শুধু **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টিই চায় এবং তাঁদের অন্তরে **আল্লাহ পাকের** এমন ভয় থাকতো যে, এর কারণে সর্বদা তাঁরা কিয়ামতের ভয়াবহতার দৃশ্য অবলোকন করতো, কিন্তু আফসোস! আজ গুনাহের ভয়াবহতার কারণেই সম্ভবত আমাদের অন্তর থেকে **খোদাভীতি** বিলুপ্ত হয়ে গেছে, যেনো আমরা এরূপ সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, আমরা শপথ করেছি সংশোধন হইনি এবং হবোও না। আমাদেরকে ভীত করার জন্য আযাবের বিষয় সম্বলিত যতই আয়াত শুনিয়ে দেয়া হোক না কেন, গুনাহের ভয়াবহতা সম্বলিত যতই হাদীস বর্ণনা করা হোক না কেন, গুনাহের শিক্ষনীয় পরিণতির ঘটনাবলী শুনানো হোক না কেন, কিন্তু আমরা শিক্ষার্জন করিনা, এদিক সেদিক দেখে উদাসীনভাবে শুনি, সম্ভবত এর কারণ এটাও হতে পারে যে, গুনাহের কারণে আমাদের অন্তরে এমনভাবে মরিচা ধরে গেছে যে, আমাদের মধ্যে উপদেশের (Advice) কোন কথাই প্রভাব বিস্তার করেনা। মনে রাখবেন! যদি আমরা ভয়হীন হয়ে

www.dawateislami.net

নিজের জীবনকে এভাবে গুনাহে অতিবাহিত করতে থাকি, তবে এমন যেনো না হয় যে, কিয়ামতের দিন আমাদের হাশরও এমন অপরাধীর সাথে হবে যারা নিজের জীবনকে **রাব্বে করীম** এবং **তাঁর প্রিয় রাসূলে আযীম** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অবাধ্যতায় এবং নেক আমল বিহীনভাবে অতিবাহিত করেছে, এমন লোক কিয়ামতের দিন **আল্লাহ পাকের** দয়া থেকে বঞ্চিত থাকবে, গুনাহের কারণে তাদের চেহারা কালো হয়ে যাবে, এই লোকেরা কিয়ামতের দিন এদিক সেদিক পালাতে থাকবে, কিন্তু কেউ তাদের সাহায্যকারী হবে না। যেমনটি এই অবস্থাকে ৩০তম পারায় সূরা আবাসা এর ৩৩ থেকে ৩৭নং আয়াতে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে:

فَاِذَا جَآءَتِ الصَّآخَّةُ ﴿۳۳﴾ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيْهِ ﴿۳۴﴾ وَاُمِّهٖ وَاَبِيْهِ ﴿۳۵﴾ وَصَاحِبَتِهٖ وَبَنِيْهِ ﴿۳۶﴾ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَاْنٌ يُّغْنِيْهِ ﴿۳۷﴾

(পারা ৩০, সূরা আবাসা, আয়াত ৫৭)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: অতঃপর যখন আসবে ওই কর্ণবিদারক ধ্বনি, সেদিন মানুষ পলায়ন করবে নিজ ভাই, মাতা ও পিতা এবং স্ত্রী ও সন্তানদের থেকে। তাদের মধ্যে প্রত্যেকের সেদিন একটা মাত্র ভাবনা থাকবে, যা-ই তাকে (অন্যের ভাবনা থেকে) বিরত রাখবে।

এমনকি এই অপরাধীদের টেনে হিচঁড়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করে দেয়া হবে, ১৬তম পারার সূরা মরিয়মের ৮৬নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

وَّنَسُوْقُ الْمُجْرِمِيْنَ اِلٰى جَهَنَّمَ وِرْدًا ﴿۸۶﴾

(পারা ২২, সূরা মরিয়ম, আয়াত ৮৬)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর অপরাধীদেরকে জাহান্নামের দিকে খেদায়ে নিয়ে যাবো তৃষ্ণাতুর অবস্থায়;

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! এখন তো উদাসীনতার ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে যাওয়া উচিৎ, মৃত্যুর পর গুনাহগারের অবস্থা শুনে ভীত হয়ে যাওয়া উচিৎ এবং সত্যিকারভাবে তাওবা করে নেকীর কাজে লিপ্ত হয়ে যাওয়া উচিৎ। আফসোস, শত কোটি আফসোস! আমাদের সমাজে লোকেরা রাত দিন মানুষের ভয়ে তো চুপচাপ গুনাহ করে থাকে যে, যেনো আসার বন্ধুরা এবং পরিবারের লোকেরা না জানে, কিন্তু সেই **আল্লাহ পাককে** ভয় করে না, যিনি রাতের আঁধারেও আমাদের অবস্থা সম্পর্কে সর্বদা অবহিত এবং গুনাহ করার সময় আমাদের এই বিষয়টির প্রতিও ভয় থাকে না যে, কিয়ামতের দিন সকল হাশরবাসীর সামনে গুনাহেভরা আমল নামা পাঠ করে শুনাতে হবে, যেখানে ঐ লোকেরাও থাকবে, দুনিয়ায় যাদের অন্তরে আমাদের প্রতি সম্মান ও মহত্ব বিরাজ করতো। আহ! সেই সময়ের বদনামী এবং লজ্জা থেকে বাঁচার জন্য এখনই আমাদের **খোদাভীতি**র দৌলত নসীব হয়ে যাক। আহ! আমরা যেনো গুনাহ থেকে দূরে থাকাতে সফল হয়ে যাই। আহ! আমরা যেনো সর্বদা নেকীর কাজে অতিবাহিতকারী হয়ে যাই। আহ! কিয়ামতের ভয়াবহ দিনকে সর্বদা স্মরনকারী হয়ে যাই। যদি আমাদের **খোদাভীতি**র দৌলত নসীব হয়ে যায়, তবে اِنْ شَآءَ الله এর বরকতে গুনাহ থেকে বাঁচার মানসিকতা হয়ে যাবে। আমাদের বুযুর্গানে দ্বীনরা তো এমন ছিলো যে, দিনরাত নেকীতে অতিবাহিত করতো, তাদের শরীরের প্রতিটি অংশ **আল্লাহর** ভয় এবং **তাঁর** ভালবাসায় মগ্ন থাকতো, তারপরও তারা নিজের আমলকে যথেষ্ট মনে করতো না এবং **খোদাভীতি**তে অত্যধিক অশ্রু বিসর্জন করতেন।

www.dawateislami.net

জানিনা আমার ঠিকানা জান্নাতে হবে নাকি জাহান্নামে!

হযরত সায়্যিদুনা মালিক বিন দীনার رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ জাবানা এর ব্যাপারে বর্ণিত রয়েছে এক স্থানে তিনি এক বুযুর্গ কে দেখে তাঁর অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি বললেন: হে মালিক! ঐ ব্যক্তির অবস্থা কেমন হবে, যার সকাল সন্ধ্যা এরূপ দীর্ঘ সফরে অতিবাহিত হয়, যাতে কোন সফরের পাথেয় না থাকে এবং তাকে মানুষের মধ্যে ন্যায়বিচারকারী **আল্লাহ পাকের** দরবারে দাঁড় করানো হবে। একথা বলেই তিনি উচ্চ স্বরে কাঁদতে লাগলেন, হযরত মালিক বিন দীনার رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমি তাঁকে কান্না করার কারণ জিজ্ঞাসা করলাম, তখন তিনি বললেন: আমি দুনিয়ার লোভে কাঁদছিনা এবং মৃত্যুর ভয়েও কাঁদছিনা আর বিপদের কারণেও কাঁদছিনা বরং আমি তো আমার জীবনের ঐ দিনগুলোর জন্য কাঁদছি, যাতে আমি কোন ভাল কাজ করতে পারিনি, খোদার কসম! আমার তো পাথেয় সংকট, সফলতা থেকে দূরত্ব এবং কঠিন ঘাটি আমাকে কাঁদাচ্ছে। আমি জানিনা যে, জান্নাতে যাব নাকি জাহান্নামে। হযরত মালিক বিন দীনার رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমি এই প্রজ্ঞাময় কথা শুনে বললাম: লোকেরা তো আপনাকে পাগল মনে করে। তখন তিনি বললেন: তুমিও দুনিয়াদারদের মতোই ধোঁকায় পড়ে গেছ? যদিওবা আমার মধ্যে জান্নাতীদের মতো অন্য কোন গুণ নাই কিন্তু আমার অন্তর, শিরা, মাংস, রক্ত এবং হাঁড়ে **আল্লাহ পাকের** ভালবাসা খচিত হয়ে গেছে। আমি দয়াময় **আল্লাহ**র ভালবাসায় বন্দী হয়ে আত্মহারা হয়ে গেলাম। **(হাদায়িকিল আউলিয়া, ২/২২২)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! এই ঘটনা থেকে জানা গেল যে, আমাদের বুযুর্গানে দ্বীনরা **আল্লাহর** ভয়ে কিরূপ কান্নাকাটি করতেন এবং দিনরাত নেকীর কাজে লিপ্ত থাকার পরও নিজের আমলকে যথেষ্ট মনে করতেন না। কিন্তু আফসোস! আমাদের অবস্থা এমন যে, একেতো আমরা নেক আমল করিই না, যদি কোন নেক আমল করেও নিই, তবে চেষ্টা এমন হয় যে, যেকোন ভাবে মানুষ আমাকে দেখে ফেলুক, যেনো আমার সুনাম ছড়িয়ে পড়ে। মনে রাখবেন! লোক দেখানো আমল কখনোই কবুল হবে না, সুতরাং প্রত্যেক নেক আমলের পূর্বে নিজের নিয়্যতের উপর ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করে নেয়া উচিৎ, এর উদ্দেশ্য কি **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টি নাকি ধন সম্পদ অর্জন বা অন্য কোন দুনিয়াবী উপকারীতা? দূর্ভাগ্য জনকভাবে আজকাল আমাদের ইবাদত থেকে একনিষ্ঠতা দূর হয়ে যাচ্ছে, এই জন্যই নামায পড়ছি, যেনো লোকেরা আমাকে নামাযী বলে। সদকা ও খয়রাত করছি যেনো মানুষের মাঝে আমার দানশীলতার আলোচনা হয়। হজ্ব ও ওমরা করার পর আকাঙ্ক্ষা হয় যে, লোকেরা আমাকে বাহ বাহ দিক। ঘরে কথায় কথায় ঝগড়া করে কিন্তু বাইরের মহিলার সাথে সদাচরণ একারণেই করে যে, তাদের নিকট চরিত্রবানের প্রসিদ্ধি পাওয়া যায়। মনে রাখবেন! যে নেক কাজসমূহকে জীবনভর আমরা নিজের জন্য আখিরাতের পাথেয় এবং মুক্তির মাধ্যম মনে করে আসছি, এমন যেনো না হয় যে, লোক দেখানের কারণে সব নষ্ট হয়ে যাবে এবং কিয়ামতের দিন অপমান ও অপদস্ততা ছাড়া আর কিছুই থাকবে না। আসুন! লৌকিকতার নিন্দা সম্বলিত **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দু'টি বাণী শ্রবণ করি এবং এই বাতেনী (অদৃশ্য) রোগ থেকে বাঁচার চেষ্টাও করুন।

www.dawateislami.net

১. ইরশাদ হচ্ছে: জান্নাতের সুগন্ধি পাঁচশত (৫০০) বছরের দূরত্ব থেকে পাওয়া যায়, কিন্তু আখিরাতের আমল দ্বারা দুনিয়ার আকাঙ্ক্ষীরা তা পাবে না।

(কানযুল উম্মাল, কিতাবুল আখলাক, কসমুল আকওয়াল, ২/১৯০, ৩য় অংশ, হাদীস নং-৭৪৮৯)

২. ইরশাদ হচ্ছে: যে প্রসিদ্ধি অর্জনের জন্য আমল করে, **আল্লাহ পাক** তাকে অপদস্থ করবেন, যে লোক দেখানোর জন্য আমল করবে, **আল্লাহ পাক** তাকে শাস্তি দিবেন।

(জামেউল আহাদীসে লিস সুয়ুতি, কসমুল আকওয়াল, ৭/৪৪, হাদীস নং-২০৭৪)

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! শুনলেন তো আপনারা যে, লৌকিকতাকারী দূর্ভাগীরা জান্নাতের সুঘ্রাণও পাবে না। এরূপ দূর্ভাগীকে কিয়ামতের দিন অপদস্থ করা হবে এবং তার **আল্লাহ পাকের** কঠিন আযাবে লিপ্ত হতে হবে। মনে রাখবেন! লৌকিকতা দ্বারা দুনিয়ায় সুনাম ও উপকারীতা তো অর্জিত হবে কিন্তু আখিরাতে এরূপ আমলের কোন প্রতিদান নাই। সুতরাং নিজের মন থেকে মানুষের প্রশংসা শুনার আকাঙ্ক্ষা বের করে দিন। সর্বদা কবর ও হাশরের ভয়াবহতা এবং জাহান্নামের কঠিন শাস্তির কথা মনে গেঁথে নিন। শুধুমাত্র **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টির জন্য আমল করুন এবং বুযুর্গানে দ্বীনদের চরিত্রকে জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে নিজের জন্য অনুকরণীয় করে নিন। اِنْ شَآءَ الله এর বরকতে **খোদাভীতির** দৌলত নসীব হবে। **আল্লাহ পাকের** নৈকট্যশীল বান্দাদের আমলী অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে এক বুযুর্গ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: ঐ লোকেরা (অধিকহারে নেকী করার পরও **আল্লাহ পাকের** গোপন ব্যবস্থাপনার প্রতি) ভীত থাকতো এবং তোমরা গুনাহের ডুবে থাকার পরও ভয়হীন থাকো। সেই মুবারক ব্যক্তিত্বরা নেকী করার

পরও কান্নাকাটি করতেন এবং তোমরা কোন আমল না করেও হাসছো। তারা অসুস্থতার পরও রাতভর (ইবাদতের জন্য) জাগ্রত থাকতেন আর তোমরা সুস্থ থাকার পরও ঘুমিয়ে থাকো। তারা সঠিক পথে চলে এবং তোমরা আযাবের রাজপথে দৌঁড়ে যাও। (হাদায়িকিল আউলিয়া, ২/২২৬)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আসলেই আজ আমাদের আমলী অবস্থা অনেক ভয়াবহ হয়ে গেছে, **খোদাভীতি** আমাদের অন্তর থেকে নিঃশেষ হয়ে গেছে এবং আমরা আমাদের বুযুর্গদের পদ্ধতি থেকে একেবারে দূরে সরে যাচ্ছি। এই কারণেই আজকাল মহিলাদের স্বাধীনতা এবং মহিলাদের পুরুষের সাথে কাঁধ মিলিয়ে চলার শ্লোগান আমাদের নতুন প্রজন্মকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। ফ্যাশন পূজা এবং নির্লজ্জতা এমনভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে যে, প্রতিটি মহল্লা, গলি এমনকি ঘরে ঘরে নির্লজ্জতার মর্মস্পশী অবস্থা, সহ-শিক্ষা (Co-Education) প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, অফিস এবং বিনোদন কেন্দ্রে নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশা সাধারণ ঘটনা হয়ে গেছে, এই মেলোমেশার কারণে مَعَاذَالله আজ আমাদের নতুন প্রজন্ম গার্লফ্রেন্ড এবং বয় ফ্রেন্ডের নিকৃষ্ট চক্করে ফেঁসে কিভাবে নিজের লজ্জা শরম হারিয়ে বসেছে, তা কারো অজানা নয়,

দিন লহু মে খো'না তুঝে শব সুবহে তক সুনা তুঝে
শরমে নবী খোওফে খোদা ইয়ে ভি নেহী ওহ ভি নেহী

(হাদায়িকে বখশীশ, ১১১ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! সর্বপ্রথম যখন এই শ্লোগান উঠলো যে, নারী পুরুষ সমান অধিকার, তখন এর ধ্বংসযজ্ঞতায় ঘরের চার

দেয়ালের মাঝে নিরাপদ মহিলাদের ঘরের বাইরে এনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে আর এখন পশ্চিমা এই কথন লেডিস ফাস্ট (Ladies First) অর্থাৎ **"মহিলারা প্রথমে"** এখানেও এসে পৌঁছেছে। প্রথমে কাঁধের সাথে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড় করিয়েছে, আর এখন এক কদম অগ্রসর হয়ে আরো লাম্পট্য এবং নিলজ্জতায় বৃদ্ধি করে দিয়েছে, মহিলারা মনে করলো এই বাক্যের মাধ্যমে আমাকে সম্মান করা হচ্ছে, অথচ এই বাক্যের উদ্দেশ্য মহিলাদের কোন প্রকার সম্মান দেয়া নয় বরং নারী জাতিকে বোকা বানিয়ে তার সৌন্দর্যকে কাজে লাগিয়ে নিজের আর্থিক উপকারিতা অর্জন করার মাধ্যম বানানো। যা ফ্যাশন শো, বিলবোর্ড (Billboards) এবং বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে প্রকাশ হচ্ছে।

এভাবে অফিসে, ব্যাংকে এবং হাসপাতালে মোটকথা যেখানেই যান বিশেষকরে অভ্যার্থনায় (Receptions) মর্ডান নারীদের রাখা হয়, যেনো মানুষের মনযোগ আকৃষ্ট করে নিজের ব্যবসাকে চাঙ্গা করা যায়, এখন তো নিলজ্জতা এমনভাবে বেড়ে গেছে যে, যুবতী নারীদের সাথে হাত মিলানোকেও খারাপ মনে করা হয়না এবং খুবই উচ্চ গলায় এবং নির্ভিকভাবে এটা বলা হয় যে, আধুনিক যুগ সব কিছুই চলে। এরূপ মর্ডান লোকদের নাড়া দিতে, তাদের উদাসীনতার নিদ্রা থেকে জাগাতে, ফ্যাশনের নামে বেপর্দা এবং নিলজ্জতার বন্যা থেকে বের হতে আর অন্তরে ভয় সৃষ্টি করতে আসুন! ফ্যাশন পুজার নিন্দা সম্পর্কীত একটি বর্ণনা শ্রবণ করি।

www.dawateislami.net

নাজায়িয ফ্যাশনকারীর পরিণতি

নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: (মেরাজের রাতে) আমি কিছু পুরুষকে দেখেছি যাদের চামড়া আগুনের কাঁচি দ্বারা কাটা হচ্ছিলো, আমি বললাম: এরা কারা? জিব্রাঈল আমীন (عَلَيْهِ السَّلَام) বললেন: এরা নাজায়িয পণ্য দ্বারা সৌন্দর্য বর্ধন করতো। আর আমি একটি দূর্গন্ধযুক্ত গর্ত দেখলাম, যাতে চিৎকার চেচামেচি হচ্ছিলো, আমি বললাম: এরা কারা? তখন বলা হলো: এরা সেই মহিলা, যারা নাজায়িয পণ্য দ্বারা সৌন্দর্য বর্ধন করতো। (তারিখে বাগদাদ, ১/৪১৫)

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! ভয়ে কেঁপে উঠুন! এক দিকে তো এই বর্ণনা রয়েছে এবং অপর দিকে আমাদের ঘরের পরিবেশ। এটা মনে রাখবেন যে, ঐ সকল ফ্যাশন যা শরীয়ত পরিপন্থি নয় তা জায়েয কিন্তু যে সকল ফ্যাশন শরীয়ত পরিপন্থি তা নাজায়িয। আমাদের মহিলাদের মধ্যে এমন এক দল মহিলা রয়েছে যারা এই ফ্যাশেনের দিকে মনযোগী, শরীয়তে যার কোন স্থান নেই। আফসোস, শত কোটি আফসোস! বর্তমান যুগে অজ্ঞ পিতামাতারা স্বয়ং নিজের সন্তানদেরকে ফ্যাশনেবল বানানোর জন্য স্কুল, কলেজে শিক্ষা দেয়, যেখানে নাজায়িয ফ্যাশন এবং নিলজ্জতার শিক্ষা সুচারু রূপে দেয়া হয় এবং সেই পরিবেশও দেয়া হয়। বর্তমানে এমন এক শ্রেণীর লোক রয়েছে যারা নিজের সন্তানদের সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় যাওয়া এবং শরয়ী পর্দা করার ক্ষেত্রে বাধা প্রদান করে। আজ এমন এক সংখ্যক লোকও রয়েছে যারা দ্বীনের উপর আমলকারী সন্তানের জন্য বাধা স্বরূপ, অথচ এটা কতইনা নিকৃষ্ট ও অজ্ঞতা এবং স্বয়ং নিজেকে বঞ্চিতকারী কাজ। اَلْحَمْدُ لِلّٰه দাওয়াতে ইসলামীর ফয়যান যে আজ এরূপ পিতামাতাও

www.dawateislami.net

রয়েছে, যারা শরীয়তের বিধানের প্রতি নিজের মাথা নত করে সাহস ও উৎসাহের মাধ্যমে সমাজের কটুক্তি সহ্য করে এবং নিজের সন্তানদের সংশোধন এবং তাদের ইসলামী পদ্ধতিতে মাদানী শিক্ষা দিতে আর তাদের আখিরাত উত্তম বানাতে সচেষ্ট, এই কারণেই মাদানী মানসিকতা সম্পন্নদের সন্তান কেউ কোরআনের হাফিয হয়, কেউ কোরআনের ক্বারী হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করে, কেউবা নেকীর দাওয়াত প্রসাকারী মুবাল্লিগে **দা'ওয়াতে ইসলামী** হয়, কেউ ইলমে দ্বীনের আলো প্রসারকারী আলিমে দ্বীন এবং মুফতী হয়ে উম্মতে মাহবুবের শরয়ী পথনির্দেশনা দেয়। যেই পিতামাতার সন্তান এই পদ্ধতিতে দ্বীনের খেদমত করছে, তারা এই বাস্তবতা সম্পর্কে ভালভাবে অবহিত যে, ডাক্তার ও ইঞ্জিনিয়ার ইত্যাদি বানানোর উপকারীতা (Benefits) শুধুমাত্র দুনিয়াতেই সীমাবদ্ধ আর নেককার সন্তান পিতামাতার মৃত্যুর পরও উপকারী হিসেবে পরিগনিত হয়।

হযরত সায়্যিদুনা বুরাইদা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত, **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে কোরআন পাঠ করলো এবং তা শিখলো আর এর উপর আমল করলো, তবে তার পিতামাতাকে কিয়ামতের দিন নূরের একটি মুকুট পরিধান করানো হবে, যার উজ্জলতা সূর্যের ন্যায় হবে এবং তার পিতামাতাকে দু'টি জুব্বা পড়ানো হবে, যার মূল্য এই দুনিয়া আদায় করতে পারবে না, তখন তারা জিজ্ঞাসা করবে, আমাদের এই পোশাক কেন পড়ানো হলো? তাদের বলা হবে: তোমাদের সন্তানের কোরআনে পাককে আঁকড়ে ধরার কারণে। (মুসতাদরিক, কিতাবুল ফাযায়িলুল কোরআন, নম্বর-২১৩২, ২/২৭৮) অপর এক স্থানে ইরশাদ করেন: নিশ্চয় **আল্লাহ পাক** একজন নেককার বান্দার

www.dawateislami.net

মর্যাদা জান্নাতে বৃদ্ধি করবেন, তখন সে বলবে যে, হে আমার **রব**! আমি এই মর্যাদা কিভাবে পেলাম? **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করবেন: তোমার সন্তান তোমার জন্য মাগফিরাতের দোয়া করেছে।

(মিশকাতুল মাসাবিহ, কিতাবুদ দাওয়াত, বাবুল ইস্তিগফার ওয়াত তাওবা, হাদীস নং-২৩৫৪, ১/৪৪০)

মেরী আ'নে ওয়ালী নসলেঁ তেরে ইশক হি মে মাচলেঁ
ইনহেঁ নেক তু বানানা মাদানী মদীনে ওয়ালে!

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৪২৯ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! জানা গেলো যে, যাদের সন্তান নেক এবং কোরআন ও সুন্নাতের প্রতি আমলকারী ও কোরআনের হাফিয হবে, তাদের কিয়ামতের দিন এমন অমূল্য মুকুট পরানো হবে, যার উজ্জলতা সূর্যের ন্যায় হবে, এরূপ সৌভাগ্যবানদের মূল্যবান পোশাক পরিধান করানো হবে। জান্নাতে তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করা হবে। সুতরাং আমাদের নিজেদেরও নেক আমল করা উচিৎ, প্রতিদিন কোরআনের তিলাওয়াত করা উচিৎ, নিজের অন্তরে **খোদাভীতি** সৃষ্টির চেষ্টা করতে হবে এবং নিজের সন্তানদের মাদানী প্রশিক্ষণ করে তাদেরও প্রথম থেকে **খোদাভীতি**র মানসিকতা দিতে হবে, কেননা বাল্যকাল থেকেই **খোদাভীতি**র দৌলত নসীব হলে জীবনভর গুনাহের দিকে পা বাড়াবো না, আসুন! শিশুদের মাঝে **খোদাভীতি** সৃষ্টি করার জন্য এসম্পর্কীত একটি ঈমানোদ্দীপক ঘটনা শ্রবণ করি।

একজন সত্যিকার মাদানী মুন্নার খোদাভীতি

চার বছরের এক সৈয়দজাদা সত্যিকার মাদানী মুন্না বাজারে মধ্যে কান্না করছিলো, কোন এক ব্যক্তি আলে রাসূলের খেদমতে

www.dawateislami.net

উৎসাহ ব্যঞ্জক হয়ে আরয করলো: শাহজাদা! কি হয়েছে? যদি কোন কিছুর প্রয়োজন হয় তবে আদেশ করুন, এখনি তা উপস্থিত করছি। একথা শুনে মাদানী মুন্নার কান্নার আওয়াজ আরো বেড়ে গেলো এবং বললো: চাচাজান! **আল্লাহ পাকের** গযব এবং জাহান্নামের আযাবের ভয় অন্তরে গেঁথে গেছে! সেই ব্যক্তি মমতার সূরে আরয করলো: শাহাজাদা! আপনি তো এখনো অনেক ছোট, এখনই এতো ভয় কিসের? শান্ত হোন! শিশুদের আযাব দেয়া হয়না। একথা শুনে মাদানী মুন্নার ভয় আরো বেড়ে গেলে এবং কাঁদতে কাঁদতে বললো: চাচাজান! আমি দেখেছি যে, বড় বড় লাকড়ীতে আগুন লাগানোর জন্য এর আশেপাশে ছোট ছোট কাঠের টুকরো (Sticks) ছড়িয়ে দেয়া হয়, ছোট টুকরোগুলোতে দ্রুত আগুন ধরে যায় এবং এর কারণে বড় লাকড়ীগুলোও জ্বলে উঠে! আমি ভয় করছি যে, আবু জেহেল ও আবু লাহাবের মতো বড় বড় অমুসলিমকে জাহান্নামে জ্বালানোর জন্য ছোট কাঠের টুকরোর স্থানে আমাকে না ফেলে দেয়া হয়!

(আনিসুল ওয়ায়েযিন, ৭৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! এই উপদেশমূলক ঘটনাটি হতে শিক্ষা অর্জনের জন্য কিছু মাদানী ফুল রয়েছে, ভালভাবে চিন্তা করুন সে একজন ছোট্ট শিশু হয়েও জাহান্নামের ভয়ে অশ্রু বিসর্জন করছে অথচ আমাদের একটি দল যারা শিশু হতে বার্ধক্য পর্যন্ত পৌঁছেও অন্তরের মধ্যে আল্লাহর ভয়ের প্রদীপের আলোয় আলোকিত করতে পারে না, একটু চিন্তু করুন, যদি আমাদের গুনাহের কারণে কবরে (Grave) সাপ ও বিচ্ছু এসে যায়, তবে কি হবে? আমাদের মন্দ আমলের কারণে

www.dawateislami.net

কবরে যদি আগুন প্রজ্জলিত করে দেয়া হয় তবে কি হবে? মৃত্যুর সময় যদি ঈমানের দৌলত ছিনিয়ে নেয়া হয় তবে কি হবে? গান বাজনার ভয়াবহতায় যদি কানে গলিত সীসা ঢেলে দেয়া হয় তবে কি হবে? বেপর্দা চলাফেরার দ্বারা যদি শাস্তি প্রদান করা হয় কি হবে? আজ যদি আমাদের পায়ে কাঁটা বিদ্ধ হয়, হাতে ছুরি লেগে যায় বা পায়ে হোঁচট খাই তবে ব্যথ্যার অতিশয্যে চিৎকার বের হয়ে যায় তবে জাহান্নামের আযাব সম্পর্কে কেন এরূপ বলা হয় যে, **"যা হবে দেখা যাবে"**। সুতরাং **"যা হবে দেখা যাবে"** এর মতো ভূল ধারণা নিজের অন্তর থেকে বের করে উদাসীনতার ঘুম থেকে জেগে উঠা উচিৎ, নিজের অন্তরে **আল্লাহ পাকের** ভয় সৃষ্টি করা উচিৎ, কেননা **খোদাভীতি** সম্পন্নরাই **আল্লাহ পাক** ও **তাঁর রাসূল** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রিয় হয়ে থাকে, **খোদাভীতি** সম্পন্নরাই গুনাহ থেকে নিরাপদ থাকে, **খোদাভীতি** সম্পন্নরাই সমৃদ্ধশালী জীবন অতিবাহিত করে, **খোদাভীতি** সম্পন্নদের **আল্লাহ পাকের** সৃষ্টি জগৎ ভালবাসতে থাকে। আসুন! **খোদাভীতি**র ফযিলত সম্বলিত **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর তিনটি বাণী শ্রবণ করি।

১. ইরশাদ হচ্ছে: **আল্লাহ পাক তাঁর** ঐ বান্দার প্রতি ভালবাসা পোষণ করে, যে মুত্তাকী অর্থাৎ পরহেযগার ও **আল্লাহ পাক**কে ভয়কারী, মানুষের প্রতি অমুখাপেক্ষী এবং নিজের আশেপাশে মানুষের ভীড়ের আকাঙ্ক্ষী নয় বরং গোপনীয়তা পছন্দকারী।

(সহীহ মুসলিম, কিতাবুয যুহদ ওয়ার রিকাক, হাদীস নং-৭৪৩২, ১২১২ পৃষ্ঠা)

২. ইরশাদ হচ্ছে: **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করবেন যে, তাকে আগুন থেকে বের করো, যে আমাকে কখনো স্মরণ করেছে বা কোন স্থানে আমার ভয় করেছে। **(শুয়াবুল ঈমান, বাবু ফিল খওফ মিনাল্লাহি তায়ালা, ১/৪৬৯, হাদীস নং-৭৪০)**

www.dawateislami.net

৩. ইরশাদ হচ্ছে: যে ব্যক্তি **আল্লাহ পাক**কে ভয় করে, সকল জিনিস তাকে ভয় করে এবং যে **আল্লাহ পাক** ছাড়া অন্য কাউকে ভয় করে তবে **আল্লাহ পাক** তাকে সকল জিনিসের প্রতি ভীত করে দেয়।

(শুয়াবুল ঈমান, বাবু ফিল খওফ..., ১/৫৪১, হাদীস নং-৯৭৪)

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আল্লাহ পাকের গোপন ব্যবস্থাপনা, **তাঁর** অমুখাপেক্ষীতা, **তাঁর** অসন্তুষ্টি, **তাঁর** গ্রেফতার এবং **তাঁর** পক্ষ থেকে প্রদানকৃত আযাবের প্রতি ভীত হয়ে গুনাহ থেকে তাওবা করে নিন ও নেক আমলের দিকে ধাবিত হয়ে যান আর তাওবার উপর অটলতা পেতে এবং নেককাজের মানসিকতা বানাতে নেককার লোকের সহচর্য অর্জন করা খুবই জরুরী, কেননা নেক লোকদের সহচর্য অবলম্বন করা অশেষ বরকত লাভের উপায়। اَلْحَمْدُ لِلّٰه **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশ উত্তম সহচর্য পাওয়ার অনন্য উপায়, আমারও এই মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে **১২** মাদানী কাজে আমলীভাবে অংশগ্রহন করি। **১২** মাদানী কাজের মধ্যে একটি মাদানী কাজ হলো ফযরের পর **"মাদানী হালকা"**। اَلْحَمْدُ لِلّٰه এই মাদানী হালকায় ফযরের নামাযের পর তিন আয়াত কোরআনের তিলাওয়াত কানযুল ঈমানের অনুবাদ সহ এবং তাফসীরে খাযাইনুল ইরফান/ তাফসীরে নূরুল ইরফান/ তাফসীরে সীরাতুল জিনান, ফয়যানে সুন্নাতের দরস (৪পৃষ্ঠা) এবং শেষে শাজারায়ে কাদেরীয়া, রযবীয়া, যিয়ায়ীয়া, আত্তারীয়াও পাঠ করা হয়। এরপর শাজারা হতে কিছু অযিফা পাঠ করে ইশরাক ও চাশতের নফল নামায আদায়েরও ব্যবস্থা হয়। اَلْحَمْدُ لِلّٰه শাজারা শরীফ পাঠ করার অনেক বরকত রয়েছে, কেননা এতে অনেক বুযুর্গানে দ্বীনের স্মরন রয়েছে, যাদের আলোচনা করা দয়া লাভের উপায়।

www.dawateislami.net

হযরত সায়্যিদুনা সুফিয়ান বিন উয়ায়না رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: নেক লোকেদের আলোচনায় রহমত অবতীর্ণ হয়।

(হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৭/৩৩৫, নম্বর-১০৭৫০)

اَلْحَمْدُ لِلّٰه বুযুর্গানে দ্বীনের কল্যাণময় আলোচনা সম্বলিত এই শাজারা মুবারকের বরকতে মানুষের সমস্যা দূরীভূত হয় এবং অসম্পূর্ণ কাজ সম্পন্ন হয়। আসুন! উৎসাহ গ্রহনার্থে একটি মাদানী বাহার শ্রবণ করি এবং আন্দোলিত হই।

পারিবারিক ঝগড়া বন্ধ হয়ে গেলো

বাবুল মদীনা (করাচী) এর এক ইসলামী বোনের শপথকৃত বর্ণনার সারমর্ম হচ্ছে যে, আমাদের ঘরে অনৈক্যের সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিলো। দিনদিন পরস্পর দূরত্ব সৃষ্টি হতে থাকে, নিত্য ঝগড়া বিবাদ হতে থাকার কারণে পরিবারের শান্তি নষ্ট হয়ে গিয়েছিলো। পরিবারের অন্যান্যদের ন্যায় আমিও এই অবস্থার জন্য খুবই চিন্তাগ্রস্ত ছিলাম। পরিবারে শান্তি ফিরে আসার কোন রাস্তা দেখা যাচ্ছিলো না। এর মাঝে পীর ও মুর্শীদ, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর কৃপাদৃষ্টির কারণে আমার তাঁর প্রদানকৃত শাজারায়ে আলীয়া পাঠ করার স্মরণ আসলো। ব্যস! আমি শাজারায়ে আলীয়া পারিবারিক অনৈক্য দূর হওয়া নিয়্যতে পাঠ করা শুরু করে দিলাম। اَلْحَمْدُ لِلّٰه শাজারায়ে আলীয়া পাঠ করার এমন বরকত নসীব হলো যে, আমাদের পারিবারিক কলহ থেকে মুক্তি নসীব হলো এবং আমাদের পরিবারে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলো যেন কখনো অনৈক্য ছিলোই না।

মুশকিলে হাল কর শাহে মুশকিল কোশা কে ওয়াস্তে
কারবালায়ে রদ শহীদে কারবালা কে ওয়াস্তে

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

জান্নাতের দরজা খুলবে নাকি দোযখের?

হযরত সায়্যিদুনা সারুখুলু' তাবেয়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এতো দীর্ঘ নামায আদায় করতেন যে, তাঁর পা ফুলে যেতো এবং তা দেখে তার পরিবারের সদস্যদের কষ্ট হতো আর কান্না করতো। একদিন তার মা বললো: আমার বৎস! তুমি তোমার দূর্বল শরীরের প্রতি মনযোগ দাওনা কেন? একে এতো কষ্ট দাও কেন? তোমার কি এর প্রতি সামান্য দয়া হয়না? কিছুক্ষণের জন্য আরাম করে নাও, **আল্লাহ পাক** কি জাহান্নামের আগুন শুধুমাত্র তোমার জন্য সৃষ্টি করেছেন যে, তুমি ছাড়া আর কেউ এতে যাবে না? তিনি উত্তরে আরয করলেন: আম্মাজান! মানুষকে সর্বাবস্থায় লড়াই করে যাওয়া উচিৎ, কেননা কিয়ামতের দিন দু'টি বিষয়ই তো হবে, হয়তো আমাকে ক্ষমা করে দেয়া হবে অথবা আমাকে আটকানো হবে, যদি আমাকে ক্ষমা করে দেয়া হয় তবে তা শুধুমাত্র **আল্লাহ পাকের** দয়া এবং রহমতই হবে আর যদি আমি আটকে যাই তবে তা **তাঁর** ন্যায় বিচারই হবে, সুতরাং এখন আমি আরাম করবো না এবং নিজের নফসকে মারার পুরোপুরি চেষ্টা করতে থাকবে। যখন তাঁর ওফাতের সময় নিকটবর্তী হলো তখন তিনি কান্নাকাটি শুরু করলেন। লোকেরা জিজ্ঞাসা করলো: আপনি তো সারা জীবন সাধনা এবং রিয়াযতে অতিবাহিত করেছেন, এখন কেন কাঁদছেন? তখন তিনি বললেন: আমার চেয়ে বেশী কার কান্না করার আছে যে, আমি সত্তর (৭০) বছর পর্যন্ত যে দরজার কড়া নেড়েছি, আজ তা খুলে দেয়া হবে

www.dawateislami.net

কিন্তু জানিনা জান্নাতের দরজা খুলবে নাকি জাহান্নামের? আহ! যদি আমার মা আমাকে জন্ম না দিতো এবং আমাকে এই দিন দেখতে হতো না। আমীরে আহলে সুন্নাত খুব সুন্দর বলেছেন। (হিকায়াতুস সালেহীন, ৩৬ পৃষ্ঠা)

কাশ কেহ না দুনিয়া মে পয়দা মায় হুয়া হোতা
কবর ও হাশর কা হার গম খতম হো গেয়া হোতা
আহ! সলবে ঈমাঁ কা খওফ খায়ে জাতা হে
কাশ কেহ মেরে মাঁ নে হি নেহী জনা হোতা।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ১৫৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! শুনলেন তো আপনারা যে, আমাদের বুযুর্গানে দ্বীনদের জীবনোপায় কিরূপ মহৎ হতো যে, তারা দীর্ঘ নামায পড়ার পরও **খোদাভীতি** এবং জাহান্নাম ভীতির কারণে কিরূপ কম্পমান থাকতেন আর আমরা আমাদের আচরণের নিরীক্ষণ করলে লজ্জায় চুরমার হয়ে যাওয়াও কম হবে। কেননা আমাদের অবস্থা তো এমন যে, নেকী তো নেই, নামায, কোরআনের তিলাওয়াত এবং মসজিদ ইত্যাদিতে মন লাগেনা, সুন্নাতের উপর আমল হয়না, অপরের সংশোধনের জন্য তো মন জ্বলে কিন্তু নিজের সংশোধনের চিন্তা নাই, গুনাহ এবং অহেতুক কথাবার্তার অভ্যাস আর খারাপ বন্ধুদের আড্ডা ছাড়া যায়না, তাওবার প্রতি মন সায় দেয়না, মৃত্যুর কঠোরতা, কবর ও হাশর এবং জাহান্নামের আযাবের প্রতি ভয় করেনা। মোটকথা আমাদের অবস্থা দিনদিন খারাপ হয়ে যাচ্ছে এবং আমরা গুনাহের চোরাবালিতে দ্রুততার সহিত ধ্বসে যাচ্ছি। আহ! আমাদের যদি গুনাহের রোগ থেকে মুক্তি মিলে যেতো..... আহ! আমরা প্রতিটি মুহূর্ত

www.dawateislami.net

যদি নেকীকাজে অতিবাহিতকারী হয়ে যেতাম.... আহ! আমাদের চোখ যদি সর্বদা **খোদাভীতি** ও ইশকে **মুস্তফায়** কান্নারত হয়ে যেতো.... আহ! আমাদেরও যদি আমাদের বুযুর্গদের ন্যায় জাহান্নামের ভয় নসীব হয়ে যেতো।

ইয়া রব বাঁচালে তু মুঝে নারে জাহান্নাম সে,
আউলাদ পর ভি বলকে জাহান্নাম হারাম হো।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৩১০ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আল্লাহ পাকের দয়া অশেষ এবং অগনিত, যদি কোন বান্দা **আল্লাহ পাকের** দরবারে সত্য অন্তরে তাওবা করে **তাঁর** দরবারে নত হয়ে যায় তবে **আল্লাহ পাক** তার গুনাহ ক্ষমা করে দিয়ে নিজের প্রিয় বান্দা বানিয়ে নেন, কেননা **আল্লাহ পাক** তাওবা কারীর সকল ত্রুটি বিচ্যুতি ক্ষমা করে দেন, তাওবাকারীকে নিজের নৈকট্য দান করেন, তাওবাকারীকে জান্নাত দান করেন, তাওবাকারীকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দান করেন। আসুন! তাওবার ফযীলত সম্বলিত **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দু'টি বাণী শ্রবণ করি।

১. ইরশাদ হচ্ছে: যদি তোমরা এতোই গুনাহ করো যে, তা আসমান পর্যন্ত পৌঁছে যায় এবং তোমরা **আল্লাহ পাকের** দরবারে তাওবা করো তবে **আল্লাহ পাক** তোমাদের তাওবা কবুল করে নেবেন।

(ইবনে মাজাহ, কিতাবুয যুহুদ, ৪/৪৯০, হাদীস নং-৪২৪৮)

২. ইরশাদ হচ্ছে: **আল্লাহ পাক** তাঁর বান্দাদের তাওবার প্রতি এরচেয়েও বেশী খুশি হন, যেমন তোমাদের মধ্যে কারো উট জঙ্গলে হারিয়ে যাওয়ার পর তা ফিরে আসে। **(বুখারী, কিতাবুদ দাওয়াত, ৪/১৯১, হাদীস নং-৬৩০৯)**

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আসুন! এখন সর্বশেষ তাওবা কবুল সম্পর্কীত একটি ঈমান উদ্দীপক ঘটনা শ্রবণ করি।

বনী ইসরাঈলের এক যুবকের তাওবা

বর্ণিত রয়েছে বনী ইসরাঈলের এক যুবক ছিলো, যে বিশ বছর যাবৎ **আল্লাহ পাকের** ইবাদত করলো, অতঃপর বিশ বছর যাবৎ অবাধ্যতা করলো অতঃপর আয়নায় দেখলো যে, তার দাড়ি সাদা হয়ে গেছে, সে বিষন্ন হয়ে গেলো এবং বলতে লাগলো: **হে আমার মালিক**! আমি বিশ (২০) বছর যাবৎ তোমার ইবাদত করেছি এবং বিশ (২০) বছর যাবৎ তোমার অবাধ্যতা করেছি, যদি আমি তোমার দিকে ফিরে আসি তবে কি আমার তাওবা কবুল হবে, সে আওয়াজ শুনলো; তুমি আমাকে ভালবেসেছো আমিও তোমাকে ভালবেসেছি, অতঃপর তুমি আমাকে ছেড়ে দিয়েছো এবং আমিও তোমাকে ছেড়ে দিয়েছি, তুমি আমার অবাধ্যতা করেছো এবং আমি তোমাকে সুযোগ দিয়েছি আর যদি তুমি তাওবা করে আমার দিকে ফিরে আসো তবে আমি তোমার তাওবা কবুল করবো। **(মুকাশাফাতুল কুলুব, ৬২ পৃষ্ঠা)**

কর লে তাওবা রব কি রহমত হে বড়ি,
কবর মে ওয়ারনা সাযা হোগী কড়ী।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! বয়ান শেষ করার পূর্বে সুন্নাতের ফযীলত এবং কতিপয় **"সুন্নাত ও আদব"** বয়ান করার সৌভাগ্য অর্জন করছি। **মদীনার তাজেদার, হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে ভালবাসলো সে (মূলত) আমাকে

ভালবাসলো আর যে আমাকে ভালবাসলো সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে।” (মিশকাতুল মাসাবীহ, ২য় খন্ড, ৫৫ পৃষ্ঠা, হাদীস-১৭৫)

সুন্নাতে আ'ম করোঁ দ্বীন কা হাম কাম করোঁ
নেক হো জায়ে মুসলমান মদীনে ওয়ালে

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

পোশাক পরিধানের সুন্নাত ও আদব

আসুন! শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর রিসালা **“১৬৩ মাদানী ফুল”** থেকে পোশাক পরিধান সম্পর্কীত মাদানী ফুল শ্রবণ করি। প্রথমে তিনটি **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বানী লক্ষ্য করুন: ❁ জ্বীনের দৃষ্টি ও মানুষের লজ্জাস্থানের মাঝখানে পর্দা হচ্ছে, যখন কেউ কাপড় খুলে তবে بِسْمِ الله পাঠ করা। (আল মুজামুল আওসাত, ২/৫৯, হাদীস নং-২৫০৪) প্রসিদ্ধ মুফাসসির, হাকিমুল উম্মত মুফতি আহমদ ইয়ার খান নঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: যেরূপ দেয়াল ও পর্দা মানুষের দৃষ্টি আড়াল হয়, অনুরূপ এটাও **আল্লাহ পাকের** যিকির জ্বীনদের দৃষ্টি থেকে আড়াল হবে, যার কারণে জ্বীন সেটাকে (অর্থাৎ লজ্জাস্থান) দেখতে পাবে না। (মিরাত, ১/২৬৮) ❁ যে কাপড় পরিধানের সময় এ দোয়া পাঠ করবে: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ كَسَانِيْ هٰذَا وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِّنِّيْ وَ لَا قُوَّةٍ তবে তার পূর্বের পরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে। (শুয়াবুল ঈমান, ৫/১৮১, হাদীস নং-৬২৮৫) ❁ যে ব্যক্তি সামর্থ্য থাকা সত্তেও বিনয়বশতঃ উন্নত কাপড় পরিধান করা থেকে বিরত থাকে, **আল্লাহ পাক** তাকে সম্মানের পোশাক পরিধান করাবেন। (আবু দাউদ, ৪/ ৩২৬, হাদীস নং-৪৭৭৮) ❁ পোশাক পরিচ্ছদ যেন হালাল উপার্জনে হয়, আর যে পোশাক হারাম উপার্জনের হয়, তা

দ্বারা ফরজ ও নফল কোন নামায কবুল হয় না। (প্রাগুক্ত, ৪১ পৃষ্ঠা) ❁ কাপড় পরিধান করার সময় ডান দিক থেকে আরম্ব করবেন (কেননা, এটা সুন্নাত) যেমন: যখন জামা পরিধান করবেন তখন সর্বপ্রথম ডান আস্তিনে ডান হাত প্রবেশ করান অতঃপর বাম আস্তিনে বাম হাত প্রবেশ করান। ❁ এভাবে পায়জামা পরিধান করার সময় ডান পা প্রবেশ করান, আর যখন (জামা বা পায়জামা) খুলবেন তবে এর বিপরীত করুন অর্থাৎ বাম দিক থেকে শুরু করুন। পুরুষ পুরুষালী এবং মহিলা মহিলা সূলভ পোশাকই পরিধান করুন। ছোট ছেলে-মেয়েদের ক্ষেত্রেও এ বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখুন। অহংকার মূলক যত পোশাক রয়েছে তা পরিধান করা নিষেধ, অহংকার আছে কি নেই এর যাচাই এভাবে করুন যে, এ কাপড় পরিধান করার পূর্বে নিজের ভিতর যে অনুভূতি ছিল তা যদি এ কাপড় পরিধান করার পরেও অনুভূতি অবশিষ্ট থাকে তবে বুঝতে হবে অহংকার সৃষ্টি হয়েছে। সুতরাং এ ধরণের কাপড় থেকে নিজেকে রক্ষা করুন, কেননা অহংকার অনেক খারাপ বিষয়। **(রদ্দুল মুহতার, কিতাবুল হতরে ওয়াল ইবাহতে, মাতলুবু ফিল লিবাস ৯/৫৭৯, বাহারে শরীয়ত ১৬তম অংশ ৩/৪০৯)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

এভাবে হাজারো সুন্নাত শিখার জন্য মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ২টি কিতাব, বাহারে শরীয়ত ১৬তম অংশ ৩১২ পৃষ্ঠা, ১২০ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব সুন্নাত আওর আদব। আমীরে আহলে সুন্নাত এর দুটি রিসালা **"১০১ মাদানী ফুল"** এবং ৪৩ পৃষ্ঠা সম্বলিত **"১৬৩ মাদানী ফুল"** উপযুক্ত মূল্যে সংগ্রহ করে পাঠ করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

বয়ানঃ ৩

প্রত্যেক মুবাল্লিগা বয়ান করার পূর্বে কমপক্ষে তিনবার পাঠ করুন

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

দরূদ শরীফের ফযীলত

নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: আমার যে উম্মত একনিষ্ঠতার সাথে আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, আল্লাহ পাক তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন, দশটি মর্যাদা বৃদ্ধি করেন, দশটি নেকী লিখেন এবং দশটি গুনাহ ক্ষমা করেন।

(সুনানে কুবরা লিন নাসায়ী, কিতাবু আমালিল ইয়াম.... বাবু সাওয়াবিস সালাত ২/২১ হাদীস ৯৮৯২)

মেরী যবান তর রহে যিকরো দরূদ সে,
বে জা'হাসো কাভী না করো গুফতাগু ফুযুল।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ২৪৩ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি এবং সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রথমে ভালো ভাল নিয়্যত করে নিই। **প্রিয় নবী, হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهٖ" মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম। **(মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস ৫৯৪২)**

মাসআলাঃ নেক ও জায়িয কাজে যত বেশি ভালো নিয়্যত, সাওয়াবও তত বেশি।

বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নিয়্যতের মাঝে পরিবর্তন করা যেতে পারে। দৃষ্টিকে নত রেখে গভীর মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো। হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে **ইলমে দ্বীনের** সম্মানার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো। প্রয়োজনে সংকুচিত হয়ে ও সামনে এগিয়ে অন্য ইসলামী বোনদের জন্য জায়গা প্রসারিত করবো। ধাক্কা ইত্যাদি লাগলে ধৈর্যধারণ করবো, ধমকানো, ঝগড়া করা বা বিশৃংখলা করা থেকে বেঁচে থাকবো। تُوْبُوْا اِلَى الله! ,اُذْكُرُ الله! ,صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীনীর মনতুষ্টির জন্য নিম্নস্বরে উত্তর প্রদান করবো। ইজতিমার পর নিজেই আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করবো। বয়ানের সময় অযথা মোবাইল ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকবো, বয়ান রেকর্ড করবো না এবং এমন কোন প্রকার আওয়াজ করবো না যার অনুমতি নেই। যা কিছু শুনবো, তা শুনে এবং বুঝে এর উপর আমল করবো আর তা পরে অপরের নিকট পৌঁছিয়ে নেকীর দাওয়াতকে প্রসার করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

মায়ের মর্যাদা!

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! "**মা**" হচ্ছে কুদরতের একটি অমূল্য উপহার, **মায়ের** মর্যাদা কোরআন ও হাদীসে বর্ণনা হয়েছে, **মায়ের** অনুগত ব্যক্তি **আল্লাহ পাকও রাসূলে করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সন্তুষ্টি লাভে সফল হয়ে যায়, **মা** তার সন্তানের আরামের জন্য নিজের আরাম আয়েশকে কুরবানী করে দেয়, **মায়ের** বুকের রক্ত দ্বারা সন্তানের সত্তা

তৈরী হয়, **মা** অনেক বছর পর্যন্ত নিজের সন্তানকে আদর করে ঘুম পারায়, **মা** অসুস্থ সন্তানকে দেখে অধৈর্য হয়ে পরে এবং অশ্রু বিসর্জন করে, **মা** অসুস্থ সন্তানের জন্য প্রচন্ড শীতের রাতেও সারা রাত জেগে কাটিয়ে দেয়, **মা** অসুস্থ সন্তানের জন্য দামী হাসপাতাল ও দামী ঔষধের দোকানে ধাক্কা খাওয়াকেও মেনে নেয়, **মা** সন্তানের ভবিষ্যত সাজাতে নিজের পুরো জীবনকে সন্তানের জন্য ওয়াকফ করে দেয়, **মা** সন্তানের জন্য বটবৃক্ষের ন্যায় হয়ে থাকে, **মা** স্বয়ং গরম সহ্য করে সন্তানকে বাতাস করতে থাকে, **মা** সন্তানকে ছায়ায় বসিয়ে নিজে রোদে বসে যায়, **মা** সন্তানের আবদার ও আহ্লাদ পুরণ করে, **মা** ঋণ করে হলেও সন্তানের আবদার পূরণ করে, **মা** তার স্বামীর মৃত্যুর পর সন্তানদের ধারে ধারে ঘুরতে দেয়না, **মা** সন্তানের জন্মের পূর্বে ও জন্মের সময় এবং জন্মের পরের কষ্ট সহ্য করে থাকে, **মা** সন্তানকে উত্তম মানুষ হিসেবে গড়ে তুলে, **মা** তার মুখের গ্রাসও সন্তানের মুখে দিয়ে খুশি হয়ে যায় এবং নিজে ক্ষুধার্ত ঘুমিয়ে যায়, **মা** সন্তানকে গরম বিছানায় শোয়ায় আর নিজে ঠান্ডা মেঝেতে শুয়ে যায়, **মা** সন্তানের মন্দ কল্পনা করে না, **মা** সন্তানকে খুশি দেখে খুশি হয়ে যায়, **মা** সন্তানকে দুঃখ কষ্টে লিপ্ত দেখে অধৈর্য হয়ে যায়, **মা** বিপদে সন্তানের মনোবল দৃঢ় করে, **মা** প্রতিবন্ধি সন্তানকেও অসহায় ভাবে ছেড়ে দেয় না, **মা** অবাধ্য সন্তানের প্রতিও স্নেহ ও দয়াই করে থাকে, **মা** না হলে ঘরকে বিরান ভূমি মনে হয়, **মা**কে সন্তুষ্ট রাখা সন্তানের উপর আবশ্যক, **মা**য়ের ঋণ থেকে মুক্ত হওয়া অসম্ভব, যেমনটি

www.dawateislami.net

মায়ের ঋণ সমূহ থেকে মুক্ত হয়ে গেল?

বর্ণিত রয়েছে এক সাহাবী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দরবারে আরয করলো: একটি রাস্তায় পাথর এমন গরম ছিলো যে, মাংসের টুকরো এতে রাখা হলে তা কাবাব হয়ে যাবে! আমি আমার **মা**'কে কাঁধে ছড়িয়ে ছয় মাইল পর্যন্ত গিয়েছি, তবে কি আমি আমার **মা**য়ের ঋণ থেকে মুক্ত হয়ে গিয়েছি? **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: তোমার জন্মের সময় ব্যথার যেরূপ ঝটকা সে সহ্য করেছে, সম্ভবত এটি তা থেকে একটি ঝটকার বদলা হতে পারে।

(মু'জামুস সগীর, ১/৯২, হাদীস নং-২৫৭)

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! মা'ই ঐ দয়ালু ব্যক্তিত্ব, যে সন্তানের জন্য কেঁদে কেঁদে দোয়া করে থাকে, **মা**য়ের দোয়া সন্তানকে জান্নাতে নিয়ে যায়, মায়ের দোয়া রহমতের দরজা খোলে দেয়, **মা**য়ের দোয়া গুনাহ থেকে বাঁচিয়ে রাখে, **মা**য়ের দোয়া সন্তানকে বিলায়তের মর্যাদা পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেয়, **মা**য়ের দোয়া সন্তানের অদৃষ্টকে সুপ্রসন্ন করে দেয়, **মা**য়ের দোয়া সন্তানের হকে কবুল হয়ে থাকে, **মা**য়ের দোয়া সফলতা দিয়ে থাকে, **মা**য়ের দোয়া রহমত অবতীর্ণের মাধ্যম, **মা**য়ের দোয়া গুনাহ ক্ষমার উৎস, **মা**য়ের দোয়ার বরকতে **রব তায়ালা** সন্তানের উপর থেকে বিপদাপদ এবং পরীক্ষাকে দূর করে দেয়। আসুন! আজ আমরা **মা**য়ের দোয়া বরকত সম্বলিত কয়েকটি ঈমানোদ্দীপক ঘটনা শ্রবণ করার সৌভাগ্য অর্জন করি।

মায়ের দোয়ার সুফল

হযরত সায়িদুনা আব্দুর রহমান বিন আহমদ رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করছেন; আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি যে,

www.dawateislami.net

একদা এক বৃদ্ধা মহিলা হযরত সায়িদুনা ইবনে মুখাল্লাদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর দরবারে এসে উপস্থিত হলো এবং আরয করলো: আমার যুবক পুত্রটিকে রোমীয়রা বন্দী করে নিয়েছে। আমার একটি ছোট্ট ঘর আছে, তা ছাড়া আমার নিকট আর কোন সম্পদ নাই এবং সেই ঘরটি আমি বিক্রিও করতে পারবো না, সুতরাং আপনি ক্ষমতাসীন কাউকে বলে দিন যে, ফিদিয়া দিয়ে আমার পুত্রকে মুক্ত করিয়ে আনুক, কেননা এখন নাতো আমার দিনে শান্তি লাগছে, না রাতে ঘুম আসছে। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বৃদ্ধা **মা**কে শান্তনা দিয়ে বললেন: **মুহতারামা**! আপনি যান! আমি আপনার সমস্যাটি সমাধান করার চেষ্টা করছি। বর্ণনাকারী বলছেন: যখন বৃদ্ধাটি সেখান থেকে চলে গেলেন তখন তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ মাথা নিচের দিকে দিয়ে বসে গেলেন এবং তাঁর মোবারক ঠোঁটগুলো নড়ে উঠল (যেনো কিছু পাঠ করছিলেন)। কিছুক্ষণ পর সেই বৃদ্ধা মহিলাটি তার যুবক পুত্রকে সাথে নিয়ে তাঁর খেদমতে উপস্থিত হলেন এবং তাঁকে দোয়ায় ভরিয়ে দিয়ে বললেন: (اَلْحَمْدُ لِلّٰه) আমার পুত্র নিরাপত্তার সহিত ফিরে আসলো এবং সে আপনার দরাবরে তাঁর সফরনামাও বর্ণনা করবে।

পুত্র বললো: আমি বন্দীদের একটি দলের সাথে রোমের বাদশাহের অধীনে বন্দী ছিলাম, তার অধীনে অনেক বাগান ছিলো, সে প্রতিদিন আমাকে তার বাগানে কাজ করার জন্য পাঠাতো এবং সন্ধ্যায় আবারো জেল খানায় ঢুকিয়ে দিতো। একদিন আমরা মাগরীবের পর (বাগানে) কাজ করে জেলখানার দিকে ফিরছিলাম, তখন হঠাৎ আমার পায়ে বাঁধা শক্ত শিকল আপনা-আপনি খুলে গিয়ে মাটিতে পড়ে গেলো। (বর্ণনাকারী বলেন যে) যুবকটি পায়ের শিকল খুলে যাওয়ার যে

www.dawateislami.net

দিন-ক্ষণ সম্পর্কে বলেছিলো, তা সেই দিনই ছিলো যেইদিন বৃদ্ধা হযরত সায়িদুনা ইবনে মুখাল্লাদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর দরবারে দোয়ার জন্য উপস্থিত হয়েছিলেন। সিপাহীরা তা আমাকে (অর্থাৎ বৃদ্ধা মহিলার সন্তানকে) বললো: তুমি কি শিকল ছিঁড়েছো? আমি বললাম: না! তা আপনা-আপনি আমার পা থেকে খুলে পরে গেছে। যুবকের এই কথা শুনে সিপাহীরা বিস্মিত হয়ে গেলো এবং তারা গিয়ে তাদের অফিসারকে বললো, সেও হতবাক হয়ে গেলো এবং সে তৎক্ষণাৎ একজন কামার ডেকে বললো: এই যুবকটিকে লোহার শিকল দ্বারা বেঁধে দাও! কামারটি আমাকে শিকল পরিয়ে দিলো, এবার আমি কয়েক কদম দিতে না দিতেই তাও আমার পা থেকে খুলে পরে গেলো।

আমার এই ঘটনায় সবাই অত্যন্ত বিস্মিত হলো এবং তারা পরস্পর পরামর্শ করে তাদের পাদ্রীকে (ধর্মীয় নেতা) ডেকে সব ঘটনা সবিস্তারে ব্যক্ত করলো। পাদ্রী ঘটনার আদ্যোপান্ত শুনার পর আমাকে জিজ্ঞাসা করলো: তোমার **মা** কি জীবিত? বললাম: হ্যাঁ। আমার উত্তর শোনার পর পাদ্রী তাদের দিকে ফিরে বললো: **আল্লাহ পাক** তার **মা**য়ের দোয়া কবুল করেছেন। সিপাহী বললো: যেখানে **আল্লাহ পাক** তোমাকে মুক্ত করে দিয়েছেন সেখানে আমরা কিভাবে তোমাকে শিখল দিয়ে আটকাতে পারি? একথা বলে রোমীয়রা আমাকে মুক্ত করে দিলো এবং আমাকে মুসলমানদের সাথে মিলিয়ে দিলো। (আর এভাবে **মা**য়ের দোয়া ও সায়্যিদুনা ইবনে মুখাল্লাদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর বরকতে ঐ যুবকটি মুক্তি লাভ করলো।) **(উয়ুনুল হিকায়াত, ১৬৬ পৃষ্ঠা)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! এতে কোন সন্দেহ নেই যে, **আল্লাহ পাক মা**য়ের দোয়ায় কিরূপ প্রভাব রেখেছেন যে, **মা** যখন তার সন্তানের জন্য দোয়া করেন তখন **রব তায়ালা** তার উঠানো হাতের সম্মান রাখেন এবং সন্তানের জন্য তার দোয়া কবুল করে নেন, এমনকি **মা**য়ের অন্তর থেকে বের হওয়া দোয়ার বরকতে **আল্লাহ পাক** সন্তান থেকে বিপদাপদ এবং পরীক্ষাকে দূর করে দেন।

আর নিঃসন্দেহে কতইনা সৌভাগ্যবান সেই লোকেরা, যাদের পিতামাতা জীবিত এবং তাদের উপর সন্তুষ্ট আর কিরূপ সৌভাগ্যবান ঐ সন্তান, যে তার পিতামাতার সহায় হয়, তাদের সেবা করে, তাদের দোয়া নেয় এবং **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টির অধিকারী হয়, সুতরাং যদি আমরা চাই যে, **আল্লাহ পাক** আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুক, **রাসূলে আকরাম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাদের প্রতি খুশি হয়ে যাক, আমাদের পিতামাতা আমাদের জন্যও দোয়া করুক, তবে আমাদের উচিৎ আমাদের পিতামাতাকে গুরুত্ব দেয়া, তাদের অনুগ্রহকে স্মরণ রাখা, তাদের স্বভাব বিরোধী কথা বলা থেকে বিরত থাকা, সব কিছুতেই তাদের খেয়াল রাখা, তাদের সাথে সদাচরণ করা, তাদের জায়িয প্রয়োজনাদী পূরণ করা, তাদের সকল জায়িয আদেশ পালন করা, বিশেষ করে যখন পিতামাতা বৃদ্ধ হয়ে যায়, এসময় তাদের সন্তানের সহানুভুতির অনেক বেশী প্রয়োজন হয়ে থাকে, কেননা বৃদ্ধ বয়সে তাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অক্ষম হয়ে যায়, শরীরে রোগ ভর করে থাকে এবং আপনরাও পর হয়ে যায়। পিতামাতার বার্ধক্য মানুষকে পরীক্ষায় ফেলে দেয়, অনেক সময় পিতামাতা বার্ধক্যে প্রস্রাব ও পায়খানাসহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে যায়, যার কারণে সাধারণত সন্তানরা বিরক্ত হয়ে

www.dawateislami.net

যায়, কিন্তু মনে রাখবেন! এমতাবস্থায়ও পিতামাতার সেবা করা আবশ্যক। শিশুকালে **মা**ও তো সন্তানের ময়লা আবর্জনা সহ্য করতো। সুতরাং বার্ধক্য এবং অসুস্থতার কারণে পিতামাতার স্বভাব যতই খিটখিটে হয়ে যাক না কেন, অযথা বকবক করুক না কেন, যতই ঝগড়া এবং পেরেশানি করুক না কেন, ধৈর্য ধৈর্য এবং ধৈর্যই ধারন করতে হবে এবং তাদের সম্মান করা আবশ্যক। জি হ্যাঁ! এটিই হলো পরীক্ষা, পিতামাতার সাথে অসদাচরন করা এবং তাদের ধমক দেয়া ইত্যাদি তো দূরের কথা তাদের সামনে **"উফ"** পর্যন্ত করা উচিৎ নয়, নয়তো বাজি হাত থেকে বের হয়ে যেতে পারে এবং উভয় জগতের ধ্বংস নিয়তি হয়ে যেতে পারে, কেননা পিতামাতার মনে কষ্ট প্রদানকারী এই দুনিয়ায়ও অপমানিত ও অপদস্থ হয় এবং আখিরাতে আযাবেরও অধিকারী হয়।

পিতামাতাকে মন্দ বলার পরিণতি

নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শিক্ষনীয় ইরশাদ হচ্ছে: মেরাজের রাতে আমি কিছু লোক দেখেছি, যারা আগুনের ডালে ঝুলে ছিলো, তখন আমি জিজ্ঞাসা করলাম: হে জিব্রাঈল! এরা কারা? আরয করলেন: এরা হলো ঐ সকল ব্যক্তি, যারা দুনিয়ায় তাদের পিতা ও মাতাকে মন্দ বলতো। **(আয যাওয়াজির, ২/১৩৯)**

কবর হাঁড়গোড় ভেঙ্গে দেয়

বর্ণিত আছে: যখন পিতামাতার অবাধ্যকে দাফন করা হয়, তখন কবর তাকে চাপ দেয়, এমনকি তার হাঁড়গোড় (ভেঙ্গে চুরে) একে অপরের ভেতর ঢুকে যায়। **(আয যাওয়াজির, ২/১৪০)**

www.dawateislami.net

দিল দুখানা ছোড় দেয়ঁ মাঁ বাপ কা, ওয়ারনা হে ইস মে খাসারা আ'প কা।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৭১৩ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! পিতামাতার মর্যাদা এবং তাদের শান ও মহত্ব কিরূপ উচ্চ ও মহান, এর অনুমান এই বিষয়টি থেকে করুন যে, **আল্লাহ পাক** কোরআনে পাকে যেখানে তাঁর ইবাদতের আদেশ ইরশাদ করেছেন সেখানেই পিতামাতার সাথে সদাচরন এবং দয়া করার আদেশও ইরশাদ করেছেন, যেমেনটি **১৫**তম পারার সূরা বনী ইসরাঈলের ২৩ ও ২৪ নং আয়াতে **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন:

وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْۤا اِلَّاۤ اِیَّاهُ وَ بِالْوَالِدَیْنِ اِحْسَانًا ؕ اِمَّا یَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَاۤ اَوْ كِلٰهُمَا فَلَا تَقُلْ لَّهُمَاۤ اُفٍّ وَّ لَا تَنْهَرْهُمَا وَ قُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِیْمًا ﴿۲۳﴾ وَ اخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَ قُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّیٰنِیْ صَغِیْرًا ﴿۲۴﴾

(পারা ১৫, সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত ২৩-২৪)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ এবং আপনার **রব** নির্দেশ দিয়েছেন যেন (তোমরা) তিনি ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত না করো এবং যেন পিতামাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করো। যদি তোমার সামনে তাদের মধ্যে একজন কিংবা উভয়ে বার্ধক্যে উপনীত হয়ে যায় তবে তাদেরকে 'উফ্' বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিও না আর তাদের সাথে সম্মানসূচক কথা বলবে। এবং তাদের জন্য নম্রতার বাহু বিছাও কোমল হৃদয়ে; আর আরয করো, 'হে আমার **রব**! তুমি তাদের উভয়ের উপর দায় করো যেভাবে তারা উভয়ে আমাকে শৈশবে প্রতিপালন করেছেন'।

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! বর্ণনাকৃত আয়াতে মোবারাকার আলোকে হযরত আল্লামা মাওলানা সায়্যিদ মুহাম্মদ নঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: যখন পিতামাতার মাঝে বার্ধক্য উপনিত হয়, অঙ্গ প্রত্যঙ্গে শক্তি থাকে না এবং যেমনিভাবে তুমি শিশুকালে তার নিকট অক্ষম অবস্থায় ছিলে, তেমনই তারা শেষ বয়সে তোমার নিকট অক্ষম হয়ে পরে। তখন এমন কোন শব্দ মুখ দিয়ে উচ্চারণ করবে না, যা থেকে বুঝা যায় যে, তাদের পক্ষ থেকে তুমি মানসিকভাবে কিছু বিরক্তি বোধ করছো। তাদেরকে ধমকাবে না, উচ্চ আওয়াজেও কথা বলবে না বরং খুবই উত্তম আদব সহকারে পিতামাতার সাথে এভাবে কথাবার্তা বলবে, যেমন গোলাম তার মুনিবের সাথে বলে। তাদের সাথে নম্রতা ও বিনয় সহকারে আচরণ করো এবং তাদের সাথে ক্লান্তির সময় মমতা ও ভালবাসা সূচক ব্যবহার করো, কেননা তাঁরা তোমার অক্ষমতার সময় তোমাকে ভালবাসা ও স্নেহ দ্বারা প্রতিপালন করেছে আর যা কিছু তাঁদের প্রয়োজন হয় তা তাঁদের জন্য ব্যয় করতে কার্পণ্য করোনা। মোটকথা পৃথিবীতে উত্তম আচরন ও সেবার মধ্যে যতই অতিশয়তা করা হোক না কেন; কিন্তু পিতামাতার অনুগ্রহের হক আদায় হবে না। তাই বান্দার উচিৎ যে, **আল্লাহ পাকের** দরবারে তাঁদের জন্য দয়া অনুগ্রহের প্রার্থনা করা এবং আরয করা যে, হে **প্রতিপালক**! আমার সেবা তো তাঁদের অনুগ্রহের বিনিময় হতে পারেনা; তুমিই তাদের উপর দয়া করো, যেনো তা তাঁদের অনুগ্রহের বিনিময় হয়।

হযরত সদরুল আফাযিল ১ম পারা সূরা বাকারার ৮৩ নং আয়াতের আলোকে বলেন: পিতামাতার সাথে সদাচরণের যে পদ্ধতি প্রচলিত তা হলো: (১) অকপট চিত্তে তাঁদের প্রতি ভালবাসা পোষণ

www.dawateislami.net

করা, (২) চাল-চলন, কথা-বার্তা ও উঠা-বসায় আদব বজায় রাখাকে অত্যাবশ্যকীয় জানা, (৩) তাঁদের শানে সম্মানসূচক শব্দ ব্যবহার করা, (৪) তাঁদেরকে সন্তুষ্ট রাখার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করতে থাকা, (৫) স্বীয় উৎকৃষ্ট বস্তু তাঁদের থেকে না বাঁচানো, (৬) তাঁদের মৃত্যুর পর তাঁদের ওসীয়ত পূর্ণ করা, (৭) তাঁদের জন্য ফাতেহাখানি, দান-খয়রাত এবং কোরআন মজীদ তিলাওয়াত দ্বারা ইসালে সাওয়াব করা, (৮) **আল্লাহ পাকের** দরবারে তাঁদের জন্য মাগফিরাতের দোয়া করা, (৯) পিতামাতার সাথে সদাচরণের মধ্যে এটাও রয়েছে যে, যদি তাঁরা কোন গুনাহে অভ্যস্থ হন কিংবা বদ মাযহাবের (ভ্রান্ত আক্বীদা পোষণকারী) শিকার হয়ে পরেন তবে তাঁদেরকে অতীব নম্রতা ও বিনয় সহকারে সংশোধন, খোদাভীতি এবং সঠিক আক্বীদার দিকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করতে থাকুন। মোটকথা যদি সারা জীবন পিতামাতার সেবা করা হয় তবুও তাঁদের অনুগ্রহের বিনিময় হতে পারেনা।

(খাযায়িনুল ইরফান, ৩৩ পৃষ্ঠা, ১ম পারা, সূরা বাকারা, ৮৩ নং আয়াতের পাদটিকা)

বড়ে ভাই বেহেন কা মে কাহা মা'না করোঁ হারদম
করোঁ মাঁ বাপ কি দিন রাত খেদমত ইয়া রাসূলাল্লাহ!

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৩৩১ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! যেমনিভাবে কোরআনে পাকে পিতামাতার সম্মান ও আদব করার উৎসাহ দেয়া হয়েছে, তেমনিভাবে হাদীসে মোবারাকায়ও অসংখ্য স্থানে পিতামাতার আনুগত্য ও বাধ্য হওয়ার আদেশ ও তাঁদের শান ও মহত্বকে বর্ণনা করা হয়েছে। আসুন! উৎসাহ গ্রহনার্থে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চারটি বাণী শ্রবণ করি:

www.dawateislami.net

(১) ইরশাদ হচ্ছে: যখন সন্তান তার পিতামাতার দিকে দয়ার দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তখন **আল্লাহ পাক** তার জন্য প্রতিটি দৃষ্টির বিনিময়ে কবুলকৃত হজ্বের সাওয়াব লিখে দেন। সাহাবায়ে কিরাম عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان আরয করলেন: যদিওবা দিনে ১০০ বার দৃষ্টি নিক্ষেপ করে! ইরশাদ করলেন: نَعَمۡ. اَللّٰهُ اَكۡبَرُ وَاَطۡيَبُ অর্থাৎ হ্যাঁ, **আল্লাহ পাক** সবচেয়ে বড় এবং সবচেয়ে বেশী পবিত্র। (শুয়াবুল ঈমান, ৬/১৮৬, হাদীস নং-৭৮৫৬) অর্থাৎ তিনি সবকিছুর ক্ষমতাবান, তিনি তা থেকে পবিত্র যে, তাঁকে তা (সাওয়াব) দিতে পারবে না বলা।

(বাহারে শরীয়ত, ৩/৫৫৪, ১৬তম অধ্যায়)

(২) ইরশাদ হচ্ছে: যে তার পিতামাতার আনুগত্য করাবস্থায় সকাল করলো, তবে তার জন্য জান্নাতের দু'টি দরজা খুলে দেয়া হয়, যদি পিতামাতার মধ্যে একজন হয় তবে একটি দরজা খোলা হয় এবং যে এই অবস্থায় সকাল করলো যে, সে তার পিতামাতার অবাধ্য হলো, তবে তার জন্য জাহান্নামের দু'টি দরজা খুলে দেয়া হয় আর যদি পিতামাতার মধ্যে একজন হয় তবে একটি দরজা খোলা হয়। এক ব্যক্তি আরয করলো: وَاِنۡ ظَلَمَاهُ؟ অর্থাৎ যদি তারা অত্যাচার করে? ইরশাদ করলেন: যদিও তারা অত্যাচার করে, যদিও তারা অত্যাচার করে, যদিও তারা অত্যাচার করে।

(শুয়াবুল ঈমান, বাবু ফি বিররুল ওয়ালিদিন, ৬/২০৬, হাদীস নং-৭৯১৬)

(৩) এক ব্যক্তি আরয করলো: ইয়া **রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! পিতামাতার প্রতি তার সন্তানের কি হক রয়েছে? ইরশাদ করলেন: هُمَا جَنَّتُكَ وَنَارُكَ অর্থাৎ তারাই তোমার জান্নাত এবং তোমার দোযখ।

(ইবনে মাজাহ, কিতাবুল আদব, বাবু বিররুল ওয়ালিদিন, হাদীস-৩৬৬২, ৪/১৮৬)

www.dawateislami.net

(৪) এক ব্যক্তি **রাসূলে আকরাম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর খেদমতে এসে আরয করলেন: আমার উত্তম সেবা যত্নের সবচেয়ে বেশী অধিকারী কে? ইরশাদ করলেন: তোমার **মা**। সে আরয করলো: অতঃপর কে? ইরশাদ করলেন: তোমার **মা**। সে আবারো আরয করলো: অতঃপর কে? ইরশাদ করলেন: তোমার **মা**। আরয করলো: অতঃপর কে? ইরশাদ করলেন: তোমার পিতা।

(বুখারী, কিতাবুল আদব, ৪/৯৩, হাদীস নং-৫৯৭১)

মুতিই আপনে মাঁ বা'প কা কর মে উনকা,
হার এক হুকুম লাওঁ বাজা ইয়া ইলাহী!

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ১০১ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! বর্ণনাকৃত হাদীসে মোবারাকা সমূহ থেকে জানা গেলো যে, পিতামাতার সম্মান ও মর্যাদা খুবই উচ্চ, মানুষ যদি তাঁদের সন্তুষ্ট রাখে তবে তার দুনিয়া ও আখিরাত সজ্জিত হয়ে যায় আর তাঁদের অসন্তুষ্ট করা জাহান্নামে নিক্ষেপকারী কাজ। এটাও জানা গেলো যে, পিতামাতা যদিও অত্যাচার করে তবু সন্তানের প্রতি তাঁদের আনুগত্য করা আবশ্যক, যদি পিতামাতা কারো প্রতি অসন্তুষ্ট হয়, ধমকায়, মারপিট করে বা বিরক্ত হয়ে ঘর থেকে বের করে দেয় তবে তার উচিৎ যে, সে যেনো পিতামাতার দোষ মনে করার পরিবর্তে নিজেকে এভাবে নিন্দা করা যে, এতে আমার নিজেরই ভূল। যদি আমি তাঁদের সন্তুষ্ট রাখতাম এবং তাঁদের গোলাম হয়ে যেতাম, তবে আজ আমাকে এই দিন দেখতে হতো না, কেননা পিতামাতা তো সন্তানের প্রতি অনেক বেশী দয়ালূ হয়ে থাকে, তারা কেনইবা আমার সাথে এরূপ

www.dawateislami.net

আচরণ করবে। এখানে ঐ ইসলামী বোনেরা, যাদের পিতামাতা জীবিত তারা ভাবুন যে, আমরা কি আমাদের পিতামাতার হক পূরণ করছি? আমাদের পিতামাতা কি আমাদের উপর সন্তুষ্ট? আমরা কি তাঁদের সাথে নম্রভাবে কথাবার্তা বলি? আমরা কি তাঁদের প্রত্যেক জায়িয আদেশ মান্য করি? আমরা তাঁদের সাথে ঝগড়া বিবাদ তো করি না? আমরা তাঁদের সাথে তর্ক তো করি না? আমরা তাঁদের সেবা করাকে বোঝা তো মনে করি না? তাঁদের কাজ করার সময় আমাদের কপালে ভাঁজ তো পরেনা? তাঁরা ধমক দিলে উল্টো তাঁদেরকে চোখ বড় বড় করে তো তাকাই না? তাঁরা হাত খরচ চাইলে আমরা টাল বাহানা তো করি না? আমাদের দেখে কি আমাদের পিতামাতার চোখ শীতল হয়? আমরা কি আমাদের **মা**য়ের আদব ও সম্মান করি? আমরা কি আমাদের **মা**কে দোয়া করার জন্য বলি? মনে রাখবেন! **মা**য়ের দোয়া অনেক বেশী কবুলিয়্যতের মর্যাদায় পৌঁছে যায়, যেমনটি-

নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: **মা**য়ের দোয়া (সন্তানের জন্য) দ্রুত কবুল হয়ে যায়। আরয করা হলো: এর কারণ কি? ইরশাদ করলেন: **মা**, বাবার তুলনায় বেশী দয়ালু হয়ে থাকে এবং করুনার দোয়া রহিত করা হয়না। **(তাবকাতুশ শাফিয়াতিল কুবরা লিস সাবকী, ৬/৩১৭)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আসুন! আমরাও **মা**য়ের দোয়ার বরকত সম্বলিত কয়েকটি ঘটনা শ্রবণ করি এবং **মা**য়ের দোয়া নেয়ার কাজ করার নিয়্যত করি।

www.dawateislami.net

জান্নাতের সঙ্গী

শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه তাঁর রচিত রিসালা **"সামুদ্রিক গুম্বদ"** এর ৪র্থ পৃষ্ঠায় বর্ণনা করেন: হযরত সায়্যিদুনা মূসা عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام একবার **আল্লাহ পাকের** দরবারে আরয করলেন: হে **ক্ষমাশীল রব**! আমাকে আমার জান্নাতের সঙ্গীকে দেখিয়ে দাও। **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করলেন: অমুক শহরে যাও, সেখানকার অমুক কসাই তোমার জান্নাতের সঙ্গী। সুতরাং সায়্যিদুনা মুসা কালিমুল্লাহ عَلَيْهِ السَّلَام সেখানে ঐ কসাইয়ের নিকট তাশরীফ নিয়ে গেলেন। (অজানা সত্ত্বেও মুসাফির ও মেহমান হওয়ার কারণে) তিনি তাঁকে দাওয়াত করলেন। যখন খাবার খাওয়ার জন্য বসলেন, তখন তিনি একটি বড় ঝুড়ি নিজের পাশে রাখলেন, ভিতরে দুই গ্রাস দিতেন এবং এক গ্রাস নিজে খেতেন। এরই মধ্যে দরজায় কেউ করাঘাত করলো, কসাই উঠে বাইরে গেলো। হযরত সায়্যিদুনা মূসা عَلَيْهِ السَّلَام ঐ ঝুড়িতে দেখলেন যে, এর ভেতর অতিশয় বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা ছিলো। হযরত সায়্যিদুনা মূসা عَلَيْهِ السَّلَام এর প্রতি দৃষ্টি পড়তেই তাদের ঠোঁটে মুচকি হাসি এসে গেলো, তারা তাঁর রিসালাতের সাক্ষ্য দিলো এবং ঐ মুহূর্তেই মৃত্যুবরণ করলো। কসাই ফিরে এসে ঝুড়িতে আপন পিতামাতাকে মৃত অবস্থায় দেখে ঘটনা বুঝে গেলো এবং হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام এর হাত চুম্বন করে আরয করলো: আপনাকে **আল্লাহ**র নবী হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام বলে মনে হচ্ছে। বললেন: তোমার কিভাবে ধারণা হলো? আরয করলো: আমার পিতামাতা প্রতিদিন কেঁদে কেঁদে দোয়া করতেন যে, "আমাদেরকে

www.dawateislami.net

হযরত সায়্যিদুনা মূসা عَلَيْهِ السَّلَام এর জলওয়াতে মৃত্যু দান করো।" এ দু'জনের এভাবে হঠাৎ ইন্তিকাল করাতে আমার ধারণা হলো যে, আপনিই হযরত সায়্যিদুনা মূসা عَلَيْهِ السَّلَامই হবেন। কসাই আরো আরয করলো: আমার **মা** যখন খাবার খেয়ে নিতেন, তখন খুশি হয়ে আমার জন্য এই দোয়া করতেন: "আমার ছেলেকে জান্নাতে হযরত সায়্যিদুনা মূসা عَلَيْهِ السَّلَام এর সঙ্গী বানিয়ো। হযরত সায়্যিদুনা মূসা عَلَيْهِ السَّلَام বললেন: তোমাকে মোবারকবাদ যে, **আল্লাহ পাক** তোমাকে জান্নাতে আমার সঙ্গী করেছেন। (সামুদ্রিক গুম্বদ, ৮ পৃষ্ঠা)

পড়োসী বানা মুঝ কো জান্নাত মে উন কা,
খোদায়ে মুহাম্মদ বরায়ে মদীনা। (ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৩৬৯ পৃষ্ঠা)

মায়ের দোয়ার কারণে আতীক

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আমিরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ কে "**আতীক**" বলা একটি কারণ এটাও বর্ণনা করা হয়েছে যে, তাঁর **মা**য়ের কোন সন্তান বাঁচতো না, যখন তাঁর জন্ম হলো, তখন তাঁর **মা** তাঁকে নিয়ে বাইতুল্লাহ শরীফে গেলেন এবং কেঁদে কেঁদে এভাবে দোয়া করলেন: হে আমার **প্র**তিপালক! যদি আমার এই সন্তান মৃত্যু থেকে পরিত্রাণ পায় তবে তাকে আমাকে দান করো। এরপর থেকে তাঁকে **আতীক** বলা হতে থাকে।

(তারিখুল খোলাফা, ২২ পৃষ্ঠা)

মায়ের সম্মান

হযরত সায়্যিদুনা বায়েজিদ বোস্তামী رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہِ বলেন: তীব্র শীতের এক রাতে আমার **মা** আমার নিকট পানি চাইলেন, আমি গ্লাস

www.dawateislami.net

ভর্তি করে পানি নিয়ে আসলাম কিন্তু তখন **মা**য়ের ঘুম এসে গিয়েছিলো, আমি জাগানো ঠিক মনে করলাম না, তাই পানির গ্লাস হাতে নিয়ে এই অপেক্ষায় **মা**য়ের শিয়রে দাঁড়িয়ে রইলাম যে, তিনি জাগ্রত হলেই পানি প্রদান করবো। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দীর্ঘক্ষণ হয়ে গেলো এবং গ্লাস থেকে গড়িয়ে কিছু পানি আমার আঙ্গুলে গড়িয়ে পরে জমে বরফ হয়ে গিয়েছিলো। যাহোক যখন আম্মাজান জাগ্রত হলেন আমি পানির গ্লাস উপস্থাপন করলাম, বরফের কারণে লেগে থাকা আঙ্গুল হতে গ্লাস যখনই পৃথক হলো তখন সেখান থেকে চামড়া উঠে গেলো এবং রক্ত বের হতে লাগলো, আম্মাজান দেখে বললেন: এটা কি? আমি পুরো ঘটনা আরয করলাম, তখন তিনি হাত উঠিয়ে দোয়া করলেন: হে **আল্লাহ**! আমি তার উপর সন্তুষ্ট, তুমিও তার উপর সন্তুষ্ট থেকো।

(সামুদ্রিক গুম্বদ, ৫ পৃষ্ঠা)

মহৎ মা

মুহাদ্দিসে আযম পাকিস্তান হযরত আল্লামা মাওলানা সরদার আহমদ কাদেরী চিশতী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সম্মানিতা আম্মাজান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهَا প্রায় বলতেন: اِنْ شَآءَ الله আমার এই আদুরে সন্তান মহান ব্যক্তিত্বের অধিকারী হবে এবং পাশাপাশি এই দোয়াও করতেন: তার নাম সরদার, **আল্লাহ পাক** তাকে দ্বীন ও দুনিয়ার সরদার বানাক এবং দুনিয়া দেখেছেও যে, আসলেই মহান এই সন্তানের হকে করা **মা**য়ের দোয়া কবুল হয়েছিলো এবং **আল্লাহ পাক** তাঁকে সরদার বানিয়ে দিলেন।

(হায়াতে মুহাদ্দিসে আযম, ৩০ পৃষ্ঠা)

পীর ও মুর্শিদ পর মেরে মাঁ বা'প পর, হো সদা রহমত এ্যয় নানায়ে হুসাইন।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ২৫৮ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! শুনলেন তো আপনারা! **মা** যখন সন্তানের জন্য দোয়া করে, তখন এর কিরূপ মোবারক প্রভাব প্রকাশ পায় যে, **মা**য়ের দোয়ার বরকতে একজন কসাই শুধু জান্নাতের অধিকারী হয়নি বরং তাকে জান্নাতে **আল্লাহ পাকের** নবী হযরত সায়্যিদুনা মূসা عَلَيْهِ السَّلَام এর প্রতিবেশীত্বও দান করার সুসংবাদ দ্বারা ধন্য করা হয়েছে আর **মা**য়ের দোয়ার বরকতেই মুহাদ্দিসে আযম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে দ্বীন ও দুনিয়ার নেতৃত্ব দান করা হয়েছে। এটাও জানা গেলো যে, আমাদের বুযুর্গানে দ্বীনরা رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن নিজেদের পিতামাতার সেবা শশ্রুষা করে তাঁদের সন্তুষ্ট রেখে তাঁদের দোয়ার অংশীদার হয়। সুতরাং আমাদেরও উচিৎ যে, আমরাও এই **আল্লাহ** ওয়ালাদের পদাঙ্ক অনুসরন করে নিজের **মা**য়ের সেবায় ব্রত হয়ে যাওয়া, যেনো আমরাও তাঁদের চোখের মনি হয়ে যাই এবং তাঁরা খুশি হয়ে স্বয়ং আমাদের জন্য দোয়া করে।

আসুন! আজ আমরা নিয়্যত করি যে, নিজ নিজ পিতামাতার সেবা করতে থাকবো, তাঁদের অবাধ্যতা করা থেকে বিরত থাকবো, তাঁদের সাথে তর্ক করবো না, তাঁদের সামনে আওয়াজকে ধীরে এবং দৃষ্টিকে নিচে রাখবো, তাঁদের স্বভাব বিরোধী কথা এবং কড়া কথায় ধৈর্য ধারণ করবো, তাঁদের প্রয়োজনাদী পূরণ করবো, আমাদের সামর্থ অনুযায়ী তাঁদের ভালভাবে ভরন পোষন করবো, পিতামাতার পছন্দ ও অপছন্দের প্রতি সজাগ থাকবো, পিতামাতার দুঃখ কষ্টে তাঁদের সহায় হবো, পিতামাতার আরামে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবো না, অসন্তুষ্ট পিতামাতাকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করবো, তাঁদের খাবার দাবার, থাকা,

ঔষধ এবং অন্যান্য বিষয়ে তাঁদের সহযোগিতা করবো, তাঁদের সকল জায়িয আদেশ মান্য করবো। اِنْ شَآءَ الله

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! নিশ্চয় **মা** বাবার আনুগত্য ও একান্ত বাধ্য হওয়া সন্তানের উপর আবশ্যক, তবে **মা**বাবা যদি কোন শরীয়ত বিরোধী বিষয়ের আদেশ দেয় যেমন; মা বাবা বলল পর্দা করো না বা বলল নামায আদায় করো না ইত্যাদি, তবে এমতাবস্থায় তাঁদের আদেশ মানা যাবে না, কেননা **আল্লাহ পাকের** অবাধ্যতায় সৃষ্টির আনুগত্য জায়িয নয়।

যদি পিতামাতা পরস্পর ঝগড়া করে তবে সন্তান কি করবে?

আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মাওলানা ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: যদি পিতামাতা পরস্পরের মধ্যে মনোমালিন্য হয় তখন সন্তান **মা**য়ের পক্ষও অবলম্বন করবে না, পিতার পক্ষও অবলম্বন করবে না, কখনো যেনো এমন না হয় যে, **মা**য়ের ভালবাসায় পিতার উপর কঠোরতা করবে। পিতার মনে দুঃখ দেওয়া বা তাঁর সাথে তর্ক করা কিংবা বেয়াদবীর সাথে চোখ রাঙ্গিয়ে কথা বলা এসব কিছু হারাম এবং **আল্লাহ পাকের** অবাধ্য হয়ে সন্তানের এভাবে পিতামাতার মধ্যে কারো পক্ষ অবলম্বন করা কখনো জায়িয নেই। তাঁরা উভয়েই তার জন্য জান্নাত ও জাহান্নাম, যাকেই কষ্ট দিক না কেনো জাহান্নামের উপযুক্ত হয়ে যাবে। (وَالْعِيَاذُ بِالله) **আল্লাহ পাকের** অবাধ্যতার ব্যাপারে কারো আনুগত্যতা বৈধ নয়, যেমন; **মা** চায় যে, সন্তান ব তার পিতাকে কষ্ট প্রদান করুক আর যদি সন্তান না শুনে অর্থাৎ পিতার উপর

www.dawateislami.net

কঠোরতা প্রদর্শন করতে রাজি না হয় তবে অসন্তুষ্ট হয়ে যাবে, এমতাবস্থায় **মা** অসন্তুষ্ট হোক তবুও কখনো এ বিষয়ে **মা**য়ের কথা শুনবে না, অনুরূপভাবে **মা**য়ের ব্যাপারেও পিতার কথা শুনবে না। ওলামায়ে কিরামরা এভাবে ভাগ করেছেন যে, খিদমতের ব্যাপারে **মা** প্রাধান্য পাবে এবং সম্মানের ব্যাপারে পিতা বেশী প্রাধান্য পাবে, কেননা তিনি তার **মা**য়েরও শাসক ও মুনিব। (সামুদ্রিক গুম্বদ, ২৪ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! বুঝা গেলো পিতামাতা যদি কোন না জায়িয বিষয়ের আদেশ দেয়, তবে তা পালন করবেন না। যদি নাজায়িয বিষয়ে তাঁদের কথার অনুসরণ করেন তবে গুনাহগার সাব্যস্ত হবেন, উদাহরণস্বরূপ পিতামাতা মিথ্যা বলতে আদেশ দিলো, তবে তাঁদের এসব কথা কখনো পালন করবেন না, চাই তাঁরা যতই অসন্তুষ্ট হোক না কেন, আপনি নাফরমান সাব্যস্ত হবেন না, তবে যদি মেনে নেন, তবে **আল্লাহ পাকের** অবাধ্য অবশ্যই সাব্যস্ত হবেন। অনুরূপভাবে যদি পিতা মাতার মধ্যে তালাক হয়ে যায়, তবে এখন **মা** লাখো কান্নাকাটি করে বললো যে, দুধের হক ক্ষমা করবোনা এবং আদেশ দেয় তোমার পিতার সাথে দেখা করবে না, এরূপ আদেশ পালন করবে না, পিতার সাথে দেখা করতে হবে এবং তাঁর খিদমত করতে হবে, কেননা তারা পরস্পর যদিও বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে তবুও সন্তানের সম্পর্ক পূর্বের ন্যায় অবশিষ্ট থাকবে, সন্তানের উপর উভয়ের হক সমূহ বহাল থাকবে। আল্লাহ পাক আমাদের মনের শান্তি এবং পিতা মাতার খেদমদ করার সামর্থ্য দান করুক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

(সামুদ্রিক গুম্বদ, ২৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যেমনিভাবে মায়ের দোয়া সন্তানের হকে কবুল হয়ে যায়, তেমনিভাবে তাঁদের বদ দোয়াও কবুল হয়ে থাকে, সুতরাং আমাদের উচিৎ যে, আমরা কখনোই যেনো এমন কোন কাজ না করি, যার কারণে আমাদের পিতামাতার কোন প্রকারের কষ্ট হয় বা তাঁরা আমাদের জন্য বদদোয়া করে। কতইযে মূর্খ ঐ লোকেরা, যারা মায়ের বদদোয়া অর্জনকারী কাজ করে। **আল্লাহ**র শপথ! যদি তাঁরা অসন্তুষ্ট হয়ে সন্তানের জন্য বদদোয়া করে, তবে অপমান ও অপদস্ততা তার নিয়তি হয়ে যায়। আসুন! এসম্পর্কে একটি শিক্ষামূলক ঘটনা শুনি এবং শিক্ষা অর্জন করি।

মায়ের বদ দোয়ায় পা কাটা গেলো

শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه তাঁর রচিত **"নেকীর দাওয়াত"** এর ৩৫৯ পৃষ্ঠায় লিখেন: হযরত আল্লামা কামাল উদ্দীন দামিরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ উদ্ধৃত করেন: "যমখ্শরী"র (যিনি ছিলেন 'মুতাযিলা' ফেরকার একজন প্রসিদ্ধ আলিম) একটি পা কাটা ছিলো, মানুষের জিজ্ঞাসার ফলে সে ব্যক্ত করলো: এটি আমার মায়ের বদ দোয়ার ফল, কাহিনীটি ছিলো এরূপ: আমি ছোট বেলায় একটি চড়ুই পাখি ধরেছিলাম এবং এর পায়ে একটি রশি বেঁধে দিলাম, হঠাৎ পাখিটি আমার হাতছাড়া হয়ে উড়তে উড়তে একটি দেওয়ালের ফাঁকে আশ্রয় নিলো, কিন্তু রশিটি দেওয়ালের বাইরে ঝুলছিলো, আমি রশিটি ধরে নির্দয়ভাবে টান দিলাম, চড়ুই পাখিটি ব্যথায় কাতর অবস্থায় বের হয়ে এলো কিন্তু পাখিটির পা রশিতে কেঁটে গিয়েছিলো। আমার মা এই

www.dawateislami.net

দুঃখজনক দৃশ্যটি দেখে দুঃখে কাতরিয়ে উঠলো এবং তাঁর মুখ দিয়ে আমার জন্য এই বদদোয়া বের হয়ে গেলো: **যেভাবে তুমি এই নির্বাক প্রাণিটির পা কেটেছো, আল্লাহ পাক তোমার পা কেটে দিক**। বদদোয়ার ফল প্রকাশ পেয়ে গেলো, কিছুদিন পর জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্যে আমি **"বোখারা"** সফর করি, পথিমধ্যে আমি বাহন থেকে পড়ে যাই, পায়ে বেশ আঘাত পেলাম, **"বোখারা"** পৌঁছে অনেক চিকিৎসা করি, কিন্তু আমার কষ্ট লাঘব হলো না, অবশেষে পা কেটে ফেলতে হলো। (আর এভাবে মায়ের বদদোয়া বাস্তবায়িত হলো) **(হায়াতুল হাইওয়ানুল কুবরা, ২/১৬৩)**

দিল দুখানা ছোড় দেয়ঁ মাঁ বা'প কা, ওয়ারনা হে ইস মে খাসারা আ'প কা।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৭১৩ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! বর্ণনাকৃত ঘটনায় যেমনিভাবে পশুপাখি এবং পিতামাতাকে কষ্ট প্রদানকারীদের জন্য শিক্ষার মাদানী ফুল রয়েছে, তেমনি পিতামাতার জন্যও ভাবার বিষয় রয়েছে, বিশেষকরে ঐসকল **মা**, যারা কথায় কথায় নিজের সন্তানদের এরূপ বলে যে, তুমি ধ্বংস হও, তুমি দূর হয়ে যাও, তোমার গায়ে পোকা পড়ুক ইত্যাদি বদদোয়া করে থাকে, তাঁদেরকে নিজের মুখকে আয়ত্বে রাখা উচিৎ, এমন যেনো না হয় যে, কবুলিয়্যতের সময় আর দোয়া কবুল হয়ে গেলো এবং সন্তানের সত্যি সত্যি কিছু হয়ে গেলো, এভাবে **মা** স্বয়ং চিন্তায় (Tension) পড়ে যায়! সুতরাং সন্তানদের সর্বদা কল্যাণের দোয়া দ্বারা ধন্য করাই শ্রেয়। **আল্লাহ পাক** আমাদেরকে আপন পিতামাতাকে খুশি রাখার এবং সর্বদা তাঁদের দোয়া অর্জনের তৌফিক দান করুন।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِيْن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

শোকরের সুন্নাত ও আদব

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! বয়ান শেষ করার পূর্বে আসুন! শোকরের ব্যাপারে কতিপয় **"সুন্নাত ও আদব"** বয়ান করার সৌভাগ্য অর্জন করছি। প্রথমে প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দুইটি হাদীসে মোবারাকা শ্রবণ করি: (১) ইরশাদ হচ্ছে: **আল্লাহ পাকের** এটা পছন্দ যে, বান্দা প্রতিটি লোকমায় এবং প্রতিটি চুমুকে **আল্লাহ পাকের** শোকর আদায় করা। (মুসলিম কিতাবুয যিকরে ওয়াদ দোয়া ১১২২ পৃষ্ঠা হাদীস ৬৯৩২) (২) ইরশাদ হচ্ছে: তোমাদের উচিত যে, যবানকে যিকির দ্বারা এবং অন্তরকে শোকরের মাধ্যমে সিক্ত রাখা। (শুয়াবুল ঈমান বাবু ফি মুহাব্বাতিল্লাহ ১/৪১৯ হাদীস ৫৯০) ❋ শোকর উচ্চ মর্যাদার ইবাদত (শোকর কে ফাযায়িল, ১২) ❋ **আল্লাহ পাকের** নিয়ামত সমূহের উপর শোকর আদায় করা ওয়াজিব। (খাযায়িনুল ইরফান পারা ২, সূরা বাকারা, ১৭২ আয়াতের পাদটীকা) ❋ শোকরের সামর্থ্যই মহান সৌভাগ্য ❋ শোকরের মাধ্যমে নিয়ামতের হিফাযত হয় ❋ শোকরের মাধ্যমে নিয়ামত বৃদ্ধি পায়] শোকর আদায় করা আল্লাহ ওয়ালাদের অভ্যাস (শোকরের ফযায়িল ১২) ❋ নিয়ামত পাওয়ার দ্বারা **আল্লাহ পাকের** শোকর আদায় করার মাধ্যমে বান্দা শাস্তি থেকে নিরাপদ থাকে (তাফসীরে সিরাতুল জিনান পারা ১২ সূরা হুদ ১১ নং আয়াতের পাদটীকা ৪/ ৪০৬) ❋ শোকর ব্যতিত ইবাদত পরিপূর্ণ হয় না (তাফসীরে বায়যাভী পারা ২ সূরা বাকারা, ১৭২ নং আয়াতের পাদটীকা, ১/৪৪৯) ❋ শোকর সকল ইবাদতের মূল (তাফসীরে কবীর পারা ২, সূরা বাকারা, ১৭২ নং আয়াতের পাদটীকা ২/১৯১) ❋ হযরত আবু বকর শিবলী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন শোকর হলো এটাই যে, নিয়ামত প্রদানকারীর নিয়ামতের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকা (ইয়াহইয়াউল উলুম, কিতাবুস সবরি ওয়াশ শোকর ৪/১০৩) ❋ হযরত আবু সোলায়মান ওয়াসতি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন **আল্লাহ পাকের** নিয়ামতকে স্মরণ

www.dawateislami.net

করার দ্বারা অন্তরের মধ্যে **আল্লাহ পাকের** মুহাব্বাত সৃষ্টি হয় (তারীখে ইবনে আসাকির ৪১৩৩ নং আব্দুল আযিয বিন উমর ৩৬/৩৩৪) ❁ হযরত ওমর বিন আব্দুল আযিয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: **আল্লাহ পাকের** নিয়ামত সমূহকে শোকর আদায় করার মাধ্যমে নিরাপদ করে নাও (ইয়াহইয়াউল উলুম ওমর বিন আব্দুল আযিয ৫/৩৭৪, নং ৭৪৫৫) ❁ ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: অন্তরের শোকর হলো এটাই যে নিয়ামতের সাথে কল্যাণ এবং নেকীর ইচ্ছা করা ❁ মুখের শোকর হলো এটাই যে, ঐ নিয়ামতের উপর **আল্লাহ পাকের** প্রশংসা করা ❁ বাকী অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এর শোকর হলো এটাই যে, **আল্লাহ পাকের** নিয়ামতকে **আল্লাহ পাকের** ইবাদতে অতিবাহিত করা এবং ঐ নিয়ামতকে **আল্লাহ পাকের** অবাধ্যতায় পরিবর্তন হওয়া থেকে বাঁচানো চোখের শোকর হলো এটাই যে কোন মুসলমানের দোষ-ত্রুটি দেখে তা গোপন রাখা

(ইয়াহইয়াউল উলুম, কিতাবুস সবরি ওয়াশ শোকর ৪/১০৩)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

এভাবে হাজারো সুন্নাত শিখার জন্য মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ২টি কিতাব, বাহারে শরীয়ত ১৬তম অংশ ৩১২ পৃষ্ঠা, ১২০ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব সুন্নাত আওর আদব। আমীরে আহলে সুন্নাত এর দুটি রিসালা **"১০১ মাদানী ফুল"** এবং ৪৩ পৃষ্ঠা সম্বলিত **"১৬৩ মাদানী ফুল"** উপযুক্ত মূল্যে সংগ্রহ করে পাঠ করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

বয়ানঃ ৪

প্রত্যেক মুবাল্লিগা বয়ান করার পূর্বে কমপক্ষে তিনবার পাঠ করুন

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

দরূদ শরীফের ফযীলত

হযরত সায়্যিদুনা উবাই বিন কা'আব رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ আরয করলেন যে, আমি (সকল ওযীফা ছেড়ে দিবো এবং) নিজের পুরো সময় দুরূদ পাঠ করাতে ব্যয় করবো, তখন **রাসূলাল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: এটি তোমার চিন্তা দূর করার জন্য যথেষ্ট হবে এবং তোমার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে। **(তিরমিযী, ৪/২০৭, হাদীসঃ ২৪৬৫)**

কিউঁ কহো বেকস হোঁ মে, কিউ কহোঁ বেকস হোঁ মে,
তুম হো মে তুম পে ফিদা, তুম পে করোড়ো দরূদ।

(হাদায়িকে বখশিশ ২৭০)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি এবং সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রথমে ভালো ভাল নিয়্যত করে নিই। **প্রিয় নবী, হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهٖ" মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম। **(মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস ৫৯৪২)**

www.dawateislami.net

মাসআলা: নেক ও জায়িয কাজে যত বেশি ভালো নিয়্যত, সাওয়াবও তত বেশি।

বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নিয়্যতের মাঝে পরিবর্তন করা যেতে পারে। দৃষ্টিকে নত রেখে গভীর মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো। হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে **ইলমে দ্বীনের** সম্মানার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো। প্রয়োজনে সংকুচিত হয়ে ও সামনে এগিয়ে অন্য ইসলামী বোনদের জন্য জায়গা প্রসারিত করবো। ধাক্কা ইত্যাদি লাগলে ধৈর্যধারণ করবো, ধমকানো, ঝগড়া করা বা বিশৃংখলা করা থেকে বেঁচে থাকবো। تُوْبُوْا اِلَى الله! ,اُذْكُرُ الله! ,صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীনীর মনতুষ্টির জন্য নিম্নস্বরে উত্তর প্রদান করবো। ইজতিমার পর নিজেই আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করবো। বয়ানের সময় অযথা মোবাইল ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকবো, বয়ান রেকর্ড করবো না এবং এমন কোন প্রকার আওয়াজ করবো না যার অনুমতি নেই। যা কিছু শুনবো, তা শুনে এবং বুঝে এর উপর আমল করবো আর তা পরে অপরের নিকট পৌঁছিয়ে নেকীর দাওয়াতকে প্রসার করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় নবী ﷺ রোগীর শুশ্রূষা করলেন

হযরত সায়্যিদুনা তালহা বিন বারাআ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ অসুস্থ হলেন, তখন **উম্মতের কষ্ট লাঘবকারী, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তার

www.dawateislami.net

শুশ্রূষা করার জন্য তাশরীফ নিয়ে গেলেন, অথচ তখন শীতকাল ছিলো এবং আকাশে মেঘ ছড়িয়ে ছিলো, ফিরে আসার সময় হযরত তালহা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর পরিবারের সদস্যদের ইরশাদ করলেন যে, এখন তার অন্তিম সময় বলে মনে হচ্ছে, আমাকে সংবাদ দিবে যেনো আমি তার জানাযার নামায পড়তে পারি এবং তার কাফন দাফনে তাড়াতাড়ি করবে। **হুযুরে আকদাস** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم বণী সালেমের মহল্লা পর্যন্ত পৌঁছতেই তিনি ইন্তিকাল করলেন।

হযরত তালহা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ রাত শুরু হওয়ার সময় তাঁর পরিবারের সদস্যদের ওসীয়ত (Will) করে দিয়েছিলেন যে, যখন আমি মৃত্যুবরণ করবো তখন আমাকে দাফন করে দিবে এবং **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে ডেকোনা, অমুসলিমদের প্রতি আমার ভয় হয় যে, **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে আমার কারণে যেনো কোন ক্ষতি না করে বসে, তাঁর পরিবারের সদস্যরা এরূপই করলো। সকালে **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم যখন জানতে পারলেন তখন **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم হযরত তালহা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর কবর মোবারকে তাশরীফ নিয়ে গেলেন, সাহাবায়ে কিরামগণ সারিবদ্ধ হলেন, অতঃপর **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم হাত উঠিয়ে দোয়া করলেন: হে **আল্লাহ**! তালহার সাথে তোমার সাক্ষাৎ এই অবস্থায় হোক, যেনো সে মুচকি হাসি অবস্থায় থাকে।

(আল মু'জামুল কবীর, ৪/২৮, হাদীস নং-৩৫৫৪)

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! শুনলেন তো আপনারা যে, আমাদের **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم প্রচন্ড শীতের সময়ও **তাঁর** প্রিয় সাহাবা হযরত তালহা বিন বারাআ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর শুশ্রূষা করতে তাশরীফ নিয়ে গেলেন এবং যখন তাঁর মৃত্যু হলো তখন তার কবরে

www.dawateislami.net

গিয়ে তাঁর জন্য মাগফিরাতের দোয়াও করলেন। কিন্তু আফসোস! বর্তমান যুগে আমরা এই সুন্দর সুন্নাত আদায়েও অলসতা প্রদর্শন করতে দেখা যায়, দুনিয়াবী ধন সম্পদ অর্জনে মগ্ন হয়ে আমরা এটা ভূলে গেছি যে, মুসলমানরা পরস্পর ভাই ভাই, আমরা এটা ভূলে গেছি যে, একজন সত্যিকার মুসলমান পরস্পর দুঃখ কষ্টের অংশীদার হয়ে থাকে, আমরা এটা ভূলে গেছি যে, একজন সত্যিকার মুসলমান তার অসুস্থ, নিঃস্ব এবং দূর্দশাগ্রস্থ ভাইয়ের সাহায্যকারী হয়ে থাকে। আজ আমাদের অবস্থা জানি এমন কেন হয়ে গেছে যে, আপন ভাই বোনের মাঝে ভালবাসা শেষ হয়ে যাচ্ছে, ভাই মৃত্যুশয্যায় অন্তিম মুহুর্ত অতিক্রম করছে আর অপর ভাই পুরোনো ঝগড়া বিবাদকে ভিত্তি করে শেষ মুহুর্তেও দেখা করতে যায় না, পূর্বেকার দিনে হতো যে, কোন কারণে দু'জনের মাঝে ঝগড়া বিবাদ হয়ে গেলে তবে তৃতীয় কোন ব্যক্তি নম্রভাবে তাদের বুঝাতো, ছাড়িয়ে দিতো কিন্তু দূর্ভাগ্যজনক ভাবে স্যোসাল মিডিয়ার এই যুগে এখন অবস্থা এমন হয়েছে যে, দু'জন ঝগড়া করছে আর তৃতীয় কেউ তা ভিডিও করছে, কারো এ্যকসিডেন্ট হলে হাসপাতালে নেওয়ার কেউ থাকে না বরং দূর্ভাগ্যজনক ভাবে নিকৃষ্ট মানসিকতা সম্পন্ন কিছু মূর্খ সেই রোগীর মালামাল যেমন; মোবাইল, টাকা পয়সা, অলঙ্কার লুট করার চক্করে থাকে, ব্যবসায় ব্যস্ততার কারণে আমাদের নিকট ইবাদত করার জন্য সময় নাই, অথচ রোগীর ঘরে গিয়ে শুশ্রূষা করা, তার মনতুষ্টির জন্য তার নিকট বসা, তাকে নেকীর দাওয়াত দিয়ে তাওবা ও ইস্তিগফার করার উৎসাহ প্রদান করা এবং তার সুস্থতার জন্য দোয়া করা সাওয়াব ও প্রতিদান লাভের উপলক্ষ্য।

www.dawateislami.net

তু সারে মরীযোঁ কো আল্লাহ শিফা দেয় দেয়,
আচ্ছা হে ফকত ওহ জু বিমারে মদীনা হে।
আফসোস মরয বাড়তা জা'তা হে গুনাহোঁ কা,
দেয় দিজিয়ে শিফা আরয এ্যয় সরকার মদীনা হে।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৪৯২,৪৯৪ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! দ্বীন ইসলাম আমাদেরকে সদাচরণের শিক্ষা দিতে গিয়ে রোগীর মনতুষ্টি এবং তার কষ্ট লাগবের জন্য তার শুশ্রূষার করার আদেশ দিয়েছে আর এর আদবও শিখিয়েছে। রোগীর শুশ্রূষা করার দ্বারা তার রোগ কমে তো যায়না কিন্তু তার মন অবশ্যই খুশি হয়। সুতরাং আমাদেরকে আমাদের আত্মীয় স্বজন এবং বংশের সকল সাধারণ প্রতিবেশী অসুস্থ হলে তাদের সেবা শুশ্রূষা করা চাই। আসুন! অসুস্থদের শুশ্রূষা সম্পর্কে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দু'টি বাণী শুনি এবং একনিষ্টতা সহকারে আমল করার নিয়্যতও করি।

১. ইরশাদ হচ্ছে: যে কোন রোগীর শুশ্রূষা করে বা **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টির জন্য নিজের কোন ইসলামী ভাইয়ের সাথে সাক্ষাত করতে যায় তবে একজন আহবানকারী তাকে উদ্দেশ্য করে বলে যে, আনন্দিত হয়ে যাও, কেননা তোমার এই পথচলা বরকতময় এবং তুমি জান্নাতে তোমার ঠিকানা বানিয়ে নিয়েছো।

(তিরমিযী, কিতাবুল বিররে ওয়াস সিলাহ, ৩/৪০৫, হাদীস নং-২০১৫)

২. ইরশাদ হচ্ছে: যে রোগীর শুশ্রূষা করলো, **আল্লাহ পাক** তার প্রতি পঁচাত্তর হাজার (৭৫০০০) ফিরিশতাদের মাধ্যমে ছায়া দান করেন এবং তার প্রতিটি কদমে তার জন্য একটি নেকী লিখে দেন আর তার প্রতিটি কদমে এক একটি গুনাহ ক্ষমা করে দেন ও একটি

www.dawateislami.net

মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন, যখন সে রোগীর সাথে বসবে তখন রহমত তাকে ঢেকে নেয় এবং নিজের ঘরে ফিরে আসা পর্যন্ত রহমত তাকে ঢেকে রাখবে। **(আত তারগীব ওয়াত তারহিব, কিতাবুল জানায়েয, ৪/১৬৩, নম্বর-১৩)**

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আপনারা শুনলেন তো! মুসলমানের শুশ্রূষা করা কিরূপ ফযীলতপূর্ণ কাজ যে, ফিরিশতারা রোগীর শুশ্রূষাকারী সৌভাগ্যবানদের জান্নাতে ঠিকানার সুসংবাদ দেয়। রোগীর শুশ্রূষাকারীর উপর ৭৫ হাজার ফিরিশতা রহমতের ছায়া দান করে। রোগীর শুশ্রূষাকারীর প্রতিটি কদমে কদমে গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়। রোগীর শুশ্রূষাকারীর প্রতি **আল্লাহ পাকের** রহমতের বর্ষণ হয়ে থাকে। সুতরাং যখন কোন রোগীর শুশ্রূষা করতে যাবেন তখন তার ভাল মন্দ জানার জন্য উৎসাহপূর্ণ ভাবে খুবই সহানুভূতি সম্পন্ন ভঙ্গি অবলম্বন করুন এবং তার সুস্থতার জন্য দোয়ও করুন, কেননা হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: **রাসূলে আকরাম, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم যখন কোন রোগীর শুশ্রূষা করার জন্য তাশরীফ নিয়ে যেতেন তখন ইরশাদ করতেন: لَا بَأۡسَ طُهُوۡرٌ اِنۡ شَآءَ اللّٰہُ تَعَالٰی অর্থাৎ কোন সমস্যা নেই اِنۡ شَآءَ اللّٰہ এই রোগ গুনাহ থেকে পবিত্রকারী।

(বুখারী, কিতাবুল মানাকিব, ২/৫০৫, হাদীস নং-৩৬১৬)

ইয়ে তেরা জিসম জু বিমার হে তাশভিশ না কর,
ইয়ে মরয তেরে গুনাহোঁ কো মিটা জা'তা হে।
আসল আ'ফত তু হে নারাযি রাব্বে আকবর,
উস কো কিউঁ ভুল কে বরবা'দ হোয়া জা'তা হে।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৪৩২ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! রোগীর শুশ্রূষা করার সময় বর্তমানে এমন অবস্থাও দেখা যায় যে, শুশ্রূষা করার জন্য আগমনকারী রোগীর মনতুষ্টি করার পরিবর্তে কষ্ট ও মনক্ষুন্নতার কারণ হয়ে যায়। অনেক সময় রোগীর শুশ্রূষার জন্য একই সাথে অনেক লোক এসে যায় এবং তার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে বিভিন্ন ধরনের প্রশ্নে জর্জরিত করে, অনেক সময় শুশ্রূষাকারী চিকিৎসা সম্পর্কে কিছু না জেনেও বিভিন্ন ধরনের চিকিৎসা পদ্ধতির পরামর্শ (Suggestions) দিয়ে থাকে এবং অহেতুক প্রশ্ন ও বাচ্চাদের চিৎকার চেচামেচির কারণে রোগীকে পেরেশান করে দেয় অথচ শুশ্রূষা করার সময় রোগীর অবস্থার প্রতি খেয়াল রাখা আবশ্যক, যদি এরূপ অনূভব হয় যে, আমাদের উপস্থিতি রোগীর জন্য কষ্টের কারণ হচ্ছে তবে দ্রুত চলে যাওয়া উচিৎ, কেননা **প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَفْضَلُ الْعِيَادَةِ سُرْعَةُ الْقِيَام অর্থাৎ উত্তম শুশ্রূষা হলো দ্রুত ফিরে যাওয়া।

(শুয়াবুল ঈমান, ফসলু ফি আ'দাবুল ইয়াদাতি, ৬/৫৪২, হাদীস নং-৯২২১)

সুতরাং যখনই রোগীর পাশে যাবেন তখন তার সাথে উৎফুল্লতার সহিত সাক্ষাৎ করুন, এমন কথা বলুন যাতে তার সাহস বৃদ্ধি পায় এবং **আল্লাহ**র রহমতের উপর তার ভরসা দৃঢ় হয় আর রোগাক্রান্ত অবস্থায় ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার ফযীলত বর্ণনা করুন, যেনো রোগী তার দয়াময় **রবের** পক্ষ থেকে আসা পরীক্ষায় ধৈর্য ধারণ করে সাওয়াব ও প্রতিদান অর্জনে সফল হতে পারে।

যে কোন বিপদে বা রোগে ধৈর্য ধারণ করার অসংখ্য ফযীলত রয়েছে, আসুন! এপ্রসঙ্গে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দু'টি বাণী শ্রবণ করি:

www.dawateislami.net

১. ইরশাদ হচ্ছে: যার সম্পদ বা প্রাণের উপর বিপদ আসলো অতঃপর সে তা গোপন রাখলো এবং মানুষের মাঝে প্রকাশ করলো না তবে **আল্লাহ পাকের** প্রতি দায়িত্ব যে, ত কে ক্ষমা করে দেয়া।

(আল মু'জামুল কবীর, ১১/১৪৮, হাদীস নং-১১৪৩৮)

২. ইরশাদ হচ্ছে: মুসলমানের রোগ, দুঃখ-কষ্ট থেকে যে বিপদ অবতীর্ণ হলো এমনকি কাটাও বিদ্ধ হলো তবে **আল্লাহ পাক** এই বিপদকে ঐ ব্যক্তির গুনাহের কাফফারা বানিয়ে দেন।

(বুখারী, কিতাবুল মরীয, ৪/৩, হাদীস নং-৫৬৪১)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রাণঘাতি রোগ থেকে নিরাপত্তা

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! জানা গেলো যে, রোগাবস্থায় ধৈর্য ধারণ করা প্রতিদান ও সাওয়াবের কাজ এবং রোগীর জন্য অসংখ্য সুসংবাদ যে, রোগের কারণে গুনাহ ক্ষমা হয়ে থাকে, এমনকি পায়ে কাটা বিদ্ধ হওয়া গুনাহের কাফফারা হয়ে যায়। মনে রাখবেন! দুনিয়ার অন্যান্য ধর্মে রোগকে শুধুমাত্র বিপদই মনে করা হয় আর দ্বীন ইসলাম এমনই সুন্দর যে, যেখানে সবল ও সুস্থতাকে নেয়ামত ঘোষণা করা হয়েছে, সেখানে রোগ ও কষ্টকেও রহমত দ্বারা তাবীর করা হয়, কেননা রোগ যেমন গুনাহ ক্ষমা করানোর মাধ্যম, তেমনি কিছু সামান্য রোগও প্রাণঘাতি রোগ থেকে নিরাপত্তার মাধ্যমও হয়ে থাকে।

যেমনভাবে হাকিমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: ☆ সর্দি রোগ নয় বরং মস্তিস্কের রোগের প্রতিকার। এর দ্বারা অনেক রোগ দূরীভূত হয়ে যায়। সর্দি সম্পন্ন ব্যক্তি উন্মাদ ও পাগল

www.dawateislami.net

হয়না। ☆ যার কখনো চুলকানি হয়েছে তার কখনো শ্বেত ও কুষ্ঠ রোগ হয়না, সর্দি ও চুলকানিতে **আল্লাহ পাকের** অনেক হিকমত নিহিত রয়েছে। **(মিরাতুল মানাজিহ, ৬/৩৯৫)**

ফকীহে মিল্লাত হযরত মুফতি জালালুদ্দীন আমজাদি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ রোগের উপকারীতা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন: "রোগ দ্বারা প্রকাশ্যভাবে কষ্ট হয় কিন্তু বাস্তবিকভাবে তা অনেক বড় নেয়ামত, যা দ্বারা মুমিনের অনন্ত প্রশান্তি ও আ'রামের অনেক বড় ভান্ডার অর্জিত হয়। তাই এই প্রকাশ্য রোগ রূহানী রোগের অনেক বড় প্রতিকার তবে শর্ত হলো ব্যক্তির মুমিন হওয়া এবং কঠিন থেকে কঠিনতর রোগের ধৈর্য ধারণ করা, যদি ধৈর্য ধারণ না করে বরং কান্নাকাটি করে তবে রোগ দ্বারা কেরা উপকারীতা অর্জিত হবে না অর্থাৎ সাওয়াব থেকে বঞ্চিত থাকবে। **(আনওয়ারুল হাদীস, ১৯৭ পৃষ্ঠা)**

ধৈর্যের ফল মিষ্ট হয়ে থাকে

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! মনে রাখবেন! যখন কোন রোগ বা দুঃখ অনুভূত হয় তবে অধৈর্য এবং অভিযোগ অনুযোগ করে, চিৎকার চেচামেচি এবং প্রত্যেককে জানানোতে রোগ চলে যায়না বরং ধৈর্য ধারণ করার মাধ্যমে অর্জিত মহান প্রতিদান নষ্ট হয়ে যায়, সুতরাং রোগাক্রান্ত অবস্থায় ধৈর্যের আচঁল আঁকড়ে ধররা উচিৎ এবং এভাবে আপনার মানসিকতা বানান যে, মানুষের অবস্থা সর্বদা একই রকম থাকে না। যদি কেউ অসুস্থ হয়ে যায় তবে দ্রুত সুস্থও হয়ে যায়, কখনো দুঃখ এলে তবে এরপর অনেক আনন্দও নসীব হয়, অভাবের পর ধর্নাঢ্যতাও অর্জিত হয় কিন্তু মুসলমানদের সর্বাবস্থায় ধৈর্য ও

www.dawateislami.net

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টিতে সন্তুষ্ট থেকে জীবন অতিবাহিত করা উচিৎ।

ওহ বেচারে কেহ বিমার হে জু
জ্বিন ও জাদু সে বেযার হে জু
আপনি রহমত সে উন কো শিফা কি
মেরে মাওলা তু খায়রাত দেয়দেয়
ওহ কেহ আ'ফাত মে মুবতালা হে
জু গ্রেফতার রাঞ্জ ও বালা হে
ফযল সে উন কো সবর ও রিযা কি
মেরে মাওলা তু খায়রাত দেয়দেয়

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ১২৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

অন্তিম মুহুর্তে কি করা উচিৎ

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! অনেক সময় শুশ্রূষার জন্য এমন কোন রোগীর নিকট যেতে হয়, যার মাঝে মৃত্যুর আলামত পাওয়া যায় এবং তার অন্তিম মুহুর্ত এসে যায়, মনে হয় যেনো এখনই তার রূহ বের হয়ে যাবে। এমতাবস্তায় কান্নাকাটি করার পরিবর্তে ধৈর্য ধারণ করে এই মানসিকতা রাখা উচিৎ যে, যে এই দুনিয়ায় এসেছে, তাকে একদিন এখান থেকে যেতেও হবে, বরং এর মতো আমাদেরও একদিন মরতে হবে এবং এর পরবর্তী ধাপগুলো অতিক্রম করতে হবে।

মনে রাখবেন! যার উপর অন্তিম মুহুর্ত চলছে, তার এক একটি মুহুর্ত আমাদেরও মৃত্যুর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, কিন্তু আমরা আমাদের মৃত্যুকে ভূলে জানিনা কোন দিনের অপেক্ষায় নির্ভিক হয়ে বসে আছি যে, যাতে গুনাহ থেকে তাওবা করবো, নিজের মন্দ আমল ছেড়ে নেকীর কাজ শুরু করবো, প্রতিদিনের মৃত্যু সংবাদ জানিনা কেন আমাদেরকে উদাসীনতা থেকে জাগায় না।

হযরত সায়্যিদুনা মনসুর বিন আম্মার رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এক যুবককে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন: হে যুবক! তোমাকে যেনো তোমার যৌবন ধোকায় ফেলে না দেয়, কতযে যুবক এরূপ ছিলো, যারা তাওবা করতে দেরী করেছিলো এবং দীর্ঘ আশা ব্যক্ত করেছিলো, মৃত্যুকে ভূলে এরূপ বলতে থাকতো যে, কাল তাওবা করে নিবো, পরশু তাওবা করে নিবো এমনকি এরূপ উদাসীন অবস্থায় মালাকুল মউত عَلَيْهِ السَّلَام এসে গেলো এবং তার কবরে গিয়ে পতিত হলো। (মাকাশাফাতুল কুলুব, ৩৪ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! অন্তিম মুহূর্ত খুবই কঠিন হয়ে থাকে, যে এই অবস্থা অতিক্রম করেছে সেই এর কঠিনত্ব অনুভব (Feel) করতে পারবে, যদি মৃতব্যক্তি কবর থেকে বের হয়ে দুনিয়াবাসীকে মৃত্যুর কষ্টের অবস্থা বলে দেয় তবে তার জীবনের প্রশান্তি ও আরাম নষ্ট হয়ে যাবে। মৃত্যুর কঠোরতার আলোচনা করতে গিয়ে হযরত সায়্যিদুনা শাদ্দাদ বিন আওয়াস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: মুমিনের উপর দুনিয়া ও আখিরাতে মৃত্যু থেকে কঠোর কোন ভয়াবহ বিষয় আর নেই, কেননা এর কষ্ট, কাঁচি দ্বারা কাটা এবং পাতিলে ফুটানোর চাইতেও বেশী, যদি কোন মৃত ব্যক্তি কবর থেকে বের হয়ে দুনিয়াবাসীদেরবে মৃত্যু সম্পর্কে জানিয়ে দেয় তবে সে ব্যক্তি জীবনে কখনো উপকার গ্রহন করতে পারবে না এবং ঘুমেও শান্তি পাবে না। (ইহইয়াউল উলুম, ৫/২০৯)

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আপনারা শুনলেন তো! মৃত্যু সূধা কিরূপ তিক্ত যে, না চাইলেও প্রত্যেককে পান করতে হবে। অন্তিম মুহূর্ত এরূপ স্পর্শকাতর হয় যে, এতে একদিকে তো মৃত্যুর এই

www.dawateislami.net

মুসবিত এবং অপরদিকে অভিশপ্ত শয়তানের হামলা (Attacks)। কেননা শয়তান মৃত্যুর সময় ঈমান ছিনিয়ে নেয়ার জন্য বিভিন্ন ধরনের পদ্ধতি অবলম্বন করে, এমনকি পিতামাতা রূপ ধারণ করেও অনেকের ঈমানের উপর আক্রমন করে আর অমসুলিমদের সঠিক প্রমাণ করার চেষ্টা করে থাকে।

এমতাবস্থায় **আল্লাহ পাক** যার উপর বিশেষ দয়া করেন, সে শয়তানের হাত থেকে নিজের ঈমানকে বাচিঁয়ে নিতে সফল হয়ে যায়। এই অবস্থায় দ্বীন ইসলাম আমাদের একজন মুসলমানের কল্যাণ কামনায় কি আদেশ দেন এবং রূহ বের হওয়ার পূর্বে এবং পরে কোন বিষয় সমূহের প্রতি খেয়াল রাখা উচিৎ, আসুন! এসম্পর্কে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ (Important) মাদানী ফুল শ্রবণ করি, যার উপর আমল করা শুধু আমাদের জন্য নয় বরং মৃত্যু বরণকারীর জন্যও اِنْ شَآءَ الله অনেক উপকারী বলে প্রমানীত হবে।

☆ যখন রোগীর মাঝে মৃত্যুর আলামত প্রকাশ পেয়ে যাবে, তখন সুন্নাত হলো যে, ডান পাশে কাত করে কিবলার দিকে মুখ করে দেয়া। (এরূপ করাতে রোগীর কষ্ট হলে করবেন না।) ☆ মৃত্যু সন্নিকটে হলে তখন তালকীন করুন, অর্থাৎ তার পাশে উচ্চ আওয়াজে পাঠ করুন: اَشْهَدُاَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاَشْهَدُاَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ الله কিন্তু তাকে পাঠ করতে বলবেন না। ☆ যখন সে কালেমা পড়ে নিলো তখন তালকীন করা বন্ধ করে দিন। যদি কালেমা পাঠ করার পর কোন কথা বলে তবে আবারো তালকীন করুন যেনো তার শেষ বাক্য لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ الله হয়। ☆ তালকীনকারী যেনো নেককার ব্যক্তি হয়, কেননা এই সময় নেক ও পরহেযগার লোক থাকা অনেক উত্তম এবং সেই সময় রোগীর পাশে

www.dawateislami.net

সূরা ইয়াসিন শরীফের তিলাওয়াত করা ও সুগন্ধি জ্বালানো মুস্তাহাব। ☆ চেষ্টা করুন যে, সেখানে যেনো কোন ছবি বা কুকুর না থাকে, যদি এই বস্তুগুলো থাকে তবে দ্রুত বের করে দিন, কেননা সেখানে এরূপ বস্তু থাকে সেখানে রহমতের ফিরিশতারা আসে না। ☆ যখন রূহ বের হয়ে যায় তখন একটি মোটা কাপড় দ্বারা মুখের নিচে থেকে মাথার উপর নিয়ে গিরা লাগিয়ে দিন যেনো মুখ খোলা না থাকে এবং চোখ বন্ধ করে দিন ও আঙ্গুল এবং হাত পা সোজা করে দিন, তার পরিবারের মধ্যে যে সবচেয়ে বেশী নম্রভাবে করতে পারে সেই একাজ করুন অথবা পিতা বা সন্তান করুন। (বাহারে শরীয়ত, ১/৮০৭, ৮০৮)

মৃত্যুর সময় কালেমা পাঠ করার ফযীলত

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! যদি কখনো এমন সুযোগ আসে যে, আমরা আমাদের আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব বা যেকোন মুসলমানকে এই অবস্থায় পাই, তবে এই মাদানী ফুল সমূহের উপর আমল করাতে যেনো কখনো অলসতা (Laziness) না করি, কেননা আমাদের সামান্য মনযোগ اِنْ شَآءَ الله মৃত ব্যক্তির জন্য নাজাত ও মাগফিরাতের উপলক্ষ্য হতে পারে। বিশেষকরে মৃতুব্যক্তিকে কালেমা তায়্যিবার তালকীন তো অবশ্যই করা উচিৎ, কেননা হাদীসে পাকে মৃত্যুর সময় কালেমা পাঠকারীর জন্য জান্নাতের সুসংবাদ রয়েছে।

হযরত সায়্যিদুনা মুআজ বিন জাবাল رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন যে, **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: مَنۡ کَانَ آخِرُ کَلَامِہٖ لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہ دَخَلَ الۡجَنَّۃَ অর্থাৎ যার শেষ বাক্য لَآ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہ হয় সে জান্নাতে যাবে।

(আবু দাউদ, কিতাবুজ জানায়েয, ৩/২৫৫, হাদীস নং-৩১১৬)

www.dawateislami.net

হাকীমুল উম্মত, হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই হাদীসে পাকের আলোকে বলেন: যদিওবা জীবনভর কালেমা পাঠ করতে থাকেও কিন্তু মৃত্যুর সময় অবশ্যই পাঠ করা উচিৎ, কেননা এর বরকতে ক্ষমা হয়ে যাবে। (মিরাতুল মানাজিহ, ২/৪৪৬) জানা গেলো যে, যখনই কোন মুসলমানের শেষ মুহূর্ত আসে তখন তার পাশে থাকা লোকেরা কালেমা পাঠ করুন, **আল্লাহ পাকের** যিকির করুন এবং কোরআনে করীমের তিলাওয়াত করুন, যেনো তারও পাঠ করা স্মরণে এসে যায়। যে লোকেদের মৃত্যুর কঠোরতার পরও কালেমা তায়্যিবা পাঠ করা নসীব হয়ে যায় এবং এই অবস্থায় তার রূহ বের হয়ে যায় তবে এমন লোক বড়ই সৌভাগ্যবান হয়ে থাকে। আল্লাহ পাক আমাদেরকেও এতে অন্তর্ভুক্ত করুক। مِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সায়্যিদা আসমা বিনতে আবি বকর رَضِیَ اللهُ عَنْهَا এর পরিচিতি

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! পবিত্র জুমাদাল উলা মাস অতিবাহিত হতে চলেছে আর তার ২৭ তারিখ প্রসিদ্ধ সাহাবীয়্যা হযরত আসমা বিনতে আবি বকর رَضِیَ اللهُ عَنْهَا ওরস মোবারক। আসুন! এ উপলক্ষ্যে আমরা তিনি رَضِیَ اللهُ عَنْهَا আলোচনা শ্রবণ করি, যেমন

হযরত আসমা বিনতে আবি বকর رَضِیَ اللهُ عَنْهَا প্রথম খলিফা হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর সবচেয়ে বড় শাহজাদী, উম্মুল মুমিনীন সায়্যিদা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا এর বোন ছিল, দশজন জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত রাসূলের সাহাবীদের মধ্যে একজন হযরত যুবাইর বিন আওয়াম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর স্ত্রী ছিলেন। হযরত সায়্যিদুনা যুবাইর বিন আওয়াম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ তাঁকে মক্কা শরীফে নিকাহ

www.dawateislami.net

(বিবাহ) করেন। প্রসিদ্ধ সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর সম্মানিত পিতা ছিলেন, তিনি স্বয়ং নিজে সাহাবীয়্যা ছিলেন, তাঁর পিতা প্রথম খলিফা ছিলেন, তাঁর ভাইও সাহাবী, তাঁর বোনও সাহাবীয়্যা ও হুযুর পুরনূর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর প্রিয়তম স্ত্রী ছিলেন, তাঁর স্বামীও সাহাবী এবং জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত দশজন সাহাবীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন আর তাঁর সন্তান হযরত আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ সাহাবী ছিলেন। (ফয়যানে সিদ্দিকে আকবর ৭৪) তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا অনেক বড় দানশীল ছিলেন, প্রথমে যা কিছু ব্যয় করতেন তা প্রবল ধারণার ভিত্তিতে পরিমাপ করে ব্যয় করতেন কিন্তু যখন হুযুর পুরনূর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন, বেঁধে রেখো না এবং হিসাব করো না, তাকদীরে যা আছে ব্যয় করো, তখন থেকে তিনি অনেক ব্যয় করতে লাগলেন। নিজের কন্যা এবং ঘরের মহিলাদের উপদেশ দিতেন যে, আল্লাহ পাকের রাস্তায় ব্যয় করো এবং সদকা করার ক্ষেত্রে চাহিদার চেয়ে অধিক হওয়া চাই আর জমা রাখার চেষ্টা করো না, যদিও চাহিদা অধিক হওয়ার দ্বারা অপেক্ষা করতে থাক তাহলে স্বয়ং চাহিদায় বাড়তে থাকবে আর যদি সদকা করতে থাক তাহলে সদকায় ব্যয় করার দ্বারা ক্ষতি হবে না। (সাহাবায়ে কেরাম কা আশেকে রাসূল ৬৫) হিজরতের সময় সফরের বোঝা বাধার জন্য কোন কাপড় ছিল না, তখন তিনি আপন কোমর বন্দকে দুই টুকরো করে বোঝা বেঁধে নিলেন, ঐ সময় থেকে তিনি যা'তুন না'তাকাইন উপাধি দ্বারা প্রসিদ্ধ হয়ে যায়। তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا শত বছর হায়াত পেয়ে ছিলেন, শেষ বয়সে দৃষ্টি শক্তি কমে গিয়ে ছিল, তাঁর ওফাত মক্কা মুকাররমায় হয়েছিল। (ফয়যানে সিদ্দিকে আকবর ৭৪)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

www.dawateislami.net

মৃত ব্যক্তির প্রতি বিলাপ করা

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! যদি কারো ইন্তিকাল হয়ে যায় তবে অনেক সময় এই পরিস্থিতিতে অনেক শরীয়ত বিরোধী কার্যকলাপ সংগঠিত হয়, যার মধ্যে একটি হচ্ছে বিলাপ করা অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির গুণাবলীকে বাড়িয়ে বলে বলে উচ্চ আওয়াজে কান্না করা, এটি সর্বসম্মতিক্রমে হারাম। এভাবে আহ মুসবত বলে চিৎকার করা, মুখ আচঁড়ানো, চুল খুলে দেয়া, মাথায় মাটি নিক্ষেপ করা, বুক চাপড়ানো, উরুতে হাত মারা এসবই জাহেলিয়্যতের কাজ এবং হারাম। আওয়াজ করে কান্না করা নিষেধ এবং আওয়াজ বের না হলে নিষেধ নয়।

(বাহারে শরীয়ত, ১/৮৫৪,৮৫৫)

মৃত ব্যক্তির জন্য কান্না করা অনেক সময় তো অধৈর্যের চরম পর্যায়ে চলে যায় এবং **আল্লাহ পাকের** পবিত্র স্বত্তার প্রতি অভিযোগ অনুযোগ করে কুফরী বাক্য পর্যন্ত বলে দেয়া হয় যার কারণে বান্দার ঈমান নষ্ট হয়ে যায়। এটা অনেক বড় মূর্খতা এবং দূর্ভাগ্য।

তিনদিনের বেশী শোক পালন করা

ইন্তিকালের পরিস্থিতিতে শরীয়ত বিরোধী কাজগুলোর মধ্যে একটি কাজ হলো তিনদিনের বেশী সময় ধরে শোক পালন করা, যা হারাম। ইসলামের পূর্বে আরবে বিধবা মহিলা স্বামীর মৃত্যুর পর এক বছর পর্যন্ত ময়লা আবর্জনা যুক্ত ঘর, ময়লা পোশাকে থাকতো এবং পরিবারের সদস্যদের থেকে পৃথক হয়ে থাকতো। **(মিরাতুল মানাজিহ, ৫/১৫১)** এবং এভাবে একবছর পর্যন্ত শোক পালন করতো। কিন্তু ইসলামের আবির্ভাবের পর **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم স্বামী ছাড়া অন্যান্য

www.dawateislami.net

আত্মীয়ের ইন্তিকালে শোকের জন্য তিনদিন নির্ধারণ করে দিয়েছেন। (সাহাবায়ে কিরাম কি ইশকে রাসূল, ২৩০ পৃষ্ঠা) আর স্ত্রীর জন্য তার স্বামীর মৃত্যুর পর ইদ্দতের সময় সীমা চার মাস দশ দিন পর্যন্ত শোকার্ত অবস্থায় থাকবে। তবে কোন নিকটাত্মীয়ে ইন্তিকালে মহিলার তিনদিন পর্যন্ত শোক পালন করার অনুমতি রয়েছে এর বেশী অনুমতি নেই।

(দুররে মুখতার, কিতাবুত তালাক, ৫/২২৩)

যখন **রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم জাহেলিয়্যতের যুগের এই পদ্ধতিকে বন্ধ করে দিয়েছেন তখন মহিলা সাহাবীরা رَضِیَ اللهُ عَنْهُنَّ **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এই বাণীর উপর আমল করা শুরু দিলেন এবং এই মন্দ রীতি ধ্বংস হয়ে গেলো। সুতরাং যখন হযরত সায়্যিদাতুনা জায়নব বিনতে জাহাশ رَضِیَ اللهُ عَنْهَا এর ভাই ইন্তিকাল হলো, তখন তিনি رَضِیَ اللهُ عَنْهَا সুগন্ধি আনিয়ে লাগালেন এবং বললেন যে, আমার সুগন্ধির প্রয়োজন ছিলোনা, কিন্তু আমি **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে মিম্বরে ইরশাদ করতে শুনেছি যে, কোন মুসলমান মহিলার জন্য জায়িয নয় যে, সে তিনদিনের বেশী কারো শোক পালন করবে কিন্তু স্বামীর ইন্তকালে ৪ মাস ১০ দিন ছাড়া।

(সুনানে ইবনে দাউদ, কিতাবুত তালাক, ২/৪২২, হাদীস নং-২২৯৯)

অনুরূপভাবে যখন উম্মুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদাতুনা উম্মে হাবীবা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا এর পিতার (হযরত আবু সুফিয়ান رَضِیَ اللهُ عَنْهُ) ইন্তিকাল হলো তখন তিনি رَضِیَ اللهُ عَنْهَا তাঁর চেহারায় সুগন্ধি লাগালেন এবং বললেন: আমার এর প্রয়োজন ছিলো না, শুধুমাত্র **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আদেশ মান্য করার উদ্দেশ্যেই করলাম।

(আবু দাউদ, কিতাবুত তালাক, ২/৪২২, হাদীস নং-২২৯৯)

www.dawateislami.net

ফ্রিজারে রাখা

কারো মৃত্যু হলে শরীয়ত বিরোধী কাজগুলোর মধ্যে একটি রেওয়াজ এটাও রয়েছে যে, মৃতের সন্তান যদি শহর বা দেশের বাইরে থাকে তবে এটা ভেবে তার অপেক্ষা করা হয় যে, যদি সন্তান জানাযায় অংশগ্রহণ না করে তবে জানাযা কিভাবে হবে? লোকেরা বলবে: সন্তান এতোই অভিশপ্ত হয়ে গেলো যে, বাবার জানাযায়ও এলোনা, সুতরাং তাকে পৌঁছাতে দাও, অথচ তখন অন্যান্য সন্তানরা ভাই বোনরা বিদ্যমান এবং সেই আগত ব্যক্তির সংবাদ পৌঁছাতে বা গাড়ি/ফ্লাইট ইত্যাদি লেট হয়ে যাওয়াতে অনেক দেরী হয়ে যায়। এমতাবস্থায় বেচারা মৃতের প্রতি অত্যাচার করা হয় তা কারো নিকট লুকায়িত নয়। এই অসহায় মৃতের শরীর নষ্ট না হওয়ার জন্য তাকে ফ্রিজারে রেখে দেয়া হয়, যাতে সেই লাশ (Dead body) বরফ হয়ে যায় এবং মৃতে এতে কঠোর কষ্ট অনুভূত হয়।

একটু ভাবুন তো! যখন সে জীবিত ছিলো এবং তার কোন কষ্ট অনুভূত হতো তবে পরিবারের সবাই কিরূপ অধৈর্য হয়ে যেতো, তার অসুস্থতায় সারা রাত জেগে তার মাথার পাশে বসে কাটিয়ে দিতো। তার কোন কাঁটা বিদ্ধ হলে তার কষ্টকে স্বয়ং নিজেও উপলব্দি করতো, কিন্তু মৃত্যুর পর তার সকল ভালবাসাকে ভূলুণ্ঠিত করে জানিনা বেচারাকে কিভাবে ফ্রিজারে রাখার জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। এ থেকে বাঁচার জন্যও ভরপুর চেষ্টা করা চাই।

গোসলের সময় মৃত ব্যক্তিকে কষ্ট দেয়া

অনুরূপভাবে গোসল দেয়ার সময় এলে তখন ইলমে দ্বীন থেকে বঞ্চিত বা মৃতের প্রতি অযথা ভয়ের কারণে মৃতের পরিবারের কেউ

www.dawateislami.net

গোসল দেয়ার জন্য প্রস্তুত হয়না, তখন এমন কোন ব্যক্তি গোসল দেয়ার জন্য আসে যে সুন্নাত ও আদব সম্পর্কে অনবহিত এবং খুবই কঠোরতার সহিত মৃতকে গোসল দিয়ে চলে যায়, অথচ মৃতকে গোসল দেয়ার সময় অনেক সতর্কতা ও নম্রতা করা উচিৎ।

হযরত সায়্যিদুনা সুফিয়ান ছাওরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ থেকে বর্ণিত যে, মৃতব্যক্তি সব কিছু জানে এমনকি গোসল প্রদানকারীকে বলে যে, তোমাকে দয়ালু **আল্লাহ পাকের** শপথ, তুমি গোসল দেয়ার সময় আমার সাথে নম্র আচরণ করো। **(শরহুস সুদুর, ৯৫ পৃষ্ঠা)**

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! এমনই তো হওয়া উচিৎ ছিলো যে, আমাদের পরিবারের মৃতকে আমরা নিজেরাই সুন্নাত অনুযায়ী গোসল ও কাফন দিবো কিন্তু আফসোস! আমরা তো নিজের ভবিষ্যত উজ্জল করতে এবং উন্নত দুনিয়াবী শিক্ষা অর্জনের দিকেই মনোযোগ দিয়েছি এবং ইলমে দ্বীন থেকে বঞ্চিত রয়েছি, সুন্নাত অনুযায়ী তাদের কাফন দাফনের ব্যবস্থা করতে পারিনা, কোরআনে পাক পাঠ করে তাদের ইছালে সাওয়াব করতে পারিনা, অথচ এটা কতো বড় দূর্ভাগ্য।

এখনো সময় আছে, আমরা নিজেরাও ইলমে দ্বীন শিখি এবং নিজেদের সন্তানদেরকেও দ্বীনি মাসআলা শিখাই, নেক আমলের উৎসাহ প্রদানের পাশাপাশি গুনাহের প্রতি ঘৃণা প্রদান করি। اِنْ شَآءَ الله এর বরকতে ইলমে দ্বীনের ভান্ডার হাতে আসবে এবং যদি আমাদের সন্তান নেক হয়ে যায় তবে মৃত্যুর পর আমাদের জন্য সাওয়াবে জারিয়ার ভান্ডার হবে। اِنْ شَآءَ الله

www.dawateislami.net

কিতাবের পরিচিতি

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! কাফন ও দাফনের মাসআলা জানার জন্য আজই মাকতাবাতুল মদীনা থেকে **"কাফন ও দাফনের পদ্ধতি"** সংগ্রহ করুন, اَلْحَمْدُ لِلّٰه এই কিতাবে রোগীর শুশ্রূষা এবং অন্তিম মুহূর্ত থেকে শুরু করে কাফন ও দাফন সম্পর্কে অশেষ জ্ঞান অর্জিত হবে। আজই এই কিতাবটি মাকতাবাতুল মদীনা থেকে উপযুক্ত মূল্যে সংগ্রহ করুন এবং অপরাপর ইসলামী ভাইদেরকেও তা অধ্যয়নের উৎসাহ দিন। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র ওয়েব সাইট www.dawateislami.net থেকেও এই কিতাবটি পড়তে পারবেন, ডাউনলোড (Download) এবং প্রিন্ট আউট (Print Out)ও করতে পারবেন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

নেককারদের নৈকট্যের বরকত

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! সম্ভব হলে নিজের মৃত ব্যক্তির দাফন নেক বান্দাদের নিকটে করুন, কেননা তাদের বরকতে মৃত ব্যক্তির উপরও দয়া হবে, তিনিও **আল্লাহ পাকের** আযাব থেকে নিরাপদ থাকবে এবং তার উপর **আল্লাহ পাকের** রহমতের অবিরাম বৃষ্টি বর্ষন হবে আর হাদীসে পাকে এর উৎসাহও বিদ্যমান:

নবীয়ে করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَدْفِنُوْا مَوْتَاكُمْ وَسْطَ قَوْمٍ صَالِحِيْنَ আপনজনদেরকে নেককারদের মাঝে দাফন করো।

(কানযুল উম্মাল, ৮/২৫৪, ৫০তম অংশ, হাদীস নং-৪২৩৬৪)

আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه বলেন: (মৃতকে) নেককারদের পাশে দাফন করা উচিৎ,

কেননা তাঁর নৈকট্যের বরকত একেও অন্তর্ভূক্ত করে, যদি مَعَاذَاللّٰه **আল্লাহ পাকের** আযাবের অধিকারীও হয় তবে তিনি শাফায়াত করেন, যে রহমত তাঁর উপর অবতীর্ণ হয় তা তাকে ঘিরে নেয়।

(ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ৯/৩৮৫)

সুতরাং যদি **আল্লাহ পাকের** কোন নেক বান্দার নিকটে সহজে জায়গা পাওয়া যায় তবে আপনজনদেরকে সেখানেই দাফন করা উচিৎ। যেখানে আউলিয়ায়ে কিরামের এতোই মহত্ব ও ফযীলত যে, তাঁদের নিকটে দাফনকৃতরা **আল্লাহ পাকের** আযাবে থেকে নিরাপদ হয়ে যায় তবে **সকল নবীদের সর্দার, হুযুর নবীয়ে রহমত** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নৈকট্য অর্থাৎ জান্নাতুল বক্বীতে দাফনকৃত মুসলমানদের শান ও মহত্ব কিরূপ হবে।

আল্লাহ পাক আমাদের মদীনা তায়্যিবায় ঈমান ও নিরাপত্তার সহিত শাহাদাত এবং জান্নাতুল বক্বীতে দাফন আর জান্নাতুল ফিরদাউসে আপনার **মাদানী হাবীব** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কদমে জায়গা দান করুন। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِيْن صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

ঈমান পে দেয় মউত মদীনে কি গলি মে, মদফন মেরা মাহবুব কে কদমুঁ মে বানা দেয়।
আল্লাহ করম ইতনা গুনাহ গার পে ফরমা, জান্নাত মে পরোসী মেরে আ'কা কা বানা দেয়।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ১১২ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

মৃতদের ইছালে সাওয়াবের মাধ্যমে উপকৃত করুন

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! মৃতের দাফনের পর তার জন্য মাগফিরাতের দোয়া এবং ইসালে সাওয়াবের ধাপটি আসে, যা কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে এবং মৃত ব্যক্তি সর্বদা তার পরিবারের

সদস্যদের ইসালে সাওয়াবের অপেক্ষায় থাকে, কেননা যতক্ষণ পর্যন্ত সে জীবিত ছিলো তখন তার পিতামাতা, ভাই বোন এবং বন্ধু বান্ধব ইত্যাদি বিদ্যমান ছিলো এবং তার সকল দুঃখ কষ্টে এবং পরীক্ষায় তার সাথে সাথে ছিলো আর তার দুঃখ হালকা করার চেষ্টা করতো কিন্তু যখন সে সবাইকে ছেড়ে ছোট্ট ও অন্ধকার কবরে এলো তখন না তার পিতামাতা তার সাথে আছে, না ভাই বোন, না পরিবার পরিজন, এমনকি সেই বন্ধু বান্ধবরাও তার থেকে দূরে সরে গেছে এবং সে কবরে একা রয়ে গেছে।

যদি আমরা চাই, নিজের মৃত মুসলমান ভাইয়ের সাথে সদাচরন করতে, কবরের একাকিত্বে তাকে আনন্দিত করতে, তার প্রশান্তির ব্যবস্থা করতে তবে তার জন্য বেশী বেশী মাগফিরাতের দোয়া এবং ইসালে সাওয়াবের উপহার পেশ করুন, কেননা ইসালে সাওয়াব দ্বারা মৃত ব্যক্তি আনন্দিত হয় এবং তার উপর **আল্লাহ পাকের** রহমত বর্ষন হয় আর মৃতরা জীবিত আত্মীয় স্বজনের পক্ষ থেকে ইসালে সাওয়াবের চরম অপেক্ষায় থাকে।

রাসূলে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: কবরে মৃতের অবস্থা ডুবন্ত মাসুষের ন্যয় হয়ে থাকে, যারা চরমভাবে অপেক্ষা করতে থাকে যে, পিতামাতা বা সন্তান অথবা বন্ধু বান্ধবের দোয়া যেনো সে পায় এবং যখন কারো দোয়া সে পায় তখন তার নিকট তা দুনিয়া এবং এতে যা কিছু আছে সবচেয়ে উত্তম মনে হয়। **আল্লাহ পাক** কবরবাসীদেরকে তার জীবিত আত্মীয়দের পক্ষ থকে উপহার স্বরূপ পাঠানো সাওয়াব পাহাড় সম দান করা হয়, জীবিতদের উপহার মৃতদের জন্য **"মাগফিরাতের দোয়া করা"** এবং তাদের পক্ষ থেকে **"সদকা করা"** এর ন্যায়। **(ফিরদাউসুল আখবার, ২/৩৩৬, হাদীস নং-৬৬৬৪)**

www.dawateislami.net

ইসালে সাওয়াব সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানকে শায়খে তরিকত, আমীর আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর রিসালা **"ফাতিহা ও ইসালে সাওয়াবের পদ্ধতি"** মাকতাবাতুল মদীনা থেকে উপযুক্ত মূল্যে সংগ্রহ করে নিজেও পড়ুন এবং অপর ইসলামী ভাইকেও উপহার স্বরূপ প্রদান করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! বয়ান শেষ করার পূর্বে সুন্নাতের ফযীলত এবং কতিপয় **"সুন্নাত ও আদব"** বয়ান করার সৌভাগ্য অর্জন করছি। **মদীনার তাজেদার, হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে ভালবাসলো সে (মূলত) আমাকে ভালবাসলো আর যে আমাকে ভালবাসলো সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে।" **(মিশকাতুল মাসাবীহ, ২/৫৫, হাদীস নং-১৭৫)**

আংটি পরিধানের সুন্নাত ও আদব

আসুন! শায়খে তরিকত আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর লিখিত রিসালা **১৬৩** মাদানী ফুল হতে আংটি পরিধানের সুন্নাত ও আদব শ্রবণ করুন। যেমন

❁ পুরুষের জন্য স্বর্ণের আংটি পরিধান করা হারাম। **সুলতানে দো জাহান, রহমতে আ'লামিয়ান** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم স্বর্ণের আংটি পরিধান করা থেকে নিষেধ করেছেন। **(বুখারী, ৪র্থ খন্ড, ৬৭ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৫৮৬৩)**

❁ (অপ্রাপ্তবয়স্ক) ছেলেকে স্বর্ণ-রৌপ্যের অলংকার পরানো হারাম। যে ব্যক্তি পরাবে সে গুনাহ্গার হবে। অনুরূপ ছেলের হাতে পায়ে অহেতুক মেহেদী দেওয়াও নাজায়েয। মহিলারা নিজেরা তাদের হাতে-পায়ে

www.dawateislami.net

মেহেদী লাগাতে পারবে। কিন্তু ছেলেকে লাগালে গুনাহ্গার হবে। (বাহারে শরীয়াত, ৩য় খন্ড, ৪২৮ পৃষ্ঠা) ছোট মেয়ের হাতে পায়ে মেহেদী দেওয়াতে কোন বাধা নাই। ❋ লোহার আংটি জাহান্নামীদেরই অলংকার। (তিরমিযী, ৩য় খন্ড, ৩০৫ পৃষ্ঠা, হাদীসঃ ১৭৯২) ❋ পুরুষের জন্য সেরূপ আংটিই জায়েয যেগুলো (লেডিস ষ্টাইলের নয়) জেন্টস ষ্টাইলের। অর্থাৎ তা হবে কেবল এক পাথর বিশিষ্ট। আর যদি তাতে একের অধিক (কয়েকটি) পাথর থাকে, তাহলে তা রূপার হয়ে থাকলেও পুরুষদের জন্য নাজায়েয। (রদ্দুল মুহতার, ৯ম খন্ড, ৫৯৭ পৃষ্ঠা) ❋ পাথর বিহীন আংটি পরিধান করা নাজায়েয। কেননা, এটি কোন আংটি নয়, বরং রিংই। ❋ হুরূফে মুকাত্তাআত-খুদিত (পবিত্র কোরআন শরীফের বিভিন্ন সূরার প্রারম্ভে বিভিন্ন বর্ণ খুদিত) আংটি ব্যবহার করা জায়েয। কিন্তু হুরূফে মুকাত্তাআত খুদিত আংটি অযুবিহীন অবস্থায় পরিধান করা, স্পর্শ করা অথবা মুসাফাহাকালে হাত মিলানো ব্যক্তির এই আংটিতে অযুবিহীন অবস্থায় স্পর্শ হয়ে যাওয়া জায়েয নেই। ❋ অনুরূপ পুরুষদের জন্য একাধিক (জায়েয) আংটি পরিধান করা কিংবা (একাধিক) রিং পরিধান করা নাজায়েয। কেননা, রিংটি আংটি নয়। মহিলারা রিং পরতে পারবে। (বাহারে শরীয়াত, ৩য় খন্ড, ৪৬৮ পৃষ্ঠা) ❋ এক পাথর বিশিষ্ট রূপার একটি আংটি যদি সাড়ে চার মাশা বা ৪ গ্রাম ৩৭৪ মিলিগ্রাম হতে কম ওজনের হয়ে থাকে তাহলে সেটি পরিধান করা জায়েয। ❋ দুই ঈদে আংটি পরিধান করা মুস্তাহাব। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৭৭৯-৭৮০ পৃষ্ঠা) কিন্তু পুরুষেরা কেবল জায়েয আংটিগুলোই পরিধান করবে। ❋ পুরুষেরা আংটির পাথর হাতের তালুর দিকে করে রাখবে আর মহিলারা রাখবে হাতের পিঠের দিকে করে। (আল হিদায়া, ৪র্থ খন্ড, ৩৬৭ পৃষ্ঠা) ❋ রূপার রিং বিশেষ করে মহিলাদেরই

www.dawateislami.net

অলংকার। পুরুষদের পক্ষে মাকরূহ (তাহরীমি, নাজায়েয ও গুনাহ্)। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২২তম খন্ড, ১৩০ পৃষ্ঠা) ❁ মহিলারা স্বর্ণের বা রূপার যত খুশি আংটি এবং রিং ব্যবহার করতে পারবে।

এভাবে হাজারো সুন্নাত শিখার জন্য মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ২টি কিতাব, বাহারে শরীয়ত ১৬তম অংশ ৩১২ পৃষ্ঠা, ১২০ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব সুন্নাত আওর আদব। আমীরে আহলে সুন্নাত এর দুটি রিসালা **"১০১ মাদানী ফুল"** এবং ৪৩ পৃষ্ঠা সম্বলিত **"১৬৩ মাদানী ফুল"** উপযুক্ত মূল্যে সংগ্রহ করে পাঠ করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

বয়ানঃ ৫

প্রত্যেক মুবাল্লিগা বয়ান করার পূর্বে কমপক্ষে তিনবার পাঠ করুন

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

দরূদ শরীফের ফযীলত

নবীয়ে করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি কোরআনে পাক পড়লো, **রব তায়ালার** হামদ করলো, **নবী** (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করলো এবং আপন **রব তায়ালা** থেকে মাগফিরাতের প্রার্থনা করলো, তবে সে কল্যাণকে তার স্থান থেকে অন্বেষণ করে নিলো।

(শুয়াবুল ঈমান, বাবু ফি তাযিমিল কোরআন, ২/৩৭৩, হাদীস নং-২০৮৪)

গর ছে হে বে হদ কুছুর তুম হো আফুও ও গফুর,
বখশ দো জুরম ও খতা তুম পে করোড়ো দরূদ।

(হাদায়িকে বখশীশ, ২৬৬ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি এবং সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রথমে ভালো ভাল নিয়্যত করে নিই। **প্রিয় নবী, হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهٖ" মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম। **(মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস ৫৯৪২)**

www.dawateislami.net

মাসআলা: নেক ও জায়িয কাজে যত বেশি ভালো নিয়্যত, সাওয়াবও তত বেশি।

বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নিয়্যতের মাঝে পরিবর্তন করা যেতে পারে। দৃষ্টিকে নত রেখে গভীর মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো। হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে **ইলমে দ্বীনের** সম্মানার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো। প্রয়োজনে সংকুচিত হয়ে ও সামনে এগিয়ে অন্য ইসলামী বোনদের জন্য জায়গা প্রসারিত করবো। ধাক্কা ইত্যাদি লাগলে ধৈর্যধারণ করবো, ধমকানো, ঝগড়া করা বা বিশৃংখলা করা থেকে বেঁচে থাকবো। تُوْبُوْا اِلَى الله! ,اُذْكُرُ الله! ,صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীনীর মনতুষ্টির জন্য নিম্নস্বরে উত্তর প্রদান করবো। ইজতিমার পর নিজেই আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করবো। বয়ানের সময় অযথা মোবাইল ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকবো, বয়ান রেকর্ড করবো না এবং এমন কোন প্রকার আওয়াজ করবো না যার অনুমতি নেই। যা কিছু শুনবো, তা শুনে এবং বুঝে এর উপর আমল করবো আর তা পরে অপরের নিকট পৌঁছিয়ে নেকীর দাওয়াতকে প্রসার করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

লাজ-লজ্জার অধিকারীনী পর্দাশীলা সাহাবীয়্যার মদীনার সফর

মুসলমানদের সাহায্যকারী বণী খুযাআ গোত্রের এক ব্যক্তি তার উটে আরোহন করে কোথাও যাচ্ছিলো, এমতাবস্থায় সে মক্কা মুকাররমা থেকে একটু দূরে লাজ-লজ্জার অধিকারীনী একজন পর্দাশীলা মহিলাকে

www.dawateislami.net

মরু উপত্যকায় পায়ে হেঁটে সফর করতে দেখে আশ্চার্য হয়ে গেলো। তার ধারণা হলো যে, এই মহিয়সী মহিলা ঐ সকল মুসলমানদের অর্ন্তভূক্ত হবে যাদের মক্কাবাসীরা মদীনায় যেতে বাঁধা প্রদান করছে। সেই মহিলাকে জিজ্ঞাসা করার পর যখন ঐ ব্যক্তির বিশ্বাস স্থাপন হলো, তখন তার মনে এটা সায় দিলো না যে, সে **নবী করীম, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এরূপ ভক্তকে এভাবে একা সফর করতে। সুতরাং সে নিজের সফরকে মুলতবি করে নিজের উট ঐ পর্দাশীলা মহিলাকে পেশ করে মদীনা শরীফ পৌঁছিয়ে দেয়ার দৃঢ় সংকল্প করে নিলো এবং লাজ-লজ্জার অধিকারীনী ঐ পর্দাশীলা মহিলাও একে অদৃশ্য সাহায্য মনে করে গ্রহণ করে নিলো। আর এভাবে এক নিশ্চুপ সফর শুরু হলো, যা ইতিহাসের পাতায় ঐ সোনালী অক্ষরে স্মরণ হয়ে আছে, যার উপর আজও ঈর্ষান্বিত হওয়া যায়। রাসূলের প্রেমে অধৈর্য হয়ে একাকী মদীনার পানে সফরকারীনী ঐ পর্দাশীলা মহিলার হিম্মত সম্পর্কে কি আর বলবো! ঐ মহিলা স্বয়ং তার এই সফরের কাহিনী কিছুটা এভাবে বর্ণনা করেন যে, সফরাবস্থায় ঐ ব্যক্তি পুরো পথে আমার সাথে কোন কথা বলেননি, বরং যখন আরামে সময় হতো তখন সে উটকে বসিয়ে দিয়ে দূরে চলে যেতো এবং আমি উটের হাওদা (আরোহী বসার আসন) থেকে নেমে কোন ছায়াবিশিষ্ট গাছের নিচে চলে যেতাম, অতঃপর সে উটকে আমার থেকে দূরে কোন গাছের নিচে বেঁধে দিতো এবং স্বয়ং নিজে সেখানেই কোথাও আরাম করে নিতো আর আবারো যখন সফরের সময় হতো তখন উটের উপর হাওদা (আরোহী বসার আসন) রেখে তাকে আমার দিকে ছেড়ে দিয়ে দূরে সরে যেতো, আমি আরোহন করার পর চুপচাপ এসে লাগাম ধরতো

www.dawateislami.net

এবং মদীনার দিকে চলা শুরু করতো। এভাবে সফরাবস্থায়ও আমি নেকাব পরিহিত ছিলাম এবং পর্দা করার ব্যাপারে আমার কোন সমস্যাও হয়নি। **আল্লাহ পাক** ঐ ব্যক্তিকে উত্তম প্রতিদান দান করুক যে, সে খুবই উত্তম চরিত্র প্রদর্শন করেছিলো। যখন আমি পৌঁছালাম তখন সর্বপ্রথম উম্মুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা উম্মে সালামা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর আস্তানা মুবারকে উপস্থিত হলাম। আমি তখনও নেকাব অবস্থায় ছিলাম, যার কারণে সায়্যিদাতুনা উম্মে সালামা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا আমাকে চিনলেন না, সুতরাং আমি চেহারা থেকে নেকাব সরিয়ে নিজের পরিচয় দিলেন এবং যখন বললেন যে, আমি একা হিজরত করেছি তখন তিনি আশ্চর্য হয়ে গেলোন আর আশ্চার্য হয়ে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন: আসলেই কি তুমি একাই **আল্লাহ পাক** এবং **তাঁর রাসূল** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে হিজরত করেছো? আমি স্বীকার করলাম, তখনও আমরা কথা বলছিলাম এমন সময় **রাসূলে আকরাম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمও তাশরীফ নিয়ে এলেন এবং সম্পূর্ণ ঘটনা জানার পর **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আমাকে স্বাগত জানালেন আর আমার এভাবে ইসলামের জন্য হিজরত করাকে প্রশংসা করলেন। (সিফতুস সুফুত, ২য় অংশ, ১/৩৯)

ইয়াহি মা'য়ে হে জিন কি গোদ মে ইসলাম পালতা থা,
ইসি গাইরত সে ইনসাঁ নূর কে সানচে মে ঢালতা থা।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! বর্ণনাকৃত ঘটনা থেকে যে পর্দাশীলা মহিলার কল্যাণময় আলোচনা হলো, তিনি ছিলেন লাজ-লজ্জার অধিকারীনী এবং প্রসিদ্ধ সাহাবিয়্যা হযরত সায়্যিদাতুনা উম্মে কুলসুম বিনতে উকবাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا। তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا মক্কা মুকাররমায় মুসলমান

www.dawateislami.net

হন এবং যেহেতু দারিদ্র্যতার কারণে বাহনের ব্যবস্থা করতে পারেনি, তাই পায়ে হেঁটেই হিজরত করেছেন, মদীনা মুনাওয়ারায় পৌঁছে **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم থেকে বাইয়াত গ্রহণ করলো এবং মদীনায় তাঁকে হযরত সায়্যিদুনা যায়িদ বিন হারেসা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বিবাহ করেন। (আল ইস্তিয়াব, কিতাবুন নিসা, বাবুল কাফ: ৩৬৩৭, উম্মে কুলসুম বিনতে উকবা, ৪/৫০৮) হযরত সায়্যিদাতুনা উম্মে কুলসুম رَضِیَ اللهُ عَنْهَا এরূপ লম্বা সফরে যেভাবে লজ্জা শরমের মান রেখেছেন এবং পর্দা করে গেছেন নিঃসন্দেহে তা তাঁরই বিশেষত্ব ছিলো, এর প্রতিদান (Reward) **প্রিয় নবী**র দরবার থেকে এভাবে পেলো যে, **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁর হিজরত এবং পর্দা করার প্রতি খুশি প্রকাশ করলেন।

মহিলাদের কি একা সফর করা জায়িয?

এখানে এই মাসআলাটিও মনে গেঁথে নিন যে, হযরত সায়্যিদাতুনা উম্মে কুলসুম رَضِیَ اللهُ عَنْهَا মক্কা মুকাররমা থেকে মদীনা মুনাওয়ারার দিকে হিজরতের যে সফর একা করেছিলেন, তা শরীয়ত সম্মত ছিলো, কেননা যেমনটি হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: (মহিলাদের একা সফর করার) নিষেধাজ্ঞার আদেশ থেকে মুহাজিরা (হিজরতকারীনী) এবং কাফেরের বন্দিশালা থেকে মুক্ত হওয়া মহিলারা মুক্ত, এই দু'ধরনের মহিলা মুহরিম ছাড়া একাই ইসলামী রাষ্ট্রের দিকে সফর করতে পারবে বরং এই সফর তার জন্য ওয়াজিব। (মিরাতুল মানাজিহ, ৪/৯০) সুতরাং এই ঘটনা দ্বারা কেউ এটা ভেবে নিবেন না যে, একাকি মহিলার এরূপ দূর দূরান্তের সফর করা জায়িয, কেননা স্বামী অথবা মুহরিম ছাড়া

www.dawateislami.net

মহিলাদের জন্য তিন দিনের দূরত্বে অবস্থিত কোন স্থানে যাওয়া হারাম। শুধু তাই নয় যদি মহিলার নিকট হজ্বে গমন করার সামর্থ্য আছে কিন্তু স্বামী অথবা কোন নির্ভরশীল মুহরিম সাথে না থাকে তবে হজ্বের জন্যও যেতে পারবে না। যদি যায় তবে গুনাহ্গার হবে, যদিওবা হজ্বের ফরয আদায় হয়ে যাবে। (পর্দা সম্পর্কীত প্রশ্নোত্তর, ১৩৪ পৃষ্ঠা)

যেমনটি **বাহারে শরীয়তে** রয়েছে যে, মহিলাদের জন্য মুহরিম ব্যতিত তিন দিন অথবা এর চেয়ে বেশি রাস্তা ভ্রমন করা নাজায়িয বরং একদিনের দুরত্বে ভ্রমন করাও নাজায়িয। নাবালক ছেলে অথবা مَعْتُوْہ (একটু পাগল জাতীয় লোকের) সাথেও ভ্রমন করতে পারবে না, সম্মিলিতভাবে ভ্রমনেও স্বামী অথবা বালিগ মুহরিম থাকাটা আবশ্যক। মুহরিমের জন্য আবশ্যক যে, সে যেন মারাত্মক ফাসিক ও নির্ভিক এবং অবিশ্বাসযোগ্য না হয়। (ফতোয়ায়ে রযবীয়া (৪র্থ অধ্যায়), ১/৭৫২)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! এতে কোন সন্দেহ নেই যে, যতই আমরা **প্রিয় নবী**র যুগ থেকে দূরে সরে আসছি, অজ্ঞতা ও নিলজ্জতার ছায়া আরো গাঢ় হচ্ছে। অন্যান্য গুনাহের পাশাপাশি পর্দাহীনতা, নিলজ্জতা এবং কুদৃষ্টির ধ্বংসযজ্ঞতা আমাদের সমাজকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে এনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে, পর নারী এবং পর পুরুষের মাঝে পর্দা বিলীন করতে এবং তাদের মধ্যে নৈকট্য বৃদ্ধি করার বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করা হচ্ছে আর দুনিয়াবী ব্যাপারের প্রতিটি স্তরে নারী এবং পুরুষ একে অপরের সাথে দেখা যাচ্ছে, আজকাল পর্দাকে সফলতার পথে প্রতিবন্ধকতা বলা হয়, অন্যদের দেখা দেখি মতপ্রকাশের

www.dawateislami.net

স্বাধীনতার নামে পর্দার বিরুদ্ধে কিরূপ ষড়যন্ত্র চলছে এবং যেভাবে ইসলামের সুন্দর পদ্ধতিকে বিপরীতভাবে উপস্থাপন করা হচ্ছে, নিশ্চয় তা যেকোন বুদ্ধিমানের নিকট লুকায়িত নয় আর অপরদিকে ইলেক্ট্রনিক, প্রিন্ট এবং স্যোসাল মিডিয়াও পুরোপুরি ভাবে নিলজ্জতা এবং অশ্লীলতাকে প্রচার করতে ব্যস্ত।

আর অপরদিকে বেপর্দা এবং অশ্লীলতা প্রসারকারীদের অবস্থা এতো অধিক যে পর্দাকারীনীদেরকে পুরনো চিন্তা ধারার অধিকারী এবং সময়ের চাহিদা অনুযায়ী অপরিবর্তনকারী বলে তাকে নিরুৎসাহিত করে এবং অন্তরে কষ্ট প্রদান করে কিন্তু অপরদিকে বেপর্দা এবং অশ্লীলতাকে সম্মান প্রদানকারীরা খুব স্বীকৃতি দিয়ে থাকে, পর্দাকারীনীদের মোল্লা মোল্লা বলে তাদের উপহাস করা হয়, যদি কোন পর্দাশীলা ইসলামী বোন কখনো মহিলাদের কোন অনুষ্ঠানে মাদানী বুরকা পড়ে চলে যায় তবে কেউ কেউ বলে: আরে! এটা কি পরিধান করে আছো? খোলো এটি! কেউবা বলে: ব্যস রাখো! আমরা জানি যে, তুমি অনেক পর্দাশীলা, কেউ বলে: দুনিয়া অনেক উন্নতি করেছে আর তুমি কেন এই পুরোনো পদ্ধতি আঁকড়ে ধরে বসে আছো! কোন দিক থেকে আওয়াজ আসল এখন ছাড়ো এই পর্দা টর্দা! ইসলামে এতো কঠোরতা নেই , তখন কেউ এভাবে বলল **“শুধুমাত্র অন্তরের পর্দাই যথেষ্ট! এই বোরকা উরকা সব প্রতারণা।**

“শুধুমাত্র অন্তরের পর্দাই যথেষ্ট” এরূপ বলা কেমন?

শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী

www.dawateislami.net

دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর নিকট প্রশ্ন করা হলো: **"শুধুমাত্র অন্তরের পর্দাই যথেষ্ট"** এর বাস্তবতা কি? উত্তরে বললেন: এটা শয়তানের অনেক বড় এবং মন্দ আক্রমন আর এই নিকৃষ্ট বাক্য দ্বারা কোরআনে পাকের সেই সকল আয়াতকে অস্বীকার করা সাব্যস্ত হয়, যাতে শরীরকে পর্দায় গোপন করার হুকুম রয়েছে। যেমন; ২২ পারার সূরা আহযাবের ৩৩ নম্বর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে:

وَقَرْنَ فِيْ بُيُوْتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْاُوْلٰى

(পারা ২২, সূরা আহযাব, ৩৩)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর নিজেদের ঘরসমূহে অবস্থান করো এবং বেপর্দা থেকো না যেমন পূর্ববর্তী জাহেলী যুগের পর্দাহীনতা।

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! (মনে রাখবেন!) যে ব্যক্তি দেহের পর্দাকে সম্পুর্ণরূপে অস্বীকার করবে আর বলবে যে, **"শুধুমাত্র অন্তরের পর্দাই যথেষ্ট"** তার ঈমান চলে যাবে। আমার আক্বা আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: "এই ধারণা করা যে, বাত্বিন (অর্থাৎ অন্তর) পরিষ্কার হওয়া উচিত, যাহির (বাহ্যিক) যেমনই হোক না কেন, এটা ভ্রান্ত ধারণা। হাদীসে পাকে বলা হয়েছে: "যদি তার অন্তর ঠিক থাকে তবে যাহির (বাহ্যিক) নিজে নিজেই ঠিক হয়ে যায়।"

(ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ২২/৬০৫)(পর্দা সম্পর্কীত প্রশ্নোত্তর, ১৫৯-১৬১)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! اَلْحَمْدُ لِلّٰه ইসলাম একটি বিশ্বব্যাপি এবং **আল্লাহ পাকের** নিকট সবচেয়ে বেশী পছন্দনীয় ধর্ম, ইসলাম জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে আমাদের পদ প্রদর্শন করে থাকে। ইসলাম আমাদের সম্মানের সহিত চলতে শিখায়, ইসলামী শিক্ষার উপর আমল করা

www.dawateislami.net

আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির উপায়, ইসলাম উত্তম স্বভাব এবং লাজ-লজ্জাকে সম্মান দেয়, ইসলাম গুনাহের পথ বন্ধ করে দেয়, ইসলামই মহিলাদেরকে পর্দায় রেখে সম্মান ও সম্ভ্রমের নিরাপত্তাকে (Protection) নিশ্চিত করে, ইসলাম নারী পুরুষের দৃষ্টিকে নিচের দিকে রাখার শিক্ষা দেয়, ইসলাম নিলজ্জতা, বেপর্দা, অশ্লিলতা, কুদৃষ্টি এবং অপকর্ম থেকে দূরে থাকার আদেশ দেয়।

পর্দাহীনতা হারাম!

৮ম পারার সূরা আরাফের ৩৩নং আয়াতে **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন:

قُلْ اِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّیَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ مَا بَطَنَ

(পারা ৮, সূরা আরাফ, আয়াত ৩৩)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ আপনি বলুন, আমার **রব** তো নিষিদ্ধ করেছেন প্রকাশ্য ও গোপন অশ্লীল বিষয়গুলো।

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! একটু ভাবুন তো, কোরআন আমাদেরকে নিলজ্জতা থেকে বিরত রাখে, যখন **আল্লাহ পাক** এবং **তাঁর প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি ঈমান আনয়ন করে, তখন বুদ্ধিমত্তার চাহিদা এই যে, আমরা যেনো তাঁদের বাণীর উপর আমল করি! কিন্তু আমাদের কি হয়ে গেলো যে, আমরা তাঁদের বিধানাবলীর উপর আমল করার জন্য প্রস্তুতই নয়? পা অশ্লীলতার দিকে অগ্রসর হচ্ছেই! বুঝতে পারছিনা যে, এই বিকৃত সমাজের উদ্দেশ্য হলো **আল্লাহ পাক** এবং **তাঁর মাহবুব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অনুসরণ থেকে কিভাবে ফিরিয়ে নেয়া যায়। আহ! এমন সময় এসে গেছে, যেনো সবাই একে অপরের চেয়ে অধিক অশ্লীলতা ও নিলজ্জতা প্রদর্শন করতে লিপ্ত।

www.dawateislami.net

ব্যক্তিগত ব্যাপার হোক বা সম্মিলিত অনুষ্ঠান, মহল্লা হোক বা বাজার সব জায়গায় লজ্জা ও শরমকে প্রকাশ্যভাবে হত্যা এবং নিলজ্জতার ধুমধাম চলছে। যাকেই দেখো আগ বেড়ে নিলজ্জতা প্রচারকারী মনে হচ্ছে। প্রচলিত বিয়ের কথাই ধরে নিন। যার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত অযথা খরচ, কুদৃষ্টি, নারী পুরুষ .মেলামেশার ব্যবস্থা, নিলজ্জতা, নাচগান, মদ পান, অশ্লীলতা, বেপর্দা, নামাহরামদের সাথে মেলামেশা, নাজায়িয ফ্যাশন এবং অন্যান্য নাজায়িয ও হারাম কাজের সমষ্টি হয়ে গেছে। গানের সুরে নৃত্য করা, নিলজ্জতায় ভরা ভিডিও এবং ছবি তোলা এবং ব্যান্ড প্রোগ্রামের আয়োজন করা যেনো এখন বিয়ের জন্য আবশ্যক হয়ে গেছে।

আশ্চার্য বড়ই আশ্চার্য! ঐ মহিলারা, যারা নিজের ঘরের মুহরিম যেমন; পিতা বা আপন ভাই ইত্যাদির সামনেও বেপর্দা আসতে লজ্জাবোধ করে এবং বোরকা ও হিজাব ছাড়া ঘরের বাইরে কদম রাখেনা, এখন ঐ মহিলারাই বিয়ে শাদীতে অহঙ্কার সূলভ সেঁজেগুঁজে, নিজের শরীর ও পোশাক প্রদর্শন করে, লাজ-লজ্জার চাদর ফেলে দিয়ে, নিঃসঙ্কোচে পর পুরুষ দ্বারা ভিডিও এবং ছবি তুলে সকলের সামনে নিলজ্জতার সকল রেকর্ড ভঙ্গ করতে দেখা যায়, আর বর ও কনেকে যেরূপ নিলজ্জ ভাবে বিয়ের আসরে প্রবেশ করায় এবং নামাহরামদের সামনে বসানো হয় তাও খুবই মন্দকাজ। মোটকথা এমন মনে হয় যে, যেনো আজ লাজ-লজ্জার চিন্তাই সমাজ থেকে একেবারে শেষ হয়ে গেছে। এর সবচেয়ে বড় কারণ হচ্ছে যে, মুসলমানরা ইসলামী শিষ্ঠাচার থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করে পশ্চিমা সংস্কৃতির সাথে সম্পর্ক গড়ে নিয়েছে। ইসলামী সংস্কৃতিতে তো অন্তর ও দৃষ্টি পবিত্র রাখতে এবং

www.dawateislami.net

লজ্জা ও শরমকে আঁকড়ে ধরতে জোড় দেয়া হয়েছে আর কখনো এরূপ নাম সর্বস্ব স্বাধীনতা দেয়া হয়নি। এই কারণেই উম্মুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا বলেন: যদি **নবী করীম, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم (ঐ সাজ সজ্জা) দেখতেন, যা মহিলারা এখন আবিস্কার করেছে, তবে তাদের (মসজিদে আসতে) নিষেধ করতেন।

(বুখারী, কিতাবুল আযান, ১/৩০০, হাদীস নং-৮৬৯)

আল্লামা বদরুদ্দীন আইনি হানাফী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এই হাদীসে পাকের ব্যাখ্যায় লিপিবদ্ধ করেন: যদি বিশেষকরে শহুরে মহিলারা যা আবিস্কার করে নিয়েছে এবং নিজেদের সাজ সজ্জায় শরীয়ত বিরোধী পদ্ধতি এবং মন্দ বিদয়াত বের করেছে, তবে সেই মহিলাদের অনেক বেশী নিন্দা করতেন। **(ওমদাতুল ক্বারী, আবওয়াবু সিফতুস সালাত, ৪/৬৪৯, ৮৬৯ নং হাদীসের পাদটিকা)**

করেঁ ইসলামী বেহেনেঁ শরয়ী পর্দা, আতা ইন কো হায়া শা'হে উমাম হো।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৩১৩ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! জানা গেলো ফ্যাশনের নামে প্রত্যেক যুগে মহিলারা অবশ্যই কোন না কোন নতুন কাজ করেছে, যার নিন্দা সে সময়ের নেককার মহিলারা নিজেদের ফরয কাজ হিসেবে নিশ্চয় বর্ণনা করেছে। আসুন! ইসলামী ইতিহাসের সদা বসন্তময় বাগানে উঁকি দিয়ে কিছু আলোকিত ও পর্দাশীলা মহিলার পবিত্র জীবনির তিনটি ঈমানোদ্দীপক ঘটনা শ্রবণ করে তা থেকে মাদানী ফুল সংগ্রহ করি।

(১) বাঘের সাথে পর্দাকারীনী ওলীয়া

হযরত সায়্যিদুনা আসমায়ী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: একদিন আমি (কাফেলার সাথে) সিরিয়ার পথে হজ্ব করার উদ্দেশ্যে বায়তুল্লাহ

www.dawateislami.net

শরীফের উদ্দেশ্যে বের হলাম। পথিমধ্যে একটি বড় ভয়ানক বাঘ উপস্থিত হলো এবং রাস্তায় প্রতিবন্ধক হয়ে রইলো। আমি আমার সাথের লোককে জিজ্ঞাসা করলাম: কাফেলায় কি এমন কেউ নেই যে, তরবারী নিয়ে এই বাঘটিকে তাড়িয়ে দিবে? তখন লোকটি উত্তর দিলো: আমি এমন কাউকে চিনি না, তবে! একজন মহিলা রয়েছে, যে তরবারী ছাড়াই এটিকে সরিয়ে দিতে পারবে। অতঃপর আমরা উভয়ে উঠে দাঁড়ালাম এবং নিকটেই উটের হাওদার (আরোহী বসার আসন) পাশে গেলাম। লোকটি ডাক দিলো: হে কন্যা! হাওদা থেকে নিচে নামো আর আমাদের থেকে এই বাঘটিকে দূর করে দাও। ভিতর থেকে আওয়াজ এলো: হে আমার সম্মানিত পিতা! আপনার মন কি সহ্য করবে যে, বাঘ আমাকে দেখুক, বাঘটি পুরুষ আর আমি মহিলা। কিন্তু হে আমার আব্বাজান! বাঘকে গিয়ে বলুন আমার কন্যা ফাতেমা তোমাকে সালাম বলেছেন এবং ঐ সত্ত্বার শপথ দিচ্ছি যার না ঘুম আসে, না হাই আসে। তুমি আমাদের রাস্তা থেকে সরে যাও। হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আসমায়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: **আল্লাহ পাকের** শপথ! এখনো তাদের কথা শেষও হয়নি, আমি দেখলাম যে, বাঘ সামনে থেকে চলে যাচ্ছে।

(হিকায়াতেঁ অউর নসীহতেঁ, ৪৩৫ পৃষ্ঠা)

(২) সন্তান হারিয়েছি লজ্জাতো হারায়নি

হযরত সায়্যিদাতুনা উম্মে খাল্লাদ رَضِیَ اللهُ عَنْهَا এর সন্তান যুদ্ধে শহীদ হয়ে যায়, তাই সে ব্যাপারে বিস্তারিত জানার জন্য তিনি ঘোমটা দিয়ে পর্দা সহকারে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত হলেন, তা দেখে কেউ অবাক হয়ে বললো: এ মুহূর্তেও আপনি

www.dawateislami.net

চেহারায় ঘোমটা দিয়ে রেখেছেন? তখন তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا বললেন: "নিশ্চয় আমি সন্তান হারিয়েছি, কিন্তু লজ্জা তো হারায়নি।"

(সুনানে আবু দাউদ, ৩/৯, হাদীস নং- ২৪৮৮)

(৩) আঁচলের সূতা

আখবারুল আখইয়ারে রয়েছে: একবার কঠিন দূর্ভিক্ষ হয়েছিলো, মানুষের অনেক দোয়ার পরও বৃষ্টি হচ্ছিলো না। হযরত সায়্যিদুনা বাবা নিজামুদ্দিন رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ তাঁর আম্মাজান رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہَا এর কাপড়ের একটি সূতা হাতে নিয়ে আরয করলো: হে **আল্লাহ!** এটি ঐ মহিলার আঁচলের সূতা, যার (মহিলার) উপর কখনো কোন নামুহরিম ব্যক্তির দৃষ্টি পড়েনি, হে আমার **মওলা!** তাঁর সদকায় রহমতের বৃষ্টি বর্ষণ করো! এখনো দোয়া শেষও হয়নি, রহমতের মেঘ ছেয়ে গেলো এবং রিমঝিম রিমঝিম বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে। **(আখবারুল আখইয়ার, ২৯৪ পৃষ্ঠা)**

বে পর্দেগী কা খাতেমা হো আউরাতোঁ কো দেয়
যে'বর হায়া ও শরম কা ইয়া রাব্বে মুস্তফা।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ১৩১ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! শুনলেন তো আপনারা যে, পূর্বেকার মহিলাদের ইসলামী শিক্ষার উপর আমল এবং শরয়ী পর্দা করার মাদানী প্রেরণা কিরূপ ভরা ছিলো যে, মানুষ তো মানুষ হিংস্র প্রাণীদের সামনেও বেপর্দা হয়ে আসা থেকে বেঁচে থাকতেন, উৎসর্গীত হয়ে যান ঐ মহান মা'র প্রতি যিনি সন্তানের শহীদ হওয়ার সংবাদ শুনেও চিৎকার চেচামেচি করা, বুক চাপড়ানো এবং লজ্জা ও শরমের চাদর খুলে দেয়ার পরিবর্তে ধৈর্য ও সহনশীলতা প্রদর্শন করেন এবং পর্দার গুরুত্ব থেকে

www.dawateislami.net

এক মুহূর্তের জন্য উদাসীন হননি, আর হযরত সায়্যিদুনা বাবা নিযামুদ্দিন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সম্মানিত আম্মাজান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهَا ও সারা জীবন নামুহরিমদের সাথে পর্দা করে গেছেন এমনকি এমন অবস্থাতেই দুনিয়া থেকে ওফাত গ্রহণ করেছেন। এখনো কি আমাদের ইসলামী বোনেরা এই পবিত্র চরিত্রকে আপন করে নিবেন না? এখনো কি গলি এবং বাজারে বেপর্দা ঘুরাফেরা অব্যাহত থাকবে? এখনো কি নামাহরাম আত্মীয়দের সাথে নির্ভিক এবং পর্দাহীনতার গুনাহ থেকে তাওবা করবে না? এখনো কি নামুহরিম ব্যক্তিদের সাথে কথাবার্তা হতে থাকবে? এখনো কি আনন্দের নামে বিয়ে শাদীতে **আল্লাহ পাকের** অবাধ্যতা হতে থাকবে? এখনো কি আমাদের পরিবারকে বেপর্দার আপদে লিপ্ত দেখে চুপ করে থাকবো? মনে রাখবেন! যে লোকেরা ক্ষমতা থাকা সত্বেও নিজ স্ত্রী এবং মুহরিমদের পর্দাহীনতা থেকে নিষেধ করে না, সে দায়্যিস এবং দায়্যিসের জন্য জান্নাতে প্রবেশাধিকার হারাম। (মুসনাদে ইমাম আহমদ, ২/৩৫১, হাদীস নং-৫৩৭২) সুতরাং আমাদের উচিৎ যে, আমরাও যেনো পর্দাহীনতার আপদ থেকে দূরে থাকি, নিজের চোখকে এবং অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কুফলে মদীনা লাগাই ও নিজের পরিবারের সদস্যদেরও বেপর্দা থেকে বাঁচার উৎসাহ প্রদান করতে থাকি।

মহিলাদের জন্য পর্দা কেন আবশ্যক?

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! ইসলাম তার অনুসারী নারী এবং পুরুষদের যেই বিধানাবলী দান করেছে, নিশ্চয় তা প্রজ্ঞায় ভরপুর হয়ে থাকে। হ্যাঁ! এটা আলাদা যে, আমাদের নগন্য জ্ঞান এই প্রজ্ঞা বুঝার ক্ষেত্রে অপারগ। ইসলাম নামুহরিম থেকে পর্দা করার ব্যাপারেও

www.dawateislami.net

স্পষ্টাকারে নির্দেশনা দিয়েছে এবং এতেও অসংখ্য হিকমত রয়েছে। আসুন! পর্দার গুরুত্বকে একটি উদাহরণ দ্বারা বুঝার চেষ্টা করি।

যদি একটি পাত্রে মিষ্টান্ন রাখা হয় এবং তা কোন কিছু দ্বার ঢেকে রাখা হয় তবে তা মাছি বসা থেকে নিরাপদ থাকে এবং যদি তা ঢাকা হলোনা অতঃপর তাতে মাছি বসলো, আর এমন অভিযোগ করলো যে, এতে মাছি কেন বসলো, তবে সে বড়ই অপদার্থ কেননা মিষ্টান্ন এমনই একটি জিনিস যা মাছি থেকে বাঁচানোর জন্য তা ঢেকে রাখা আবশ্যক নয়তো সেই মিষ্টান্নে মাছি বসা থেকে বিরত রাখা কঠিন, অনুরূপভাবে যদি মহিলা যা কিনা গোপনীয় বস্তু, তাকে পর্দার মাঝে রাখা উচিৎ, তবেই অনেক সামাজিক সমস্যা থেকে বাঁচতে পারবে এবং সম্মান ও সম্ভ্রমের লুন্টনকারীদের থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারবে।

(সীরাতুল জীনান, পারা ১৮, সূরা নূর ২৪ নং আয়াতের পাদটীকা ৬/৬২৪)

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! এটা তো বুঝার জন্য একটি উদাহরণ দেয়া হলো মাত্র আর তা না হলে এতে কোন সন্দেহ নেই যে পর্দার মধ্যে অনেক অনেক উপকারীতা রয়েছে, আসুন! এরকম কিছু উপকারীতা শ্রবণ করি।

পর্দা করার দ্বীনি ও দুনিয়াবী উপকারীতা!

☆ পর্দা **আল্লাহ পাক** এবং **তাঁর প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সন্তুষ্টি অর্জন করার একটি মাধ্যম। ☆ পর্দা ঈমানের নিদর্শন, ইসলামের রীতিনীতি এবং মুসলমান মহিলার পরিচয়। ☆ পর্দা লজ্জা ও শরমের নিদর্শন এবং লজ্জা **আল্লাহ পাকের** অনেক পছন্দ। ☆ পর্দা মহিলাদের শয়তানের অমঙ্গল থেকে নিরাপদ বানিয়ে দেয়। ☆ লজ্জাশীলা এবং পর্দাশীলা মহিলাকে ইসলামী সমাজে অনেক সম্মান ও মর্যাদার দৃষ্টিতে

www.dawateislami.net

দেখা হয়। ☆ পর্দা মহিলাকে খারাপ দৃষ্টি এবং ফিতনা থেকে নিরাপদ রাখে আর গুনাহের পথ থেকে বিরত রাখে। ☆ মহিলাদের পর্দা করা দ্বারা সমাজে বিশৃংখলা সৃষ্টি হয়না এবং সমাজে নিরাপত্তা ও শান্তি অব্যাহত থাকে। ☆ পর্দা মহিলার মর্যাদা বৃদ্ধি করে এবং তার সৌন্দর্য্যেকে নিরাপত্তা দান করে। (সীরাতুল জীনান, ৬/৬২৪)

মেরী কাশ! সারি বেহনেঁ, রাহে মাদানী বুরকাউ
হো করম শাহে যামানা মাদানী মদীনে ওয়ালে।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৪২৯ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! যেভাবে ইসলাম মহিলাদেরকে নামুহরিমদের থেকে পর্দা করার শিক্ষা দেয়, তেমনি পুরুষদেরকেও পরনারী থেকে পর্দা করার এবং চোখকে হিফাযতের মানসিকতা প্রদান করে, **নবীয়ে আকরাম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: এক দৃষ্টির পর আর দৃষ্টি দিওনা (অর্থাৎ যদি হঠাৎ বিনা ইচ্ছায় কোন মহিলার উপর দৃষ্টি পরে যায় তবে সাথে সাথেই দৃষ্টি সড়িয়ে নাও এবং আর দৃষ্টি দিও না) কেননা প্রথম দৃষ্টি জায়িয এবং পরবর্তি দৃষ্টি জায়িয নয়। (আবু দাউদ, ২/৩৫৮, হাদীস নং- ২১৪৯) দৃষ্টির নিরাপত্তার বিষয়ে আমাদের বুযুর্গানে দ্বীনদের رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن কিরূপ মাদানী মানসিকতা ছিলো। আসুন! এর একটি ঈমানোদ্দীপক ঝলক পর্যবেক্ষণ করি।

চোখের কুফলে মদীনা

হযরত সায়্যিদুনা হাসসান বিন আবী সিনান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ঈদের নামাযের জন্য গেলেন। যখন ঘরে ফিরে এলেন তখন তাঁর স্ত্রী বলতে

www.dawateislami.net

লাগলেন: আজ আপনি কতজন মহিলাকে দেখেছেন? তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ চুপ থাকেন, যখন স্ত্রী বারবার জিজ্ঞাসা করলেন তখন তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন: ঘর থেকে বের হওয়ার পর থেকে তোমার নিকট ফিরে আসা পর্যন্ত আমি আমার (পায়ের) বৃদ্ধাঙ্গুলে দিকেই তাকিয়ে ছিলাম।

(কিতাবুল ওয়ারাআ, মওসুআতি ইবনে আবীদ দুনিয়া, ১/২০৫)

বোলোঁ না ফুযুল অউর রাহেঁ নিচি নিগাহেঁ,
আখোঁ কা যবান কা দেয় খোদা কুফলে মদীনা।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৯৫ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! যেমনিভাবে পর্দা করার বরকত রয়েছে তেমনিভাবে পর্দাহীনতার ভয়াবহতাও কম নয় এবং এরও অনেক ক্ষতি রয়েছে। আসুন! পর্দাহীনতার কয়েকটি ক্ষতি সম্পর্কে শ্রবণ করি, যেনো নিজেও পর্দাহীনতা থেকে বাঁচতে পারি এবং আমাদের পরিবারের সদস্যদেরও এই ক্ষতির কথা বলে তাদেরও পর্দাহীনতা থেকে বাঁচার উৎসাহ দিতে পারি।

পর্দাহীনতার ক্ষতি সমূহ

☆ পর্দাহীনতা হলো **আল্লাহ পাক** ও **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অবাধ্যতা। ☆ পর্দাহীনতা ধ্বংসময় কবীরা গুনাহ। ☆ পর্দাহীনতা **রব তায়ালার** দয়া থেকে দূরত্ব এবং অভিশাপের কারণ। ☆ পর্দাহীনতা জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মতো কাজ। ☆ পর্দাহীনতা কিয়ামতের দিন অন্ধকারের কারণ। ☆ পর্দাহীনতা নেফাকের নিদর্শন। ☆ পর্দাহীনতা একটি মন্দ কাজ, যা **আল্লাহ পাকের** পছন্দ নয়। ☆ পর্দাহীনতা সমাজে অশ্লীলতা ছড়ানোর মাধ্যম। ☆ পর্দাহীনতা অপদস্ততার কারণ। ☆ পর্দাহীনতা শয়তানী কাজ। ☆ পর্দাহীনতা জাহেলিয়্যতের যুগকে

www.dawateislami.net

স্মরণ করিয়ে দেয়। ☆ পর্দাহীনতা প্রকৃতি বিরুধী। ☆ পর্দাহীনতা মানব সভ্যতার অপমান ও অপদস্ততার কারণ। ☆ পর্দাহীনতা অসংখ্য গুনাহের মূল। ☆ পর্দাহীনতা লজ্জা ও সম্মান নিঃশেষ হওয়ার কারণ। ☆ পর্দাহীনতা যুব সমাজের ধ্বংসের অনেক বড় কারণ। ☆ পর্দাহীনতা অনেক সময় বংশের মধ্যে সম্পর্ক নষ্টের কারণ। ☆ পর্দাহীনতা চোখের অপকর্মকে প্রসার করার মূল ভূমিকা আদায় করে। (সাহাবিয়্যাত অউর পর্দা, ৩৮ পৃষ্ঠা) পরিশেষে! পর্দাহীনতার অনেক ক্ষতি রয়েছে, আসুন! পর্দাহীনতার আপদে লিপ্ত এক মেয়ের শিক্ষণীয় পরিণতি সম্বলিত একটি উপদেশ মূলক ঘটনা শুনি এবং বেপর্দা থেকে সর্বদার জন্য তাওবা করে নিন।

সে কাফন ছিঁড়ে উঠে বসে গেলো

শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه তাঁর লিখিত **"পর্দা সম্পর্কীত প্রশ্নোত্তর"** কিতাবের ২৩০ পৃষ্ঠায় লিখেন: সম্ভবত শাবানুল মুআয্যম ১৪১৪ হিজরীর সর্বশেষ জুমা ছিলো। রাতে কৌরাঙ্গীতে (বাবুল মদনিা করাচী) অনুষ্ঠিত এক আজিমুশ্শান সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় একজন নওজোয়ানের সাথে আমার সাক্ষাৎ হলো। সে কিছুটা এরকম (কসম খেয়ে) বর্ণনা করলো: আমার খুবই নিকট আত্মীয়ের যুবতী কন্যা হঠাৎ ইন্তেকাল করলো। যখন আমরা কাফন দাফন সেরে ফিরে আসলাম তখন মরহুমার পিতার স্বরণে আসল যে, তার একটি হাতব্যাগ যাতে গুরুত্বপূর্ণ কাগজাদি ছিলো তা ভুলক্রমে মৃতের সাথে কবরে দাফন হয়ে গেছে। সুতরাং অপারগ হয়ে দ্বিতীয়বার

www.dawateislami.net

কবর খনন করতে হলো। যখন খবর থেকে পাথর সরানো হলো, ভয়ে আমাদের চিৎকার বের হয়ে গেলো। কেননা, সেই যুবতী কন্যার কাফন পরিহিত লাশকে কিছুক্ষন পূর্বে আমরা মাটিতে শুইয়ে গিয়েছিলাম, সে কাফন ছিঁড়ে উঠে বসে গেলো এবং তাও ধনুকের ন্যায় বাঁকা হয়ে! আহ! তার মাথার চুল দ্বারা তার পা বাঁধা ছিলো এবং অসংখ্য ছোট ছোট ভয়াবহ প্রাণী তাকে আঁকড়ে ধরেছিলো, এই ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখে ভয়ে আমাদের নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে গেলো এবং হাতব্যাগ বের না করেই তাড়াতাড়ি মাটি চাপা দিয়ে আমরা পালিয়ে এলাম। বাড়িতে এসে আমি আপনজনদের নিকট সেই মেয়েটির অপরাধ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম, তদুত্তরে বলা হলো: 'তার মধ্যে বর্তমান যুগে অপরাধ হিসেবে গণ্য তেমন কোন অপরাধ তো ছিলোনা। কিন্তু আজকালের মেয়েদের মতো সেও ফ্যাশনেবল ছিলো এবং পর্দা করতো না। মৃত্যুর কয়েক দিন পূর্বে আত্মীয়ের বাসায় বিয়ের অনুষ্ঠান ছিলো। তখন সে ফেন্সি স্টাইল চুল কেটে, সেজে গুঁজে সাধারণ মেয়েদের মতো বিয়ের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছিলো।"

এ মেরি বেহনু! সদা পর্দা করো, তুম গলি কুছোঁ মে মত ফিরতি রহো,
ওয়ার না সুন লো কবর মে জব জাও গি, সাপঁ বিচ্ছু দেখ করা ছিল্লাওগী।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৭১৪ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! এই দূর্ভাগা ফ্যাশন পূঁজারী মেয়ের ভয়ংকর ঘটনা শুনেও কি আমাদের সেই সমস্ত ইসলামী বোন শিক্ষা অর্জন করবে না, যারা শয়তানের অনুপ্রেরনায় বিভিন্ন তাল বাহানা করে যে, আমি তো অপারগ, আমাদের পরিবারে তো কেউ পর্দা করে না,

www.dawateislami.net

বংশের নিয়ম কানুনকেও লক্ষ্য রেখে চলতে হয়, আমাদের পুরো বংশ তো শিক্ষিত, সাদাসিধে অথবা পর্দানশীন মেয়ের জন্য আমাদের বংশে কেউ সম্পর্ক করার প্রস্তাবও পায় না ইত্যাদি ইত্যাদি, বংশের প্রচলিত নিয়ম কানুন এবং নফসের অপারগতা কি আপনাকে কবরের আযাব ও জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিতে পারবে? আপনি কি **আল্লাহ পাকের** দরবারে এরকম **"বানানো অপরাগতা"** বর্ণনা করে মুক্তি পেতে সফল হবেন? যদি না হয় এবং নিঃসন্দেহেই হবেন না, তবে আপনাকে প্রতিটি অবস্থায় বেপর্দা থেকে তাওবা করতে হবে। স্মরণ রাখবেন! লৌহে মাহফুযে যার জোড়া যেখানে লিখা রয়েছে সেখানেই বিয়ে হবে। আর যদি লিখা না থাকে তবে বিয়েও হবে না। যেমনিভাবে প্রতিদিন অনেক শিক্ষিতা মর্ডান যুবতী মেয়ে পলক ফেলতেই মৃত্যুর মুখে পতিত হচ্ছে বরং অনেক সময় তো এমনও হয় যে, কনে তার বাড়ি থেকে বিদায় হওয়ার পূর্বেই মৃত্যুর ঘাট অতিক্রম করে যায় এবং তাকে সৌন্দর্য্যমন্ডিত, আলোকিত, সুগন্ধিময়, সুবাসিত বাসর ঘরে পৌছানোর পরিবর্তে পোকা মাকঁড়ে পরিপূর্ণ সংক্ষীর্ণ অন্ধকার কবরে নামিয়ে দেয়া হয়।" **(পর্দা সম্পর্কীত প্রশ্নোত্তর ২৩১)**

তু খুশিকে ফুল লেগী কব তলক? তু ইহাঁ যিন্দা রেহেগী কব তলক?

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

"ভেলেন্টাইন ডে" এর অশ্লীলতা

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! বর্তমান যুগে মুসলমানদের আমলী অবস্থা খুবই খারাপ হয়ে যাচ্ছে, মুসলমানেরা দ্বীনি শিক্ষাকে ছেড়ে অন্যের আচার আচরণকে অনুকরণ করাতে গর্ববোধ করে, বিশেষ করে

www.dawateislami.net

তাদের বিশেষ দিন উদযাপন করাতে অনেক টাকা খরচ করে, সময় নষ্ট করে, আর এমন একদল রয়েছে যারা কুদৃষ্টি, মদ্যপান এবং অপকর্মের (যিনা) ন্যায় গুনাহ করতেও এতটুকু লজ্জাবোধ করে না। এমনি অশ্লীল আয়োজন সাধারণত **"ভেলেন্টাইন ডে"**তেও হয় যা ১৪ই ফেব্রুয়ারীতে উদযাপন করে থাকে। একটি দল এই দিনে শরীয়তের সকল সীমাবদ্ধতাকে পদদলিত করে এবং গুনাহের বাজারকে খুব মাতিয়ে তুলে। এই উৎসবকে উদযাপন করার পদ্ধতি এমন হয় যে, যুবক যুবতির বেপর্দা ও নির্লজ্জ মেলামেশা, উপহার আদান প্রদান সহ অশ্লীলতা ও নগ্নতার সকল প্রকার প্রদর্শনী প্রকাশ্যভাবে বা গোপনে যার যতটুকু সাধ্য করে থাকে, গিফট সপ এবং ফুলের দোকানে ভীড় বেড়ে যায় আর এই সামগ্রী গুলোর ক্রেতাও যুবক যুবতিরাই হয়ে থাকে। ভেলেন্টইন ডেতে হোটেলের বুকিং অন্যান্য দিনের চেয়ে বেড়ে যায়। মদের (مَعَاذَ الله) প্রচুর ব্যবসা হয়, সমুদ্র সৈকতে বেপর্দা এবং অশ্লীলতার এক নতুন সমুদ্র দেখা যায়।

সেসব দেশ যেখানে অমুসলিমরা ধর্মীয় ও চারিত্রিক বাধ্যবাদকতা থেকে মুক্ত থাকে এবং অশ্লীলতা ও নগ্নতার কাজ ঐখানে সর্বত্রভাবে আইনি ছাড় রয়েছে, সেই দিনের হট্টগোল থেকে অনেক সময় তারাও দুশ্চিন্তাগ্রস্থ হয়ে যায় এবং এর বিরুদ্ধে অনেক সময় কোথাও কোথাও চাপাস্বরে প্রতিবাদও দানা বাঁধতে থাকে।

কিন্তু খুবই দুঃখ ও আফসোসের বিষয় হলো যে, এই দিন অমুসলিমদের ন্যায় নির্লজ্জতা উদযাপনকারী অনেক মুসলমানও **আল্লাহ পাক** এবং **তাঁর রাসুল** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রদত্ত পবিত্র আহকামকে পেছনে ফেলে প্রকাশ্যে গুনাহ করে শুধু নিজের আমল নামা কালো রং

www.dawateislami.net

দ্বারা বৃদ্ধি করছে না বরং মুসলিম সমাজের পবিত্রতাকেও সেই অহেতুকতা দ্বারা নাপাক করছে। কুদৃষ্টি, বেপর্দা, বেহেয়াপনা, অশ্লীলতা ও নগ্নতা, পর নারী-পুরুষের মেলামেশা, হাসি ঠাট্টা, এই নাজায়িয সম্পর্ককে আরো গভীর করার জন্য উপহার বিনিময় এবং আরো অগ্রগামী হয়ে অপকর্ম পর্যন্ত পৌঁছা, এসবই সেই বিষয় যা সেই গুনাহের দিনে অতিমাত্রায় প্রবাহিত হয় আর এসব শয়তানি কাজ নাজায়িয ও হারাম হওয়াতে কোন মুসলমানের সমান্যতমও সন্দেহ হতে পারে না, কেননা কোরআনে করীমের আলোকিত আয়াত ও **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রকাশ্য বাণী দ্বারা এই কাজ গুলো হারাম হওয়া প্রমাণিত। তাই আমাদের উচিৎ যে, আমরা যেনো এরূপ সকল অশ্লীলতা থেকে বিরত থাকি এবং **আল্লাহ পাক** সন্তুষ্ট করার কাজে লেগে যাই। **রব তায়ালা** আমাদেরকে আমল করার তৌফিক দান করুন। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِيْن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সাজ-সজ্জার সুন্নাত ও আদব

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! বয়ান শেষ করার পূর্বে মাকতাবাতুল মদীনা হতে প্রকাশিত কিতাব **"সুন্নাত ও আদব"** হতে সাজ-সজ্জার সুন্নাত ও আদব শ্রবণ করার সৌভাগ্য অর্জন করছি। ☆ মানুষের চুল দিয়ে বানানো খোপা মহিলারা নিজের চুলে ব্যবহার করা, এটা হারাম। পবিত্র হাদীস শরীফ এ বিষয়ে লানত (অভিশাপ) করা হয়েছে, 'বরঞ্চ তার উপরও লানত, যে অন্য কোন মহিলার মাথায় মানুষের চুল দ্বারা বানানো খোঁপা পরিয়ে দেয়।' **(দুররুল মুখতার, কিতাবুল হাযর ওয়াল আবাহাতি, ৯/৬১৪-৬১৫)**

www.dawateislami.net

☆ যদিও'বা ঐ চুল, যার দ্বারা খোঁপা তৈরী করা হয়েছে তা ব্যবহারকারিনীর নিজের চুলও হয় তবুও নাজায়েজ। (প্রাগুক্ত) ☆ কিছু লোক ছেলেদেরও কান ছেদন করে তাতে দুল (এক প্রকারের কানের অলংকার) পরিধান করিয়ে থাকে এটা নাজায়িয। অর্থাৎ কান ছেদন করা যেমন নাজায়িয তেমন দুল পরিধান করানোও নাজায়িয। (রদ্দুল মুখতার, কিতাবুল হাযর ওয়াল আবাহাতি, ৯/৫৯৮) ☆ মহিলাদের হাতে পায়ে মেহেদী লাগানো জায়িয। ছোট ছেলেদের হাতে পায়ে মেহেদী লাগানো নাজায়িয, ছোট মেয়েদের মেহেদী লাগাতে অসুবিধা নাই। (রদ্দুল মুখতার, কিতাবুল হাযর ওয়াল আবাহাতি, ৯/৫৯৯) হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরাইরা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত, **রাসূলে আকরাম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর নিকট এক হিজ্‌রা কে উপস্থিত করা হলো, যে তার হাত পা মেহেদী দ্বারা রঙ্গিন করেছিলো, **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: তার কি অবস্থা? (অর্থাৎ কেন সে মেহেদী লাগালো?) লোকেরা আরয করলো: সে মহিলাদের অনুকরণ করছে। **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আদেশ দিলেন: তাকে শহর থেকে বের করে দাও। সুতরাং তাকে শহর থেকে বের করে দেওয়া হল, মদীনা মনওয়ারা থেকে বের করে দিয়ে "নক্বীঈ" নামক স্থানে পাঠিয়ে দেওয়া হলো। (আবু দাউদ, কিতাবুল আদাব, ৪/৩৬৮, হাদীস নং- ৪৯২৮) যেরূপ পুরুষদের জন্য মহিলাদের অনুকরণ করা জায়িয নাই তেমনিভাবে মহিলারাও পুরুষদের অনুকরণ করতে পারবে না। যেমনটি হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا থেকে বর্ণিত, **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ঐ সকল নারীসূলভ পুরুষদের উপর অভিশাপ করেছেন যারা মহিলাদের আকৃতি অনুকরণ করেছে এবং ঐ সকল পুরুষসুলভ মহিলাদের উপর অভিশাপ করেছেন যারা পুরুষদের

আকৃতি অনুকরণ করেছে। (মসনদে ইমাম আহমদ, মুসানদে আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস, ১/৫৪০, হাদীস নং- ২২৬৩) ☆ ইসলামী বোনেরা (মহিলারা) নিজের স্বামীর জন্য বৈধ জিনিস দিয়ে শুধুমাত্র ঘরের চার দেয়ালের মধ্যে সাজ-সজ্জা করুন। কিন্তু ম্যাকআপ করে সেজে-গুজে ঘরের বাহিরে যাবেন না, কেননা আমাদের **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: মহিলারা পুরোপুরি আওরাতই (অর্থাৎ লুকানোর বস্তু), যখন কোন মহিলা বাহিরে বের হয় তখন শয়তান তাকে উঁকি মেরে দেখতে থাকে। (তিরমিযী, ১৮তম অধ্যায়, ২/৩৯২, হাদীস নং- ১০৭৬)

এভাবে হাজারো সুন্নাত শিখার জন্য মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ২টি কিতাব, বাহারে শরীয়ত ১৬তম অংশ ৩১২ পৃষ্ঠা, ১২০ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব সুন্নাত আওর আদব। আমীরে আহলে সুন্নাত এর দুটি রিসালা **"১০১ মাদানী ফুল"** এবং ৪৩ পৃষ্ঠা সম্বলিত **"১৬৩ মাদানী ফুল"** উপযুক্ত মূল্যে সংগ্রহ করে পাঠ করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

বয়ানঃ ৬

প্রত্যেক মুবাল্লিগা বয়ান করার পূর্বে কমপক্ষে তিনবার পাঠ করুন

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

দরূদ শরীফের ফযীলত

উভয় জাহানের মালিক ও মুখতার, রাসূলে আনওয়ার, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুগন্ধিময় ইরশাদ হচ্ছেঃ যখন বৃহস্পতিবার আসে, **আল্লাহ পাকের** ফিরিশতাদের প্রেরণ করেন, যাদের হাতে রূপার কাগজ এবং স্বর্ণের কলম থাকে, তারা বৃহস্পতিবার দিন ও বৃহস্পতিবার রাতে আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠকারীদের নাম লিখে থাকে। **(কানযুল উম্মাল, কিতাবুল আযকার, ১ম অধ্যায়, ১/২৫০, নম্বর-২১৭৪)**

ইয়া নবী! বে কার বাতোঁ কি হো আ'দত মুঝ সে দূর,
ব্যস দরূদে পাক কি হো খুব কসরত ইয়া রাসূল।
(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ২৪২ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি এবং সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রথমে ভালো ভাল নিয়্যত করে নিই। **প্রিয় নবী, হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেনঃ "نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهٖ" মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম। **(মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস ৫৯৪২)**

www.dawateislami.net

মাসআলা: নেক ও জায়িয কাজে যত বেশি ভালো নিয়্যত, সাওয়াবও তত বেশি।

বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নিয়্যতের মাঝে পরিবর্তন করা যেতে পারে। দৃষ্টিকে নত রেখে গভীর মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো। হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে **ইলমে দ্বীনের** সম্মানার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো। প্রয়োজনে সংকুচিত হয়ে ও সামনে এগিয়ে অন্য ইসলামী বোনদের জন্য জায়গা প্রসারিত করবো। ধাক্কা ইত্যাদি লাগলে ধৈর্যধারণ করবো, ধমকানো, ঝগড়া করা বা বিশৃংখলা করা থেকে বেঁচে থাকবো। تُوْبُوْا اِلَى الله! ,اُذْكُرُ الله! ,صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীনীর মনতুষ্টির জন্য নিম্নস্বরে উত্তর প্রদান করবো। ইজতিমার পর নিজেই আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করবো। বয়ানের সময় অযথা মোবাইল ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকবো, বয়ান রেকর্ড করবো না এবং এমন কোন প্রকার আওয়াজ করবো না যার অনুমতি নেই। যা কিছু শুনবো, তা শুনে এবং বুঝে এর উপর আমল করবো আর তা পরে অপরের নিকট পৌঁছিয়ে নেকীর দাওয়াতকে প্রসার করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! নিঃসন্দেহে জিহ্বা (Tongue) **আল্লাহ পাকের** একটি মহান নেয়ামত, যে ইসলামী বোন এই নেয়ামতের ভাল ব্যবহার করে, তবে তা দ্বারা দুনিয়ায়ও উপকারীতা অর্জন করে এবং আখিরাতেও এর বরকত প্রত্যক্ষ করবে। কিন্তু যারা নিজের জিহবাকে

www.dawateislami.net

স্বাধীনতা দিয়ে এর লাগাম ছেড়ে দেয় তবে তারা দুনিয়া ও আখিরাতে অপমান ও অপদস্ততার শিকার হয়। আজ আমরা জিহ্বার নিরাপত্তা সম্পর্কিত বিভিন্ন মাদানী ফুল শুনার সৌভাগ্য অর্জন করবো, আসুন! সর্বপ্রথম একটি ঈমান তাজাকারী ঘটনা শ্রবণ করি।

হযরত ঈসা عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর উপদেশ

হযরত সায়্যিদুনা ওমাইর বিন সুলাইম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: একবার হযরত সায়্যিদুনা ঈসা عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام তাঁর অনুসারীদের নিকট এই অবস্থায় তাশরীফ আনলেন যে, তাঁর নূরানী শরীরে উলের জুব্বা ছিলো। খালি পায়ে ছিলেন এবং মাথায়ও কোন কাপড় ইত্যাদি ছিলোনা আর চোখ দিয়ে অশ্রু প্রবাহিত ছিলো, ক্ষুধার (Hunger) কারণে তাঁর রঙ পরিবর্তন হয়ে গিয়েছিলো এবং তীব্র পিপাসার কারণে ঠোঁট একেবারেই শুকিয়ে গিয়েছিলো। তিনি عَلَيْهِ السَّلَام তাঁর অনুসারীদেরকে সালাম করলেন এবং কিছু উপদেশ দেয়ার পর জিহ্বার নিরাপত্তা সম্পর্কে উপদেশ দিতে গিয়ে বললেন: হে লোকেরা! তোমরা অহেতুক কথাবার্তা থেকে বেঁচে থেকো, কখনোই **আল্লাহ পাকের** যিকির ছাড়া নিজের মুখ দিয়ে অন্য কোন শব্দ বের করো না, নয়তো তোমাদের অন্তর পাষাণ হয়ে যাবে, সে **আল্লাহ পাকের** রহমত থেকে বঞ্চিত হয়ে যাবে। **(উয়ুনুল হিকায়ত, ১/১৮৫)**

বোলোঁ না ফুযুল আউর রাহেঁ নীচি নিগাহেঁ আখোঁ কা যবাঁ কা দেয় খোদা কুফ্‌লে মদীনা
দোযখ কি কাহাঁ তা'ব হে কমজোর বদন মে হার উযু কা আত্তার লাগা কুফ্‌লে মদীনা

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৯৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! বর্ণনা কৃত ঘটনা থেকে আল্লাহ পাকের নবী হযরত সায়্যিদুনা ঈসা রুহুল্লাহ عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام তাঁর অনুসারীদেরকে যে উপদেশ প্রদান করেছেন, তাতে অহেতুক কথাবার্তা থেকে বাঁচার এবং নিজের জিহবাকে **আল্লাহ পাকের** যিকির দ্বারা সতেজ রাখারও আদেশ দিয়েছেন এবং পাশাপাশি এটাও বলেছেন যে, অহেতুক কথাবার্তা অন্তরের কঠোরতারও কারণ। **মনে রাখবেন!** এই জিহ্বার মাধ্যমে আমরা যেমনিভাবে যিকির ও দরূদ, না'ত ও বয়ান এবং নেকীর দাওয়াত দিয়ে নেকী অর্জন করে জান্নাতের চিরস্থায়ী নেয়ামতের অধিকারী হতে পারি, তেমনিভাবে এর ভূল ব্যবহার করে যেমন; কুফরিয়া বাক্য, হারাম বাক্য, কারো গীবত করা, চুগল খোরী করা, গালি দেয়া ইত্যাদির মতো গুনাহে লিপ্ত হয়ে জাহান্নামের আযাবে গ্রেফতারও হতে পারে। আফসোস! বর্তমান যুগে জিহ্বার নিরাপত্তার চিন্তা একেবারেই শেষ হয়ে যাচ্ছে, আমাদের এই বিষয়ে অনুভূতিও নেই যে, মাংসের এই ছোট্ট টুকরোটি যা দুই ঠোঁট ও দুই চোয়ালের পাহারায় রয়েছে, কিভাবে আমাদের পুরো সত্ত্বাকে ইহকালীন ও পরকালীন বিপদে লিপ্ত করে দিতে পারে। কিন্তু পরিণতি থেকে উদাসিন হয়ে কোন চিন্তা ভাবনা ছাড়া কথা বলেই যাওয়া আমাদের অভ্যাস হয়ে গেছে। **মনে রাখবেন!** আমাদের মুখ থেকে বের হওয়া এক একটি শব্দ **আল্লাহ পাকের** নিষ্পাপ ফিরিশতারা লিখছেন, যেমনটি ২৬তম পারার সূরা ক্বাফ এর ১৮ নং আয়াতে **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন:

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ ﴿۱۸﴾

(পারা ২৬, সূরা ক্বাফ, আয়াত ১৮)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এমন কোন কথাই সে মুখ থেকে বের করে না যে, তার সন্নিকটে একজন রক্ষক উপবিষ্ট থাকে না।

www.dawateislami.net

তোমাদের কিছু পাহারাদার রয়েছে:

হযরত সায়্যিদুনা আতা বিন আবী রাবাহ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা অহেতুক কথাবার্তা অপছন্দ করতেন এবং তাদের নিকট কোরআন ও সুন্নাত, নেকীর দাওয়াত দেয়া, মন্দকাজ থেকে নিষেধ করা এবং দুনিয়াবী জীবনে প্রয়োজন ছাড়া প্রত্যেকটি কথা অহেতুক ছিলো, তোমরা কি এই বিষয়ে জাননা যে, নিশ্চয় তোমাদের প্রতি কিছু সম্মানিত লিখক পাহারাদার হিসেবে আছেন, যাদের মধ্যে একজন ডানে এবং একজন বামে, কোন শব্দ সে মুখ থেকে বের করতে পারে না যে, সর্বদা তার নিকট কোন না কোন সংরক্ষণকারী প্রস্তুত হয়ে বসে থাকে। তোমাদের মধ্যে কি কেউ এই বিষয়ে লজ্জা করো না, যখন তার আমল নামা খোলা হবে, যেমন; সেদিনের প্রারম্ভেই পূর্ণ করে দিয়েছিলো, এতে অসংখ্য এমন কথা রয়েছে যার সাথে দ্বীন ও দুনিয়ার কোন সম্পর্ক নেই। **(ইহইয়াউল উলুম, ৩/৩৪৮)**

মে বেকার বা'তোঁ সে বাঁচ কে হামেশা,
করোঁ তেরী হামদ ও সানা ইয়া ইলাহী!

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ১০৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আপনারা শুনলেন তো! আমাদের মুখ দিয় বের হওয়া প্রতিটি শব্দ ফিরিশতারা লিখে থাকে। একটু ভাবুন তো, আমরা আমাদের বাকপটুতা দ্বারা সারাদিন জানিনা কতযে অহেতুক কথাবার্তা বলি, জানিনা কতযে লোকের গীবত ও চুগলখোরী করি, জানিনা কিরূপ অশ্লীল কথা নিজের মুখ থেকে বের হয়ে যায়,

www.dawateislami.net

চাটুকারিতা করে কতজনকেই যে লা-জাওয়াব করে দেয়, অশ্লীল তর্কাতর্কিতে কেউ আমাদের সাথে জিততে পারবে না, কিন্তু আমরা কি কখনো এটাও ভেবেছি যে, অহেতুক কথাবার্তার কারণে আমাদের অন্তর কঠিন তো হয়ে যাচ্ছে না? মুখের আপদের কারণে নেকী থেকে বঞ্চিত হচ্ছিনা তো? অহেতুক কথাবার্তার কারণে তিলাওয়াতের তৌফিক তো ছিনিয়ে নেয়া হয়নি? আমরা কি কখনো ভেবেছি যে, অহেতুক কথবার্তায় কয়েক ঘন্টা অতিবাহিত হয়ে যায়, কিন্তু কয়েক মিনিট তিলাওয়াত ও **আল্লাহ পাকের** যিকিরের জন্য মন ঘাবড়ে যায়, নফস নেকীর এই কাজের জন্য রাজিই হয়না, খুব তাড়াতাড়ি বিরক্তিভাব শুরু হয়ে যায়, যদি কোন আশিকে রাসূল নেকীর দাওয়াত এবং উপদেশ মূলক মাদানী ফুল আমাদেরকে প্রদান করে তবে তা মনে সায় দেয় না, কখনো কি আমরা এটাও ভেবেছি যে, এই অহেতুক কথা এবং তর্ক করে দুনিয়ায় আমরা মানুষদেরকে তো চুপ করিয়ে দিতে পারি, তাদের মধ্যে নিজের প্রভাব তো দেখাতে পারি, কিন্তু কাল কিয়ামতের দিন যখন হাশরের ময়দানে হিসাব শুরু হবে, **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এবং সকল আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام নিজ নিজ উম্মতদের সাথে উপস্থিত থাকবেন, আউলিয়ায়ে কিরাম এবং আমাদের ঐ আত্মীয় স্বজনরাও বিদ্যমান থাকবেন, যাদের সামনে দুনিয়ায় আমাদের সম্মান ছিলো, এমতাবস্থায় সূর্য আগুন বর্ষন করবে, তামার (Copper) উত্তপ্ত জমিন হবে এবং প্রত্যেককে নিজের আমল নামা সবার সামনে পড়ে শুনাতে হবে। যেমনটি ১৫তম পারার সূরা বনী ইসরাঈলের ১৩ ও ১৪ নং আয়াতে **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন:

www.dawateislami.net

وَنُخْرِجُ لَهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ كِتٰبًا يَّلْقٰىهُ مَنْشُوْرًا ﴿۱۳﴾ اِقْرَاْ كِتٰبَكَ ؕ كَفٰى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيْبًا ﴿۱۴﴾

(পারা ১৫, সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত ১৩-১৪)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ আর তার জন্য কিয়ামত দিবসে একটা লিপিবদ্ধ (কিতাব) বের করবো, যা তারা উন্মুক্ত পাবে। ইরশাদ হবে: 'আপন কিতাব পাঠ করো! আজ তুমি নিজেই নিজের হিসাব নিকাশের জন্য যথেষ্ট'।

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! একটু ভাবুন তো! কিয়ামতের দিন পূববর্তী ও পরবর্তী সকলের উপস্থিতিতে নিজের আমলনামা কিভাবে পাঠ করে শুনাবে? যা অহেতুক কথাবার্তায় ভরপুর, যে আমলনামা গালাগালি এবং অশ্লীল বাক্যতে ভরা, যাতে মুসলমানদের মন ভঙ্গকারী বাক্য রয়েছে, যে আমলনামায় মুসলমানের গীবত ও চোগলখোরী এবং মিথ্যার মতো গুনাহ বিদ্যমান? সেই আমলনামা সবার সামনে কিভাবে শুনাবে, সুতরাং আমাদের চেষ্টা করা উচিৎ, যথাসম্ভব কম কথা বলা এবং অহেতুক কথাবার্তা থেকে বিরত থেকে শুধুমাত্র কাজের কথা বলা বা উত্তম কথা বলা, কেননা অহেতুক কথা বলাতে আমাদের ক্ষতিই ক্ষতি, হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ চারটি কারণে অহেতুক কথাবার্তার ক্ষতি বর্ণনা করেন: (১) অহেতুক কথাবার্তা কিরামান কাতেবীনদের (অর্থাৎ আমল লিখক ফিরিশতা) লিখতে হয়, সুতরাং মানুষের উচিৎ, তাঁদের প্রতি লজ্জাশীল হওয়া এবং তাঁদের অহেতুক কথাবার্তা লিখার কষ্ট না দেয়া। (২) অহেতুক কথার নিন্দার দ্বিতীয় কারণটি বর্ণনা করেন যে, এই বিষয়টি ভাল নয় যে, অহেতুক কথায় ভরপুর আমলনামা **আল্লাহ পাকের** দরবারে উপস্থাপিত হোক। (৩) অহেতুক কথার নিন্দার তৃতীয়

www.dawateislami.net

কারণটি হলো, **আল্লাহ পাকের** দরবারে সকল সৃষ্টির সামনে আদেশ হবে যে, নিজের আমলনামা পাঠ করে শুনাও! এখন কিয়ামতের ভয়ঙ্কর কঠোরতা সামনে থাকবে, মানুষ উলঙ্গ থাকবে, কঠিন পিপাসার্ত থাকবে, ক্ষুধায় কোমর ভেঙ্গে যাবে, জান্নাতে প্রবেশে বাঁধা প্রদান করা হবে এবং প্রত্যেক প্রকারের প্রশান্তি তার জন্য বন্ধ করে দেয়া হবে, (ভাবুন যে, এরূপ কষ্টদায়ক পরিস্থিতিতে অহেতুক কথায় ভরপুর আমলনামা পাঠ করে শুনানো কিরূপ বিরক্তিকর হবে!) (৪) অহেতুক কথার নিন্দার চতুর্থ কারণটি হলো যে, কিয়ামতের দিন অহেতুক কথাবার্তার জন্য নিন্দা করা হবে এবং লজ্জিত করা হবে। আমাদের নিকট এর কোন সঠিক উত্তর থাকবে না এবং সে **আল্লাহ পাকের** সামনে লজ্জিত ও অপমানিত হয়ে যাবে। (মিনহাজুল আবেদিন, ৬৭ পৃষ্ঠা) হায়!

মেরী যবান তর রাহে যিকির ও দরূদ সে, বে জা হাঁসো কভী না করোঁ গুফতুগো ফুযুল।
(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ২৪৩ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! কিয়ামতের দিন এই অপমান থেকে নিজেকে বাঁচাতে জিহ্বার নিরাপত্তার মানসিকতা তৈরী করুন, অহেতুক কথাবার্তা থেকে বাঁচার অভ্যাস করুন, কম কথা বলা এমন এক আমল, যেই বিষয়ে আবুল বশর হযরত সায়্যিদুনা আদম عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام থেকে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করা হয়েছে।

আব্বাজান! আপনি কথা বলেন না কেন?

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত; হযরত সায়্যিদুনা আদম عَلَيْهِ السَّلَام কে যখন দুনিয়ায় প্রেরণ করা

www.dawateislami.net

হলো, তখন তার অনেক সন্তান হলো। একদিন তাঁর সন্তান, নাতি ও নাতনি সবাই তাঁর নিকট বসে কথা বলছিলেন, আর তিনি عَلَيْهِ السَّلَام চুপচাপ বসে ছিলেন এবং কোন কথাবার্তা বলছিলেন না। সন্তানেরা আরয করলো: আব্বাজান! কি ব্যাপার, আমরা কথা বলছি, আপনি চুপচাপ কেন? হযরত সায়্যিদুনা আদম عَلَيْهِ السَّلَام বলেন: হে আমার সন্তানেরা! যখন **আল্লাহ পাক** আমাকে **তাঁর** নৈকট্য (অর্থাৎ জান্নাত) থেকে দুনিয়ায় প্রেরণ করলেন তখন আমার কাছ থেকে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করলেন: হে আদম! কথাবার্তা কম বলবে, এমনকি এমতাবস্থায়ই আমার সান্নিধ্যে ফিরে এসো।

(তারিখে বাগদাদ, ৭/৩৩৯, নম্বর-৩৮৪৩, আবু আলা মু'দাব হাসান বিন শাবিব)

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আপনারা শুনলেন তো! অল্প কথাবার্তা বলা কিরূপ গুরুত্বপূর্ণ, স্বয়ং **রব তায়ালা তাঁর** মনোনীত নবী عَلَيْهِ السَّلَام কে কম কথা বলার জন্য আদেশ প্রদান করছেন, তবে আমাদের নিজের জিহ্বার নিরাপত্তার জন্য এবং একে অহেতুক কথাবার্তা থেকে বাঁচাতে কিরূপ সতর্কতার প্রয়োজন। আফসোস, শত কোটি আফসোস! আমরা না মুখের নিরাপত্তার মানসিকতা পোষণ করি আর না অধিকহারে কথাবার্তা এবং প্রচুর অহেতুক কথাবার্তা বলাতে ভয় করি। এই জিহ্বাই তো, যার ভুল ব্যবহারের কারণে অনেক লোককে জাহান্নামে প্রবেশ করানো হবে।

অশ্লীল কথা দোযখে অধঃমুখে পতিত করবে!

হযরত সায়্যিদুনা উবাদা বিন সামিত رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ থেকে বর্ণিত যে, **আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم একদিন ঘর থেকে বাইরে

www.dawateislami.net

তাশরীফ আনলেন এবং বাহনের উপর আরোহন করলেন, তখন হযরত সায়্যিদুনা মুয়াজ বিন জাবাল رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ আরয করলেন: ইয়া **রাসূলাল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! কোন আমলটি সবচেয়ে উত্তম? **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم নিজের মুবারক মুখের দিকে ইঙ্গিত করে ইরশাদ করেন: নেকীর কথা বলা ছাড়া চুপ থাকা। আরয করলেন: আমরা মুখে যা কিছু বলি, সে বিষয়ে কি **আল্লাহ পাক** আমাদের জিজ্ঞাসাবাদ করবেন? তখন **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাঁর রানের উপর হাত মেরে ইরশাদ করলেন: হে মুয়াজ! মুখের বলা কথাই মানুষকে অধঃমুখে জাহান্নামে পতিত করবে। তবে যেই ব্যক্তি **আল্লাহ পাক** এবং আখিরাতের দিনের প্রতি ঈমান রাখবে, তার উচিৎ, ভাল কথা বলা বা মন্দ কথা বলা থেকে চুপ থাকা। (অতঃপর ইরশাদ করেন:) ভাল কথা বলো, উপকৃত হবে এবং মন্দ কথা বলা থেকে চুপ থাকো, নিরাপদে থাকবে।

(মুসতাদরিক হাকেম, কিতাবুল আদব, ৫/৪০৭, হাদীস নং-৭৮৪৪)

ফুযুল অউর বেকার বা'তোঁ কে বদলে
করোঁ কাশ! হার দম মদীনা কি বাতেঁ।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ২৭৩ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

অহেতুক কথাবার্তার পরিচিতি

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আপনারা শুনলেন তো! আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم নিরাপদে থাকার কতইনা সুন্দর পদ্ধতি ইরশাদ করেছেন যে, নিরাপত্তা এতেই বান্দা যেনো তার মুখ দিয়ে ভাল কথাই বের করে এবং মন্দ কথা থেকে বেঁচে থাকে। মনে রাখবেন! মুখের কুফ্‌লে মদীনা লাগানো এবং অহেতুক কথাবার্তার আপদ থেকে বাঁচতে

আমরা তখনই সফল হবো, যখন আমরা জানবো যে, অহেতুক কথাবার্তা কাকে বলে? সুতরাং এসম্পর্কে হযরত সায়্যিদুনা ইমাম গাযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: অহেতুক কথাবার্তার সংজ্ঞা (Definition) হলো, তোমার এমন কথাবার্তা বলা, যদি তা না বলতে, তবে গুনাহগার হতে না আর না এখন বা ভবিষ্যতে কোন ক্ষতি হতো। যেমন; তুমি কোন মজলিশে মানুষের সামনে নিজের সফরের উল্লেখ করো এবং এতে যে পাহাড় ও নদী নালা দেখেছো আর যে ঘটনাবলী তোমার সাথে ঘটেছে তা বর্ণনা করো অনুরূপভাবে যে খাবার ও পোষাক তোমার ভাল লাগলো তা এবং বিভিন্ন শহরের মাশায়িখগণের আশ্চার্যজনক বিষয় আর তাদের আশ্চার্যজনক ঘটনাবলী উল্লেখ করো, তবে তা ঐরূপ কাজ, যদি তুমি তা বর্ণনা না'ও করতে তবুও গুনাহগার হতে না আর না কোন ক্ষতি হতো। অতঃপর যদিওবা তুমি এই বিষয়ে ভরপুর চেষ্টা করো যে, ঘটনা বর্ণনা করতে যেনো কোন কমবেশি না হয়ে যায় আর না এতে কোন গীবত এবং না খোদার সৃষ্টির নিন্দা হয়, এই সকল সতর্কতার পরও তুমি নিজের সময় নষ্টকারী হবে। আর অহেতুক কথাবার্তার আপদ থেকে কিভাবে বাঁচতে পারবে।

(ইহইয়াউল উলুম, ৩/৩৪৫)

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আপনারা শুনলেন তো! অহেতুক কথাবার্তা দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, যা না করাতে কোন ক্ষতি হয়না। ব্যস, আমাদের কথা বলার পূর্বে এর পরিণতি সম্পর্কে ভেবে নেয়া উচিৎ যে, এর দ্বারা আমার আখিরাতের কোন উপকারীতা আছে কি না, যদি উপকারীতা থাকে তবে বলুন নতুবা চুপ থাকুন। আমাদের মানসিকতায় যদি অহেতুক কথাবার্তার কারণে কিয়ামতের দিন অপমানিত হওয়ার

www.dawateislami.net

চিন্তা থাকে তবে আমরা কম কথাবার্তাকারী এবং অহেতুক কথাবার্তা থেকে নিরবতা অবলম্বনকারী হয়ে যাবো, কেননা যার কোন দুনিয়াবী চিন্তা আসে তবে সে এই সম্পর্কে চিন্তা করতে থাকে, যেমন; কারো পিতামাতা বা আত্মীয় স্বজনের হঠাৎ ইন্তিকাল (Death) হয়ে গেলো বা চালু ব্যবসা হঠাৎ কোন দূর্ঘটনার শিকার হয়ে গেলো, কথায় কথায় পারিবারিক ঝগড়া সৃষ্টি হয়ে গেলো তবে বান্দা একেবারে চুপচাপ হয়ে যায়, অনুরূপভাবে যদি আমাদের জাহান্নামের শাস্তির আলোচনা শুনে আখিরাতের চিন্তা নসীব হয়ে যায়, **খোদাভীতিতে** আমাদের অন্তর কেঁপে উঠে তবে اِنْ شَآءَ الله আমাদের ঠোঁটেও নিরবতা চলে আসবে। কিন্তু আমরা তো কোন মুহুর্তই নিরব থাকি না, সর্বদা কোন চিন্তাভাবনা ছাড়াই কথা বলে যাচ্ছি। যদি আমরা আমাদের **প্রিয় নবী মুহাম্মদে মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুবারক চরিত্র অধ্যয়ন করি তবে জানতে পারবো যে, আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অনেক কম কথাবার্তা বলতেন, অধিকাংশ সময় নিবর থাকতেন, যেমনটি হযরত সায়্যিদুনা জাবের বিন সামুরা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অনেক বেশী নিবর থাকতেন।

(মাসনাদে ইমাম আহমদ, মুসনাদুল বসিরীন, হাদীসে জাবের বিন সামুরা, ৭/৪০৪, হাদীস নং-২০৮৩৬)

হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই হাদীসে পাকের আলোকে বলেন: নিরবতা দ্বারা দুনিয়াবী কথাবার্তা থেকে চুপ থাকা, নতুবা **হুযুরে আকদাস** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জিহ্বা শরীফ **আল্লাহ পাক** যিকির দ্বারা সর্বদা সতেজ থাকতো, মানুষের সাথে বিনা প্রয়োজনে কথা বলতেন না, এখানে উল্লেখ হয়েছে জায়িয কথা না বলার, নাজায়িয কথা তো জীবনভর জিহ্বা শরীফে আসেইনি।

www.dawateislami.net

হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আপাদমস্তক হক ছিলো, অতঃপর তাঁর কাছে বাতিল কিভাবে পৌঁছাতে পারে। (মিরাতুল মানাজিহ, ৮/৮১)

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم শুধু নিজে জিহ্বার হিফাযত করতেন না বরং **তিনি** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **তাঁর** উম্মতদেরও নিরবতা অবলম্বন করার অনেক বেশী উৎসাহ দিয়েছেন বরং গুরুত্বারোপ করেছেন, আসুন! নিরবতা অবলম্বনের ফযীলত সম্বলিত **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ছয়টি বাণী শ্রবণ করি:

১. ইরশাদ হচ্ছে: "তোমাদের কি আমি সবচেয়ে উত্তম এবং সবচেয়ে সহজ আমল সম্পর্কে বলবো না? রাসূলের সাহাবীরা আরয করলেন: আমার পিতামাতা আপনার প্রতি উৎসর্গীত! কেন নয়, অবশ্যই ইরশাদ করুন। ইরশাদ হলো: সুন্দর চরিত্র এবং দীর্ঘ নিরবতা, এই দু'টি অবশ্যই অবলম্বন করে নাও, কেননা তোমরা **আল্লাহ পাকের** দরবারে এর মতো আর কোন আমল নিয়ে যেতে পারবে না।"

(মওসুআতু ইবনে আবীদ দুনিয়া, কিতাবুস সমত ওয়া আদাবিল লিসান, ৭/ ৩৪৬, হাদীস নং-৬৫০)

২. ইরশাদ হচ্ছে: নিরবতা সর্বোচ্চ ইবাদত।

(আরিখে আসবাহানে লি আবী নাঈম, ২/ ৩৪, নম্বর- ৯৯৯)

৩. ইরশাদ হচ্ছে: যে ব্যক্তি নিরাপদ থাকতে চায়, তার জন্য নিরবতা আবশ্যক। (মসনাদে আবী ইয়ালা, মুসনাদে আনাস বিন মালিক, ৩/ ২৭১, হাদীস নং- ৩৫৯৫)

৪. ইরশাদ হচ্ছে: যে ব্যক্তি চুপ রইলো, সে মুক্তি পেলো।

(তিরমিযী, কিতাব সিফতুল কিয়ামত, নম্বর-২৫০৯, ৪/২২৪)

৫. ইরশাদ হচ্ছে: বান্দা ততক্ষণ পর্যন্ত সত্যিকার ঈমান পেতে পারেনা, যতক্ষণ পর্যন্ত নিজের জিহ্বাকে সংযত করবে না।

(মুজামুল আওসাত, হাদীস নং-৬৫৬৩, ৫/৫৫)

www.dawateislami.net

৬. ইরশাদ হচ্ছে: সুসংবাদ ঐ ব্যক্তির জন্য, যে নিজের অতিরিক্ত কথা সঞ্চিত করে রাখে এবং অতিরিক্ত সম্পদ খরচ করে দেয়।

(আল মু'জামুল কবীর, মুসনাদে রকবুল মিসরী, নম্বর-৪৬১৬, ৫/৭২)

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আপনারা শুনলেন তো! নিরবতায় কিরূপ ফযীলত রয়েছে, নিরবতা অবলম্বন করা উত্তম আমল। নিরবতা অবলম্বন করা উৎকৃষ্ট ইবাদত। নিরবতা অবলম্বন করা নিরাপত্তার প্রমাণ (Proof) স্বরূপ। নিরবতা অবলম্বন করা মুক্তির মাধ্যম। নিরবতা অবলম্বন করা সত্যিকার ঈমান লাভের উপায়। সুতরাং এই হাদীস শরীফগুলোতে বর্ণিত ফযীলত পেতে নিজেও জিহ্বার নিরাপত্তা বিধান করি এবং নিজের পরিবার পরিজনকেও মুখের কুফ্‌লে মদীনা লাগানোর মানসিকতা দিই, কেননা অনেক সময় অপ্রয়োজনীয় কথা বলতে বলতে **"গুনাহে ভরা"** কথায় পতিত হওয়ার খুবই সম্ভাবনা থাকে, সুতরাং নিরবতা অবলম্বনেই কল্যাণ নিহিত।

ইয়া রব না জরুরত কে সিওয়া কুছ কভী বোলো!
আল্লাহ যবাঁ কা হো আতা কুফ্‌লে মদীনা।
বক বক কি ইয়ে আ'দত না সরে হাশর ফাঁসা দেয়
আল্লাহ যবাঁ কা হো আতা কুফ্‌লে মদীনা।
হার লফয কা কিস তারহা হিসাব আহ! মে দোঙ্গা
আল্লাহ যবাঁ কা হো আতা কুফ্‌লে মদীনা।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৯৩ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

অহেতুক কথার বিভিন্ন ক্ষতি

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আমরা অহেতুক কথাবার্তার তিরস্কার সম্পর্কে শুনেছি। মনে রাখবেন! চিন্তা ভাবনা ছাড়া যখন যা মুখে আসে

www.dawateislami.net

বলে দেয়াতে ভয়ঙ্কর পরিণতির কারণ হতে পারে এবং **আল্লাহ পাকের** সর্বদা অসন্তুষ্টির কারণও হতে পারে। নিঃসন্দেহে মুখের কুফ্‌লে মদীনা লাগানো অর্থাৎ নিজেকে অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা থেকে বাঁচানোতেই নিরাপত্তা নিহিত, কেননা যারা বেশি কথা বলে, সাধারণত তারা ভুলও (Mistakes) বেশি করে, গোপন (Secret) বিষয়ও ফাঁস করে দেয়। গীবত ও চোখলখোরী এবং অপরের দোষ খোঁজার ন্যায় গুনাহ থেকে বাঁচাও এরূপ ব্যক্তির জন্য অনেক কঠিন হয়ে যায়, বরং অহেতুক কথা বলায় অভ্যস্তরা অনেক সময় مَعَاذَ الله কুফরী বাক্যও বলে দেয়। আসুন! অহেতুক কথার কয়েকটি ক্ষতি সম্পর্কে শ্রবণ করি:

(১) নিজের সম্মান নষ্ট করে দেয়:

এটি একটি বাস্তবতা যে, নিরবতা অবলম্বন করাতে অপমানিত ও লজ্জিত হওয়ার সম্ভাবনা অনেক কম হয়ে থাকে, আর বাচালদের (বেশি কথা বলা ব্যক্তি) ভুলের কারণে প্রায়ই ক্ষমা চাইতে হয় এবং অন্তরে এরূপ অনুশোচনাও থাকে যে, যদি এমতাবস্থায় কিছু না বলতাম, তবে ভাল হতো, যেহেতু আমার বলার কারণে আরেকজন আমাকে কড়া কড়া শুনিয়ে মানুষের সামনে অপমান করলো, যার কারণে আমার সম্মানও নষ্ট হয়ে গেলো। এভাবে অহেতুক কথা বলা ব্যক্তি নিজের সম্মানকে নষ্ট করে দেয়। হযরত সায়্যিদুনা মুহাম্মদ বিন নসর হারসী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ থেকে বর্ণিত: বেশি কথা বলাতে প্রভাব (Dignity) নষ্ট হয়ে যায়। (আল মুওসুআতু লি ইবনে আবীদ দুনিয়া, নম্বর-৭, ৬০/৫২) সত্য বলতে কি, বলে অনুশোচনা করার চেয়ে, না বলেই অনুশোচনা করা উত্তম, কেননা যারা সর্বদা বকবক করতে থাকে তারা বিপদেও ফেঁসে যায়।

www.dawateislami.net

ইয়া ইলাহী! ফালতু বাতোঁ কি আ'দত দুর হো,
কাশ! লব পর কোয়ীভি জারি না হো বে জা কালাম।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ২৪৬ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(২) অশ্লীল কথা বলেঃ

অহেতুক কথা বলার একটি ক্ষতি এটাও যে, এরূপ ব্যক্তি এক পর্যায়ে অশ্লীল ও নির্লজ্জ কথাবার্তাও বলতে থাকে, যা খুবই মন্দ কাজ এবং কোন মুসলমানের এরূপ কথাবার্তা বলা শোভা পায় না, কেননা হাদীসে পাকে বর্ণিত রয়েছেঃ মুমিন দোষ অন্বেষণকারী, অভিশাপ প্রদানকারী, অশ্লীল কথা এবং নির্লজ্জ হয় না। (তিরমিযী, ৩/৩৯৩, হাদীস নং-১৯৮৪) এ দ্বারা ঐ লোকেরা শিক্ষা অর্জন করুন, যারা নিজের বন্ধুদের সাথে বসে অশ্লীল ও নির্লজ্জ কথাবার্তা বলে নিজের আখিরাত ধ্বংস করে দেয়।

(৩) গীবত এবং ও বিবাদে লিপ্ত হয়ে যায়ঃ

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! অহেতুক কথাবার্তা এবং অহেতুক প্রশ্নাবলী সাধারণত গীবত ও ঝগড়া বিবাদের কারণও হয়ে যায়, যদি কোন সঠিক উদ্দেশ্যে কোন কথা জিজ্ঞাসা করা হয় তবে সমস্যা নাই, কিন্তু সাধারণত প্রশ্নাবলীর সঠিক কোন উদ্দেশ্য থাকে না বরং অযথাই জিজ্ঞাসা করা হয়ে থাকে, যেমন; কারো কোন জিনিস দেখলো তবে জিজ্ঞাসা করতে বসে যায় যে, এটি কত দিয়ে কিনেছো? কোথা থেকে কিনেছো? এর গ্যারান্টি কত দিনের? মনে রাখবেন! বিনা কারণে এই কথাগুলো জিজ্ঞাসা করা অহেতুক কথাবার্তায় গন্য করা হয় এবং

আখিরাতে এর হিসাব দিতে হবে। অনেক সময় এই প্রশ্নাবলী থেকে গীবত, চোগলখোরী এবং ঝগড়া বিবাদের দরজা খুলে যায়, যেমন; কেউ ভাড়ায় ঘর নিলো তখন প্রশ্ন হয় যে, কত রুমের? ভাড়া কত? বাড়ির মালিক কেমন? মালিক ও বাড়ি সম্পর্কে এই প্রশ্নাবলী খুবই বিপদজনক হয়ে থাকে, এর উত্তর সাধারণত শরীয়তের বিনা অনুমতিক্রমে কিছুটা এরূপ গুনাহেভরা হয়ে থাকে যে, আমাদের বাড়ির মালিক অনেক কড়া মেজাজের, নির্দয়, ভাড়া দিতে একদিনও দেরী হলে সহ্য করে না। মনে রাখবেন! এসব গীবতের অধীনেই আসে এবং কোন মুসলমানের গীবত করা মানে নিজেকে ধ্বংসে লিপ্ত করে দেয়া, সুতরাং **গীবত কি তাবাকারিয়াঁ** এর ২৬ পৃষ্ঠায় রয়েছে: ᴋ গীবত ঈমানকে কর্তন করে দেয় ᴋ গীবত মন্দ মৃত্যুর কারণ ᴋ অধিকহারে গীবতকারীর দোয়া কবুল হয়না ᴋ গীবতের কারণে নামায রোযার নূরানিয়্যত চলে যায় ᴋ গীবতের কারণে নেকী সমূহ নষ্ট হয়ে যায় ᴋ গীবত নেকী সমূহকে জ্বালিয়ে দেয় ᴋ গীবতকারী যদি তাওবাও করে নেয় তবুও সব শেষে জান্নাতে প্রবেশ করবে, মোটকথা গীবত কবীরা গুনাহ, অকাট্য হারাম এবং জাহান্নামে নিক্ষেপকারী কাজ।

(৪) কুফরী বাক্য বলে দেয়:

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! বর্তমান যুগে ইলমে দ্বীনের সল্পতার কারণে কতিপয় ইসলামী বোনকে দেখা যাচ্ছে যে, যা মুখে আসে বলে দিচ্ছে, মুহুর্ত পরিমানও ভাবছে না যে, আমি কি বলছি? অহেতুক কথাবার্তা বলার এই অভ্যাস না বলার কথাও বলিয়ে দিচ্ছে এবং অনেকসময় বান্দা নিজের মুখ থেকে কুফরী বাক্য বের করে নিজের

www.dawateislami.net

সবচেয়ে মূল্যবান সম্বল ঈমান হারিয়ে ফেলছে, কিন্তু তার কোন খবর নেই যে, সে আর মুসলমান নাই আর তার বিয়েও ভেঙ্গে গেছে, অনেক লোক তো খুবই অনুভূতিহীন হয়ে থাকে, কথায় কথায় অযথা এরূপ সর্মথন নেয় যে, "কি ভাই! ঠিক বলেছি না! আমি ভূল তো বলছি না!" "কি মনে হয় আপনার?" এখন কথা যতই অনুপযুক্ত হোক না কেন, কিন্তু না চাইতেও হ্যাঁ তে হ্যাঁ মিলিয়ে মিথ্যা বলার গুনাহ করতে হয়, অনুরূপভাবে অহেতুক বকবককারী ব্যক্তি কখনো তো পথভ্রষ্টকারী কথা বরং مَعَاذَ الله কুফরী বাক্য বলেও অভ্যাস বশত সমর্থন গ্রহণ করে থাকে আর এরূপ বাক্য যেমন; "কি ভাই ঠিক বলেছি না?" বলে অপরের কাছ থেকে হ্যাঁ সুচক সর্মথন নিয়ে অনেকসময় তারও ঈমান নষ্ট করে দেয়! কেননা স্বজ্ঞানে কুফরী বাক্যকে সর্মথন করাও কুফরী। কুফরী বাক্য সম্পর্কে আরো বিস্তারিত ও গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞানার্জনের জন্য শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর বিশ্ববিখ্যাত কিতাব **"কুফরিয়্যা কালেমাত কে বারে মে সাওয়াল জাওয়াব"** অধ্যয়ন করা খুবই উপকারী।

ইয়া রব! না জরুরত কে সিওয়া কভী কুছ বোলোঁ
আল্লাহ যবাঁ কা হো আতা কুফ্‌লে মদীনা।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৯৩ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! মনে রাখবেন! অহেতুক কথাবার্তা সর্বদিক দিয়েই নিন্দার উপযুক্ত। এসম্পর্কে ইমাম গাযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: এতে অনুপকারী কথাও অন্তর্ভূক্ত এবং ঐ কথাও যা উপকারী কিন্তু প্রয়োজনের অতিরিক্ত, কেননা উপকারী কথাকে অল্প কথায়ও ব্যক্ত

করা যায় এবং বানিয়ে বানিয়ে আর বারবার একই কথা বলেও ব্যক্ত করা সম্ভব। যখন একটি বাক্য দ্বারা নিজের উদ্দেশ্যকে ব্যক্ত করা যায়, তারপরও দু'টি বাক্য ব্যক্ত করা অহেতুক অর্থাৎ প্রয়োজনের অতিরিক্ত হবে এবং এটাও নিন্দনীয়। (ইহইয়াউল উলুম, ৩/১৪১) সুতরাং জিহ্বার নিরাপত্তার জন্য অহেতুক কথাবার্তা থেকে বেঁচে থাকা খুবই জরুরী, আমাদের বুযুর্গানে দ্বীনেদের رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن প্রতিটি মুহূর্ত **আল্লাহ পাকের** যিকিরে অতিবাহিত হতো, কিন্তু তারপরও ঐ নেক লোকেরা জিহ্বার কিরূপ নিরাপত্তা বিধান করতেন, আসুন! এ সম্পর্কে ঐ ব্যক্তিত্বদের বাণী সমূহ শ্রবণ করি:

যেনো এটি অহেতুক কথা না হয়

- আমিরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللهُ عَنْهُ কথাবার্তা বলা থেকে বাঁচতে নিজের মুখে পাথর খন্ড রাখতেন এবং নিজের জিহ্বার দিকে ইঙ্গিত করে বলতেন: এটিই হচ্ছে ঐ বস্তু, যা আমাকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে গেছে।
- এক সাহাবী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: এক ব্যক্তি আমার সাথে কোন কথা বললে, তার উত্তর দেয়া আমার এতো বেশি কাম্য ও পছন্দনীয় হয় যে, যতটুকু একজন পিপাসার্ত ব্যক্তিকে ঠান্ডা পানিতেও হয় না, কিন্তু আমি এই ভয়ে এর উত্তর দিই না যে, যেনো এটা অহেতুক কথা না হয়ে যায়। (ইহইয়াউল উলুম, ৩/৩৪৮)
- হযরত সায়্যিদুনা মুসা বিন আলী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: বনী ইসরাঈলের এক প্রাদ্রীর (অর্থাৎ দুনিয়ার প্রতি উদাসীন হয়ে ইবাদতে লিপ্ত ব্যক্তি) উক্তি হচ্ছে যে, মহিলার সৌন্দর্য্য হলো লজ্জা এবং বুদ্ধিমানের সৌন্দর্য্য হলো চুপ থাকা। (এক চুপ শত সুখ, ১৬ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

❖ হযরত সায়্যিদুনা রুবাই বিন হায়সিম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বিশ বছর পর্যন্ত দুনিয়াবী কথাবার্তা বলেননি। যখন সকাল হতো তখন সাথে কালি, কাগজ ও কলম রাখতেন এবং যা কথাবার্তা বলতেন তা লিখে নিতেন অতঃপর সন্ধ্যায় নিজের নফসের হিসাব নিতেন।

(ইহইয়াউল উলুম, ৩/৩৩৮)

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আপনারা শুনলেন তো! আমাদের বুযুর্গানে দ্বীনদের নিকট জিহ্বার কিরূপ গুরুত্ব ছিলো যে, এই নেক লোকেরা প্রতি মুহূর্তে যিকির ও দরূদ দ্বারা অতিবাহিত করার পরও অহেতুক কথা থেকে বাঁচার জন্য মুখে পাথর (Stone) রাখতেন এবং কোন কথা বললে তা লিখে নিতেন আর সন্ধ্যায় এসম্পর্কে চিন্তাভাবনা করতেন। বর্তমান যুগে এই ঝলক আমাদের শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর মাঝে পরিলক্ষিত হয়, তিনি دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه শুধু নিজেই এই বুযুর্গদের শিক্ষার প্রতি আমলকারী নয় বরং তাঁর তরবিয়তের ফয়েযপ্রাপ্ত লাখো মানুষও হিদায়তের পথে পরিচালিত। শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه আমাদেরকে জিহ্বার নিরাপত্তা সম্পর্কে কয়েকটি মাদানী ইনআমাত প্রদান করেছেন, যেমন; এক মাদানী ইনআমে বলেন: আজকে আপনি কারো কাছে এমন অপ্রয়োজনীয় প্রশ্নাবলীতো জিজ্ঞাসা করেননি যেগুলোর মাধ্যমে মুসলমানেরা অধিকাংশ সময় মিথ্যা বলার মত কবীরা গুনাহে লিপ্ত হয়ে যায়? (যেমন: অনর্থক প্রশ্ন করা, আপনার কি আমাদের খাবার পছন্দ হয়েছে? ইত্যাদি)। এক মাদানী ইনআমে রয়েছে: আজকে আপনি (ঘরে কিংবা বাইরে) কারো বিরুদ্ধে অপবাদতো দেননি? কারো নামতো বিকৃত করেননি? কাউকে গালিগালাজতো

www.dawateislami.net

করেননি? এভাবে এক মাদানী ইনআমে রয়েছে: আপনি কি আজ মিথ্যা, গীবত, চুগলখোরী, হিংসা, অহংকার এবং ওয়াদাভঙ্গ করা ইত্যাদি থেকে বিরত থাকার ক্ষেত্রে সফল হয়েছেন? এক মাদানী ইনআমে রয়েছে: আপনি কি আজ মুখের কুফ্‌লে মদীনা লাগিয়ে অপ্রয়োজনীয় কথা বলা থেকে বাঁচার অভ্যাস গড়ার জন্য কিছু না কিছু ইশারায় এবং কমপক্ষে ১২ বার লিখে কথাবার্তা বলেছেন?

ভাবুন! বর্ণনাকৃত মাদানী ইনআমাতের মধ্যে একটি জিহ্বার নিরাপত্তা সম্পর্কিত কতইনা গুরুত্বপূর্ণ মাদানী উপহার দেয়া হয়েছে। আমাদেরও অহেতুক কথাবার্তা করা থেকে পিছু ছাড়াতে এবং নিরবতার অভ্যাস গড়তে প্রতিদিন কমপক্ষে ১২ বার লিখে কথাবার্তা বলা উচিৎ, যদি চেষ্ট করা হয় তবে ধীরে ধীরে অভ্যাস হয়ে যাবে, কিন্তু লিখে কথাবার্তা করার সময় এই বিষয়ের প্রতি খুবই সজাগ থাকা আবশ্যক যে, যেনো সেই কথাও অহেতুক না হয়, কেননা অহেতুক কথাবার্তা লিখেও করা নিষেধ।

আল্লাহ পাক আমাদেরকে অহেতুক কথা বলা থেকে বাঁচার তৌফিক দান করুক এবং নিজের জিহ্বাকে যিকির ও দরূদ দ্বারা সতেজ রাখার সৌভাগ্য নসীব করুক। اٰمِين بِجَاہِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

বাঁচে বে কার বা'তোঁ সে, পড়ে এ্যায় কাশ কসরত সে
তেরে মাহবুব পর হার দম দরূদে পাক হাম মওলা
হামারী ফালতো বা'তোঁ কি আ'দত দূর হো জায়ে
লাগায়েঁ মুসতাকিল কুফ্‌লে মদীনা লাব পে হাম মাওলা

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৯৯ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আরবী মাস জামাদিউল আখির সুবাস ছড়িয়ে যাচ্ছে, এই মাসের ১০ তারিখ হযরত তালহা বিন যুবাইর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এবং ১১ তারিখ হযরত যুবাইর বিন আওয়াম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর ওরস শরীফের দিন, আসুন ঐ উভয় হযরতে সাহাবা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর জীবন কর্মের কিছু ঝলক শ্রবণ করার সৌভাগ্য অর্জন করি।

হযরত তালহা বিন উবাইদুল্লাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর জীবন কর্ম

হযরত তালহা বিন উবাইদুল্লাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর অন্যতম সাহাবাগণের মধ্যে একজন। তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ মুহাজির সাহাবায়ে কেরামগণের عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ মক্কা শরীফ থেকে মদীনা শরীফে হিজরত করেন। (তারীখে মদীনা দামেস্ক নং ২৯৮৩ তালহাতু বিন উবাইদুল্লাহ ২৫ / ৬৬) তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ ঐ দশ সৌভাগ্যবান সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে একজন যাদের ব্যাপারে **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم দুনিয়ার মধ্যেই আপন পবিত্র যবানে জান্নাতী হওয়ার সুসংবাদ দিয়েছেন। তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কে **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তালহাতুল খায়র, তালহাতুল ফায়্যায এবং তালহাতুল জুদ ইত্যাদি উপাধি দ্বারা ধন্য করেছেন। (আল মুজামুল কবীর, ১/১১২ হাদীস ১৯৭) তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ ঐ ব্যক্তি যিনি আপন বাচ্চার নাম আম্বিয়ায়ে কেরাম عَلَیۡہِمُ الصَّلٰوۃُ وَ السَّلَام এর নাম মোবারকের সাথে মিলিয়ে রাখতেন। তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ একজন সফল ব্যবসায়ী ছিলেন এবং ইসলাম কবুল করার পর তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ নিজের জান ও সম্পদ ইসলামের জন্য উৎসর্গ করে দেন। তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এতো বড় দানশীল ছিলেন যে, একবারই (৪) চার লক্ষ দিরহাম এবং একবারই (৭) সাত লক্ষ দিরহাম আল্লাহ পাকের রাস্তায়

www.dawateislami.net

দান করেন। (আত তাবকাতুল কোবরা লি ইবনে সাদ, নং ৪৭ তালহাতু বিন উবাইদুল্লাহ ৩/১৬৫, আয যুহদু লিল ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, আখবারু তালহাতু বিন উবাইদুল্লাহ, বিন হাদীস ৭৮৩, ১৬৮পৃষ্ঠা) তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ প্রত্যেক যুদ্ধে প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সাথে অংশ গ্রহণ করেন। হযরত আল্লামা বদর উদ্দীন আইনি رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন, তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে সর্বমোট (৩৮) আটত্রিশটি হাদীসে মোবারকা বর্ণিত হয়েছে, তা থেকে তিনটি হাদীস বুখারী শরীফে এবং চারটি হাদীস মুসলিম শরীফে বর্ণিত রয়েছে। তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ ৩৪ হিজরীতে একটি তীরের আঘাতে আঘাত প্রাপ্ত হন এবং ঐ আঘাতেই তাঁর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ শাহাদাত হয়।

মাওলা আলী শেরে খোদার رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ দুঃখ প্রকাশ

আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা আলীউল মুরত্বাযা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ যখন হযরত তালহা বিন উবাইদুল্লাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর শাহাদাতের সংবাদ পেল তখন তাড়াতাড়ি জাসদে খাকির নিকট তাশরীফ নিয়ে গেলেন, বাহন থেকে নামার পর হযরত তালহা বিন উবাইদুল্লাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ নিকট গিয়ে বসে গেলেন এবং তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ নূরানী চেহারা হতে ধূলাবালি পরিষ্কার করে ভরাক্রান্ত হৃদয়ে এভাবে আরয করলেন, হায় আফসোস! এই দিন দেখার বিশ বছর পূর্বে যদি আমি দুনিয়া থেকে চলে যেতাম। (তারিখে মদীনা দামেস্ক, নং ২৯৮৩ তালহাতু বিন উবাইদুল্লাহ ২৫/১১৫, আল মুজামুল কবীর, হাদীস ২০২/১১৩)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

হযরত যুবাইর বিন আওয়াম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর পরিচিতি

www.dawateislami.net

হযরত যুবাইর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ **প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর ফুফি হযরত সূফিয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর সন্তান এই আত্মীয়তার বন্ধনে শাহেনশাহে মদীনা হুযুর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ফুফাতো ভাই হয়, হযরত সায়্যিদা খাদিজা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর ভাতিজা এবং আমীরুল মুমিনীন হযরত আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর জামাতা তাঁর সম্মানিত আম্মাজানের উত্তম প্রশিক্ষণের দ্বারাই তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ ছোটবেলা থেকেই উচ্চাকাঙ্ক্ষী এবং খুব দুঃসাহসী যোদ্ধা ছিল তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ মাত্র ১৬ বছর বয়সেই ইসলাম কবুল করেন অথচ ঐ সময় তখন ছয় বা সাত জনই ইসলাম কবুল করেছিলেন তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ পরবর্তী হয়েও পূর্ববর্তীগণের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ আল্লাহর রাস্তায় দুইবার হিজরত করেন তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ হাবশায় হিজরতকারী প্রথম কাফেলার মধ্যে সবচেয়ে কম বয়সী মুহাজির ছিলেন **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কে খন্দক যুদ্ধের দিন "হাওয়ারী" (একনিষ্ঠ ও প্রাণ প্রিয় বন্ধু) পদবীতে ভূষিত করেন তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ আশরায়ে মুবাশ্শারা অর্থাৎ ঐ দশজন সৌভাগ্যবান সাহাবায়ে কেরামগণ عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان মধ্যে অন্তর্ভুক্ত যাদেরকে প্রিয় নবী জান্নাতী হওয়ার সুসংবাদ শুনিয়েছেন। (কারামাতে সাহাবা ১২০) তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ ঐ সাহাবী যিনি নূর নবী রাসূলে আরবী হুযুর পূরনূর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর হিফাযত ও রক্ষণা - বেক্ষণের ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম তরবারী উঠানোর সৌভাগ্য লাভ করেন। (হিলয়াতুল আউলিয়া নং ২, আয্ যুবাইর বিন আওয়াম, ১/১৩২ হাদীস ২৮০) আমিরুল মুমিনীন হযরত ওমর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন, হযরত যুবাইর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ ইসলামের স্তম্ব সমূহের মধ্যে থেকে একটি স্তম্ব। (আর রিয়াদুর নাদ্বারা, আল বাবুস সাদেস, আল ফসলুছ ছানী ফি যিকরে শাহাদাতে ওমর,

www.dawateislami.net

২/২৮২) প্রিয় নবী হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন, তালহা এবং যুবাইর জান্নাতের মধ্যে আমার প্রতিবেশী হবে। (তারিখে মদীনা দামেস্ক, যিকরে মিন ইসমিহিয যুবাইর ইবনিল আওয়াম, ১৮/৩৯১) তিনি উষ্ঠীর যুদ্ধ হতে উদাস হয়ে পুনরায় তাশরীফ নিয়ে যাচ্ছিছিলেন, পথিমধ্যে আমর বিন জারমুয তাঁকে ধোঁকা দিয়ে শহীদ করে দিলেন শাহাদাতের সময় তিনি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ পবিত্র বয়স চৌষট্টি বছর ছিল ৩৬ হিজরী সনে সাফওয়ান নামক স্থানে তাঁর শাহাদাত হয়। (কারামাতে সাহাবা ১২০)

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! হযরত তালহা এবং হযরত যুবাইর رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا জান্নাতী হওয়ার যামানত (গ্যারান্টি) পাওয়ার পরও সারা জীবন আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য অতিবাহিত করেন, দ্বীন ইসলামের জন্য এমন কোরবানী দিয়েছেন যা কিয়ামত পর্যন্ত মুসলমানদের জন্য দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। ঐ হযরত গণের কর্মকান্ড থেকে আমাদের গুনাহ থেকে বাঁচার, নেকী করার, দুনিয়ার প্রতি অনাসক্ত হওয়ার এবং পরকালের ভাবনায় বিভোর থাকার মাদানী চিন্তা ধারা লাভ করা যায়, আর এটা নয় কিন্তু তাঁদের জীবনের প্রতিটি মূহুর্ত আমাদের আল্লাহর সন্তুষ্ট অর্জনের জন্য প্রাণ ও সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় কোরবান করে দেয়ার মতো দাওয়াত দিচ্ছি। অলসতা ছাড়ো এবং সাহাবায়ে কেরাম ও পবিত্র সাহাবীয়া رَضِیَ اللهُ عَنْهَا এর কর্মকান্ডের উপর আমল করেই পৃথিবীর এই সংক্ষিপ্ত জীবনের মধ্যে নেকীর এমন ভান্ডার গড়ার চেষ্টায় লেগে যান যা পরকালের বাকী জীবনের জন্য সর্বদা কাজে আসবে। হায় আফসোস! আমরা সাহাবায়ে কেরাম ও পবিত্র সাহাবীয়া رَضِیَ اللهُ عَنْهَا এর কর্মকান্ডের উপর আমলকারী হয়ে গিয়ে এবং সারা জীবন নেকী

www.dawateislami.net

করে এবং আপন রবের গোপন শাস্তিকে ভয় করার মাধ্যমে অতিবাহিত করব।

মুখতাচার সী যিন্দাগী হে বেহনো! নেকীয়া কীজিয়ে না গাফলাত কীজিয়ে
গির রেযায়ে মোস্তাফা দরকার হে, সুন্নাতো কি খুব খেদমদ কীজিয়ে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

কথাবার্তা বলার আদব

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আসুন! শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর রিসালা **"১০১ মাদানী ফুল"** থেকে কথাবার্তা বলার সুন্নাত ও আদব শ্রবণ করি: ☆ মুচকি হেসে ও উৎফুল্লতার সাথে কথাবার্তা বলুন। ☆ মুসলমানের মন খুশি করার নিয়্যতে ছোটদের সাথে স্নেহভরা এবং বড়দের সাথে শ্রদ্ধার ভাব রাখুন। ☆ চিৎকার করে কথাবার্তা বলা থেকে সর্বোচ্চ সতর্ক থাকুন। ☆ চাই একদিনের বাচ্চাও হোক না কেন, ভাল ভাল নিয়্যতে তাদের সাথেও আপনি করে কথাবার্তা বলার অভ্যাস করুন আপনার চরিত্রও উত্তম হবে সাথে সাথে বাচ্চাও ভদ্রতা শিখবে। ☆ কথাবার্তা বলার সময় লজ্জা স্থানে হাত লাগানো, আঙ্গুলের মাধ্যমে শরীরের ময়লা পরিষ্কার করা, অপরের সামনে বারবার নাক স্পর্শ করা কিংবা নাকে বা কানে আঙ্গুল প্রবেশ করা, থুথু ফেলতে থাকা ভাল অভ্যাস নয়। ☆ যতক্ষণ দ্বিতীয় ব্যক্তি কথা বলবে মনোযোগ সহকারে শুনুন, কথা কেটে কথা বলা থেকে

বাঁচুন, তাছাড়া কথাবার্তা বলার সময় অট্টহাসি দেওয়া থেকে বিরত থাকুন, কেননা অট্টহাসি দেয়া সুন্নাত দ্বারা প্রমাণিত নয়। কথা বলার সময় সর্বদা মনে রাখবেন যে, বেশি কথা বলাতে প্রভাব নষ্ট হয়ে যায়। ☆ কারো সাথে যখন কথাবার্তা বলা হয়, তখন সঠিক উদ্দেশ্যও থাকা চাই এবং সর্বদা শ্রোতার যোগ্যতা ও মানসিকতা অনুযায়ী কথাবার্তা বলা উচিত। ☆ অশ্লীল কথাবার্তা থেকে সর্বদা দূরে থাকুন, গালি গালাজ থেকে বিরত থাকুন এবং মনে রাখবেন যে, কোন মুসলমানকে শরীয়তের অনুমতি ছাড়া গালি দেওয়া অকাট্য হারাম। (ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ২১/১২৭) এবং অশ্লীল কথাবার্তা কারীর জন্য জান্নাত হারাম। **হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: ঐ ব্যক্তির জন্য জান্নাত হারাম, যে অশ্লীল কথাবার্তার মাধ্যমে কাজ আদায় করে।

(কিতাবুস সামত মাআ মাওসূআতুল ইমাম ইবনে আবিদ দুনিয়া, ৭/২০৪, হাদীস নং- ৩২৫)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

এভাবে হাজারো সুন্নাত শিখার জন্য মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ২টি কিতাব, বাহারে শরীয়ত ১৬তম অংশ ৩১২ পৃষ্ঠা, ১২০ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব সুন্নাত আওর আদব। আমীরে আহলে সুন্নাত এর দুটি রিসালা **"১০১ মাদানী ফুল"** এবং ৪৩ পৃষ্ঠা সম্বলিত **"১৬৩ মাদানী ফুল"** উপযুক্ত মূল্যে সংগ্রহ করে পাঠ করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

বয়ানঃ ৭

প্রত্যেক মুবাল্লিগা বয়ান করার পূর্বে কমপক্ষে তিনবার পাঠ করুন

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

দরূদ শরীফের ফযীলত

সুলতানে দো'জাহান, প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিনে ও বৃহস্পতিবার রাতে একশত (১০০) বার দরূদ শরীফ পাঠ করবে, **আল্লাহ পাক** তার একশটি (১০০) অভাব পূর্ণ করবেন, সত্তরটি (৭০) আখিরাতের এবং ত্রিশটি (৩০) দুনিয়ার আর **আল্লাহ পাক** একজন ফিরিশতা নিযুক্ত করে দিবেন, যে সেই দরূদে পাককে আমার কবরে এভাবে পৌঁছাবে, যেভাবে তোমাদেরকে উপহার পেশ করা হয়, নিঃসন্দেহে আমার ইলম (জ্ঞান) আমার ওফাতের পরও তেমনি থাকবে, যেমনটি আমার জীভদ্দশায় রয়েছে।" **(জমউজ জাওয়ামেয়ে লিস সুয়ুতী, ৭/১৯৯, হাদীস নং-২২৩৫৫)**

হে করম হি করম কে সুনতে হে! আপ খোশ হো কর কে বারবার দরূদ।

(যওকে নাত ৮৭ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি এবং সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রথমে ভালো ভাল নিয়্যত করে নিই। **প্রিয় নবী, হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهٖ" মুসলমানের নিয়্যত

www.dawateislami.net

তার আমল অপেক্ষা উত্তম। (মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস ৫৯৪২)

মাসআলা: নেক ও জায়িয কাজে যত বেশি ভালো নিয়্যত, সাওয়াবও তত বেশি।

বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নিয়্যতের মাঝে পরিবর্তন করা যেতে পারে। দৃষ্টিকে নত রেখে গভীর মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো। হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে **ইলমে দ্বীনের** সম্মানার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো। প্রয়োজনে সংকুচিত হয়ে ও সামনে এগিয়ে অন্য ইসলামী বোনদের জন্য জায়গা প্রসারিত করবো। ধাক্কা ইত্যাদি লাগলে ধৈর্যধারণ করবো, ধমকানো, ঝগড়া করা বা বিশৃংখলা করা থেকে বেঁচে থাকবো। تُوْبُوْا اِلَى الله! ,اُذْكُرُ الله! ,صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীনীর মনতুষ্টির জন্য নিম্নস্বরে উত্তর প্রদান করবো। ইজতিমার পর নিজেই আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করবো। বয়ানের সময় অযথা মোবাইল ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকবো, বয়ান রেকর্ড করবো না এবং এমন কোন প্রকার আওয়াজ করবো না যার অনুমতি নেই। যা কিছু শুনবো, তা শুনে এবং বুঝে এর উপর আমল করবো আর তা পরে অপরের নিকট পৌঁছিয়ে নেকীর দাওয়াতকে প্রসার করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আজ আমাদের বয়ানের বিষয় হচ্ছে "উদাসীনতার পরিণাম" এই বয়ানে আমরা উদাসীনতার ব্যাপারে ঘটনাবলী, তা থেকে অর্জনকৃত পয়েন্ট এবং উপদেশ শ্রবণ করব।

www.dawateislami.net

উদাসীনতার দ্বারা ইহকাল ও পরকালের ক্ষতি সম্মুখীন, উদাসীনতার কারণ এবং এ থেকে বাঁচার পদ্ধতিও শ্রবণ করব। হায় আফসোস! আমাদের যদি সম্পূর্ণ বয়ান ভালো ভালো নিয়্যতে এবং পরিপূর্ণ মনযোগ সহকারে শ্রবণ করার সৌভাগ্য হয়ে যেতো, আসুন! সর্বপ্রথম একটি ঘটনা শ্রবণ করি।

উদাসীনতার পরিণাম

কুফার বিচারক মুহাম্মদ বিন গাসসান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: কোরবানীর ঈদের দিন আমি আমার আম্মাজানের খেদমতে উপস্থিত হলাম, তখন আমি সেখানে ফাঁটা পুরোনো ময়লাযুক্ত পোশাক পরিহিত অবস্থায় একজন বৃদ্ধাকে দেখলাম। তার কথা বলার ধরণ আমার খুবই ভাল লাগলো। আমি আমার আম্মাজানকে জিজ্ঞাসা করলাম: এই মহিলা কে? তিনি বললেন: তোমার খালা আ'নিয়া, যে হারূনুর রশীদের ওযীর জাফর বিন ইয়াহইয়া বরমকীর মা। আমি তাকে সালাম করলাম, তখন তিনি আমার সালামের উত্তর দিলেন। আমি তার সম্পর্কে জানতে চাইলাম এবং জিজ্ঞাসা করলাম: তার এই অবস্থা কিভাবে হলো? তখন তিনি বললেন: আমি **উদাসীনতা**র জীবন অতিবাহিত করেছি এবং সময় নষ্ট করাতে লিপ্ত ছিলাম, তখন যুগ আমার কাছ থেকে ফিরে গেলো, আমি বললাম: নিজের শান ও শওকতের কোন ঘটনা শুনান। বলতে লাগলো: অবশ্যই! একটি ছোট্ট ঘটনা শুনাচ্ছি, এ থেকে আমার শান ও শওকতের অনুমান করে নিও, আজ থেকে তিন বছর পূর্বে কোরবানীর ঈদে আমার নিকট চারশত উটনী ছিলো। আমার ছেলে রীতি অনুযায়ী আমার নিকট অলঙ্কারাদী এবং পোশাক ইত্যাদী ছাড়াও এক হাজার

www.dawateislami.net

চারশত ছাগলের মাথা এবং তিনশত ষাঁড়ের মাথা পাঠালো, এরপরও আমার মনে হলো যে, আমার সন্তান অবাধ্য এবং আজ এই অবস্থা যে, আমি তোমার নিকট দু'টি ছাগলের চামড়ার জন্য এসেছি, যেনো তা দ্বারা পোশাক বানাতে পারি। কাযী সাহেব বললেন: তার অধঃপতনের কাহিনী শুনে আমি অনেক দুঃখিত হলাম এবং আমার চোখে পানি এসে গেলো, তখন আমার নিকট যে দীনার ছিলো আমি তাকে তা উপহার স্বরূপ দিয়ে দিলাম। **(বাহরুদ দুমু, আল ফসলুস সাদেস আশরা, ১০৫ পৃষ্ঠা)**

নেহী দরকার ওহ খুশিয়াঁ, জু গাফলত কা বনে সা'মাঁ,
আতা কর আপনি উলফত আপনে পেয়ারে কা তু গম মাওলা।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৯৯ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

উদাসীনতার কারণ

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আসলেই যে ব্যক্তি দুনিয়াবী নেয়ামতের প্রতি আসক্ত, যে আখিরাত সম্পর্কে **উদাসীনতা**র বশবর্তী হয়ে যায়। **উদাসীনতা** গুনাহে লিপ্ত করে দেয়। **উদাসীনতা** নেকী সমূহ দূরে করে দেয়। **উদাসীনতা আল্লাহ পাকের** অসন্তুষ্টির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। **আল্লাহ পাক** আমাদেরকে দুনিয়ায় অসংখ্য নেয়ামত দান করেছেন। মর্যাদা সম্পন্ন স্থান এবং তার মসৃন রাশি রাশি কণাও নিয়ামত, উন্নাত মানের বাহনও মহান নিয়ামত, পিতামাতার জন্য সন্তানও নেয়ামত কিন্তু **মনে রাখবেন!** যেকোন দুনিয়াবী নেয়ামতে প্রয়োজনের অতিরিক্ত লিপ্ত হওয়া **উদাসীনতা** এবং ক্ষতির কারণ। যেমনটি ২৮তম পারার সূরা মুনাফিকুনের ৯ নম্বর আয়াতে **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন:

www.dawateislami.net

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُلْهِكُمْ اَمْوَالُكُمْ وَلَاۤ اَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ ؕ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ۝۹

(পারা ২৯, সূরা মুনাফিকুন, আয়াত ৯)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ হে ঈমানদারগণ! তোমাদের ধন-সম্পদ, না তোমাদের সন্তান-সন্ততি কোন কিছুই যেন তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ থেকে উদাসীন না করে; এবং যে কেউ তেমন করে, তবে ওই সমস্ত লোক ক্ষতির মধ্যে রয়েছে।

এই আয়াতে মোবারাকায় ঈমানদারদেরকে উপদেশ দেয়া হচ্ছে যে, হে ঈমানদারগণ! মুনাফিকদের ন্যায় তোমাদের সম্পদ এবং তোমাদের সন্তান সন্ততি যেনো তোমাদেরকে **আল্লাহ পাকের** স্মরণ থেকে উদাসীন করে না দেয় এবং যে এরূপ করবে, দুনিয়ার প্রতি আসক্ত হয়ে দ্বীনকে ভুলে যাবে, সম্পদের ভালবাসায় নিজের অবস্থার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করবে না আর সন্তানের খুশির জন্য আখিরাতের প্রশান্তি থেকে উদাসীন থাকবে তবে এরূপ লোকই ক্ষতির সম্মূখীন হবে, কেননা তারা নশ্বর দুনিয়ার পেছনে পড়ে আখিরাতের ঘরের অবিশ্বর নেয়ামতের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করলো না। **(খাযিন, আল মুনাফিকুন, ৯ নং আয়াতের পাদটিকা, ৪/২৭৪। মাদারিক, আল মুনাফিকুন, ৯ নং আয়াতের পাদটিকা, ১২৪৫ পৃষ্ঠা)**

আফসোস, শত কোটি আফসোস! আজকাল আমরা মুসলমানদের আমলী অবস্থা খুবই খারাপ হয়ে যাচ্ছে। সম্পদ আধিক্যের ধ্যানে মগ্ন এবং সম্পদ উপার্জনের জন্য আমরা বিভিন্ন দেশে তো যাই, কিন্তু কয়েক কদম দূরত্বে মসজিদে উপস্থিত হওয়াকে এড়িয়ে চলে, নিজের বাড়ির ডেকোরেশনের (Decoration) জন্য পানির ন্যায় টাকা খরচ করে, কিন্তু **আল্লাহ পাকের** পথে খরচ করতে দ্বিধাবোধ করে, এমনকি অনেকে ফরয হওয়ার পরও যাকাত আদায় করে না, সম্পদ বাড়ানোর জন্য বিভিন্ন পন্থা তো অবলম্বন করা হয় কিন্তু নেকীতে

www.dawateislami.net

বরকতের ব্যাপারে অলসতা অবলম্বন করে। **মনে রাখবেন!** এখনই সময়, **উদাসীনতা** থেকে জাগ্রত হয়ে দ্রুত তাওবা করে নিন, এমন যেনো না হয় যে, মৃত্যু হঠাৎই আলোকজ্জল কক্ষের আরামদায়ক বিছানা থেকে উঠিয়ে পোকা মাকড়ে ভরা অন্ধকার কবরে শুইয়ে দেবে অতঃপর চিৎকার করতে থাকবে যে, হে **মালিক**! আমাকে আবারো দুনিয়ায় পাঠাও, সেখানে গিয়ে অধিকহারে তোমার ইবাদত করবো, নিজের সমস্ত সম্পদ তোমার পথে বিলিয়ে দিবো, পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাআত সহকারে মসজিদের প্রথম সারিতে তাকবীরে উলা (প্রথম তাকবীর) সহকারে আদায় করবো, **মনে রাখবেন!** সেই সময়ের চিৎকার চেচামেচি কোন উপকারে আসবে না, কেননা কোরআনে পাকে এই ব্যাপারে পূর্ব থেকেই সতর্ক করে দিয়েছেন। যেমনটি ২৮তম পারার সূরা মুনাফিকুনের ১০ ও ১১ নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

وَ اَنْفِقُوْا مِنْ مَّا رَزَقْنٰكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ یَّاْتِیَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَیَقُوْلَ رَبِّ لَوْ لَاۤ اَخَّرْتَنِیْۤ اِلٰۤى اَجَلٍ قَرِیْبٍۙ فَاَصَّدَّقَ وَ اَكُنْ مِّنَ الصّٰلِحِیْنَ(۱۰) وَ لَنْ یُّؤَخِّرَ اللّٰهُ نَفْسًا اِذَا جَآءَ اَجَلُهَا ؕ وَ اللّٰهُ خَبِیْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ(۱۱)

(পারা ২৮, সূরা মুনাফিকুন, আয়াত ১০,১১)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ আর আমার প্রদত্ত (রিযিক্ব) থেকে কিছু আমার পথে ব্যয় করো এর পূর্বে যে, তোমাদের মধ্যে কারো নিকট মৃত্যু এসে পড়বে। অতঃপর বলতে থাকবে, 'হে আমার **রব**! তুমি আমাকে কিছু সময়ের জন্য কেন অবকাশ দিলে না? যাতে আমি দান-সাদকা করতাম এবং সৎকর্ম পরায়ণদের অন্তর্ভূক্ত হতাম! এবং কখনো **আল্লাহ** কোন প্রাণকে অবকাশ দেবেন না যখন তার প্রতিশ্রুতি (নির্ধারিত সময়) এসে পড়বে এবং তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে **আল্লাহ** জ্ঞাত।

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! মৃত্যুর সময় চোখ থেকে উদাসীনতার পর্দা উঠা যায় এবং সে সেই সময় খুবই আফসোস করে যে, আহ! আমি যদি আরেকটু সময় পেতাম এবং আমি নেক আমল করে নিতাম, আহ! আমি যদি আমার জীবন **উদাসীনতায়** অতিবাহিত না করতাম, আহ! আমি যদি রব তায়ালাকে সন্তুষ্ট করে নিতাম কিন্তু এখন অনুশোচনা করে কোন লাভ হবে না। সুতরাং বুদ্ধিমান সেই, যে নিজের জীবনে **উদাসীনতা** থেকে জাগ্রত থেকে নেকীর ভান্ডার জমা করে নেয় এবং সুন্নাতের মাদানী প্রদীপ কবরে সাথে নিয়ে যায় আর এভাবেই কবরে আলোকসজ্জার ব্যবস্থা করে নেয়, নয়তো **আল্লাহ পাক** এবং **তাঁর প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অসন্তুষ্টি, আফসোস ও অপদস্ততা করা ছাড়া কিছুই হাতে আসবে না।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সম্পদ বন্টন করারও সুযোগ পায়নি

মাকতাবাতুল মদীনার ৪১৭ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **"ইহইয়াউল উলুম কা খোলাসা"** এর ৩৮৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত রয়েছে; হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর বিন আব্দুল্লাহ মুযনী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: বনী ইসরাঈলে এক ব্যক্তি সম্পদ জমা করলো। যখন তার মৃত্যু সন্নিকটে এলো তখন সে সন্তানদের বলতে লাগলো: আমাকে আমার বিভিন্ন সম্পদ দেখাও, তখন তার নিকট অনেক ঘোড়া, উট এবং গোলাম আনা হলো। যখন সে এসব কিছু দেখলো তখন অনুতপ্ত হয়ে কাঁদতে লাগলো। মালাকুল মউত عَلَيْهِ السَّلَام তাকে কাঁদতে দেখে বললেন: কেন কাঁদছো? ঐ সত্ত্বার শপথ, যিনি তোমাকে সব কিছু দিয়েছেন! যতক্ষণ আমি তোমার রূহ

www.dawateislami.net

এবং দেহকে পরস্পর থেকে পৃথক করবো না, এখান থেকে যাবো না। সে বললো: আমাকে কিছুক্ষণ সময় দিন, আমি এই সম্পদ সমূহ বন্টন করে দিই। ফিরিশতা বললেন: এখন আর তোমাকে সুযোগ দেয়া হবে না, তুমি এই কাজ তোমার মৃত্যু আসার পূর্বেই কেন করোনি। অতঃপর মালাকুল মউত عَلَيْهِ السَّلَام তার রূহ কবয করে নিলেন।

মউত আ'কর হে রাহে গী ইয়াদ রাখ! জান জা কর হি রাহে গী ইয়াদ রাখ!
তেরি তা'কত তেরা ফন উহদা তেরা কুছ না কাম আ'য়ে গা সরমায়া তেরা
করলে তাওবা রব কি রহমত হে বড়ী কবর মে ওয়ারনা সাজা হোগী কড়ী

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৭১১-৭১২ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

অতুলনীয় অনুশোচনা

হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত ইমাম মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: হযরত শায়খ আবু আলী দাক্কাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: একদা একজন অনেক বড় **আল্লাহ**র ওলী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কঠিন রোগে আক্রান্ত হলেন, আমি তাঁর শশ্রুষার জন্য উপস্থিত হলাম, আমি তাঁর আশেপাশে তাঁর ছাত্রদের বসা দেখলাম, ঐ বুযুর্গ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কাঁদছিলেন, আমি আরয করলাম: হে শায়খ! আপনি কি দুনিয়ার জন্য কাঁদছেন? তিনি বললেন: না! বরং নামায কাযা হওয়ার দরুন কাঁদছি। আমি আরয করলাম: আপনি তো ইবাদত গুজার ব্যক্তি ছিলেন, আবার নামায কাযা কিভাবে হলো? বললেন: আমি যখনই নামায আদায় করেছি তখন তা আদায় করেছি অলসতার সহিত আর যখন সিজদা থেকে মাথা উঠিয়েছি তখন তা উঠিয়েছি উদাসীনতার সহিত আর এখন উদাসীন অবস্থাই মৃত্যু বরণ করছি। (মুকাশাফাতুল কুলুব, ২২ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

শুধুমাত্র দাবী করা হচ্ছে অহেতুক

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আপনারা শুনলেন তো! **আল্লাহ পাকের** নেক বান্দারা সর্বদা **আল্লাহ পাকের** স্মরণে সময় অতিবাহিতকারী এবং প্রতি মুহূর্তে আখিরাতের চিন্তায় বিভোর থাকার পরও নিজের ইবাদত ও রিয়াযতকে কোন প্রকার গুরুত্বই দিতেন না এবং **আল্লাহ পাকের** অমুখাপেক্ষীতার প্রতি ভীত হয়ে কান্নাকাটি করতেন কিন্তু আমরা উদাসীনদের অবস্থা হলো যে, প্রথমতঃ নেকীতো করিই না এবং যদি কোন নেকীর কাজ করেও নিই, যতক্ষণ পর্যন্ত দু-চারজন লোকের মুখ থেকে নিজের সুনাম না শুনি, শান্ত হতে পারি না, **আল্লাহ পাকের** নেককার বান্দারা গুনাহ থেকে নিরাপদ থাকার পরও সর্বদা তাঁর ভয়ে কাঁপতে থাকে এবং অশ্রু বিসর্জন দিতে থাকে কিন্তু আমরা উদাসীনরা দিনরাত নির্দিধায় গুনাহে লিপ্ত থাকার পরও এতটুকুও ভয় করিনা এবং ভাব এমন দেখাই যে, আমাদের মতো নেককার কেউ নাই। আমাদেরকেএই **উদাসীনতা** থেকে সজাগ করতে হযরত শকীক বলখী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: মানুষ তিনটি কথা শুধু মুখ থেকেই বলে কিন্তু এর বিরোধিতা করে। (১) বলে যে, আমরা **আল্লাহ পাকের** বান্দা, কিন্তু কাজ গোলামের মতো নয় স্বাধীনদের ন্যায় নিজের ইচ্ছা মতো করে থাকে। (২) বলে যে, **আল্লাহ পাকই** আমাদের রিযিকদাতা, কিন্তু তাদের মন দুনিয়া এবং দুনিয়াবী সম্পদ অর্জন করা ছাড়া শান্তই হয় না এবং তা তাদের উক্তির সম্পূর্ণ বিপরীত। (৩) বলে যে, একদিন আমাদের মরতে হবে কিন্তু এমন কাজ করে, যেনো তাদের কোনদিন মরতেই হবে না। **(মুকাশাফাতুল কুলুব, ৪৫ পৃষ্ঠা)**

www.dawateislami.net

হে ইহা সে তুঝ কো জা'না একদিন, কবর মে হোগা ঠিকানা একদিন,
মুহ খোদা কো হে দেখানা একদিন, আব না গাফলত মে গুনওয়ানা একদিন।
একদিন মরনা হে আ'খের মউত হে, করলে জু করনা হে আ'খের মউত হে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আজকাল আসলেই আমাদের অবস্থা এরূপ হয়ে যাচ্ছে যে, আমরা দুনিয়াবী সম্পদ অর্জনের জন্য তো অনেক প্রচেষ্টা চালাই কিন্তু আখিরাতের চিন্তা ভাবনা থেকে একেবারে উদাসীন থাকি, দিনরাত সম্পদশালী হওয়ার জন্য সোনালী স্বপ্ন তো দেখি, উন্নতমানের গাড়িতে ঘুরা, নিত্য নতুন ফ্যাশনে সজ্জিত হওয়ার চেষ্টা করে থাকি কিন্তু আমরা এটাও ভুলে যাই যে, একদিন আমাদেরকে মরতে হবে এবং এই রংবেরঙের দুনিয়াকে ছেড়ে খালি হাতে এখান থেকে যেতে হবে। কিন্তু আমাদের মধ্যে কারো জানা নেই যে, আমাদের মৃত্যু কবে আসবে, আজকের দিন আমাদের জীবনের শেষ দিন হবে নাকি আগামী রাতটিই আমাদের জীবনের শেষ রাত হবে, বরং আমাদের নিকট তো এরও জামানত নেই যে, একটির পর আরেকটি নিঃশ্বাস নিতে পারবো নাকি পারবো না? সম্ভবত যে নিঃশ্বাস আমরা টেনে নিয়েছি তাই শেষ নিঃশ্বাস, আরেকটি নিঃশ্বাস নেয়ার সুযোগই পাবো না। প্রত্যেকদিন এই সংবাদ পেতে থাকি যে, অমুক ব্যক্তি একেবারে সুস্থ ছিলো, তার এমন কোন রোগও ছিলো না, কিন্তু হঠাৎ হার্ট ফেল হয়ে মুহূর্তেই মৃত্যুর ঘাট পার হয়ে গেলো। আসুন! নিজেকে **উদাসীনতা** থেকে জাগ্রত করতে দু'টি শিক্ষাণীয় ঘটনা শ্রবণ করি এবং গুনাহ থেকে তাওবা করে নেকীর কাজে মনোনিবেশ করি।

www.dawateislami.net

(১) বন্যার পানিতে ডুবে গেলো

বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি বন্যা প্রবণ স্থানে নিজের বাড়ি বানালো। যখন তাকে বলা হলো যে, এটি খুবই বিপদজনক স্থান, এখান থেকে সরে যান। তখন সে বললো: আমি জানি যে, এই স্থানটি বিপদজনক, কিন্তু এর সৌন্দর্য্য এবং সজীবতা আমাকে অবাক করে দিয়েছে। তাকে বলা হলো যে, সকল উজ্জল্য এবং সৌন্দর্য্য জীবনের সাথেই নিহিত, সুতরাং নিজের প্রাণের নিরাপত্তা বিধান করো, নিজেকে বিপদে পতিত করো না। সে বললো: আমি এই স্থান কখনোই ছাড়বো না। অতঃপর এক রাতে ঘুমন্ত অবস্থাতেই বন্যা এলো এবং সে এতে ডুব মারা গেলো। **(উয়ুনুল হিকায়াত, ৪৪৬ পৃষ্ঠা)**

(২) বিয়ের আশা ধুলোয় মিশে গেলো

ফয়সালাবাদ এল মেডিকেল কলেজের ফাইনাল ইয়ারের একজন মেধাবী ছাত্র তার বন্ধুদের সাথে পিকনিকে গেলো। পিকনিক পয়েন্টে গিয়ে তার বন্ধুরা নদীতে সাঁতার কাটতে নামলো, কিন্তু তারা ডুবতে লাগলো, ভবিষ্যতের ডাক্তার তাদের বাঁচানোর প্রচেষ্টায় পানিতে ঝাঁপ দিলো, কিন্তু সে তো সাঁতার জানতো না, সুতরাং সে নিজেও ফেঁসে গেলো। ভাগ্যক্রমে তার বন্ধুরা তো যেকোন ভাবে পানি থেকে উঠতে সফল হলো কিন্তু আহ! ভবিষ্যতের ডাক্তার বেচারা মৃত্যুর ঘাট অতিক্রম করলো। বিলাপ শুরু হয়ে গেলো, মা বাবার বৃদ্ধ বয়সের সাহারা পানির ঢেউয়ে চলে গেলো, মা বাবার সোনালী স্বপ্ন পূরণ হলো না এবং বেচারা মেধাবী ছাত্র **M.B.B.S** ফাইনাল পরীক্ষার ফলাফল পাওয়ার পূর্বেই কবরে পৌঁছে গেলো।

www.dawateislami.net

মিলে খাক মে আহলে শাঁ কেয়ছে কেয়ছে মকাঁ হো গেয়ে লা মকাঁ কেয়ছে কেয়ছে
হোয়ে নামুর বে নিশান কেয়ছে কেয়ছে যমীন খা গেয়ী নওজোয়ান কেয়ছে কেয়ছে
জাগা জি লাগানে কি দুনিয়া নেহী হে ইয়ে ইবরত কি জা হে তামাশা নেহী হে

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! উদাসীনতার নিদ্রা থেকে জাগ্রত হয়ে যান এবং আখিরাতের ভাবনা সৃষ্টি করুন আর মৃত্যুর পূর্বে মৃত্যুর প্রস্তুতি গ্রহণ করে নিন। যদি আমরা এভাবেই দুনিয়াবী ভোগ বিলাসে ডুবে থাকি এবং হঠাৎ কোন দূরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হয়ে, কোন দূর্ঘটনার শিকার হয়ে বা হঠাৎই আমাদের নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যায় এবং আমরা মৃত্যুর ঘাট অতিক্রম করে নিই তবে অনুশোচনা করা আমাদের আর কিছু করার থাকবে না। নিজের মন ও মনন থেকে এই আত্মতৃপ্তি বের করে দিন যে, এখনো আমার বয়সই বা কতো, সুস্থ সবল মানুষ, এখনো তো দীর্ঘ জীবন পড়ে আছে, শেষ বয়সে নেকী করে নিবো। **মনে রাখবেন!** মৃত্যু শুধু বয়স্ক বা অসুস্থতার কারণে আসে না বরং সুস্থ সবল হাস্যজ্জলরাও হঠাৎ মৃত্যুর শিকার হয়ে অন্ধকার কবরে চলে যায়। এই দুনিয়ার অবস্থা একটি রাস্তার মতোই, যা অতিক্রম করার পরই আমরা গন্তব্যে পৌঁছাতে পারবো, এখন সেই গন্তব্য জান্নাত হবে নাকি জাহান্নাম! তা এই বিষয়ের উপর নির্ভর করে যে, আমরা এই সফর কিভাবে অতিক্রম করেছি! **আল্লাহ পাক** এবং **তাঁর প্রিয় রাসূল** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আনুগত্যে অতিবাহিত করেছি নাকি অবাধ্যতায়?

দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী আর আখিরাত চিরস্থায়ী

আমীরুল মুমিনিন হযরত ওসমান গণী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ নিজের সর্বশেষ খোতবায় এটাও বলেছেন: **আল্লাহ পাক** তোমাদের দুনিয়া শুধুমাত্র এই

www.dawateislami.net

কারণেই দান করেছেন যে, তোমরা যেনো এর মাধ্যমে আখিরাতের প্রস্তুতি নিতে পারো। এজন্য দান করেননি যে, তোমরা এরই হয়ে থাকবে, নিঃসন্দেহে দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী এবং আখিরাত হচ্ছে চিরস্থায়ী। তোমাদেরকে ধ্বংসশীল (দুনিয়া) যেনো পথভ্রষ্ট করে চিরস্থায়ী (আখিরাত) থেকে উদাসীন করে না দেয়, ধ্বংস হয়ে যাওয়া দুনিয়াকে অনন্তকাল থাকা আখিরাতের উপর প্রাধান্য দিয়ো না, কেননা দুনিয়া বিলুপ্ত হয়ে যাবে এবং নিশ্চয় **আল্লাহ পাকের** দিকে ফিরে যেতে হবে। **আল্লাহ পাক**কে ভয় করো কেননা তাঁর ভয় তাঁর আযাবের মাঝে ঢাল স্বরূপ আর তা তাঁর নিকট পৌঁছার মাধ্যম।

(মাওসুআতু ইবনে আবীদ দুনিয়া, কিতাবু যাম্মুদ দুনিয়া, ৫/৮৩, হাদীস নং-১৪৬)

চন্দ রোযা হে ইয়ে দুনিয়া কি বাহার দিল লাগা ইস সে না গাফিল যি নাহার
ওমর আপনি ইয়ুঁ না গাফলত মে গুজার হুশিয়ার এ্যায় মাহফে গাফলত হুশিয়ার
এক দিন মরনা হে আখির মউত হে করলে জু করনা হে আখির মউত হে

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আমাদের জীবনের এক একটি মুহূর্ত খুবই মূল্যবান এবং আমাদের জীবন সর্বদা দ্রুত গতিতে কমে যাচ্ছে। সুতরাং বুদ্ধিমানের প্রমাণ দিয়ে এই নশ্বর দুনিয়ার প্রতারনায় লিপ্ত না হয়ে স্বর্ণ ও মনি মুক্তার চেয়েও বেশি মূল্যবান মুহূর্তের অমর্যাদা করার পরিবর্তে তাকওয়া ও পরহেযগারীতা অবলম্বন করুন, নিজের দিনরাতকে অহেতুকতা এবং দুনিয়াবী আরাম আয়েশে নষ্ট করবেন না, শরীয়াত যে কাজের আদেশ দিয়েছে তা আদায়ে অবহেলা করবেন না এবং যা থেকে নিষেধ করেছে তা থেকে বিরত থাকতে মুহূর্ত পরিমাণও দেরি করবেন না। **আমাদেরকে কোরআন ও হাদীসে নামাযের আদেশ**

www.dawateislami.net

দেয়া হয়েছে কিন্তু আমরা **উদাসীনতা**র কারণে নামায আদায় করি না অথচ নামায হচ্ছে **হুকুকুল্লাহ (আল্লাহ পাকের** হক সমূহ) এর মধ্যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ফরয। নামায হচ্ছে দ্বীনের স্তম্ভ, নামায দ্বারা গুনাহ ক্ষমা হয়, নামায রোগবালাই থেকে বাঁচায়, নামায দোয়া কবুলের মাধ্যম এবং জেনে শুনে নামায ত্যাগকারীর নাম জাহান্নামের দরজায় লিখে দেয়া হয়। **শরীয়াত আমাদেরকে নিসাবের মালিক হওয়াবস্থায় সারা বছরে একবার নিজের সম্পদের যাকাত বের করার আদেশ দিয়েছে,** কিন্তু আমরা তা আদায় করার ক্ষেত্রে উদাসীন অথচ যাকাত দেয়াতে সম্পদে বরকত হয়, যাকাত দেয়াতে পরিবারে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হয়, যাকাত দেওয়াতে **আল্লাহ পাকের** রহমত অবিরাম বর্ষণ হয়, যাকাত দেওয়াতে বিপদাপদ দূর হয়, যেমনটি **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে নিজের সম্পদের যাকাত আদায় করে দেয়, তবে **আল্লাহ পাক** তার কাছ থেকে অমঙ্গল দূর করে দেন। **(আল মুজামুল আওসাত, বাবুল আলফ মিন ইসমুহু আহমদ, হাদীস নং-১৫৭৯, ১ম খন্ড, ১৩৪ পৃষ্ঠা)** এভাবে শরীয়ত আমাদেরকে বছরে একবার রমযানের রোযা রাখার আদেশ দিয়েছে, কিন্তু আমরা **উদাসীনতা**য় পর্যবসিত হয়ে আছি এবং রোযা না রাখার পাশাপাশি খোলামেলা খাওয়া দাওয়া করাতে লজ্জাবোধ করি না, **মনে রাখবেন!** রোযা রাখাকে যেমনিভাবে শরীয়তের আনুগত্য করা হয়, তেমনিভাবে এর অসংখ্য শারীরিক উপকারীতাও রয়েছে। যেমন; রোযা রাখাতে পাকস্থলির ব্যথা এবং এর রোগবালাই ঠিক হয়ে যায় এবং হজম প্রক্রিয়া সুচারু হয়ে যায়। রোযা সুগার লেবেল, কোলেস্ট্রল এবং ব্লাড প্রেসারে নরমাল করে দেয় এবং এর কারণে হার্ট এ্যাটার্কের ভয় থাকে না। রোযাবস্থায় রক্তের পরিমান কমে যায় এবং এর কারণে

www.dawateislami.net

হৃদপিন্ডে খুবই উপকারী আরাম অনুভূত হয়। রোযা রাখার দ্বারা শরীরিক ক্ষয়, মানসিক চাপ, ডিপ্রেশন এবং মানসিক রোগবালাই ধ্বংস হয়ে যায়। রোযা রাখাতে মেদ কমে যায় এবং অতিরিক্ত চর্বি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। রোযা রাখার ফলে সন্তানহীন মহিলা কোল জুড়ে সন্তান আসার সম্ভাবনা (Possibilities) কয়েকগুণ বেড়ে যায়। (সীরাতুল জিনান, ১/২৯৩)

রোযার বিস্তারিত বিধানাবলী জানার জন্য শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর বিশ্ব বিখ্যাত রচনা **ফয়যানে রমযান** (সংশোধিত) এর অধ্যয়ন অতিশয় উপকারী সাব্যস্ত হবে। এছাড়াও শরীয়ত যে কাজ সমূহের আদেশ দিয়েছে তার ফযীলত জানার জন্য মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব **"জান্নাত মে লে জানে ওয়ালে আমাল"** এবং যে কাজ থেকে বিরত থাকার আদেশ দিয়েছে সেগুলোর ধ্বংসযজ্ঞতা জানার জন্য **"জাহান্নাম মে লে জানে ওয়ালে আমাল** (১ম ও ২য় খন্ড)**"** অধ্যয়ন করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

স্বর্ণের ইট

বর্ণিত আছে, এক নেককার ব্যক্তি কোন এক জায়গায় একটি স্বর্ণের ইট পেলেন। তিনি সম্পদের মোহে মত্ত হয়ে সারা রাত বিভিন্ন ধরণের কল্পনা করতে লাগলেন। এখন আমি এই সম্পদ দিয়ে ভাল ভাল খাবার খাবো, উন্নত মানের পোশাক পরিধান করবো আর বাড়ীতে অনেক চাকর রাখবো। মোটকথা সম্পদশালী হয়ে যাওয়ায় কারণে আরাম আয়েশের ধ্যান করতে করতে একেবারে চিন্তিত হয়ে ঐ রাতে

www.dawateislami.net

আল্লাহ পাকের ধ্যান থেকে সম্পূর্ণভাবে উদাসীন হয়ে গেলেন। ভোরবেলা মাথায় এ সমস্ত কল্পনা করতে করতে ঘর থেকে বের হয়ে পড়লেন, ঘটনাক্রমে তিনি এক কবরস্থানের (Graveyard) পাশ দিয়ে অতিক্রম করতে লাগলেন। তিনি দেখলেন, এক ব্যক্তি একটি কবরের উপর থেকে মাটি নিয়ে ইটের খামির তৈরি করছে। এ দৃশ্য দেখে হঠাৎ তাঁর চোখ থেকে উদাসীনতার পর্দা সরে গেলো। অনবরত তাঁর চোখ দিয়ে পানি বের হতে লাগলো। তিনি ভাবতে লাগলেন, হায়! হয়তো মানুষেরা আমার মৃত্যুর পর আমার কবর থেকেও মাটি নিয়ে এমনিভাবে ইটের খামির তৈরি করবে। আহ! আমার এ সম্পদ দ্বারা বহু কষ্টের বিনিময়ে নির্মিত সুউচ্চ অট্টালিকা ও উত্তম পোশাক-পরিচ্ছদ সবই এখানে পড়ে থাকবে। তাই স্বর্ণের ইটের প্রতি মন লাগিয়ে অস্থায়ী সুখভোগে লালায়িত হওয়া হবে সম্পূর্ণ বোকামী। হ্যাঁ, যদি মন লাগাতেই হয়, তাহলে আমার প্রিয় প্রিয় **আল্লাহ পাকের** প্রতিই লাগানো উচিৎ। এ সমস্ত চিন্তা ভাবনা করে শেষ পর্যন্ত তিনি স্বর্ণের ইট ফেলে দিলেন এবং দুনিয়া বিমুখতা এবং অল্পেতুষ্টতার পথই বেছে নিলেন।

(উদাসীনতা, ৪ পৃষ্ঠা)

গো পেশে নযর কবর কা পুর হোল গাড়া হে,
আফসোস! মগর ফির ভি ইয়ে গাফলত নেহী জাতি।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৩৮২ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আসলেই ধন সম্পদ এমন এক জিনিস যা মানুষকে **আল্লাহ পাক** থেকে উদাসীন করে দেয়। এই ঘটনায় সর্বদা ধন সম্পদের লোভে (Greed) লিপ্ত, সম্পদ অর্জনের কামনায় হালাল ও

www.dawateislami.net

হারামের পার্থক্য ভূলে যাওয়া এবং শুধু ধন সম্পদেরই জীবনের প্রশান্তি অন্বেষণকারীদের জন্য শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। **মনে রাখবেন!** সম্পদ দ্বারা তো ঔষধ কেনা যায়, আরোগ্য নয়। সম্পদের কারণে উত্তমভাবে জীবন তো অতিবাহিত করা যাবে কিন্তু এর মাধ্যমে মৃত্যু তো বিলম্বিত করা যাবে না। সম্পদ দ্বারা প্রসিদ্ধি তো অর্জন করা যাবে কিন্তু সম্মান নয়। সম্পদ দ্বারা ভাল বাড়ি, গাড়ি এবং উন্নতমানের পোশাক তো কেনা যাবে কিন্তু একে ভূল কাজে ব্যবহার করে **রব তায়ালার** সন্তুষ্টি এবং **তাঁর হাবীব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শাফায়াতের অধিকারী হওয়া যাবে না। **মনে রাখবেন!** দুনিয়ার সকল কঠিন কাজকে সহজ করার জন্য সম্ভবত আমাদের সম্পদ কাজে আসতে পারে কিন্তু আমাদের মন্দ আমলের কারণে যদি কবরে আযাব দেয়া হয় তবে কি সেখানেও এই সম্পদ কাজে আসবে? মুনকার নাকীরের প্রশ্নাবলীর উত্তর দিতে পারছেন না, তবে কি তখনও আমরা আমাদের সম্পদ দ্বারা উপকৃত হতে পারবো? কবরে সাপ বিচ্ছু আক্রমণ করলে কি আমাদের সম্পদ তা থেকে মুক্তির উপায় হতে পারবে? কিয়ামতের দিনের ভয়াবহতায় কি আমাদের সম্পদ প্রশান্তি ও আরামের মাধ্যম হতে পারবে? জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেতে কি আমাদের সম্পদ কাজে আসবে? না, কখনো নয় বরং এই কঠিন পরিস্থিতি থেকে মুক্তির জন্য আমাদের ঐ নেক আমলই মাধ্যম হবে, যা থেকে আজ আমরা উদাসীন।

আমি কিভাবে খুশি থাকবো?

হযরত সায়্যিদুনা আউন বিন আব্দুল্লাহ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আফসোস! আমি কতইনা **উদাসীনতা** অবলম্বন করি? অথচ আমার কাছ

www.dawateislami.net

থেকে হিসাব নিকাশ নেওয়াতে কোনরূপ **উদাসীনতা** প্রদর্শন করা হবে না, আমার জীবন কিভাবে আনন্দময় হতে পারে? অথচ আমার সামনে একটি কঠিন দিন রয়েছে, আমি আমলে নিপুনতা কেন অবলম্বন করি না, অথচ আমি জানি না যে, আমার মৃত্যু কখন হবে, আমি কিভাবে খুশি থাকবো? অথচ আমার এখানে সবসময় থাকাকে আমি প্রাধান্য দিব কেন? আমার পূর্বে যারাই দুনিয়াকে প্রাধান্য দিয়েছে, দুনিয়া তাদের ক্ষতিই করেছে, আমি একে কেন পছন্দ করবো? এটা ধ্বংস হয়ে মিশে যাবে, আমি এর প্রতি লোভ কেন করবো, কেননা আমার ঠিকানাতো অন্য কোথাও, আমি এর (দুনিয়া হাত ছাড়া হওয়ার) জন্য কেন আফসোস করবো? কেননা **আল্লাহ পাকের** শপথ! আমি জানি না যে, আমার গুনাহের কারণে আমার সাথে কিরূপ আচরণ করা হবে।

(হিলইয়াতুল আউলিয়া, আউন বিন আব্দুল্লাহ, ৪/২৮৫, নম্বর-৫৫৯৩)

উদাসীনতা থেকে বাঁচার পদ্ধতি

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আপনারা শুনলেন তো! আমাদের বুযুর্গানে দ্বীনরা নিজেকে **উদাসীনতা** ও লোভ থেকে বাঁচাতে সর্বদা আখিরাতের চিন্তায় লিপ্ত থাকতেন। আমাদেরও তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে জীবদ্দশাতেই কবর ও হাশরের প্রস্তুতি শুরু করে দেয়া উচিৎ এবং **উদাসীনতা**র ন্যায় অসুস্থতা থেকে মুক্তির জন্য এর প্রতিকার করা উচিৎ, কেননা প্রত্যেক রোগবালাই থেকে বাঁচার জন্য চিকিৎসার পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়, যার উপর আমল করে আরোগ্য লাভ করা যায়। আসুন! **উদাসীনতা**র ন্যায় দূরারোগ্য রোগ থেকে বাঁচার জন্য কয়েকটি পদ্ধতি (Methods) শ্রবণ করি এবং নিজের আখিরাত সাজাতে চেষ্টা করি।

www.dawateislami.net

(১) দুনিয়াবী ভালবাসা থেকে বেঁচে থাকা!

বর্তমান যুগে নেকী থেকে দূরত্ব এবং **উদাসীনতা**র গভীর গর্তে পতিত হওয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হচ্ছে দুনিয়াবী ভালবাসা, যা মানুষকে হালাল ও হারামের পার্থক্য করা থেকে দূরত্ব করে দেয়, সুতরাং নিজের অন্তর থেকে দুনিয়াবী ভালবাসা বের করে দিন, কেননা এটিই সকল ফ্যাসাদের মূল। **নবীয়ে রহমত, শফীয়ে উম্মত, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদকরেন: যাকে দুনিয়াবী ভালবাসার সুধা পান করানো হয়েছে, সে তিনটি জিনিসের স্বাদ অবশ্যই উপভোগ করবে। (১) এমন কঠোরতা, যা থেকে তার ক্লান্তি দূর হবে না, (২) এমন লোভ, যা দ্বারা সে ধনী হবে না, (৩) এমন আকাঙ্ক্ষা, যা শেষ করতে পারবে না। সুতরাং যে দুনিয়াকে অন্বেষণ করলো, আখিরাত তার মৃত্যু পর্যন্ত তাকে খুঁজতে থাকবে, যখন সে মৃত্যুবরণ করবে তখন তা একে ধরে ফেলবে এবং যে আখিরাতকে অন্বেষণ করলো, দুনিয়া তাকে খুঁজতে থাকবে, এমনকি সে এর থেকে নিজের সম্পূর্ণ রিযিক অর্জন করে নেয়। **(তাবারানী কবীর, আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ, ১০/১৬২, নম্বর-১০৩২৮)**

মেরে দিল সে দুনিয়া কি চাহাত মিটা কর,
কর উলফত মে আপনি ফানা ইয়া ইলাহী!

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ১০৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(২) উত্তম সহচর্য অবলম্বন করা!

উদাসীনতায় ভরা জীবন থেকে পিছু ছাড়াতে নেককার লোকের সহচর্য অবলম্বন করুন, কেননা এর বরকতে আমাদের গুনাহ থেকে

www.dawateislami.net

বাঁচার এবং নেকীর কাজ করার তৌফিক অর্জিত হবে। বর্তমান যুগে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশ উত্তম সহচর্য অর্জনের জন্য কোন মহান নেয়ামতের চেয়ে কম নয়, اَلْحَمْدُ لِلّٰه এই মাদানী পরিবেশের বরকতে এই পর্যন্ত লাখো মুসলমান গুনাহে ভরা জীবন ছেড়ে নেকীর কাজ সম্পাদনকারী হয়ে গেছে, এর সাথে সাথে মন্দ সহচর্য থেকে অবশ্যই বাঁচার চেষ্টা করুন, কেননা মন্দ সহচর্য আমাদের দুনিয়ার পাশাপাশি আখিরাত ধ্বংসেরও কারণ হতে পারে। বিভিন্ন হাদীসে মোবারাকায় মন্দ সহচর্য থেকে বাঁচার আদেশ দেয়া হয়েছে। যেমনটি এ সম্পর্কে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দু'টি বাণী শ্রবণ করুন এবং আমল করার চেষ্টা করুন।

১. ইরশাদ হচ্ছে: মন্দ সাথী থেকে বেঁচে থাক, কেননা সে জাহান্নামের একটি টুকরো, তার ভালবাসা তোমায় উপকৃত করবে না এবং সে তোমার সাথে তার ওয়াদা পূরণ করবে না।

(ফিরদাউসুল আখবার, ১/২২৪, হাদীস নং-১৫৭৩)

২. ইরশাদ হচ্ছে: মন্দ সাথী থেকে বেঁচে থাক, কেননা তুমি তার সাথেই পরিচিত হবে (অর্থাৎ যেরূপ লোকের পাশে মানুষ বসে, লোকেরা তাকে তেমনই মনে করে)।

(ইবনে আসাকির, আল হাসিন বিন জাফর বিন মুহাম্মদ বিন হামদান..., ১৪/৪৬)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

(৩) বুযুর্গানে দ্বীনদের জীবনি অধ্যয়ন করা!

উদাসীনতা এবং গুনাহে ভরা জীবন থেকে পিছু ছাড়াতে, নিয়মিত নেকীর কাজ করতে, কোরআন ও সুন্নাত অনুযায়ী জীবন অতিবাহিত করার একটি উপায় হলো বুযুর্গানে দ্বীনদের জীবনি অধ্যয়ন

www.dawateislami.net

করা এবং তাদের জীবনি ও আচরণ অনুযায়ী আমল করাও, কেননা আমাদের বুযুর্গানে দ্বীনরা সর্বদা **আল্লাহ পাকের** ইবাদত এবং আখিরাতের চিন্তায় বিভোর থাকতেন, এমনই একজন ব্যক্তিত্ব রয়েছে, যার ইলম ও আমল, আচরণ ও চরিত্র মোবারক অধ্যয়ন করার দ্বারা **উদাসীনতা** থেকে বেঁচে আখিরাতের চিন্তা নসীব হয়, সেই ব্যক্তিত্ব হচ্ছেন বিশ্বমানের আলিম, হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম গাযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর মোবারক সত্তা, যাঁর প্রতিটি মুহূর্ত **আল্লাহ পাকের** স্মরণ এবং আখিরাতের চিন্তায় অতিবাহিত হতো, তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ নিজের জ্ঞানের আগ্রহ এবং যোগ্যতা দ্বারা এমন এমন কৃতিত্ব রেখে গেছেন যে, তাঁর শিক্ষায় আজও ইসলামী দুনিয়া আলোকিত হচ্ছে, তাঁর মোবারক জীবনি থেকে উম্মতে মুসলিমা **আল্লাহ পাকের** আনুগত্য, সুন্নাতের অনুসরণ, তাকওয়া ও পরহেযগারীতা এবং আরো অনেক নেক স্বভাবের প্রেরণা পায়, আসুন! বরকত অর্জন এবং রহমত বর্ষনের জন্য তাঁর মোবারক জীবনির সংক্ষিপ্ত কয়েকটি দিক সম্পর্কে শ্রবণ করি।

নাম ও বংশ, জন্ম ও মৃত্যুঃ

তাঁর উপনাম আবু হামিদ, উপাধি হুজ্জাতুল ইসলাম (ইসলামের দলিল) এবং নাম হলো মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী শাফেয়ী, তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ৪৫০ হিজরী সনে ইরানের তুস জিলার তাবেরান এলাকায় জন্ম গ্রহণ করেন। (ইত্তিহাফুস সা'দাতিল মুত্তাকিন, কিতাবের ভুমিকা, ১/৯) প্রাথমিক জ্ঞান তাঁর নিজের শহরে অর্জন করেন, সেখানে তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কুতবে ফিকাহ হযরত সায়্যিদুনা আহমদ রাযকানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ থেকে পড়েন, ২০

www.dawateislami.net

বছরের কম বয়সে তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আরো উচ্চ শিক্ষার জন্য (ইরানের পূর্ব দিকের শহর) জুরজান তাশরীফ নিয়ে যান, ৪৭৩ হিজরীতে (ইরানের প্রাচীন শহর) নিশাপুরে ইমামুল হারামাইন ইমাম আব্দুল মালিক জুইনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর দরবারে উপস্থিত হয়ে দ্বীনের জ্ঞান অর্জন, মানতিক এবং প্রজ্ঞা ইত্যাদিতে পরিপূর্ণ দক্ষতা অর্জন করেন। (ইত্তিহাফুস সা'দাতিল মুত্তাকিন, কিতাবের ভূমিকা, ১/৯) হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর প্রতিটি রচনাই জ্ঞান ও আধ্যাত্মিকতার ভান্ডার, কিন্তু ইহইয়াউল উলুম এমন একটি কিতাব যার উদাহরণ কিতাবের মধ্যে পাওয়া কঠিন, এই কিতাবটি মানুষকে **"পরিপূর্ণ মানুষ"** বানাতে খুবই সহায়ক, প্রতিটি যুগে মাশায়িক ও আরেফিন, কুতুব ও আউলিয়া এবং ওলামা ও সূফীদের মনোযোগের কেন্দ্র ছিলো, অবশেষে ইমাম গাযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ রোজ সোমবার ১৪ জমাদিউস সানি ৫০৫ হিজরীতে তাবেরানে (তুস) এই নশ্বর দুনিয়া থেকে পরলোক গমন করেন এবং সেখানেই তাঁর মাযার মোবারক অবস্থিত।

মালিকুল ওলামার আলোচনা

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! এভাবে এক মহান ব্যক্তি মালিকুল ওলামা, খলিফায়ে আলা হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতি জাফর উদ্দীন বিহারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ও। তিনি আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি অর্জনকে জীবনের লক্ষ্য বানিয়ে ইলমে দ্বীন অর্জন এবং দ্বীনের তাবলীগে সারা জীবন উৎসর্গ করে দিয়েছেন। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ অনেক নেক এবং খোদা ভীরুতা ও পরহেযগারীতা অবলম্বন করতেন। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর জীবনের শেষ বয়স পর্যন্ত এই অভ্যাসটা ছিল যে, ফযরের পূর্বে জাগ্রত

www.dawateislami.net

হওয়া এবং ফযরের নামাযের প্রস্তুতি গ্রহণ করা, সুন্নাত আদায় করে ওয়াজিফায় ব্যস্ত হয়ে যাওয়া, অতঃপর নামায শেষ করে সংক্ষিপ্ত ওয়াজিফা পাঠ করা। অতঃপর সকালে ঘুরাফেরার জন্য বের হলে তখনও আল্লাহ পাকের জিকির অব্যাহত থাকত। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ জামায়াত সহকারে নামায আদায়ের ক্ষেত্রে বদ্ধ পরিকর ছিল। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সুন্নাত আদায়ের সাথে সাথে মুস্তাহাব পর্যন্ত নিয়মিত আদায়কারী বুযুর্গ ছিলেন। তাঁর ইলমের উজ্জ্বলতা এবং পাঠ শিক্ষাদানের ইচ্ছা সর্বদা ছিল। তাঁর একজন বাবুর্চি ছিল যে পড়া লেখা জানতো না কিন্তু তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ইলমের প্রচার প্রসার এবং দ্বীনের প্রচার প্রসারে এমন প্রবল আগ্রহ ছিল যে নিজের ব্যস্ততার মধ্য থেকেও নিজে সময় বের করে ঐ বাবুর্চিকে কোরআনে করীমের কয়েক পারা শিক্ষা প্রদান করেন। এই মহান বুযুর্গ আলিম, মুফতি বরং শত শত আলেমদের উস্তাদ প্রায় ৮০ বছর বয়সে সফল জীবন অতিবাহিত করে ১৯ জামাদিউল আখির ১৩৮২ হিজরীতে আল্লাহ পাকের জাতি নামের যিকির করতে করতে এই নশ্বর পৃথিবী থেকে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। (মালিকুল ওলামা ৬০-৭২)

বানা দে মুজে নেক নেকী নেকো কা সদকা
গুনাহো সে হার দম বাঁচা ইয়া ইলাহী! (ওয়াসায়িলে বখশিশ ১০৫)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! বয়ান শেষ করার পূর্বে সুন্নাতের ফযীলত এবং কতিপয় **"সুন্নাত ও আদব"** বয়ান করার সৌভাগ্য অর্জন করছি। **মদীনার তাজেদার, হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে ভালবাসলো সে (মূলত) আমাকে

www.dawateislami.net

ভালবাসলো আর যে আমাকে ভালবাসলো সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে।” (মিশকাতুল মাসাবীহ, ২য় খন্ড, ৫৫ পৃষ্ঠা, হাদীস-১৭৫)

সীনা তেরে সুন্নাত কা মদীনা বনে আক্বা
জান্নাত মে পরোসী মুঝে তুম আপনা বানানা

জুতা পরিধানের সুন্নাত ও আদব

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আসুন! শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর রিসালা **“১০১ মাদানী ফুল”** থেকে জুতা পরিধানের সুন্নাত ও আদব শ্রবণ করি।

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: (১) অধিকহারে জুতা ব্যবহার করো, কেননা মানুষ যতক্ষণ জুতা ব্যবহার করতে থাকে, সে আরোহী অবস্থায় থাকে (অর্থাৎ কম ক্লান্ত হয়)। (মুসলিম, ১১২১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-২০৯৬) (২) জুতা পরার পূর্বে ঝেড়ে নিন, যাতে পোকা মাকড় বা পাথর ইত্যাদি বের হয়ে যায়। (৩) সর্বপ্রথম ডান পায়ে জুতা পরিধান করুন এরপর বাম পায়ে, খুলতে প্রথমে বাম পায়ের জুতা অতঃপর ডান পায়ের। **রাসূলে আকরাম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: তোমাদের কেউ যখন জুতা পরিধান করে, তবে ডান দিক থেকে শুরু করা উচিত এবং যখনই খুলে তবে বাম দিক থেকে শুরু করা উচিত। যাতে ডান পায়ের জুতা পরার সময় প্রথমে এবং খুলতে সবশেষে হয়। (বুখারী, ৪র্থ খন্ড, ৬৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৫৮৫৫) (৪) পুরুষ পুরুষালী ও মহিলারা মেয়েলী জুতা পরবে। (৫) কেউ হযরত আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا কে বললো যে, এক মহিলা (পুরুষের মতো) জুতা পরিধান করে, তিনি বললেন: **রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পুরুষালী মেয়েদের উপর অভিশাপ

www.dawateislami.net

দিয়েছেন। (আবু দাউদ, ৪র্থ খন্ড, ৮৪ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৪০৯৯) সদরুশ শরীয়া হযরত আল্লামা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: অর্থাৎ মহিলাদের পুরুষ সুলভ জুতা পরিধান করা উচিত নয় বরং ঐ সমস্ত বিষয় যা দ্বারা পুরুষ ও মহিলার মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়, এ সমস্ত প্রতিটি বিষয়ে একে অপরের অনুরূপ করা নিষেধ। পুরুষ মেয়ে সুলভ আকার ধারণ করবে না, মহিলাগণ পুরুষ সুলভ আকার ধারণ করবে না। (বাহারে শরীয়াত, ১৬তম খন্ড, ৬৫ পৃষ্ঠা) (৬) যখনই বসবেন জুতা খুলে নিন, এতে পা আরাম পাবে। (৭) দারিদ্রতার একটি কারণ এটাও যে, উল্টো জুতা দেখে তা ঠিক না করা। **"দওলাতে বে যাওয়াল"** কিতাবে লিখেছেন: যদি সারারাত উল্টো জুতা পড়ে রইলো তবে শয়তান এর উপর শান শওকত সহকারে বসে, সেটা তার আসন।

(সুন্নী বেহেশতী যেওর, ৫ম খন্ড, ৬০১ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

এভাবে হাজারো সুন্নাত শিখার জন্য মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ২টি কিতাব, বাহারে শরীয়ত ১৬তম অংশ ৩১২ পৃষ্ঠা, ১২০ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব সুন্নাত আওর আদব। আমীরে আহলে সুন্নাত এর দুটি রিসালা **"১০১ মাদানী ফুল"** এবং ৪৩ পৃষ্ঠা সম্বলিত **"১৬৩ মাদানী ফুল"** উপযুক্ত মূল্যে সংগ্রহ করে পাঠ করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

বয়ানঃ ৮

প্রত্যেক মুবাল্লিগা বয়ান করার পূর্বে কমপক্ষে তিনবার পাঠ করুন

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہِ رَبِّ الۡعٰلَمِیۡنَ وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الۡمُرۡسَلِیۡنَ ط
اَمَّا بَعۡدُ فَاَعُوۡذُ بِاللّٰہِ مِنَ الشَّیۡطٰنِ الرَّجِیۡمِ ط بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ط
اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیۡكَ یَارَسُوۡلَ اللّٰہ وَعَلٰی اٰلِكَ وَاَصۡحٰبِكَ یَا حَبِیۡبَ اللّٰہ
اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیۡكَ یَا نَبِیَّ اللّٰہ وَعَلٰی اٰلِكَ وَاَصۡحٰبِكَ یَا نُوۡرَ اللّٰہ

দরূদ শরীফের ফযীলত

সায়্যিদুনা সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন:: **নবীয়ে করীম, রউফুর রহীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করা, গুনাহ সমূহকে এমনভাবে মিটিয়ে দেয়, যেমনিভাবে পানিও আগুনকে নিভায় না এবং **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর প্রতি সালাম প্রেরণ করা, গোলাম আযাদ করার চেয়ে উত্তম। (তারিখে বাগদাদ, ৭/১৭২)

উন পর দুরূদ জিন কো কাসে বে কাসাঁ কাহি
উন পর সালাম জিন কো খবর বে খবর কি হে

(হাদায়িকে বখশীশ, ২০৯ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি এবং সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রথমে ভালো ভাল নিয়্যত করে নিই। **প্রিয় নবী, হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "نِیَّۃُ الۡمُؤۡمِنِ خَیۡرٌ مِنۡ عَمَلِہٖ" মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম। (মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস ৫৯৪২)

মাসআলাঃ নেক ও জায়িয কাজে যত বেশি ভালো নিয়্যত, সাওয়াবও তত বেশি।

www.dawateislami.net

বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নিয়্যতের মাঝে পরিবর্তন করা যেতে পারে। দৃষ্টিকে নত রেখে গভীর মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো। হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে **ইলমে দ্বীনের** সম্মানার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো। প্রয়োজনে সংকুচিত হয়ে ও সামনে এগিয়ে অন্য ইসলামী বোনদের জন্য জায়গা প্রসারিত করবো। ধাক্কা ইত্যাদি লাগলে ধৈর্যধারণ করবো, ধমকানো, ঝগড়া করা বা বিশৃংখলা করা থেকে বেঁচে থাকবো। تُوْبُوْا اِلَی اللّٰہ! ,اُذْکُرُ اللّٰہ! ,صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীনীর মনতুষ্টির জন্য নিম্নস্বরে উত্তর প্রদান করবো। ইজতিমার পর নিজেই আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করবো। বয়ানের সময় অযথা মোবাইল ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকবো, বয়ান রেকর্ড করবো না এবং এমন কোন প্রকার আওয়াজ করবো না যার অনুমতি নেই। যা কিছু শুনবো, তা শুনে এবং বুঝে এর উপর আমল করবো আর তা পরে অপরের নিকট পৌঁছিয়ে নেকীর দাওয়াতকে প্রসার করবো।

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب!　　صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

সিদ্দিকে আকবরের গুণাবলী

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! বুদ্ধিমত্তা যেমনিভাবে মানুষের বিবেককে আলোকিত করে, তেমনিভাবে অনেক সময় তাকে ভূল পথেও পরিচালিত করে দেয়, কিন্তু হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর প্রতি **আল্লাহ পাকের** এটি বিশেষ দয়া ও অনুগ্রহ ছিলো যে, তিনি তাঁর আশেপাশে ছড়িয়ে থাকা পথভ্রষ্টতা, মন্দ রীতি নীতি, চারিত্রিক ও

www.dawateislami.net

সামাজিক অপকর্ম থেকে সর্বদা দূরে ছিলেন। তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ মন্দ চরিত্র থেকে পাক পবিত্র হওয়ার পাশপাশি উন্নত গুণাবলীরও অধিকারী ছিলেন। তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ উত্তম চরিত্র, পবিত্র আচরণ, মিশুক, ওয়াদা রক্ষক এবং খুবই ঈমানদার ব্যবসায়ী ছিলেন, তাঁর সকল বন্ধু বান্ধব, আত্মীয় স্বজন তাঁর সৎকর্ম পরায়ণতাকে স্বীকার করতেন, তাঁর এই গুণাবলীর কারণেই মক্কা মুকাররমা এবং এর আশেপাশে তাঁকে ভালবাসা এবং সম্মানের দৃষ্টিতে দেখা হতো। তাঁর উত্তম স্বভাবের আলোচনা হাদীসে পাকেও বিদ্যমান।

তিনশত ষাটটি স্বভাব

হযরত সায়্যিদুনা সুলাইমান বিন ইয়াসার رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত যে, **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: উত্তম স্বভাব হচ্ছে তিন শত ষাটটি এবং **আল্লাহ পাক** যখন কারো মঙ্গলের ইচ্ছা পোষণ করেন তখন তার স্বত্বায় একটি (ভাল) স্বভাব সৃষ্টি করে দেন আর এর কারণেই তাকে জান্নাতেও প্রবেশ করিয়ে দেন। হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ আরয করলেন: ইয়া **রাসূলাল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! আমার মাঝেও কি এরূপ কোন স্বভাব রয়েছে? ইরশাদ করলেন: হে আবু বকর! তোমার মাঝে তো সকল স্বভাবই বিদ্যমান।

(তারিখে মদীনা দামেশক, ৩০/১০৩)

আলা হযরতের ভাইজান, উস্তাদে যমন মাওলানা হাসান রযা খাঁন رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ তাঁর **"যওকে নাত"** নাতের গ্রন্থে সিদ্দিকে আকবর رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর শান ও মহত কে এভাবে বর্ণনা করেন:

বয়াঁ হো কিস যবাঁ সে মরতবায়ে সিদ্দিকে আকবর কা,
হে ইয়ারে গারে মাহবুবে খোদা সিদ্দিকে আকবর কা।

www.dawateislami.net

রুসুল অউর আম্বিয়া কে বাদ জু আফযল হো আ'লম সে,
ইয়ে আ'লম মে হে কিস কা মরতবা, সিদ্দিকে আকবর কা।

(যওকে নাত, ৫৩-৫৪ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আসুন! আজ আমরা সেই উৎকৃষ্ট ব্যক্তিত্ব অর্থাৎ আশিকে আকবর হযরত সায়্যিদুনা সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর জীবনের দু'টি আলোকিত দিক অর্থাৎ উত্তম চরিত্র এবং কারামত সম্পর্কে মুনার সৌভাগ্য অর্জন করবো। প্রথমে তাঁর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি শ্রবণ করি:

হযরত সায়্যিদুনা সিদ্দিকে আকবরের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

খলিফাতুল মুসলেমিন, আমীরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর পবিত্র নাম 'আবদুল্লাহ', উপনাম 'আবু বকর' এবং উপাধি 'সিদ্দীক' ও 'আতীক' 'সিদ্দীক' অর্থ হলো: অত্যাধিক সত্যবাদী। তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ জাহেলিয়্যতেরও যুগে এই উপাধি দ্বারা প্রসিদ্ধ ছিলেন, কারণ তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ সর্বদাই সত্য বলতেন এবং 'আতীক' অর্থ হল স্বাধীন। **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাঁকে সুসংবাদ দান করে ইরশাদ করেছিলেন: اَنۡتَ عَتِیۡقٌ مِّنَ النَّارِ অর্থাৎ "তুমি দোযখের আগুন থেকে মুক্ত।" এ কারণেই এটাও তাঁর উপাধি হয়।

(তারীখুল খুলাফা, ২৬-২৯ পৃষ্ঠা)

তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কোরাইশ বংশীয় আর তাঁর সপ্তম পূর্বপুরুষ **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর পূর্বপুরুষের বংশীয় শাজারার সাথে মিলিত হয়। তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ হস্তী বর্ষের প্রায় আড়াই বছর পর মক্কা মুকাররমায় জন্মগ্রহণ করেন। আমীরুল মুমিনীন সায়্যিদুনা হযরত সিদ্দীকে আকবর

www.dawateislami.net

رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ হলেন সেই সাহাবী, যিনি সর্বপ্রথম **রাসূলে আকরাম, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর রিসালতের সত্যতা স্বীকার করেন এবং ঈমান আনয়ন করেন। তাঁর ফযীলত এতোই মহান যে, রাসূল এবং আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَیۡہِمُ الصَّلٰوۃُ وَ السَّلَام এর পর পূর্বের ও পরের সকল মানুষের মধ্যে তিনিই সব চেয়ে উত্তম ও শ্রেষ্ঠ। হযরত সিদ্দিকে আকবর ইসলামে জন্য সংগঠিত অনেক যুদ্ধে তিনি অংশগ্রহণ করেছেন। হযরত সিদ্দিকে আকবর সন্ধি ও যুদ্ধের সকল সিদ্ধান্তে **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর ওযীর ও পরামর্শ দাতা ছিলেন। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে সঙ্গ দিয়ে নিজের জীবন বিসর্জন ও পরম বিশ্বস্ততার হক আদায় করেন। ২ বৎসর ৭ মাস খেলাফতের মসনদে সমাসীন থেকে তেষষ্টি (৬৩) বছর বয়সে ২২ জামাদিউস সানী ১৩ হিজরী সোমবার দিন অতিবাহিত করার পর ইন্তিকাল করেন। আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ তাঁর জানাযার নামায পড়ান এবং রওযায়ে মুনাওয়ারায় **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর পাশে সমাহিত করা হয়।

(আল কামালু ফি ইসমাউর রিজাল মুলহিক বিমিশকাতুল মাসাবিহ, ৫৮৭ পৃষ্ঠা। তারিখুল খুলাফা, ২৭-৬৬ পৃষ্ঠা)

মকামে খোয়াবে রাহাত চেয়ন সে আ'রাম করনে কো
বানা পেহলুয়ে মাহবুবে খোদা সিদ্দিকে আকবর কা।

(যওকে নাত, ৫৩ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর নূরানী অন্তর্দৃষ্টির পরমোৎকর্ষ

মাকাতাবাতুল মদীনার কিতাব **"ফয়যানে সিদ্দিকে আকবর"** এর ৫৪১ নং পৃষ্ঠায় রয়েছে যে, **রাসূলে আকরাম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর পবিত্র

জাহেরী ওফাতের পর আরবের যে সম্প্রদায়গুলো ইসলাম থেকে ফিরে গিয়েছিলো তাদের মধ্যে একটি হচ্ছে **"কিন্দাহ"** সম্প্রদায়, সুতরাং আমীরুল মুমিনিন হযরত সায়িদুনা আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ সেই সম্প্রদায়ের সাথেও যুদ্ধ করেছেন, তাঁর সৈন্য বাহিনী সেই সম্প্রদায়ের সর্দার আশআশ বিন কায়েসকে গ্রেফতার করে নিলেন এবং লোহার শিখল দিয়ে বেঁধে খলিফার দরবারে উপস্থাপন করলেন। আমীরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর সামনে আসতেই আশাআশ বিন কায়েস উচ্চ স্বরে নিজের অপরাধ স্বীকার করে নিলো অতঃপর সাথেসাথেই তাওবা করে সত্য অন্তরে ইসলাম গ্রহণ করলো। আমীরুল মুমিনিন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ খুশি হয়ে তাঁর অপরাধ ক্ষমা করে দিলেন এবং নিজের বোন হযরত **"উম্মে ফারওয়াহ"** رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর সাথে তাঁর বিবাহ দিয়ে তাঁকে বিভিন্ন উপহার সামগ্রী দিয়ে ধন্য করলেন। দরবারের সকল উপস্থিতিরা আশ্চার্য হয়ে গেলো, কেননা যে ইসলাম থেকে ফিরে গিয়ে আমীরুল মুমিনিন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও যুদ্ধ করেছে এবং অনেক প্রাণ বিসর্জনকারী ইসলামী সৈনিকদের হত্যা করেছে। এমনই রক্ত পিপাসু বিদ্রোহী এবং এতো বড় অপরাধীকে আমীরুল মুমিনিন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এভাবে কেন ধন্য করলেন? যখন হযরত সায়্যিদুনা আশআশ বিন কায়েস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ ইরাকের যুদ্ধে জীবন বাজি রেখে এমন কৃতিত্ব দেখিয়েছেন যে, ইরাক বিজয়ের মুকুট তাঁর মাথায় ছিলো। হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর খিলাফতকালে কাদেসিয়ার যুদ্ধ, কালয়ায়ে মাদায়েন, জালুলা এবং নাহাওয়ান্দের লড়াইয়ে হযরত সায়্যিদুনা আশআশ বিন কায়েস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ জীবন বাজি রাখার যে আশ্চার্যজনক দৃশ্য দেখিয়েছেন তা

www.dawateislami.net

দেখে সবাইকে এটা স্বীকার করতে হয়েছে যে, আসলেই আমীরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর কারামতের দৃষ্টি এবং নূরানী অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা হযরত সায়্যিদুনা আশআশ বিন কায়েস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর স্বত্বায় লুকায়িত উৎকর্ষতাকে অনেকদিন পূর্বেই দেখে নিয়েছিলেন। নিঃসন্দেহে এটি আমীরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর একটি অনেক বড় কারামত।

(ইযালাতুল খফা, ৩/১৪৫)(ফয়যানে সিদ্দিকে আকবর, ৫৪১ পৃষ্ঠা)

অন্তর্দৃষ্টির সুউচ্চ মর্যাদায় সমাসীন

প্রসিদ্ধ সাহাবী হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ সাধারণত এরূপ বলতেন যে, আমার জানা মতে তিনজন ব্যক্তিত্ব এমন ছিলো যারা দূরদর্শিতার সুউচ্চ মর্যাদায় সমাসীন ছিলেন, যার মধ্যে একজন ছিলেন আমীরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ। তাঁর অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর উৎকর্ষকে দেখে নিয়েছিলেন। তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কে নিজের পর খেলাফতের জন্য নির্বাচন করেন, যা পুরো দুনিয়ার ইতিহাস লেখক (Historians) এবং বিজ্ঞজনরা সর্বোত্তম বলে ঘোষণা করেছে।

(ইযালাতুল খফা, ৩/১২১) (ফয়যানে সিদ্দিকে আকবর, ৫৪১-৫৪২ পৃষ্ঠা)

অন্তর্দৃষ্টির অর্থ

অন্তর্দৃষ্টির অর্থ হলো: **আল্লাহ পাক তাঁর** আউলিয়াদের رَحِمَهُمُ اللّٰهُ عَلَيۡهِمۡ اَجۡمَعِيۡن অন্তরে ঐ সকল বিষয় প্রদান করেন যা দ্বারা তাঁরা কিছু কিছু লোকের অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত হয়ে যায়। **(আন নিহায়া, ৩/৩৮৩)**

www.dawateislami.net

বেহতরি জিস পে করে ফখর ওহ বেহতর সিদ্দিক
সরওয়ারী জিস পে করে নায ওহ সরওয়ার সিদ্দিক
সারে আসহাবে নবী তারে হে উম্মত কে লিয়ে
ইন সিতারোঁ মে বনী মেহরে মুনাওয়ার সিদ্দিক

(রাসাঈলে নাঈমিয়া, দিওয়ানে সালিক, ২৬ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! মনে রাখবেন! উত্তম চরিত্র **আল্লাহ পাকের** এক মহান নেয়ামত, **আল্লাহ পাক** যাকে এই নেয়ামত দান করেন, সে তো অনেক রড় সৌভাগ্যবান। اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہِ উত্তম চরিত্রের বরকতে সেই উপকার অর্জন করা সম্ভব, যা অসদাচরণ দ্বারা কখনো সম্ভব নয়, যেমন; উত্তম চরিত্রবানের সাথে সকলেই সাক্ষাত করতে পছন্দ করে আর অসৎ লোককে সব জায়গায় দূর্নামের শিকার হতে হয়, যদি আমরাও দ্বীনের উন্নতি চাই, যদি আমরাও দ্বীনের কাজ করার ইচ্ছা পোষণ করি, যদি আমরাও সমাজে সুন্নাতের পরিবেশ দেখতে চাই, যদি আমরাও আমাদের ঘরে মাদানী পরিবেশে দেখতে চাই, যদি আমরাও আমাদের এলাকায় মাদানী কাজের সারা জাগাতে চাই, যদি আমরাও এই মাদানী উদ্দেশ্যে সফলতা অর্জন করতে চাই যে, **"আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে** اِنۡ شَآءَ اللّٰہ" তবে আমাদের উচিৎ যে, আমরা আমাদের চরিত্রকে সাজাই এবং সামাজিকতাকে নিজের স্বভাবের অংশ বানিয়ে নিই। আসুন! নিজেকে উত্তম চরিত্রের অধিকারী এবং সামাজিকতায় অভ্যস্ত করার জন্য **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর ৫টি বাণী শ্রবণ করি:

www.dawateislami.net

প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর পাঁচটি বাণী

১. ইরশাদ হচ্ছে: তোমরা মানুষকে নিজের আমল (কাজ) দ্বারা সন্তুষ্ট করতে পারবে না, কিন্তু তোমাদের উৎফুল্লতার সহিত সাক্ষাৎ এবং সৎ চরিত্র তাদের সন্তুষ্ট করতে পারবে।

(শুয়াবুল ঈমান, বাবু ফি হুসনে খুলক, ৬/২৫৪, হাদীস নং-৮০৫৪)

২. ইরশাদ হচ্ছে: কাল কিয়ামতের দিনে মুমিন বান্দার আমলের পাল্লায় উত্তম চরিত্রের চেয়ে ওজনদার অন্য কোন আমল হবে না এবং নিশ্চয় অশ্লীল বাক্য ও মন্দ কথাবার্তাকে **আল্লাহ পাক** পছন্দ করেন না।

(তিরমিযী, কিতাবুল বিররে ওয়াস সিলাহ, বাবু মা'জাআ ফি হুসনিল খুলুক, ৩/৪০৩, হাদীস নং-২০০৯)

৩. ইরশাদ হচ্ছে: দু'টি স্বভাব এমন যা মুনাফিকের মাঝে পাওয়া যায় না: (১) উত্তম চরিত্র এবং (২) দ্বীনের জ্ঞান।

(তিরমিযী, কিতাবুল ইলম, ৪/৩১৩, হাদীস নং-২৬৯৩)

৪. ইরশাদ হচ্ছে: اَكۡمَلُ الۡمُؤۡمِنِيۡنَ اِيۡمَانًا اَحۡسَنُهُمۡ خُلُقًا অর্থাৎ ঈমানে সবচেয়ে বেশি পরিপূর্ণ হচ্ছে সেই মুমিন, যার চরিত্র সবচেয়ে উত্তম।

(আবু দাউদ, কিতাবুস সুন্নাতি, ৪/২৯০, হাদীস নং-৪৬৮২)

৫. ইরশাদ হচ্ছে: আমার নিকট তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি পছন্দের এবং কিয়ামতের দিন আমার নিকটবর্তী লোক সেই হবে, যার চরিত্র সবচেয়ে বেশি উত্তম।

(তিরমিযী, কিতাবুল বিররে ওয়াস সিলাহ, বাবু মা'জাআ ফি মাআলিল আখলাক, ৩/৪০৯, হাদীস নং-২০২৫)

আশিকে সিদ্দিকে আকবর, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتۡ بَرَكَاتُهُمُ الۡعَالِيَه **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দরবারে ফরিয়াদ (ইস্তিগাসা) করে আরয করেন:

www.dawateislami.net

মেরে আখলাক আচ্ছে হোঁ মেরে সব কাম আচ্ছে হোঁ
বানা দো মুঝ কো তুম পাবন্দে সুন্নাত ইয়া রাসুলাল্লাহ

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৩৩২ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

উত্তম চরিত্র কাকে বলে?

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আসুন! উত্তম চরিত্র সম্পর্কেও শ্রবণ করি যে, উত্তম চরিত্র দ্বারা উদ্দেশ্য কি? বর্ণিত রয়েছে এক ব্যক্তি **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর নিকট উত্তম চরিত্র সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলো, তখন **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তার সামনে এই আয়াতে মুবারকা তিলাওয়াত করলেন:

خُذِ الۡعَفۡوَ وَاۡمُرۡ بِالۡعُرۡفِ وَاَعۡرِضۡ عَنِ الۡجٰهِلِيۡنَ ﴿۱۹۹﴾

(৯ম পারা, সূরা আ'রাফ, আয়াত ১৯৯)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ হে **মাহবুব**! ক্ষমাপরায়ণতা অবলম্বন করুন, সৎকর্মের নির্দেশ দিন এবং মূর্খদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন।

আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা মাওলা আলী মুশকিল কোশা, শেরে খোদা كَرَّمَ اللّٰہُ وَجۡهَهُ الۡكَرِيۡم বলেন যে, **রাসূলে করীম, হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আমাকে ইরশাদ করেন: আমি কি পূর্ববর্তী এবং পরবর্তীদের উত্তম চরিত্র সম্পর্কে তোমাকে নির্দেশনা দিবো না? আমি আরয করলাম: অবশ্যই ইরশাদ করুন। **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: যে তোমাকে বঞ্চিত করে তুমি তাকে প্রদান করো, যে তোমাকে অত্যাচার করে তুমি তাকে ক্ষমা করে দাও এবং যে তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে, তুমি তার সাথে সম্পর্ক জুড়ে নাও।

(শুয়াবুল ঈমান, বাবু ফি সিলাতিল আরহাম, ৬/২২১, হাদীস নং-৭৯৫৬)

www.dawateislami.net

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ বিন মুবারক رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: আনন্দচিত্তে সাক্ষাৎ করা, অধিকহারে মঙ্গল কামনা করা এবং কাউকেও কষ্ট না দেয়া, উত্তম চরিত্রের অন্তর্ভুক্ত।

(তিরমিযী, কিতাবুল বিররে ওয়াস সিলাহ, ৩/৪০৪, হাদীস নং-২০১২)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! যতই আমরা **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর যুগ থেকে দূরে সরে আসছি, ততই আমাদের মুখের ভাষা কঠোর থেকে কঠোরতর হয়ে যাচ্ছে। যদি কেউ কাউকে একটি থাপ্পড় মারে তবে প্রতিশোধ স্বরূপ সে তাকে দু'টি থাপ্পড় মারে, অনুরূপভাবে অনেক লোক তার আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব, পরিবার পরিজন, পাড়া প্রতিবেশী, ইত্যাদি ছোট ছোট ভূলকে নিজের সম্মান হানিকর মনে করে তাদের প্রতি উঠে পরে লেগে যায়, তাদের মন্দ বলে থাকে, নিজের দোষ অপরের উপর ঝাড়ে বরং অসদাচরণের সকল রেকর্ড (Records) ভঙ্গ করে দেয়। একটু ভাবুন তো! সিদ্দিকে আকবরের গোলামরা কি এমন হয়? সিদ্দিকে আকবরের প্রেমিকরা কি বিনা কারণে কারো সাথে ঝগড়া করে? সিদ্দিকে আকবরের প্রেমিকরা কি প্রতিশোধ নেয়ার সুযোগ খুঁজতে পারে? তারা কি গালি দিতে পারে? তারা কি সভ্যতা ও সদাচরণ ছেড়ে দিতে পারে? তারা কি অসৎ চরিত্রের অধিকারী হতে পারে? নিঃসন্দেহে না এবং কখনোই না, একারণেই যে, সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ তো সদাচরণের অনুসারী ছিলেন, তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ তো নিজের সাথে অসদাচরণ কারী থেকেও প্রতিশোধ নিতেন না। আসুন! এসম্পর্কে একটি ঈমানোদ্দীপক ঘটনা শ্রবণ করি এবং নসিহতের মাদানী ফুল কুঁড়িয়ে নিই।

www.dawateislami.net

একজন পাগলের মুখোমুখি

হযরত সায়্যিদুনা কাসিম বিন মুহাম্মদ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا থেকে বণিত যে, হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কাবাতুল্লাহ শরীফ যাচ্ছিলেন, তখন কোরাইশের এক পাগল তাঁর মাথায় মাটি নিক্ষেপ করলো। এমন সময় সেখান দিয়ে ওয়ালিদ বিন মুগিরা বা আ'স বিন ওয়াইল যাচ্ছিলো। হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ তার দিকে তাকিয়ে বললেন: এই নির্বোধের নিকৃষ্ট কর্মকান্ড কি তুমি দেখে নিয়েছো? তখন সে বলতে লাগলো: এর যিম্মাদার স্বয়ং তুমি নিজেই (অর্থাৎ তোমাকে কে বলেছে যে, নিজের বাপ দাদার ধর্ম ছেড়ে মুসলমান হয়ে যেতে, এটা তোমার মুসলমান হয়ে যাওয়ার শাস্তি) তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ একথা শুনে তিনবার **আল্লাহ পাকের** দরবারে আরয করলেন: **হে প্রতিপালক**! তুমি সবচেয়ে বড় সহনশীল। (আল বাদায়া ওয়ান নিহায়া, ২/৪৫২। আর রিয়াযুন নদারা, ১/৯৪)

বিলা শক পেয়করে সবর ও রেযা সিদ্দিকে আকবর হে,
একিনান মাহযানে সিদকে ও ওয়াফা সিদ্দিকে আকবর হে।
নিহায়ত মুত্তাকী ও পারসা সিদ্দিকে আকবর হে,
তাকী হে বলকে শাহে ইতকিয়া সিদ্দিকে আকবর হে।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৫৬৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

سُبۡحٰنَ اللّٰہِ কিরূপ শান আমীরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর যে, এক ব্যক্তি তাঁর মাথা মুবারকে মাটি নিক্ষেপ করলো এবং অপরজন তাঁকে ভর্ৎসনা করলো, কিন্তু উৎসর্গিত হয়ে যান গুহার সাথী, সিদ্দিকে আকবরের সদাচরণের প্রতি, তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ তাদের প্রতি রাগান্বিত হওয়ার পরিবর্তে **আল্লাহ পাকের** দিকে মনোযোগী

www.dawateislami.net

হলেন। সুতরাং আমাদের উচিৎ যে, যদি কখনো আমাদের স্বভাব বিরুদ্ধ কোন কথা হয়ে যায় বা কেউ আমাদের মনে কষ্ট দিয়ে দেয় তবে আমাদের নিজেকে কাবু রাখা এবং চিন্তা করা উচিৎ যে, আমরাও তো কত লোকের মনে কষ্ট দিয়ে থাকি, কত জনকে বিনা অপরাধে ধমক দিই, কত জনেরই হক নষ্ট করি কিন্তু তারাও তো আমাকে ক্ষমা করে দেয়, তারা সদাচরণের স্বভাব ছেড়ে দেয়না, তারাও তো ধৈর্য ধারণ করে ইত্যাদি। আসুন! আমরা সবাই নিয়্যত করি যে, নিজের জন্য কারো থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করবো না, যদি কেউ আমাদের কষ্ট দেয় বা মন ভঙ্গ করে তবে ধৈর্য ধারণ করবো, যদি কোন যিম্মাদারের সাথে মতানৈক্য হয়ে যায় তবে তার গীবত করে বা তার সম্পর্কে গুজব ছড়িয়ে শয়তানের হাতের খেলনা হবো না। اِنۡ شَآءَ اللّٰہ

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আশিকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ **রাসূলে আকরাম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সহচর্য এবং প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ছিলেন। اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہِ এটি মুস্তাফার সহচর্যের বরকতই তো ছিলো যে, তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ আত্মীয়দের খবরা খবর রাখতেন, তাদের আর্থিক সহায়তা করতেন এবং তাদের সাথে সদাচরণ করতেন। আসুন! তাঁর উত্তম চরিত্র এবং সদাচরণের একটি ঈমানোদ্দীপক ঘটনা শ্রবণ করি।

আত্মীয়দের সাথে সদাচরণ

"তাফসীরে খাযিন" এ বর্ণিত আছে: আমিরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ তাঁর খালাতো ভাই গরীব, অসহায়, মুহাজির এবং বদরী সাহাবী হযরত সায়্যিদুনা মিসতাহ

www.dawateislami.net

رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর ভরণ পোষণের খরচ বহন করতেন, তার থেকে যে কোন কারণে খুবই দুঃখ পেলেন, সুতরাং তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ খরচ না দেয়ার শপথ করলেন। একারণে ১৮তম পারার সূরা নূরের ২২ নং আয়াত অবতীর্ণ হয়, এই আয়াতটি হলো:

وَلَا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا ۗ أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢٢﴾

(পারা ১৮, সূরা নূর, আয়াত ২২)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর তোমাদের মধ্যে যারা মর্যাদাবান ও সামর্থ্যবান তারা যেন এ মর্মে শপথ না করে যে, আত্মীয়-স্বজন, অভাবগ্রস্ত এবং **আল্লাহ**র পথে হিজরত কারীদেরকে প্রদান করবে না এবং তাদের উচিত যেন ক্ষমা করে দেয় এবং দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা করে। তোমরা কি এ কথা পছন্দ করো না যে, **আল্লাহ** তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন? এবং **আল্লাহ** ক্ষমাশীল, দয়ালু।

যখন এই আয়াত **হুযুরে আকরাম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم পাঠ করলেন তখন হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বললেন: নিশ্চয় আমার আকাঙ্ক্ষা যে, **আল্লাহ পাক** যেনো আমাকে ক্ষমা করে দেন এবং আমি মিসতাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর সাথে যেরূপ আচরণ করতাম, তা বন্ধ করবো না, সুতরাং তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ তা (আর্থিক সহায়তা) অব্যাহত রাখলেন। এই আয়াত থেকে জানা গেলো যে, কোন ব্যক্তি কোন কাজর প্রতি শপথ করলো অতঃপর জানতে পারলো, সেই কাজ করাটাই উত্তম, তখন উচিৎ যে, সেই কাজটি করা এবং কসমের কাফফারা দেয়া। এই আয়াত দ্বারা হযরত সায়্যিদুনা সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ

www.dawateislami.net

এর ফযীলত প্রমাণিত হলো এবং তাঁর মর্যাদা ও মহত্ব প্রকাশিত হলো যে, **আল্লাহ পাক** তাঁকে (কোরআনের আয়াতে) اُولُوا الْفَضْل (অর্থাৎ ফযীলত পূর্ণ) ইরশাদ করেছেন। **(বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, বাবু হাদীসিল আফাক, ৩/৬১, হাদীস নং-৪১৪১)(খাযিন, সূরা নূর, ২২ নং আয়াতের পাদটিকা, ৩/৩৪৪-৩৪৫)**

আমিরুল মুমিনী হে আ'প ইমামুল মুসলিমিন হে আ'প,
নবী নে জান্নাতী জিন কো কাহা সিদ্দিকে আকবর হে।
সাবী আসহাব সে বড় কর মুকাররব যাত হে ইনকি,
রাফিকে সরওয়ারে আরদ ও সামা সিদ্দিকে আকবর হে।
ওমর সে ভি ওহ আফযল হে ওহ ওসমান সে ভি হে আলা,
একিনান পেশওয়ায়ে মুরতাদ্বা সিদ্দিকে আকবর হে।

(ওয়সায়িলে বখশীশ, ৫৬৫-৫৬৬)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! বর্ণনাকৃত ঘটনা, পবিত্র আয়াতে করীমা এবং এর তাফসীর থেকে **হুযুরে আকরাম** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রথম খলিফা আমিরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর শান ও মহত্ব প্রতিয়মান হয়, এই মূল তথ্যটিও ব্যক্ত হয়েছে যে, আমিরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ **আল্লাহ পাক** এবং **রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অনুগত্য, ক্ষমার ভিখারী এবং কতইনা উত্তম চরিত্রবান ছিলেন, তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কোরআনের আদেশ শুনেই তা মন প্রাণ দিয়ে গ্রহণ করে নিয়ে আপন খালাতো ভাইয়ের সাথে মনমালিন্যকে দূর করে পূর্বের ন্যায় তার মঙ্গল কামনায় বদ্ধ পরিকর হয়ে গেলেন এবং তাকে আর্থিক সহায়তাও বহাল রাখলেন। জানতে পারলাম যে, সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ শরয়ী বিধানের প্রতি আমলকারী ছিলেন, সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ অনেক

www.dawateislami.net

দ্রুত মানুষকে ক্ষমা করে দিতেন, সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ আত্মীয়দের সাথে সদাচরণ করতেন, সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ **আল্লাহ পাকের** পথে মন খুলে ব্যয় করতেন। আমাদের উচিৎ যে, আমরাও তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলে **আল্লাহ পাক** এবং **নবীয়ে করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর বিধানাবলীর অনুসরণ করি, উত্তম চরিত্রের অনুসারী হই, **আল্লাহ পাকের** পথে ব্যয় করি, ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকি, আত্মীয়দের সাথে সদাচরণ ও মঙ্গল কামনাকে নিজের অভ্যাসে পরিণত করি এবং সর্বদা উত্তম সহচর্যে থাকি, اِنۡ شَآءَ اللّٰہ তবেই এর অনেক বরকত নসীব হবে।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! রব তায়ালা আশিকে আকবর হযরত সায়্যিদুনা সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কে যেমনিভাবে উত্তম চরিত্র, নূরী অন্তর্দৃষ্টি এবং অন্যান্য অনেক অতুলনীয় গুণাবলী দ্বারা ধন্য করেছেন তেমনি তাঁর ব্যক্তিত্বে একটি শানদার গুণ এটাও ছিলো যে, তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কারামত সম্পন্ন সাহাবী ছিলেন অর্থাৎ এমন উৎকর্ষ মন্ডিত সাহাবী ছিলেন, যাঁর স্বত্তা হতে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কারামত প্রকাশিত হতো। আসুন! গুহার সাথী ও মাযারের সাথী হযরত সায়্যিদুনা সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর দু'টি আজিমুশ্মান কারামত সম্পর্কে শ্রবণ করি এবং নিজের ঈমান সতেজ করে নিই।

(১) দূর্গ বিজয় হয়ে গেলো

আমিরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ তাঁর খেলাফতের যুগে রোমের কায়সারের সাথে যুদ্ধ করার জন্য বাহিনী প্রেরণ করলেন আর হযরত সায়্যিদুনা আবু উবাইদা বিন জাররাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ

www.dawateislami.net

কে এর সিপাহ সালার নিযুক্ত করলেন। এই বাহিনী রোমের কায়সারের বাহিনীর শক্তির বিরুদ্ধে খুবই দূর্বল ছিলো, কিন্তু যখন এই বাহিনী রোমী দূর্গ অবরোধ করলো এবং لَآ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ مُحَمَّدٌ رَّسُوۡلُ اللّٰہ শ্লোগান দিলো তখন কালেমা তায়্যিবার আওয়াজ শুনে রোমী কায়সারের দূর্গে এমন কম্পন এলো যে, পুরো দূর্গের প্রতিটি ইট কেঁপে উঠলো এবং দ্রুত সেই দূর্গের বিজয় অর্জিত হয়ে গেলো। নিঃসন্দেহে এটি আমিরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর একটি খুবই শানদার কারামত, কেননা তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ তাঁর মুবারক হাতে পতাকা বেঁধে এবং বিজয়ের সুসংবাদ দিয়ে সেই বাহিনীকে যুদ্ধের জন্য প্রেরণ করেছিলেন।

(ইযালাতুল খফা, ৩/১৪৮-১৪৯)(ফয়যানে সিদ্দিকে আকবর, ৫৪৩ পৃষ্ঠা)

(২) খাবারে বরকত হয়ে গেলো

মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব **"ফয়যানে সিদ্দিকে আকবর"** এর ৫৩৫ পৃষ্ঠায় রয়েছে: হযরত সায়্যিদুনা আব্দুর রহমান বিন আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর বর্ণনা হলো যে, একবার হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দরবারের তিনজন মেহমানকে (Three Guests) নিজের ঘরে নিয়ে এলেন এবং নিজে **রাসূল আকরাম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর পবিত্র খেদমতে উপস্থিত হয়ে গেলেন। অনেক্ষণ পর্যন্ত (দ্বীনি বিষয়ে) কথাবার্তায় লিপ্ত ছিলেন, এমনকি রাতের খাবার তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সাথেই খেয়ে নিলেন এবং অনেক রাত অতিবাহিত হওয়ার পর নিজের ঘরে তাশরীফ নিয়ে আসলেন। তাঁর স্ত্রী আরয করলেন: নিজের ঘরে মেহমান এনে আপনি কোথায় উদাও হয়ে গেলেন? হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বললেন: এখনো কি তুমি মেহমানকে

www.dawateislami.net

খাবার দাওনি? আরয করলেন: আমি খাবার দিয়েছিলাম কিন্তু তিনি বাড়ির কর্তার অনুপস্থিতিতে খাবার খেতে অস্বীকৃতি জানিয়ে দিলেন। একথা শুনে তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ তাঁর শাহযাদা হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল রহমান رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করলেন, অতঃপর তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ মেহমানের সাথে খেতে বসে গেলেন এবং সকল মেহমান পেট ভরে খেলো। মেহমানের বর্ণনা হলো যে, **যখন আমরা খাবারের পাত্র থেকে গ্রাস উঠাতাম, তখন যতগুলো খাবার হাতে আসতো, তার চাইতেও বেশি খাবার পাত্রের নিচ থেকে এসে পাত্র ভরে যেতো এবং যখন আমরা খাবার খাওয়া শেষ করলাম তখন খাবার কমার পরিবর্তে পাত্রে পূর্বের চেয়ে বেশি হয়ে গেলো।** হযরত সায়্যিদুনা সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ আশ্চার্য হয়ে তাঁর স্ত্রীকে বললেন: কি ব্যাপার! পাত্রে খাবার পূর্বের চেয়ে কিছুটা বেশি মনে হচ্ছে? তিনি শপথ করে আরয করলেন: আসলেই তো এই খাবার তিনগুণ বেড়ে গেছে। অতঃপর তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ সেই খাবার নিয়ে **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দরবারে গেলেন। যখন সকাল হলো তখন হঠাৎ মেহমানের একটি কাফেলা **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত হলো, যার মধ্যে ১২টি গোত্রের ১২জন সর্দার ছিলো এবং প্রত্যেক সর্দারের সাথে আরো আরোহীও ছিলো। তারা সবাই এই খাবারই খেলো এবং কাফেলার সর্দার এবং সকল মেহমান সেই খাবার পেট ভরে খেলো, কিন্তু তবুও সেই পাত্রে খাবার শেষ হয়নি।

(বুখারী, কিতাবুল মানাকিব, ২/৪৯৫, হাদীস নং-৩৫৮১। হুজ্জাতিল্লাহি আলাল আলামিন, ৬১১ পৃষ্ঠা)

ইমামে আহমদ ও মালিক, ইমামে বু হানিফা অউর,
ইমামে শাফেয়ী কে পেশওয়া সিদ্দিকে আকবর হে।

www.dawateislami.net

খোদায়ে পাক কি রহমত সে ইনসানো মে হার ইক সে,
ফুযুঁ তর বাদ আয কুল আম্বিয়া সিদ্দিকে আকবর হে।
না ঘাবড়াও গুনাহগারোঁ তোমহারে হাশর মে হামি,
মুহিব্বে শাফেয়ে রোযে জযা সিদ্দিকে আকবর হে।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৫৬৬-৫৬৭ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

سُبۡحٰنَ اللّٰہِ শুনলেন তো আপনারা! আমিরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কিরূপ কারামত সম্পন্ন সাহাবী ছিলেন, তাঁর কারামতে মুসলমানদের মহান বিজয় নসীব হলো, মেহমানের জন্য প্রস্তুতকৃত খাবার তাঁর কারামতে শুধু তিনগুণ বৃদ্ধি পায়নি করং সেই খাবারে এমন বরকত হলো যে, ১২ গোত্রের সর্দার এবং তাদের সাথে আরো অন্যান্য আরোহীরাও পেট ভরে খেলো কিন্তু কোরবান হয়ে যান! সেই খাবার তবুও অবশিষ্ট ছিলো। একটি মাদানী ফুল এটাও প্রকাশ হলো যে, হযরত সায়্যিদুনা সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ অনেক বেশি অতিথি পরায়ণ ছিলেন, সুতরাং সুন্নাতে সিদ্দিকির প্রতি আমল করে আমাদেরও আনন্দচিত্তে অতিথি পরায়ণতাকে নিজের অভ্যাসের অন্তর্ভুক্ত করে নেয়া উচিৎ। অতিথি পরায়ণতার প্রেরণা পেতে এবং আশিকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর প্রেম ও ভালাবাসাকে নিজের অন্তরে বৃদ্ধি করার উত্তম পদ্ধতি হলো আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যাওয়া।

আল্লাহ পাক হযরত সায়্যিদুনা সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর সদকায় আমাদেরও উত্তম চরিত্রের অমূল্য সম্পদ দ্বারা মালামাল করুন।

اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الۡاَمِیۡن صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! বয়ান শেষ করার পূর্বে সুন্নাতের ফযীলত এবং কতিপয় **"সুন্নাত ও আদব"** বয়ান করার সৌভাগ্য অর্জন করছি। **মদীনার তাজেদার, হুযুরে আনওয়ার** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে ভালবাসলো সে (মূলত) আমাকে ভালবাসলো আর যে আমাকে ভালবাসলো সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে।" **(মিশকাতুল মাসাবীহ, ২য় খন্ড, ৫৫ পৃষ্ঠা, হাদীস-১৭৫)**

সিনে তেরী সুন্নাত কা মদীনা বনে আকা
জান্নাত মে পরোসী মুঝে তুম আপনা বানানা

আসুন! শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتۡ بَرَکَاتُہُمُ الۡعَالِیَہ এর রিসালা **"১০১ মাদানী ফুল"** থেকে শয়ন ও জাগরণের সুন্নাত ও আদব শ্রবণ করি:

শয়ন ও জাগরণের সুন্নাত ও আদব

☆ শয়ন করার পূর্বে বিছানা ভালভাবে ঝেড়ে নিন যাতে কোন ক্ষতিকর পোকা মাকড় ইত্যাদি থাকলে বের হয়ে যায়। ☆ শয়ন করার পুর্বে এ দোয়াটি পড়ে নিন: اَللّٰھُمَّ بِاسۡمِكَ اَمُوۡتُ وَاَحۡیٰ **অনুবাদ:** হে **আল্লাহ**! আমি আপনার নামে মৃত্যুবরণ করছি এবং জীবিত হব। (অর্থাৎ শয়ন করি ও জাগ্রত হই)। **(বুখারী শরীফ, ৪/১৯৬, হাদীস নং- ৬৩২৫)** ☆ আসরের পর ঘুমালে স্মরণ শক্তি কমে যায়। **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি আসরের পর ঘুমায় আর তার বুদ্ধি কমে যায়, তবে সে যেন নিজেকে তিরস্কার করে।" **(মুসনাদে আবি ইয়ালা, ৪/২৭৮, হাদীস নং- ৪৮৯৭)** ☆ দুপুরে কায়লুলা

www.dawateislami.net

(অর্থাৎ কিছুক্ষণ শয়ন করা) মুস্তাহাব। (আলমগিরী, ৫/৩৭৬) সদরুশ শরীয়া হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: যথাসম্ভব এটা ঐ সমস্ত লোকদের জন্য হবে, যারা রাত জেগে ইবাদত করে, নামায আদায় করে, **আল্লাহ**র যিকির করে কিংবা কিতাব পাঠ করে অথবা অধ্যয়নে ব্যস্ত থাকে, কেননা রাত জাগার কারণে যে ক্লান্তি আসে তা দূর হয়ে যাবে। (বাহারে শরীয়াত, ১৬তম অংশ, ৭৯ পৃষ্ঠা) ☆ দিনের শুরুতে কিংবা মাগরিব ও ইশার মধ্যবর্তী সময়ে ঘুমানো মাকরূহ। (আলমগিরী, ৫/৩৭৬) ☆ পবিত্রাবস্থায় ঘুমানো মুস্তাহাব এবং কিছুক্ষণ ডান পার্শ্ব হয়ে ডান হাত গালের নিচে রেখে কিবলামুখী হয়ে শয়ন করুন এরপর বাম পার্শ্ব হয়ে শয়ন করুন। (প্রাগুক্ত) ☆ শয়ন করার সময় কবরে শয়ন করার কথা খেয়াল করুন, কেননা সেখানে একা শয়ন করতে হবে আপন আমল ব্যতীত কেউ সঙ্গী হবে না। ☆ শয়ন করার সময় **আল্লাহ**র স্মরণ, তাহলীল ও তাসবীহ পাঠ করতে থাকুন, (অর্থাৎ لَا اِلٰہَ اِلَّااللّٰہُ ۔ سُبۡحٰنَ اللّٰہ ۔ اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہ পড়তে থাকুন) ঘুম আসা পর্যন্ত এভাবে করতে থাকুন কেননা মানুষ যে অবস্থায় শয়ন করে ঐ অবস্থায় উঠে এবং যে অবস্থায় মৃত্যু বরণ করবে কিয়ামতের দিন ঐ অবস্থায় উঠবে। (প্রাগুক্ত) ☆ জাগ্রত হওয়ার পর এ দোয়া পাঠ করুন: اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہِ الَّذِیۡ اَحۡیَانَا بَعۡدَ مَا اَمَاتَنَا وَاِلَیۡہِ النُّشُوۡرُ (বুখারী শরীফ, ৪/১৯৬, হাদীস নং- ৬৩২৫) **অনুবাদ:** সমস্ত প্রশংসা **আল্লাহ**র জন্য, যিনি আমাদেরকে মৃত্যুর পর জীবিত করেছেন এবং তারই দিকে আমাদের প্রত্যাবর্তন করতে হবে। ☆ যেসব বালক বা বালিকার বয়স ১০ বছর হয়েছে তাদেরকে আলাদা আলাদাভাবে ঘুমানোর ব্যবস্থা করা চাই বরং এ বয়সের বালককে সমবয়সী কিংবা তার চাইতে বড় পুরুষের সাথে ঘুমাতে দিবেন না। (দুররে মুখতার ও রদ্দুল মুহতার, ৯/৬৩০)

www.dawateislami.net

☆ ঘুম থেকে উঠে প্রথমে মিসওয়াক করুন ☆ রাতে ঘুম থেকে উঠে তাহাজ্জুদের নামায আদায় করা তো সৌভাগ্যের ব্যাপার। **প্রিয় নবী রাসূলে আরবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন, ফরয নামাযের পর সবচেয়ে উত্তম হচ্ছে রাতের নামায।

(মুসলিম, কিতাবুস সিয়াম, বাবু সাওমিল মাহরুম ৫৯১ পৃষ্ঠা হাদীস ১১৬৩)

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

এভাবে হাজারো সুন্নাত শিখার জন্য মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ২টি কিতাব, বাহারে শরীয়ত ১৬তম অংশ ৩১২ পৃষ্ঠা, ১২০ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব সুন্নাত আওর আদব। আমীরে আহলে সুন্নাত এর দুটি রিসালা **"১০১ মাদানী ফুল"** এবং ৪৩ পৃষ্ঠা সম্বলিত **"১৬৩ মাদানী ফুল"** উপযুক্ত মূল্যে সংগ্রহ করে পাঠ করুন।

বয়ানঃ ৯

প্রত্যেক মুবাল্লিগা বয়ান করার পূর্বে কমপক্ষে তিনবার পাঠ করুন

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

দরূদ শরীফের ফযীলত

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর রহমতপূর্ণ বাণী হচ্ছেঃ যে আমার প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার দরূদ আমার নিকট পৌঁছে যায়, আমি তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং এছাড়াও তার জন্য দশটি নেকী লেখা হয়। **(মু'জামু আওসাত, মিন ইসমুহু আহমদ, ১/৪৪৬, নম্বর-১৬৪২)**

যিকির ও দরূদ হার গড়ি ভিরদে যবাঁ রাহে,
মেরী ফুযুল গোয়ী কি আ'দত নিকাল দো।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৩০৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি এবং সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রথমে ভালো ভাল নিয়্যত করে নিই। **প্রিয় নবী, হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهٖ" মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম। **(মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস ৫৯৪২)**

মাসআলাঃ নেক ও জায়িয কাজে যত বেশি ভালো নিয়্যত, সাওয়াবও তত বেশি।

www.dawateislami.net

বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নিয়্যতের মাঝে পরিবর্তন করা যেতে পারে। দৃষ্টিকে নত রেখে গভীর মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো। হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে **ইলমে দ্বীনের** সম্মানার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো। প্রয়োজনে সংকুচিত হয়ে ও সামনে এগিয়ে অন্য ইসলামী বোনদের জন্য জায়গা প্রসারিত করবো। ধাক্কা ইত্যাদি লাগলে ধৈর্যধারণ করবো, ধমকানো, ঝগড়া করা বা বিশৃংখলা করা থেকে বেঁচে থাকবো। تُوْبُوْا اِلَى الله! ,اُذْكُرُ الله! ,صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীনীর মনতুষ্টির জন্য নিম্নস্বরে উত্তর প্রদান করবো। ইজতিমার পর নিজেই আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করবো। বয়ানের সময় অযথা মোবাইল ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকবো, বয়ান রেকর্ড করবো না এবং এমন কোন প্রকার আওয়াজ করবো না যার অনুমতি নেই। যা কিছু শুনবো, তা শুনে এবং বুঝে এর উপর আমল করবো আর তা পরে অপরের নিকট পৌঁছিয়ে নেকীর দাওয়াতকে প্রসার করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আমাদের আজকের বয়ানের বিষয় হলো **"ঝগড়ার ক্ষয়ক্ষতি"** এই বয়ানের মধ্যে আমরা ঝগড়ার ক্ষতি সম্পর্কিত আয়াতে মোবারাকা এবং হাদীসে মোবারাকা শুনব, ঝগড়া থেকে বাঁচার ব্যাপারে বুযুর্গদের ঘটনাবলী ও বাণীসমূহও শ্রবণ করব। আসুন! সর্বপ্রথম মাকতাবাতুল মদীনার প্রকাশিত কিতাব **"নেকীয়াঁ বরবাদ হোনে সে বাচাইয়ে"** এর ৮৬ নং পৃষ্ঠা হতে ঘটনা শুনব এবং শিক্ষা ও উপদেশের মাদানী ফুল কুঁড়িয়ে নিব। যেমনিভাবে-

পুরো শহর উজাড় হয়ে গেলো

এক ব্যক্তি শয়তানকে এমন অবস্থায় দেখলো যে, সে তার আঙ্গুল উঠিয়ে যাচ্ছিলো। সে শয়তানকে জিজ্ঞাসা করলো: তুমি তোমার আঙ্গুল উঠিয়ে কেন যাচ্ছো? শয়তান বললো: আমি আমার আঙ্গুল দ্বারা বড় বড় কাজ করে থাকি, লোকেরা যে পরস্পর ঝগড়া করে এবং ফিতনা ফ্যাসাদ করে, তা এই আঙ্গুলের খেলা। সেই ব্যক্তি আশ্চার্য হয়ে বললো: এটা কিভাবে সম্ভব? শয়তান বললো: সামনে যেই শহর, তা আমার এই আঙ্গুল কিছুক্ষণের মধ্যেই ধ্বংস করে দেবে এবং লোকেরা নিজেরই ঝগড়া বিবাদ শুরু করবে। শয়তান সেই ব্যক্তির সাথে শহরে প্রবেশ করলো, একটি বাজারে মিষ্টান্ন বিক্রেতা চিনি গুলে এর শিরা বানানোর জন্য তা একটি বড় পাত্রে গরম করছিলো। শয়তান শিরায় আঙ্গুল চুবিয়ে কিছুটা শিরা বের করে নিলো এবং তা দেওয়ালে লাগিয়ে দিয়ে বললো: এবার দেখো এই শহর কিভাবে ধ্বংস হয়, সুতরাং দেওয়ালে লাগা শিরাতে মাছি এসে বসলো, মাছির আধিক্য দেখে একটি টিকিটিকি তা খাওয়ার জন্য সেই দেওয়ালে আসলো। মিষ্টান্ন বিক্রেতার একটি বিড়াল ছিলো, সেই বিড়ালটি টিকিটিকিকে দেখে তার উপর হামলা করার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলো, দু'জন সৈন্য সেই বাজার দিয়ে অতিক্রম করছিলো, যাদের সাথে তাদের একটি কুকুরও ছিলো, কুকুরটি বিড়ালকে দেখে সাথে সাথেই তার উপর আক্রমন করলো, বিড়ালটি পালানোর জন্য লাফ দিলে সোজা গিয়ে শিরার পাত্রের মধ্যে পড়ে মরে গেলো। মিষ্টান্ন বিক্রেতা তার বিড়ালকে মরতে দেখে কুকুরটিকে মেরে ফেলল, এই দৃশ্য দেখে সৈন্যরা মিষ্টান্ন বিক্রেতাকে হত্যা করে দিলো। মিষ্টান্ন বিক্রেতার আত্মীয়রা যখন

www.dawateislami.net

জানতে পারলো তখন তারা সৈন্যদের মেরে ফেলল, যখন সৈন্য বাহিনী তাদের দু'জন সৈন্যের মৃত্যুর সংবাদ শুনলো পুরো সৈন্য বাহিনী রাগান্বিত হয়ে এসে পুরো শহরকে তছনছ করে দিলো।

(শয়তান কি হিকায়াত, ১৫০ পৃষ্ঠা)

মুসলমাঁ মুসলমান কে খুঁ কা পিয়াসা, হুয়া ওয়াক্ত আ'য়া আজব ইয়া ইলাহী!
সভী এক হো জায়েঁ ঈমান ওয়ালে, পায়ে শাহে আ'লী নসব ইয়া ইলাহী!

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ১০৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! এই ঘটনা থেকে জানা গেলো, ফিতনা ফ্যাসাদ সৃষ্টি করানো, ঘৃণার প্রাচীর দাঁড় করানো এবং পরস্পর ঝগড়া লাগিয়ে দেয়া শয়তানের পছন্দনীয় কাজ। এই অভিশপ্ত যেকোন ভাবে ঝগড়ার পরিবেশ সৃষ্টি করে নিজে দূরে সরে গিয়ে তামাশা দেখে। অতঃপর লড়াই ঝগড়ার ক্ষয়ক্ষতি এমন যে, কাল পর্যন্ত যারা একে অপরের প্রতি প্রাণ উৎসর্গ করার দাবী করতো, যারা একে অপরের সম্মানের রক্ষক ছিলো, যাদের বন্ধুত্ব এবং একতার উদাহরণ দেয়া হতো, যারা একে অপরের বিরুদ্ধে একটি শব্দ শুনাও পছন্দ করতো না, যারা একে অপরকে ছাড়া আহারও করতো না, যারা খারাপ সময়ে একে অপরের সাহায্যকারী ছিলো, যারা একে অপরকে নেকীর কাজের উৎসাহ প্রদানকারী ছিলো, লড়াই ঝগড়ার ন্যায় অশুভ শয়তানী কাজের অমঙ্গলের কারণে তাদের মাঝে ঘৃণার এমন শক্তিশালী প্রাচীর দাঁড় হয়ে যায় যে, একে অপরকে দেখাও পছন্দ করে না। এভাবে বুঝে নিন, যেভাবে আগুন ঘর, ফ্যাক্টরী, কোম্পানী, গুদাম, জঙ্গল, গ্রাম এবং বিভিন্ন জিনিসকে ঘন্টা বরং নিমিষেই জ্বালিয়ে ধ্বংস করে দেয়,

www.dawateislami.net

অনুরূপভাবে সুন্দর পরিপাটি দেশ, শহর, পরিবার, সম্প্রদায়, ঘর, প্রতিষ্ঠান এবং সংগঠনের শান্তি তছনছ করতে ও মনের মাঝে ঘৃণার বীজ বপন করতে লড়াই ঝগড়ার ধ্বংসলীলাই অধিক ভুমিকা রাখে। শয়তানের বিপদজনক আক্রমন থেকে সতর্ক করতে **১৫**তম পারার সূরা বনি ইসরাঈলের ৫৩ নং আয়াতে **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন:

اِنَّ الشَّیْطٰنَ یَنْزَغُ بَیْنَهُمْؕ اِنَّ الشَّیْطٰنَ كَانَ لِلْاِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِیْنًا ﴿۵۳﴾

(পারা ১৫, সূরা বনি ইসরাঈল, আয়াত ৫৩)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ নিশ্চয় শয়তান তাদের পরস্পরের মধ্যে ফ্যাসাদ সৃষ্টি করে দেয়। নিশ্চয় শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু।

অনুরূপভাবে ৭ম পারার সূরা মায়েদার ৯১ নং আয়াতে **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন:

اِنَّمَا یُرِیْدُ الشَّیْطٰنُ اَنْ یُّوْقِعَ بَیْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَ الْبَغْضَآءَ

(পারা ৭, সূরা মায়েদা, আয়াত ৯১)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ শয়তান তো এটাই চায় যে, তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ ঘটাবে।

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! এই আয়াতে করীমাকে সামনে রেখে যদি নিজের সমাজের দিকে দৃষ্টি দিই, তবে আমাদের অন্তর এই বিষয়ে সাক্ষ্য দিবে যে, আজ শয়তান তার এই আক্রমনে সফল হতে দেখা যাচ্ছে, যেমন কোথাও জাত বংশ নিয়ে ঝগড়া চলছে, কোথাও পক্ষপাতিত্বের কারণে লাঠির আঘাত চলছে, কোথাও প্রতিষ্ঠানের সদস্যদেরকে গালাগালি চলছে, কোথাও শিক্ষক ও ছাত্রদের মাঝে বিরোধীতা চলছে, কোথাও স্বামী স্ত্রীর মাঝে ঝগড়া বেধেঁ যাচ্ছে, কোথাও শাশুড়ী বউয়ের মাঝে কথা কাটাকাটি চলছে, কোথাও

www.dawateislami.net

দোকানদার ব্যবসায়িক অংশীদারী নিয়ে পরস্পরের মাঝে ধাক্কাধাক্কি চলছে, কোথাও বাড়িওয়ালা ও ভাড়াটিয়াদের মাঝে হাতাহাতি চলছে, কোথাও কন্ট্রাক্টর ও আরোহীদের মাঝে ঝগড়া চলছে, কোথাও ডাক্তার ও রোগীর মাঝে অস্থিরতা পরিলক্ষিত হচ্ছে, কোথাও ঠিকাদার ও শ্রমিকের মাঝে বাক-বিতন্ডা চলছে, কোথাও প্রতিবেশীরা একে অপরের রক্ত পিপাসু হচ্ছে, কোথাও আত্মীয় স্বজনদের মাঝে গৃহযুদ্ধের আবহ চলছে, অনেক দিনের বন্ধুত্বে ফাঁটল ধরছে, কোথাও পুরো ঘরই যুদ্ধের ময়দানে পরিণত হচ্ছে। যদি আমরা কোরআনী বিধানের প্রতি লক্ষ্য রাখতাম, যদি আমরা **রাসূলে আকরাম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণীর প্রতি আমলকারী হতাম, যদি আমরা আমাদের বুযুর্গানে দ্বীনদের رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن নসীহতের মাদানী ফুল কুঁড়াতাম, যদি আমরা ওলামায়ে হকদের আঁচলে সম্পৃক্ত হতাম, যদি আমরা ঝগড়া বিবাদের ধ্বংসলীলার প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখতাম, তবে আজ আমাদের সমাজও শান্তি ও নিরাপত্তার নীড় হয়ে যেতো।

দরসে কোরআঁ আগর হাম নে না ভুলায়া হোতা,
ইয়ে যমানা না যামানে নে দেখায়া হোতা

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! লড়াই ঝগড়ার ধ্বংসলীলা সম্বলিত **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চারটি বাণী শ্রবণ করি এবং শিক্ষা গ্রহণ করি।

লড়াই-ঝগড়ার নিন্দা সম্পর্কীত প্রিয় নবী ﷺ এর চারটি বাণী

১. ইরশাদ হচ্ছে: **আল্লাহ পাকের** নিকট সবচেয়ে অপছন্দনীয় সেই, যে অনেক বেশি ঝগড়াটে। **(বুখারী, কিতাবুল মাযালিম,২/১৯৩, হাদীস নং-২৪৫৭)**

২. ইরশাদ হচ্ছে: যে ব্যক্তি অহেতুক ঝগড়া করে, সে সর্বদা **আল্লাহ পাকের** অসন্তুষ্টিতেই থাকে, এমনকি তাকে ছেড়ে দেয়।

(মওসুআতু লি ইবনে আবীদ দুনিয়া, কিতাবুস সামত ওয়া আদাবিল লিসান, ৭/১১১, হাদীস নং-১৫৩)

৩. ইরশাদ হচ্ছে: কোন সম্প্রদায় ঝগড়া করার বদঅভ্যাস ছাড়া (অন্য কোন কারণে), হেদায়ত প্রাপ্ত হওয়ার পর পথভ্রষ্ট হয়নি।

(তিরমিযী, কিতাবুত তাফসীর, ৫/১৭০, হাদীস নং-৩২৬৪)

৪. ইরশাদ হচ্ছে: বান্দা ঈমানের হাকীকতে ততক্ষণ পরিপূর্ণতা পৌঁছতে পারবে না, যতক্ষণ সে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া সত্ত্বেও ঝগড়া করা থেকে বিরত থাকবে না।

(মাওসুআতু লি ইবনে আবীদ দুনিয়া, কিতাবুস সামত, ৭/১০১, হাদীস নং-১৩৯)

কোয়ী ধুতকারে ইয়া ঝাড়ে বলকে মারে সবর কর,
মত ঝগড়, মত বড়বড়া, পা আজর রব সে সবর কর।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৬৮৭ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! এই হাদীসে মোবারাকা থেকে জানা গেলো, ঝগড়াটেকে **আল্লাহ পাক** পছন্দ করেন না, ঝগড়াটে ব্যক্তি **আল্লাহ পাকের** অসন্তুষ্টি অর্জন করে নেয়, ঝগড়া পথভ্রষ্টতার অতল গহ্বরে নিক্ষেপ করে দেয় এবং সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরও ঝগড়াটে ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত ঈমানে কামিল হতে পারবে না, যতক্ষণ সে ঝগড়া ছাড়বে না।

ঝগড়ার ধ্বংসলীলা

১. হযরত সায়্যিদুনা ইমাম ইবনে হাজর মক্কী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: ঝগড়া যদিও সত্যের জন্য হয়, তবুও তা অসংখ্য নাজায়িয কাজে লিপ্ত

www.dawateislami.net

করে দেয়। (জাহান্নাম মে লে জানে ওয়ালে আমাল, ২/৬৭৪) (ঝগড়ার) ছোট আপদ হলো, ঝগড়াটে ব্যক্তি নামাযরত অবস্থায় থাকলেও তার মন ঝগড়ায় মগ্ন থাকে। (জাহান্নাম মে লে জানে ওয়ালে আমাল, ২/৭০২)

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! তো কেমন বোকা ঐ ইসলামী বোন যে অন্যায় ও ঝগড়া ছাড়া অতিবাহিত করে না, এমন ব্যক্তিদের ভয় করা উচিত যে ঝগড়া বিবাদের কারণে যদি আল্লাহ পাক অসন্তুষ্ট হয়ে যায়, তখন কিরূপ অপমান ও ধ্বংসের শিকার হয়ে যায়। যদি কেউ অযথা আমাদের সাথে ঝগড়াও করে তবে আমাদের উচিৎ যে, আমরা আমাদের রাগকে সংবরণ করে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েও ঝগড়া থেকে দূরে থাকা। **মনে রাখবেন!** যে সৌভাগ্যবান সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েও ঝগড়া করে না, اِنْ شَآءَ الله তার তরী পার হয়ে যাবে।

জান্নাতি ঘর

নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েও ঝগড়া করে না, আমি তার জন্য জান্নাতের (ভেতরের) কিনারায় একটি ঘরের জামিনদার। (আবু দাউদ, ৪/৩৩২, হাদীস নং- ৪৮০০)

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه **আল্লাহ পাকের** দরবারে আরয করেন:

হার ওয়াক্ত জাহাঁ সে কেহ উনহেঁ দেখ সাকোঁ মে
জান্নাত মে মুঝে এ্যয়সি জাগা পেয়ারে খোদা দেয়।
(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ১২০ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! এই হাদীসে পাককে সামনে রেখে আমরা যদি বুযুর্গানে দ্বীনদের رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن জীবনি অধ্যয়ন করি, তবে এই সত্যটি দিনের আলোর ন্যায় আমাদের সামনে প্রকাশিত হয়ে যাবে

যে, এই ব্যক্তিত্বরা এই হাদীস শরীফের উপর পরিপূর্ণভাবে আমলকারী এবং ঝগড়া বিবাদ থেকে সর্বদা দূরত্ব রক্ষাকারী ছিলেন, কেননা এই ব্যক্তিত্বরা শুধুমাত্র নামে আশিকে রাসুল ছিলেন না, বরং ইশকে রাসূল তাঁদের রন্দ্রে রন্দ্রে বিরাজমান ছিলো এবং যদি কেউ বিনা কারণে তাঁদের সাথে ঝগড়াও করতো, তবে এই **আল্লাহ** ওয়ালারা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরও তার সাথে ঝগড়া করতেন না বরং ব্যাপারটি বিঘ্নহীনভাবে সমাধান করতেন। তাঁদের এই সুন্দর আচরণে মুগ্ধ হয়ে তাঁদের বিরুদ্ধবাদীরাও ঝগড়া ছেড়ে সমজোতায় চলে আসতো। আসুন! এসম্পর্কে একটি ঈমান তাজাকারী ঘটনা শ্রবণ করি এবং আন্দোলিত হই।

আমি তোমার সাথে ঝগড়া করবো না!

মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব **"ইহইয়াউল উলুম"** ৩য় খন্ডের ৩৬২ নং পৃষ্ঠায় রয়েছে: হযরত সালিম বিন কুতাইবা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বর্ণনা করেন: হযরত বশির বিন উবাইদুল্লাহ বিন আবু বকর رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আমার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বললেন: আপনি এখানে কেন বসে আছেন? আমি আরয করলাম: একটি ঝগড়ার কারণে, যা আমার এবং আমার চাচাতো ভাইয়ের মাঝে হচ্ছিলো। তিনি বললেন: আমার প্রতি আপনার পিতার কিছু করুণা রয়েছে এবং আমি চাই যে, তার বদলা দিয়ে দিই। (অতঃপর বললেন:) আমি ঝগড়ার চেয়ে বেশি কোন বিষয়কে দ্বীনকে ধ্বংসকারী, মনুষত্বকে নিশ্চিহ্নকারী, আনন্দকে নিঃশেষকারী এবং মনকে ব্যস্তকারী আর দেখিনি। একথা শুনে আমি যাওয়ার জন্য দাঁড়ালাম তখন আমার চাচাত ভাই বললো: কি হলো? আমি বললাম: আমি

www.dawateislami.net

তোমার সাথে ঝগড়া করবো না। সে বললো: তবে তুমি জেনে গেছো যে, আমি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত? আমি বললাম: না। কিন্তু আমি নিজেকে এর থেকে বাঁচাতে চাই। সে বললো: আমি তোমার কাছ থেকে কিছুই চাই না, (অতঃপর যে জিনিস নিয়ে তাদের মাঝে ঝগড়া চলছিলো তা তাঁর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলতে লাগলো) এটা তোমার।

(ইহইয়াউল উলুম, ৩/৩৬২)

নেহী সরকার! জাতি দুশমনি মেরী কিসি সে ভি,
মেরী হে নফস ও শয়তাঁ সে লড়াই ইয়া রাসূলাল্লাহ!

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৩৫০ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! নিঃসন্দেহে প্রত্যেক বুদ্ধিবান ব্যক্তি এই বিষয়টি ভালভাবে জানে যে, ঝগড়া বিবাদে কোন কল্যাণ নেই বরং ক্ষতিই ক্ষতি, ঝগড়া বিবাদের ক্ষতি শুধু ঝগড়াকারী পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকে না বরং এর ধ্বংসলীলায় তার সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিদের উপর বিরুপ প্রভাব পরে। বর্তমান যুগে স্বামী স্ত্রীর ঝগড়া এক একটি স্পষ্ট উদাহরণ।

স্বামী স্ত্রীর ঝগড়ার ক্ষয়ক্ষতি

কখনো স্বামীর স্ত্রীর প্রতি অভিযোগ, তো কখনো স্ত্রী স্বামীর প্রতি অসন্তুষ্ট। প্রতিদিনকার ঝগড়ার কারণে শুধু তাদের নিজেদের জীবন বিভিষীকাময় হয়ে যায় না বরং এর বিরুপ প্রভাব তাদের সন্তানদের উপর পতিত হয়, সন্তানের অন্তরে না পিতার আদব থাকে না মায়ের সম্মান। এই অনৈক্যের বড় একটি কারণ এটাও যে, নারী পুরুষ একে অপরের অধিকারে ছাড় দিতে পারে না এবং ছোট ছোট ভূলকে

(Mistakes) নিজের স্বভাবগত একগুঁয়েমি বানিয়ে নেয়। পুরুষ চায় যে, নারীরা চাকরানির মতোই থাকবে এবং নারীরা চায় যে, পুরুষরা আমাদের গোলাম হয়ে থাকবে, আমাদের ইশারায় চলবে ইত্যাদি ইত্যাদি। একটু ভাবুন তো! যখন স্বামী স্ত্রীর মাঝে এরূপ মন্দ খেয়াল আসবে তখন জীবন কিভাবে অতিবাহিত হতে পারে? স্বামী স্ত্রীর ঝগড়ার কারণে তাদের সন্তানের ভবিষ্যৎ নড়বড়ে হয়ে যায়, তাদের মানসিক সক্ষমতায় মরিচা ধরে যায়, এরূপ পিতা মাতার উপদেশ সন্তানদের প্রতি প্রভাব বিস্তার করতে পারে না, পিতামাতাকে ঝগড়া করতে দেখে তারাও মারামারি করা শিখে যায়, তাদের ধ্যান শিক্ষার প্রতি কম আর ঝগড়ার প্রতি বেশি হয়ে যায়, মোটকথা প্রতিদিনকার ঝগড়ার কারণে পুরো ঘরের পরিবেশ নষ্ট হয়ে যায় এবং অবশেষে এই ঝগড়ার ফলে তাদের সম্পর্ক তালাকের দারপ্রান্তে এসে উপনিত হয়। স্বামী স্ত্রীর দূরত্ব শয়তানকে কিরূপ আনন্দিত করে তার অনুমান এই হাদীসে পাক দ্বারা করুন।

শয়তানের আসন

হযরত সায়্যিদুনা জাবির رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত, **রাসূলে আকরাম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: শয়তান তার আসন পানির উপর বসায়, অতঃপর আপন বাহিনী প্রেরণ করে, সেই বাহিনীর মধ্যে ইবলিশের সবচেয়ে নৈকট্যময় মর্যাদা তারই হয়, যে সবচেয়ে বেশি ফিতনাবাজ। তাদের মধ্যে একজন এসে বলে: আমি এরূপ এরূপ কাজ করেছি, তখন শয়তান বলে: তুমি কিছুই করোনি। অতঃপর তাদের মধ্য থেকে আরেকজন এসে বলে: আমি অমুককে ততক্ষণ পর্যন্ত

www.dawateislami.net

ছাড়িনি, যতক্ষণ তার এবং তার স্ত্রীর মাঝে দূরত্ব সৃষ্টি হয়নি। একথা শুনে ইবলিশ তাকে নিজের কাছাকাছি নিয়ে আসে এবং বলে: তুমি খুবই ভাল কাজ করেছো। হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আ'মাশ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমার মনে হয়েছিলো যেনো ইরশাদ করেছেন: তাকে জাড়িয়ে ধরে। (মুসলিম, কিতাবুস সিফতুল কিয়ামাতি ওয়াল জান্নাতিন নার, ১১৫৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৭১০৬)

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! জানা গেলো, স্বামী স্ত্রীর মাঝে দূরত্ব সৃষ্টির কাজ শয়তানকে অনেক আনন্দিত করে। **আল্লাহ পাক** আমাদের অবস্থার প্রতি করুণা করুন এবং আমাদেরকে ঝগড়া বিবাদ করা, করানো থেকে নিরাপদ রাখুন। স্বামী স্ত্রী, শাশুড়ী বউ ইত্যাদির মাঝে সংগঠিত সমস্যাবলীকে উত্তম রূপে সমাধান করার জন্য শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর **"অনৈক্যের চিকিৎসা" "ঘর আমন কা গেহওয়ারা কেয়সে বনে?" "সাস বউ মে সুলহ কা রায"** এই রিসালা তিনটি অবশ্যই অধ্যয়ন করুন, ঘরকে শান্তি নীড় বানাতে সহজ হবে। اِنْ شَآءَ الله

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

নেয়ামত রাজি থেকে বঞ্চিত

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! ঝগড়ার ক্ষতির মধ্যে একটি ক্ষতি হলো, এর বিরূপ প্রভাব অসংখ্য নেয়ামত থেকে বঞ্চিত করে দেয়। যেমন; ঝগড়া বিবাদের সময় কারো মাথা ফেটে যায়, কারো চোখ নষ্ট হয়ে যায়, কারো হাতের বাহু কেটে যায়, কারো পায়ে আঘাত লাগে, কারো দাঁত ভেঙ্গে পড়ে, কারো আত্মীয় মৃত্যুর মূখে পতিত হয়, কেউবা নিজেই নিজের হিংস্র গ্রাসে পরিনত হয়ে মৃত্যুর শিকার হয়।

www.dawateislami.net

মনে রাখবেন! ঝগড়া বিবাদের যেরূপ অনেক দুনিয়াবী ক্ষতি রয়েছে সেরূপ দ্বীনি ক্ষেত্রেও তা অসংখ্য বিষয়ে বঞ্চিত করার কারণ, যেমন; শবে কদর সেই মহান রাত, যার গুরুত্ব মুসলমানদের শিশু ও বৃদ্ধ সবাই জানে, এই রাতে কোরআনে করীম অবতীর্ণ হয়েছে, এই রাত হাজারো মাসের চেয়ে উত্তম, এই রাতের ফযীলত সম্পর্কে কোরআনে করীমের ত্রিশ পারায় একটি সুরাও বিদ্যমান, কিন্তু এই বরকতময় রাতের নির্দিষ্ট তারিখ দু'জন মুসলমানের ঝগড়ার কারণে গোপন রাখা হয়েছে। যেমনটি-

শবে কদরকে গোপন রাখার কারণ

হযরত সায়্যিদুনা উবাদা বিন সামিত رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: **হুযুর নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আমাদেরকে শবে কদর সম্পর্কে জানাতে তাশরীফ নিয়ে এলেন, তখন দু'জন মুসলমান পুরুষ ঝগড়া শুরু করলো, **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: আমি তোমাদেরকে শবে কদর সম্পর্কে জানাতে এসেছি কিন্তু অমুক ও অমুক ঝগড়া শুরু করে দেয়, তখন শবে কদরের নির্দিষ্ট তারিখ উঠিয়ে নেয়া হলো, সম্ভবত এটা উঠিয়ে নেয়া তোমাদের জন্য মঙ্গলময়, এখন একে (রমযানুল মোবারকের) শেষ নবম, সপ্তম, পঞ্চম রাতে অন্বেষণ করো।

(বুখারী, কিতাবু ফয়লে লাইলাতুল কদর, ১/৬৬২, হাদীস নং-২০২৩)

হাকীমুল উম্মত, হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এই হাদীসে পাকের আলোকে লিখেন: এই ঝগড়াকারীদের ঝগড়া অকারণে ছিলো এবং সীমাতিরিক্তও ছিলো, যার কারণে এই প্রভাব পড়েছে। জানা গেলো, দুনিয়াবী ঝগড়া হচ্ছে অমঙ্গলময়, এর

ভয়াবহতা অনেক বেশি, এর কারণে **আল্লাহ পাকের** অগ্রগামী করুণা থমকে যায়। (মিরাতুল মানাজিহ, ২/২১০)

আসুন! আমরা সবাই নিয়্যত করি যে, ঝগড়া বিবাদ করবো না, ঝগড়ারত ইসলামী বোনদের মাঝে সমজোতা করানোর সুন্নাতের উপর আমল করার চেষ্টা করবো, যদি কেউ আমাদের রাগান্বিত করে তখন ধৈর্যধারণ করবো, ঝগড়া বিবাদের আগুন প্রসারকৃত কাজ, যেমন; মিথ্যা, গীবত, চুগলি, হিংসা, অহঙ্কার, ওয়াদা খেলাফী, অযথা জিদ করা, কৃপণতা, সম্মানহানি, চিৎকার চেচামেচি, গোঁড়ামী এবং অত্যাচার করা থেকে বিরত থাকবো, যদি কেউ আমাদেরকে ঝগড়া করার জন্য উদ্ভুদ্ধ করে, তবুও নিজেকে ঝগড়া বিবাদ থেকে দূরে রেখে শয়তানকে বিফল করে দিবো এবং এই মাদানী মানসিকতা পেতে আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত থাকবো। اِنْ شَآءَ الله

তুম কো কুছ মা'লুম হে ইয়ারো! মুঝে, দা'ওয়াতে ইসলামী সে কিউঁ পেয়ার হে।
হে করম ইস পর খোদায়ে পাক কা, দা'ওয়াতে ইসলামী সে কিউঁ পেয়ার হে।
ইস পে হে নযরে করম ছরকার কি, দা'ওয়াতে ইসলামী সে কিউঁ পেয়ার হে।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৭০১ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

চোগলখোরি করাও ঝগড়ার একটি কারণ

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! মনে রাখবেন! ঝগড়া নিজে নিজে হয়ে যায় না, বরং এর কোন না কোন কারণ অবশ্যই থাকে, যখন সেই কারণটি পাওয়া যায় তখন ঝগড়া বিবাদ শুরু হয়ে যায়। ঝগড়া বিবাদের একটি কারণ হচ্ছে চোগলখোরি। **মনে রাখবেন!** কারো কথা

অন্যের কাছে ফ্যাসাদ ছড়ানোর জন্য বর্ণনা করাই হচ্ছে চোগলখোরি।

(ওমদাতুল ক্বারী, কিতাবুল ওযু, ২/৫৯৪, ২১৬ নং হাদীসের পাদটিকা)

আফসোস! শত কোটি আফসোস! বন্ধুদের আড্ডা হোক বা ধর্মীয় ইজতিমার পরের বৈঠক, বিয়ের অনুষ্ঠান হোক বা শোকের, কারো সাথে সাক্ষাৎ হোক, কয়েক মিনিটও যদি কারো সাথে কথাবার্তা বলার সুযোগ হয় এবং দ্বীনি জ্ঞান সম্পন্ন কোন সূক্ষ্ম অনুভূতি পরায়ণ ব্যক্তি সেই কথোপকথনকে বিশ্লেষণ করে তবে সম্ভবত অধিকাংশ বৈঠকে অন্যান্য গুনাহে ভরা বাক্যের পাশাপাশি কয়েক ডজন চুগলীও প্রমাণিত হবে। আসুন! এবার চোগলখোরির ধ্বংসযজ্ঞতা সম্বলিত একটি শিক্ষণীয় ঘটনা শুনি এবং চোগলখোরি থেকে বাঁচার নিয়্যত করে নিই।

চোগলখোরির কারণে পরিবার ধ্বংস

মাকাতাবাতুল মদীনার রিসালা **"গুনাহোঁ কি নহুসত"** এর ৭১ নং পৃষ্ঠায় রয়েছে: এক ব্যক্তি কারো নিকট একটি গোলাম বিক্রি করলো এবং ক্রেতাকে বলে দিলো যে, এই গোলামের কোন দোষ নাই, তবে চোগলখোরি করার অভ্যাস আছে। ক্রেতা সেই দোষটিকে নগন্য মনে করে তাকে কিনে নিলো, সেই গোলাম তার খেদমতে থাকতে লাগলো। একদিন গোলামটি তার মুনিবের স্ত্রীর নিকট গেলো এবং বললো: হে বেগম সাহেবা! আমার আফসোস হয় যে, আপনার স্বামীর আপনার প্রতি কোন ভালবাসাই নাই। এখন তার ইচ্ছা হচ্ছে যে, আপনাকে একেবারেই ছেড়ে দেবে, যদি আপনার অনুমতি হয় তবে আমি আপনাকে এমন একটি উপায় বলে দিবো যাতে তার মন আপনার দিকে ফিরে আসে এবং আপনাকে ভালবাসতে থাকে। স্ত্রী জিজ্ঞাসা

www.dawateislami.net

করলো: কি উপায়? গোলাম বললো: আজকে রাতে যখন আপনার স্বামী ঘুমিয়ে পড়বে তখন খুর দিয়ে তার গলার দিক থেকে কিছু দাড়ি মুন্ডিয়ে নিবেন আর সেই দাড়িগুলো আপনার নিকট রাখবেন অতঃপর আমি উপায়টি বলে দিবো। এরপর গোলামটি তার মুনিবের নিকট গেলো এবং বলতে লাগলো: হুযুর! আজ আমি বেগম সাহেবাকে পরপুরুষের সাথে মেলামেশা করতে দেখেছি এবং সে আপনাকে হত্যা করে দেয়ার চিন্তায় রয়েছে। যদি আপনি আমার কথার সত্যতা যাচাই করতে চান তবে আজ রাতে চোখ বন্ধ করে শুয়ে থাকবেন এবং ঘুমের ভান করবেন। গোলামের কথায় তার মনে সন্দেহ সৃষ্টি হলো। রাতে সে এমনই করলো। স্ত্রী মনে করলো যে, ঘুমিয়ে পড়েছে, তখন সে খুর নিয়ে দাড়ি মুন্ডানোর জন্য অগ্রসর হলো, স্বামীর সন্দেহ দৃঢ় হলো যে, আসলেই তো এই মহিলা তাকে হত্যা করতে চায়, দ্রুত উঠে দাঁড়ালো এবং সেই খুর তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে তাকে হত্যা করলো। স্ত্রীর আত্মীয় স্বজনরা যখন জানতে পারলো তখন এসে ঐ ব্যক্তিকে হত্যা করলো। অতঃপর উভয় পরিবারের মাঝে লড়াই শুরু হয়ে গেলো এবং প্রায় একশত লোক মারা গেলো। **(ইহইয়াউল উলুম, ৩/১৯৫)**

হাসদ, ওয়াদা খেলাফী, ঝুট, চুগলী, গীবত ও তুহমত
মুঝে ইন সব গুনাহো সে হো নফরত ইয়া রাসূলাল্লাহ!

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৩৩২ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

অবৈধভাবে জমি দখল

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! ঝগড়া বিবাদের একটি কারণ এটাও যে, জমি জমা অবৈধভাবে দখল করা। আসুন! এসম্পর্কে একটি শিক্ষামূলক ঘটনা শ্রবণ করি এবং শিক্ষা অর্জন করি।

অবৈধভাবে জমি দখল করার চেষ্টাকারীনি অন্ধ হয়ে গেলো

আওযা নামক এক মহিলা হযরত সায়্যিদুনা সা'দ বিন যায়িদ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর সাথে বাড়ির কিছু অংশ নিয়ে ঝগড়া করলো। তিনি বললেন: এই জমি তাকে দিয়ে দাও, আমি **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে ইরশাদ করতে শুনেছি: مَنۡ اَخَذَ شِبۡرًا مِنَ الۡاَرۡضِ بِغَیۡرِ حَقِّہٖ طُوِّقَہٗ فِیۡ سَبۡعِ اَرَضِیۡنَ یَوۡمَ الۡقِیَامَۃِ অর্থাৎ যে ব্যক্তি এক বিগত পরিমাণ জমিও অন্যায়ভাবে নিলো, কিয়ামতের দিন তাকে গলায় সাতটি জমিনের শিকল পরিয়ে দেয়া হবে। এরপর তিনি দোয়া করলেন: হে **আল্লাহ**! যদি সে মিথ্যুক হয়, তবে তুমি তাকে অন্ধ করে দাও এবং তার কবর তারই ঘরে বানিয়ে দাও। বর্ণনাকারী বলেন: আমি দেখেছি যে, সেই মহিলা অন্ধ হয়ে গিয়েছিলো, দেওয়াল ধরে ধরে চলাফেরা করতো এবং বলতো: আমার সা'দ বিন যায়িদ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর বদদোয়া লেগেছে, অবশেষে একদিন ঘরে চলতে চলতে কূঁপে পড়ে মারা গেলো আর সেখানেই কবর হয়ে গেলো। **(মুসলিম, কিতাবুল মাফাসিদ, বাবু তাহরীমিল যুলম, ৬৬৯ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৪১৩২)**

দুনিয়া মে হার আ'ফত সে বাঁচানা মওলা! ওকবা মে না কুছ রাঞ্জ দেখানা মওলা!
বেয়টোঁ জু দরে পাকে পায়গম্বর কে হুযুর, ঈমান পর উস ওয়াক্ত উঠানা মওলা!

(হাদায়িকে বখশীশ, ৪৪৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! লড়াই ঝগড়া করা এতোই ধ্বংসাত্মক যে, এতে লিপ্ত হয়ে মানুষ দুনিয়াতেই শিক্ষার উপলক্ষ্য হয়ে যায়। উৎসর্গিত হয়ে যান! **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের প্রতি, যা এই স্পর্শকাতর যুগেও মুসলমানদের ঝগড়া বিবাদ থেকে বিরত রাখতে এবং তাদের একজোট রাখার জন্য সর্বদা সচেষ্ট। যার একটি স্পষ্ট ঝলক হলো **দা'ওয়াতে ইসলামী**র অধীনে প্রতিষ্ঠিত **"ভালবাসা বৃদ্ধিকরণ মজলিশ"**। ঐ সকল পুরোনো ইসলামী বোনেরা যারা পূর্বে আসতো কিন্তু এখন আসে না, তাদের মাদানী পরিবেশে পুনরায় সক্রিয় করা, তাদের থেকে অগ্রীম সময় নিয়ে ইনফিরাদী কৌশিশ করতে ঘরে গিয়ে সাক্ষাৎ করা, তাদের সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় আসার মানসিকতা দেয়া, তাদের আনন্দ, রোগ ও শোক ইত্যাদি সময়ে অংশগ্রহণ করা এবং বিপদাপদে মাকতুবাত ও তাবীযাতে আত্তারীয়ার ব্যবস্থা করানো ইত্যাদি এই মজলিশের উদ্দেশ্যের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত। **আল্লাহ পাক "ভালবাসা বৃদ্ধিকরন মজলিশ"**কে উত্তোরোত্তর উন্নতি দান করুক। اٰمِين

আল্লাহর দয়া হয় যেনো এই দুনিয়ায়
হে দা'ওয়াতে ইসলামী তোমার সাড়া পড়ে যায়। (ওয়াসায়িলে বখশীশ)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

লড়াই ঝগড়া থেকে কিভাবে মুক্তি পাবো?

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! এতক্ষণ আমরা লড়াই ঝগড়ার ক্ষতি সম্পর্কে শুনলাম, **আল্লাহ পাক** যেনো তা শুনে এর প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করে দেয় এবং তাওবা করার মানসিকতা তৈরী করে দেয়, কিন্তু প্রশ্ন হলো যে, এমন কোন কাজ কি আছে, যা অবলম্বন করার বরকতে আমরা

লড়াই ঝগড়া থেকে মুক্তি পেতে পারবো? তবে আসুন! লড়াই ঝগড়া করা থেকে পিছু ছাড়ানোর জন্য সাতটি (৭) পদ্ধতি উপস্থাপন করছি, শুনুন এবং এর উপর আমল করার চেষ্টা করুন:

(১) হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: ঘরে প্রবেশ করার সময় بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم পাঠ করে ডান পা দরজায় প্রবেশ করা উচিৎ, অতঃপর পরিবারের সদস্যদের সালাম করে ঘরের ভেতর আসুন। যদি ঘরে কেউ না থাকে তবে اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَ رَحْمَةُ اللهِ وَ بَرَكَاتُه বলুন। কিছু কিছু বুযুর্গদের দেখা গেছে যে, দিনের শুরুতে ঘরে প্রবেশ করার সময় بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم এবং সূরা ইখলাস শরীফ পাঠ করতেন, কেননা এতে ঘরে একতাও থাকে (অর্থাৎ ঝগড়া হয়না) এবং রোজগারেও বরকত হয়। (মিরাতুল মানাজিহ, ৬/৯) (২) লড়াই ঝগড়া থেকে মুক্তি পেতে **আল্লাহ পাকের** দরবারে কান্নাকাটি করুন এবং হাত বাড়িয়ে অশ্রুসজল চোখে লড়াই ঝগড়া থেকে মুক্তির জন্য দোয়া প্রার্থনা করুন। (৩) লড়াই ঝগড়া থেকে বাঁচার ফযীলত এবং লড়াই ঝগড়ার ক্ষতি সম্বলিত হাদীসে পাক, ঘটনাবলী এবং বুযুর্গানে দ্বীনদের বাণীসমূহ বারবার পাঠ করুন। (৪) নিজের মাঝে নম্রতা ও বিনয় সৃষ্টি করুন। (৫) ঝগড়াটে বন্ধুর সহচর্য থেকে বাঁচুন। (৬) নিজের রাগকে সংবরণ করুন। (৭) **"জুলুমের পরিণতি" "ইহতিরামে মুসলিম" "রাগের চিকিৎসা"** রিসালা এবং **"তাকলিফ না দি'জিয়ে"** কিতাবটি অধ্যয়ন করুন। اِنْ شَآءَ الله লড়াই ঝগড়া থেকে বাঁচার মানসিকতা সৃষ্টি হয়ে যাবে।

www.dawateislami.net

শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه আমাদের মাদানী প্রশিক্ষণ দিতে গিয়ে, নসীহতের মাদানী ফুল প্রদান করে বলেন:

তু নরমী কো আপনানা ঝগড়ে মিটানা, রাহে গা সদা খোশনুমা মাদানী মাহোল।
তু গোচ্ছে ঝডকনে সে বাঁচনা ওয়া গরনা, ইয়ে বদনাম হোগা তেরা মাদানী মাহোল।
(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৬৪৬ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সমজোতা করার মাদানী ফুল

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! বয়ান শেষ করার পূর্বে সুন্নাতের ফযীলত এবং কতিপয় **"সুন্নাত ও আদব"** বয়ান করার সৌভাগ্য অর্জন করছি। ❁ মুসলমানদের মাঝে সমজোতা করা **আল্লাহ পাকের** সুন্নাত। (ফয়সালা করনে কা মাদানী ফুল, ৩১ পৃষ্ঠা) ❁ হাদীসে পাকে বর্ণিত রয়েছে: সৃষ্টির মাঝে সমজোতা করো, কেননা **আল্লাহ পাকের** কিয়ামতের দিন মুসলমানদের মাঝে সমজোতা করাবেন। (মুসতাদরিক, ৫/৭৯৫, হাদীস নং-৮৭৫৮) ❁ মুসলমানদের মাঝে প্রেম ভালবাসা সৃষ্টি করা এবং সমজোতা করা **প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এরও সুন্নাত। (সীরাতু জিনান, ২/১৯) ❁ **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আউস ও খাযরাজ এই দু'টি গোত্রের মাঝে সমজোতা করিয়েছেন। (দুররে মনছুর, আলে ইমরান, ১০০ নং আয়াতের পাদটিকা, ২/২৭৯) ❁ মিথ্যা বলে দু'জন পুরুষ বা পুরুষ ও নারীর মাঝে সমজোতা করানো জায়িয। (জাহান্নাম মে লে জানে ওয়ালে আমাল, ২/৭১৩) ❁ হাদীসে পাকে বর্ণিত রয়েছে: মিথ্যা ঠিক নয় কিন্তু তিনটি স্থান ছাড়া: (১) পুরুষের তার স্ত্রীকে সন্তুষ্ট করার

জন্য (মিথ্যা) বলা, (২) লড়াইয়ে মিথ্যা বলা এবং (৩) মানুষের মাঝে সমজোতা করানোর জন্য মিথ্যা বলা। (তিরমিযী, কিতাবুল বিররে ওয়াস সিলাহ, হাদীস নং-১৯৪৫, ৩/৩৭৭) ❁ তিন অবস্থায় মিথ্যা বলা জায়িয অর্থাৎ এতে গুনাহ হবে না। (১) যখন অত্যাচারী অত্যাচার করতে চায়, তার অত্যাচার থেকে বাঁচার জন্য জায়িয। (২) দু'জন মুসলমানের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে এবং তাদের সমজোতা করতে চায়, যেমন; একজনকে এরূপ বললো যে, সে তোমাকে ভাল মনে করে, তোমার প্রশংসা করে বা সে তোমাকে সালাম বলে পাঠিয়েছে এবং অপরকেও এধরনের কথা বলে দেয়, যেনো উভয়ের মাঝে শত্রুতা কমে যায় এবং সমজোতা হয়ে যায়। (৩) (স্বামী তার) স্ত্রীকে খুশি করতে কোন অপ্রাকৃত (যা সংগঠিত হয়নি) কথা বলে দেয়। (বাহারে শরীয়ত, ১৬/৫১৭) ❁ যে ব্যক্তি মানুষের মাঝে সমজোতা করে, **আল্লাহ পাক** তাকে প্রতিটি বাক্যের বিনিময়ে একটি গোলাম আযাদ করার সাওয়াব দান করে এবং তার পূর্বের (সগীরা) গুনাহ ক্ষমা করে দেয়। (আত তারগীব ওয়াত তারহিব, কিতাবুল আদব, নম্বর-৩, ৯/৩২১) ❁ সবচেয়ে উত্তম সদকা হলো মতবিরোধ হওয়া মানুষের মাঝে সমজোতা করিয়ে দেয়া। (আত তারগীব ওয়াত তারহিব, কিতাবুল আদব, ৩/৩২১, হাদীস নং-৬) ❁ উত্তম চরিত্র এবং উত্তম আমলের মধ্যে মানুষের মাঝে সমজোতা করানোও রয়েছে। (ইহইয়াউল উলুম, ২/১২৬৬) ❁ **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: মুসলমানের মাঝে সমঝোতা করানো জায়িয, কিন্তু ঐ সমঝোতা (জায়িয নয়) যা হারামকে হালাল করে দেয় বা হালালকে হারাম করে দেয়। (আবু দাউদ, কিতাবুল আকদিয়া, বাবু ফিস সুলুহ, ৩/৪২৫, হাদীস নং-৩৫৯৪)

www.dawateislami.net

এভাবে হাজারো সুন্নাত শিখার জন্য মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ২টি কিতাব, বাহারে শরীয়ত ১৬তম অংশ ৩১২ পৃষ্ঠা, ১২০ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব সুন্নাত আওর আদব। আমীরে আহলে সুন্নাত এর দুটি রিসালা **"১০১ মাদানী ফুল"** এবং ৪৩ পৃষ্ঠা সম্বলিত **"১৬৩ মাদানী ফুল"** উপযুক্ত মূল্যে সংগ্রহ করে পাঠ করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

বয়ানঃ ১০

প্রত্যেক মুবাল্লিগা বয়ান করার পূর্বে কমপক্ষে তিনবার পাঠ করুন

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

দরূদ শরীফের ফযীলত

নবীয়ে রহমত, শফীয়ে উম্মত صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: কিয়ামতের দিন **আল্লাহ পাকের** আরশ ছাড়া আর কোন ছায়া থাকবে না, তিন ধরনের ব্যক্তি **আল্লাহ পাকের** আরশের ছায়ায় থাকবে। (১) ঐ ব্যক্তি যে আমার উম্মতের পেরেশানি দূর করবে, (২) আমার সুন্নাতকে জীবিতকারী, (৩) আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠকারী।

(আল বুদরুস সাফির লিস সুয়ুতী, ১৩১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৩৬৬)

আপনে খতা ওয়ারোঁ কো আপনে হি দা'মান মে লো!
কৌন করে ইয়ে ভালা, তুম পে করোড়ো দরূদ।

(হাদায়িকে বখশীশ, ২৭১ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি এবং সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রথমে ভালো ভাল নিয়্যত করে নিই। **প্রিয় নবী, হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهٖ" মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম। (মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস ৫৯৪২)

www.dawateislami.net

মাসআলা: নেক ও জায়িয কাজে যত বেশি ভালো নিয়্যত, সাওয়াবও তত বেশি।

বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নিয়্যতের মাঝে পরিবর্তন করা যেতে পারে। দৃষ্টিকে নত রেখে গভীর মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো। হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে **ইলমে দ্বীনের** সম্মানার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো। প্রয়োজনে সংকুচিত হয়ে ও সামনে এগিয়ে অন্য ইসলামী বোনদের জন্য জায়গা প্রসারিত করবো। ধাক্কা ইত্যাদি লাগলে ধৈর্যধারণ করবো, ধমকানো, ঝগড়া করা বা বিশৃংখলা করা থেকে বেঁচে থাকবো। تُوْبُوْا اِلَى الله! ,اُذْكُرُ الله! ,صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীনীর মনতুষ্টির জন্য নিম্নস্বরে উত্তর প্রদান করবো। ইজতিমার পর নিজেই আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করবো। বয়ানের সময় অযথা মোবাইল ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকবো, বয়ান রেকর্ড করবো না এবং এমন কোন প্রকার আওয়াজ করবো না যার অনুমতি নেই। যা কিছু শুনবো, তা শুনে এবং বুঝে এর উপর আমল করবো আর তা পরে অপরের নিকট পৌঁছিয়ে নেকীর দাওয়াতকে প্রসার করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আমাদের আজকের বয়ানের বিষয় হলো **"ইবাদতের আগ্রহ কিভাবে অর্জিত হবে"** এই বয়ানে আমরা আয়াতে মোবারাকা এবং হাদীসে মোবারাকা দ্বারা ইবাদতের প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধির ব্যাপারে দিক নির্দেশনা সমূহ শ্রবণ করব এবং বুযুর্গানে

দ্বীনের ইবাদতের প্রতি আগ্রহ সম্পর্কিত ঘটনাবলী এবং ঐ ঘটনাবলী থেকে অর্জিত পয়েন্ট গুলো শুনার সৌভাগ্য অর্জন করব, আল্লাহ পাক আমাদেরকে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ বয়ান মনযোগ সহকারে শুনার সামর্থ্য দান করুক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

নামাযের প্রতি ভালবাসা পোষণকারী শিশু

সিলসিলায়ে আলীয়া, কাদেরীয়া, রযবীয়ার মহান বুযুর্গ হযরত সায়্যিদুনা মারুফ কারখী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর নিকট এক ব্যক্তি উপস্থিত হয়ে আরয করলো: আমি আজরাতে একটি আশ্চার্যজনক বিষয় দেখেছি, তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ জিজ্ঞাসা করলেন: কি দেখেছো? আরয করলো: আমার পরিবারের সদস্যদের মাছ খাওয়ার ইচ্ছা হলো, আমি বাজারে গেলাম এবং মাছ কিনে একজন কুলি শিশুকে সাথে নিলাম যেনো সে মাছ গুলো উঠিয়ে আমার সাথে নিয়ে যায়। সুতরাং সে আমার সাথে যেতে লাগলো, পথে যখন সে যোহরের আযান শুনলো তখন আমাকে বললো: জনাব! আপনি কি নামায আদায় করবেন না? যেনো সে হঠাৎ আমাকে উদাসীনতার ঘুম থেকে জাগ্রত করে দিলো, আমি বললাম: হ্যাঁ, হ্যাঁ, কেন নয়! অবশ্যই আদায় করবো, সে মাছের পাত্র মসজিদের বাইরে রাখলো এবং মসজিদে প্রবেশ করলো, আমি মনে মনে বললাম: এই শিশুটি মাছের পাত্র নামাযের জন্য উৎসর্গ করে দিলো তবে কি আমি মাছ উৎসর্গ করে দিতে পারবো না। সে নামায পড়তে লাগলো এমনকি ইকামত হয়ে গেলো এবং আমরা জামাআত সহকারে নামায আদায় করলাম। যখন বাইরে বের হলাম তখন দেখলাম যে, পাত্রটি নির্দিষ্ট স্থানেই আছে। আমি ঘরে ফিরে এই ঘটনা পরিবারের সদস্যদের

www.dawateislami.net

শুনালাম, তখন তারা বলতে লাগলো: এই শিশুকে আমাদের সাথে মাছ খাওয়ার দাওয়াত দিন, যখন আমি তাকে দাওয়াত দিলাম তখন সে বললো: আমি রোযাদার। আমি তাকে বললাম: তবে তুমি আমাদের এখানে ইফতার করো। সে বললো: আমি আপনার দাওয়াত কবুল করলাম, আপনি আমাকে মসজিদের পথ দেখিয়ে দিন। আমি তাকে পথ দেখিয়ে দিলাম, তখন সে মসজিদে গিয়ে বসে গেলো, যখন আমরা মাগরীবের নামায আদায় করে নিলাম তখন আমি তাকে বললাম: এবার আমাদের ঘরে চলো, সে উত্তর দিলো: ইশার নামায পড়ে যাবো, ইশার নামায পড়ার পর তাকে আমার বাড়িতে নিয়ে আসলাম, সেখানে তিনটি কক্ষ ছিলো: একটি আমার এবং আমার স্ত্রীর, অপরটিতে আমাদের ২০ বছরের পঙ্গু (Excusable) মেয়ে এবং তৃতীয়টিতে আমাদের মেহমান ছিলো, রাতের শেষ প্রহরে হঠাৎ কেউ দরজায় কড়া নাড়লো, আমি জিজ্ঞাসা করলাম: কে? তখন আওয়াজ এলো: আমি আপনার অমুক কন্যা। আমি বললাম: সে তো ২০ বছর ধরে পঙ্গু এবং ঘরে পরে থাকা একটি মাংসপিন্ড, সে কিভাবে ভাল হয়ে হাঁটবে? একথা শুনে সে বলতে লাগলো: আমি আপনার সেই কন্যা, আপনি দরজা তো খুলুন, যখন আমি দরজা খুলে দেখলাম সেতো একবারে সুস্থ্য অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে, আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম: আমাকে বলো যে, তুমি কিভাবে আরোগ্য লাভ করলে? তখন সে বললো যে, আমি যখন আপনাকে এই মেহমানের উত্তম আলোচনা শুনলাম, তখন মনে হলো, **আল্লাহ পাকের** নিকট তার ওসীলা দিই যে, তিনি যেনো আমার কষ্ট দূর করে দেন, সুতরাং আমি আরয করলাম: হে **আল্লাহ**! তোমার দরবারে আমাদের এই মেহমানের মহত্বের সদকা! আমার কষ্ট দূর করে দাও

www.dawateislami.net

এবং আমাকে নিরাপত্তা দান করো। এই দোয়া করতেই আমি সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে গেলাম, যেমনটি আপনি দেখছেন। আমি আমাদের মেহমানের ঘরের দিকে গেলাম, তবে সে ঘরে ছিলো না, দরজায় এলে দেখলাম তাও বন্ধ, একথা শুনার পর হযরত মারূফ কারখী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন: হ্যাঁ! আসলেই আউলিয়ায়ে কিরামের رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام মধ্যে ছোট বড় সবাই থাকে। **(আর রউযুল ফায়েক, বাবু ফি মানাকিবিস সালেহীন, ১০৯ পৃষ্ঠা)**

ইবাদত মে গুযরে মেরী জীন্দেগানি
করম হো করম ইয়া খোদা ইয়া ইলাহী!

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ১০৫ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! বর্ণনাকৃত ঘটনা থেকে যেমনটি জানা গেলো, নেককার লোকের ওসীলায় করা দোয়া কবুল হয়ে থাকে, তেমনি এই শিশুর নামাযের আগ্রহ এবং ইবাদতের প্রতি প্রবল আগ্রহও জানা গেলো যে, সে কাজ কর্ম ছেড়ে নামাযকে প্রাধান্য দিলো এবং আযানের আওয়াজ শুনতেই শুধু নিজে মসজিদে নামাযের জন্য চলে গেলো না বরং সাথের ব্যক্তিকেও নামাযের দাওয়াত দিয়ে নিজের সাথে মসজিদে নিয়ে গেলো। **আফসোস**! শত কোটি আফসোস! আমরা যতই **প্রিয় নবী হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যুগ থেকে দূরে সরে আসছি, নামাযের বিষয়ে আমাদের উদাসীনতা দিন দিন বেড়েই যাচ্ছে, আজ আমাদের কানেও আযানের আওয়াজ আসে কিন্তু আমরা আমাদের কাজে ব্যস্ত বা শুধুমাত্র অলসতার (Laziness) কারণে নামাযই কাযা করে দেয় আর গুনাহ করার জন্য আমাদের অলসতা দ্রুতই শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। অনেকে তো এমনও হয় যে, যখন তাদের এক বা একাধিক নামায কাযা হয়ে যায় তখন কয়েক মাস পর্যন্ত জেনে

শুনেই নামায পড়ে না, যদি কোন দ্বীনের ধর্মপ্রাণ ইসলামী ভাই তাদেরকে ইনফিরাদী কৌশিশ করে নামাযের উৎসাহ দেয় তবে বলে "اِنْ شَآءَ الله **আগামী শুক্রবার থেকে আবারো নামায পড়া শুরু করবো বা রমযান মাস থেকে নিয়মিত নামায আদায় করবো**" এভাবে কোন প্রকার লজ্জা ছাড়াই একেবারে নির্ভয়ে **আল্লাহ**র পানাহ একথাটি যেনো উচ্চারণ করা যে, নামায বর্জন করার এই কবীরা গুনাহ আমি শুক্রবার পর্যন্ত বা রমযানুল মুবারক পর্যন্ত ধারাবাহিক ভাবে অব্যাহত রাখবো। সম্ভবত এই কারণেই আজকাল পরিবারে ঐক্য নেই, প্রতিদিন ঝগড়া বিবাদ লেগেই থাকে, প্রতিটি রিযিকে বরকত হীনতার কারণে পেরেশানি, পিতামাতা অবাধ্য সন্তানের কারণে বিরক্ত।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! একটু ভাবুন তো! আমাদের সাথে এমন কেন হচ্ছে? আমরা কেন এই পেরেশানি সমূহের শিকার হচ্ছি? সম্ভবত এই কারণেই যে, আজ আমরা **আল্লাহ পাক** এবং **তাঁর রাসূলে করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণীর উপর আমল করা ছেড়ে দিয়েছি এবং দিন রাত অবাধ্যতা মূলক কাজে লিপ্ত রয়েছি। যদি আমরা নিজেরা নামায থেকে দূরে থাকি এবং নিজেদের সন্তানদেরকে নামাযের উৎসাহ দিই তবে **মনে রাখবেন!** প্রতিদিন আমরা এই পেরেশানির সম্মূখীন হতে পারি। কেউ এই বিষয়টি দেখিয়ে দিয়ে কতইনা সুন্দর বলেছেন,

জু কুছ হে ওহ সব আপনে হি হাতো কে হে করতুত,
শিকওয়া হে যমানে কা না কিসমত কা গিলা হে।
দেখে হে ইয়ে দিন আপনি হি গাফলত কি বদৌলত,
সাচ হে কেহ বুরে কাম কা আঞ্জাম বুরা হে।

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আসলেই পেরেশানি, রোগবালাই, ঝগড়া বিবাদ এবং অভাব অনটন আমাদের ঘরে আসন পেতে বসেছে, এর কারণ হলো **আল্লাহ পাক** এবং **তাঁর প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বিধানাবলীর বিরুদ্ধাচারণও হতে পারে। সুতরাং জীবনকে গণিমত (Plunder) মনে সত্যিকার তাওবা করুন এবং নিয়মিত নামায আদায় করা শুরু করে দিন, নয়তো **মনে রাখবেন!** জেনে শুনে নামায কাযা করা কবীরা গুনাহ, হারাম এবং জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মতো কাজ। যেমনটি **আল্লাহ পাক** সূরা মরিয়মের ৫৯ নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

فَخَلَفَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَضَاعُوا الصَّلٰوةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوٰتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ﴿۵۹﴾

(পারা ১৬, সূরা মরিয়ম, আয়াত ৫৯)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: অতঃপর তাদের পর তাদের স্থলে ওই অপদার্থ উত্তরাধিকারীগণ এলো, যারা নামাযগুলো নষ্ট করেছে এবং নিজেদের কুপ্রবৃত্তিগুলোর অনুসরণ করেছে, সুতরাং অবিলম্বে তারা দোযখের মধ্যে 'গায়্য' এর জঙ্গল পাবে;

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! বর্ণনাকৃত আয়াতে মুবারাকায় **"গায়্য"**র আলোচনা এবং এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে জাহান্নামের একটি উপত্যকা। সদরুশ শরীয়া, বদরুত তরিকা হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: **"গায়্য"** জাহান্নামের একটি উপত্যাকা, যার উত্তাপ এবং গভীরতা সবচেয়ে বেশি, এতে একটি কূঁপ আছে যার নাম হচ্ছে **"হাব হাব"**, যখন জাহান্নামের আগুন নিভতে শুরু করে, **আল্লাহ পাক** এই কূঁপকে খুলে দেন, যার ফলে তা (জাহান্নামের আগুন) আবারো প্রজ্বলিত হয়ে যায়। **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন:

www.dawateislami.net

كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنٰهُمْ سَعِيْرًا ﴿۹۷﴾

(পারা ১৫, সূরা বনি ইসরাঈল, আয়াত ৯৭)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ যখন তা কখনো তা স্তিমিত হয়ে আসবে তখন আমি তাদের জন্য সেটাকে আরো প্রজ্জ্বলিত করে দেবো।

এই কূপ বেনামাযী, অপকর্মকারী, মদ্যপায়ী, সুদখোর এবং পিতামাতাকে কষ্টপ্রদাকারীদের জন্য। (বাহারে শরীয়াত, ১/৪৩৪)

জাহান্নামের আযাব ও দুনিয়ার বিভিন্ন কষ্ট

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! খোদাভীতিতে কেঁপে উঠুন এবং সত্যিকার তাওবা করে নিন। একটু ভাবুন তো, যখন সেই ভয়ঙ্কর উপত্যকায় বেনামাযীকে নিক্ষেপ করা হবে, তখন তার কি অবস্থা হবে। সুতরাং নিরাপত্তা এতেই নিহিত যে, আমরা ফরয সমূহ আদায় করার পাশাপাশি নফল ইবাদতের আগ্রহও সৃষ্টি করি। পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাআত সহকারে আদায় করি এবং তাহাজ্জুদ, ইশরাক ও চাশত এবং আওয়াবিনের নফল নামাযও আদায় করি, প্রতি বছর রমযানুল মুবারক মাসে রোযা রাখি এবং পুরো বছর নিয়মিত নফল রোযাও রাখি, মালিকে নেসাব হওয়া অবস্থায় যাকাত আদায় করার পাশাপাশি অন্যান্য নেক কাজেও নিজের সম্পদ খরচ করার অভ্যাস গড়ি। প্রতিদিন পবিত্র কোরআনের তিলাওয়াত, যিকির ও দরূদের অভ্যাস গড়ি। এর সাথেই নিজের শত্রু অভিশপ্ত শয়তান থেকেও সাবধান থাকি যে, যখন সে আমাদেরকে দিন রাত ঐ সকল ইবাদতে লিপ্ত দেখবে, তখন সেই পথ থেকে সরাতে জোর প্রচেষ্টা চালাবে, অলসতা প্রদান করবে এবং আমাদেরকে উদাসীন করার জন্য বিভিন্ন কৌশলও ব্যবহার করবে কিন্তু

www.dawateislami.net

অটল থাকুন এবং নিজের ইবাদতের প্রতি গর্ব করার পরিবর্তে মৃত্যু পর্যন্ত ইবাদতের উপর অটল থাকার জন্য দোয়া করতে হবে। আমাদের **প্রতিপালক আল্লাহ পাক** আমাদেরকে শেষ সময় পর্যন্ত ইবাদত করার আদেশ প্রদান করেছেন:

وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتّٰى يَاْتِيَكَ الْيَقِيْنُ ﴿۹۹﴾

(পারা ১৪, সূরা হাজর, আয়াত ৯৯)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ আর মৃত্যুর মুহূর্ত পর্যন্ত আপন **প্রতিপালকের** ইবাদতের মধ্যে থাকুন!

কোন বান্দা ইবাদতের প্রতি অমুখাপেক্ষী হতে পারে নাঃ

বর্ণনাকৃত আয়াতে মুবারাকার আলোকে **তাফসীরে সিরাতুল জীনানে** বর্ণিত রয়েছে: বান্দা যতই বড় ওলী হয়ে যাক না কেন, সে ইবাদতের প্রতি অমুখাপেক্ষী হতে পারে না। যেখানে **সৈয়্যদুল মুরসালিন, প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে শেষ সময় পর্যন্ত ইবাদত করার আদেশ দেয়া হয়েছে, তবে সেখানে আমরা কি? এর থেকে ঐ সকল মানুষের উপদেশ গ্রহণ করা উচিৎ যে, যারা নিজেকে অনেক উচ্চ মর্যাদায় সমাসীন মনে করে ইবাদতের ব্যাপারে অলসতা করে থাকে, তাদের ভাবা উচিৎ যে, তা শয়তানের গোপন এবং ভয়ঙ্কর ফাঁদ নয়তো, কেননা শয়তান এরূপ ফাঁদ পেতে বড় বড় মাশায়িখদের পথভ্রষ্ট করেছে এবং এই ফাঁদের মাধ্যমে ওলীদের সর্দার, হুযুরে গাউছে পাক, শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ কেও বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেছে,

www.dawateislami.net

এসব কিছু আমার প্রতিপালক আল্লাহ পাকের দয়া

হযরত শায়খ আবু নসর মূসা বিন শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বর্ণনা করেন: আমার পিতা বলেন: আমি একবার সফরে মরুভূমির দিকে গমন করলাম এবং কয়েকদিন সেখানে অবস্থান করলাম, কিন্তু আমি পানি পাচ্ছিলাম না, যখন আমার প্রচন্ড পিপাসা অনুভূত হলো তখন একটি মেঘ (Cloud) এসে আমাকে ছায়া দিলো এবং তা থেকে আমার উপর বৃষ্টির ন্যায় কিছু একটা পড়লো, আমি তা দ্বারা পিপাসা নিবারন করলাম, অতঃপর আমি একটি নূর দেখলাম, যাদ্বারা আকাশের প্রান্ত আলোকিত হয়ে গিয়েছিলো এবং একটি আকৃতি প্রকাশ পেলো, যা থেকে আমি একটি আওয়াজ শুনলাম: হে আব্দুল কাদের! আমি তোমার প্রতিপালক এবং আমি তোমার জন্য হারাম সমূহকে হালাল করে দিলাম, তখন আমি "اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ" পাঠ করে বললাম: হে অভিশপ্ত শয়তান! দূর হয়ে যা। তখন আলোকিত প্রান্তটিও অন্ধকার হয়ে গেলো এবং সেই আকৃতি ধোয়া হয়ে গেলো, অতঃপর সে আমাকে বললো: হে আব্দুল কাদের! তুমি আমার থেকে তোমার জ্ঞান, তোমার রবের আদেশের মাধ্যমে মুক্তি পেয়ে গেলে এবং আমি এভাবে ৭০জন মাশায়িখকে পথভ্রষ্ট করেছি। আমি বললাম: এটা শুধুমাত্র আমার **প্রতিপালক আল্লাহ পাকের** দয়া ও অনুগ্রহ, শায়খ আবু নাসের মূসা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো: আপনি কিভাবে জানলেন যে, সে শয়তান? তিনি বললেন: তার এই কথা থেকে যে, নিশ্চয় আমি তোমার জন্য হারাম বস্তুকে হালাল করে দিয়েছি। **(বাহজাতুল আসরার, ২২৮ পৃষ্ঠা)(তাফসীরে সিরাতুল জীনান, ১৪ পারা, সূরা হাজর, ৯৯তম আয়াতের পাদটিকা, ৫/২৭৪)**

www.dawateislami.net

শাহা নফসে আম্মারা মাগলুব হো আব, হো শয়তান কা দূর শর গাউসে আযম।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৫৫৮ পৃষ্ঠা)

জিন ও মানুষ সৃষ্টির আসল উদ্দেশ্য:

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আপনারা শুনলেন তো! শয়তান কিভাবে **আল্লাহ পাকের** নেক বান্দাদের পথভ্রষ্ট করার চেষ্টা করে। কিন্তু আমাদের কি হবে? একে তো আমরা ইবাদত করিই না এবং যদি কোন নেক আমল করে নিই তবে এতে খুশিতে আত্মহারা হয়ে যাই, যতক্ষণ পর্যন্ত দু'চার জনের সামনে নিজের নেককাজের কথা প্রকাশ করবো না, কোনরূপ শান্তি আসে না এবং অপরের থেকে উত্তম মনে করে নিজেকে নেক ও পরহেযগার মনে করতে থাকি। **মনে রাখবেন!** শয়তান হাজারো বছর ইবাদত করেছে এবং মুয়াল্লিমুল মালাকুত অর্থাৎ ফিরিশতাদের ওস্তাদ (Teacher) ছিলো, কিন্তু শুধুমাত্র অহঙ্কার এবং **আল্লাহ পাকের** আদেশের অবাধ্যতা প্রকাশ করার কারণে তার এতো দিনের ইবাদত নিস্ফল এবং হাজারো বছরের রিয়াযত নষ্ট হয়ে গেলো, অপমান ও অপদস্ততা তার ভাগ্যে পরিণত হয়ে গেলো, অনন্তকালের জন্য অভিশপ্তের শিখল গলায় পরে নিলো এবং সে ঈমান থেকে সরে গিয়ে অনন্তকালের জন্য জাহান্নামের আযাবের অধিকারী হয়ে গেলো। আহ! আমরা তো জানিনা দিনে কতবার যে আপন **প্রতিপালক আল্লাহ পাকের** অবাধ্যতা করছি, দিনভর গুনাহের ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকে, নফল ইবাদত তো দূরের কথা, ফরয ইবাদতও করতে পারিনা, অথচ আমাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্যই হচ্ছে **প্রতিপালক আল্লাহ পাকের** ইবাদত করা, যেমনটি ২৭তম পারার সূরা যারিয়াতের ৫৬ নং আয়াতে **আল্লাহ পাকের** ইরশাদ হচ্ছে:

www.dawateislami.net

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ ﴿۵۶﴾

(পারা ২৭, সূরা যারিয়াত, ৫৬)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ আর আমি জ্বিন ও মানব এই জন্যই সৃষ্টিই করেছি যে, আমার ইবাদত করবে।

অনুরূপভাবে ২৯তম পারার সূরা মূলকের ২য় আয়াতে এই উদ্দেশ্যটিকে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে:

الَّذِیْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَیٰوةَ لِیَبْلُوَكُمْ اَیُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ؕ

(পারা ২৯, সূরা মূলক, আয়াত ২)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ তিনি, যিনি মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমাদের পরীক্ষা হয়ে যায়- তোমাদের মধ্যে কার কর্ম অধিক উত্তম।

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! বর্ণনাকৃত আয়াতদ্বয় মুবারাকায় মানুষ সৃষ্টির প্রকৃত উদ্দেশ্যকে বর্ণনা করা হয়েছে। এই উদ্দেশ্য সফলতার জন্য মানুষকে এই দুনিয়ায় খুবই অল্প সময়ের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে এবং এই সময়েই তাকে কবর ও হাশরের দীর্ঘ সফরের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে, সুতরাং এই সময়কে গণিমত মনে করে কবর ও হাশরের প্রস্তুতিতে লিপ্ত হয়ে যাওয়া উচিৎ এবং জীবনের কোন মুহূর্তকেও অহেতুক নষ্ট করার পরিবর্তে ইবাদত ও রিয়াযত, কোরআনে পাক তিলাওয়াত, যিকির ও দরূদের আধিক্য এবং নেকীর দাওয়াতে অতিবাহিত করার চেষ্টা করুন, কেননা জানিনা যে, পরবর্তী মুহূর্ত পর্যন্ত আমাদের জীবন থাকবে নাকি মৃত্যু এসে আমাদেরকে অনন্তকালের জন্য গভীর ঘুমে শুইয়ে দিবে।

আসুন! উদাসীনতা থেকে জাগ্রত হওয়ার জন্য **রহমতে আলম নূরে মুজাসসাম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এই উপদেশমূলক বাণী শ্রবণ করি:

www.dawateislami.net

সুতরাং ইরশাদ হচ্ছে: اِغْتَنِمْ خَمْساً قَبْلَ خَمْسٍ পাঁচটি বিষয়কে পাঁচটি বিষয়ের পূর্বে গণিমত মনে করো! (১) شَبَابَكَ قَبْلَ هَرَمِكَ অর্থাৎ যৌবনকে বার্ধক্যের পূর্বে। (২) وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ সুস্বাস্থ্যকে অসুস্থ্যতার পূর্বে। (৩) وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ সম্পদশীলতাকে অভাবের পূর্বে। (৪) وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ অবসরকে ব্যস্ততার পূর্বে। (৫) وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ এবং জীবনকে মৃত্যুর পূর্বে। **(আল মুস্তাদরিক, কিতাবুর রিকাক, ৫/৪৩৫, হাদীস নং-৭৯১৪)**

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আমাদেরও জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্যকে মনের মাঝে গেঁথে নিয়ে সুস্থ্য শরীর এবং যৌবনকে কোনরূপ রোগ, অক্ষমতা বা বার্ধক্যের পূর্বে গণিমত মনে করে নেকীর ভান্ডার করে নেয়া উচিৎ। আমাদের **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পুরো পুরো রাত **আল্লাহ পাকের** ইবাদতে লিপ্ত থাকতেন এবং দীর্ঘ নামায পড়ার কারণে তাঁর পবিত্র পা মুবারক দু'টি ফুঁলে যেতো। হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا বলেন: **রাসূলে আকরাম, নূরে মুজাসসাম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নামাযে এমনভাবে কিয়াম করতেন যে, তাঁর মুবারক পা ফুঁলে যেতো। (একদিন) হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا আরয করলেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আপনি এরূপ কেন করছেন, অথচ **আল্লাহ পাক** আপনারই কারণে আপনার পূর্ববর্তী এবং পরবর্তীদের গুনাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন! **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: হে আয়েশা (رَضِیَ اللهُ عَنْهَا)! " اَفَلَا اَكُوْنُ عَبْدًا شَكُوْرًا" অর্থাৎ আমি কি **আল্লাহ পাকের** কৃতজ্ঞ বান্দা হবো না।

(মুসলিম, কিতাবু সিফতুল কিয়ামাতি ওয়াল জান্নাতি ওয়ান নার, ১১৪৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৭১২৪)

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আপনারা শুনলেন তো! **রাসূলে আকরাম হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এমনভাবে ইবাদত ও রিয়াযত করতেন যে, তাঁর উভয় পা মুবারক ফুঁলে যেতো, তবুও ইবাদতে লিপ্ত থাকতেন। অপরদিকে আমরা, দিনভর কাজ কর্মে লিপ্ত থাকি কিন্তু এরই মাঝে যতগুলো নামায আসে এগুলো আদায়ে উদাসীন থাকি এবং রাতে ক্লান্তির বাহানা দিয়ে ইশার নামায না পড়েই উদাসীনতার ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ি, ব্যবসা ও চাকরীতে যাওয়ার জন্য রাতেই এলার্ম সেট করে দিই যেনো দেরি হয়ে না যায়, কিন্তু **আফসোস**! ফজরের নামায জামাআত সহকারে পড়ার জন্য কোনরূপ চেষ্টাই করি না। **মনে রাখবেন!** আমরা মুসলমান এবং মুসলমানের উপর সারা দিনে পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করা ফরয আর নামায বর্জনকারী গুনাহগার ও জাহান্নামের আযাবের অধিকারী সাব্যস্ত হবে। আমাদের তো পাঁচ ওয়াক্ত নামায সফরে হোক বা ঘরে, শীত হোক বা গরম, খুশির সময় হোক বা শোক সর্বাবস্থায় আদায় করার পাশাপাশি প্রচেষ্টা করে আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রিয় সুন্নাতের উপর আমল করে নিজের ঘুমকে কোরবানি দিয়ে রাতেও কিছু না কিছু ইবাদত করার অভ্যাস করতে হবে, যেনো **আল্লাহ পাক** নেকবান্দাদের মাঝে অর্ন্তভূক্ত হয়ে যাই, কেননা রাতে ইবাদত করা **আল্লাহ পাকের** নেক বান্দাদের অনেক প্রিয় গুণ, যা **আল্লাহ পাক** ১৯তম পারায় সূরা ফুরকানের ৬৪ নং আয়াতে এবাবে বর্ণনা করেন:

وَالَّذِيْنَ يَبِيْتُوْنَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَّقِيَامًا ﴿۶۴﴾

(পারা ১৯, সূরা ফুরকান, আয়াত ৬৪)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর ওই সব লোক, যারা রাত অতিবাহিত করে আপন **রবের** জন্য সিজদা ও ক্বিয়ামের মধ্যে।

www.dawateislami.net

অনুরূপভাবে ২১তম পারার সূরা সাজদার ১৬ নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

تَتَجَافٰى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَّ طَمَعًا ۫ وَّ مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ﴿۱۶﴾

(পারা ২১, সূরা সাজদা, ১৬)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: তাদের পার্শ্বদেশ গুলো পৃথক থাকে শয্যাসমূহ থেকে এবং আপন **রব**কে ডাকতে থাকে ভীত ও আশাবাদী হয়ে আর আমার প্রদত্ত থেকে কিছু দান খয়রাত করে।

অনুরূপভাবে ২৬তম পারার সূরা যারিয়াতের ১৭ ও ১৮ নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

كَانُوْا قَلِيْلًا مِّنَ الَّيْلِ مَا يَهْجَعُوْنَ ﴿۱۷﴾ وَ بِالْاَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ ﴿۱۸﴾

(পারা ২৬, সূরা যারিয়াত, আয়াত ১৭ ও ১৮)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: তারা রাতে কম ঘুমাতো এবং রাতের শেষ প্রহরে ক্ষমা প্রার্থনা করতো।

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! বর্ণনাকৃত আয়াতে মুবারাকায় **আল্লাহ পাকের** নেক বান্দাদের ইবাদতের আগ্রহকে বর্ণনা করেছেন যে, যখন মানুষ ঘুমিয়ে যায় তখন এই নেককার ব্যক্তিরা আপন **রব তায়ালা**র ইবাদতে লিপ্ত হয়ে যায়। **মনে রাখবেন!** আউলিয়ায়ে কিরামরাও দিনে হালাল রুজির জন্য ব্যবসা করতেন, নিজের সন্তানদেরকে মাদানী প্রশিক্ষণও করতেন, অথচ সারা দিনের ক্লান্তির পর রাতের ঘুম সকলেরই প্রিয় হয়ে থাকে, কিন্তু এই ব্যক্তিত্বরা ঘুমানোর পরিবর্তে আপন **প্রতিপালক আল্লাহ পাক**কে সন্তুষ্ট করতেন এবং ইস্তিগফার করতেন, যদি মানব স্বভাবের কারণে ঘুম এসেও যায় তবে বিভিন্ন পদ্ধতিতে ঘুম দূর করতেন অতঃপর ইবাদতে ব্যস্ত হয়ে পরতেন।

www.dawateislami.net

নিদ্রা দূর করার অনন্য পদ্ধতি!

হযরত সায়্যিদুনা শায়খ শিবলী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: রিয়াযতের প্রাথমিক পর্যায়ে যখন আমার ঘুম আসতো, তখন চোখে লবণ মিশ্রিত শলাকা লাগাতাম, যখন ঘুম খুব বেশি বিরক্ত করতো তখন আমি গরম শলাকা চোখে বুলিয়ে নেতাম। হযরত ইব্রাহিম বিন হাকিম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমার পিতা মহোদয়ের ঘুম আসতো তখন তিনি নদীতে নেমে যেতেন এবং আল্লাহর তাসবীহ পাঠ করতে থাকতেন, যা শুনে নদীর মাছেরা জড়ো হয়ে যেতো এবং তারাও তাসবীহ পাঠ করতে থাকতো। হযরত সায়্যিদুনা ওয়াহাব বিন মুনাব্বিহ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ নিজের নিদ্রা দূর করার জন্য দোয়া করেন এবং **আল্লাহ পাক** তাঁর দোয়া কবুল করেন অতঃপর তাঁর চল্লিশ বছর পর্যন্ত ঘুম আসেনি। (মুকাশাফাতুল কুলুব, ৩৮ পৃষ্ঠা)

আসুন! এবার রাতে ইবাদত ও রিয়াযত সম্পর্কিত বুযুর্গানে দ্বীনদের কয়েকটি ঘটনা শ্রবণ করি এবং নিজের মাঝে ইবাদতের আগ্রহ সৃষ্টি করি।

বিনয় হোক এমনই!

হযরত সায়্যিদুনা হাবীব নাজ্জার رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সারা সাত ইবাদত করতেন এবং সারা দিন রোযা রাখতেন আর ইফতারের জন্য যে খাবার আনা হতো তা অন্যদের দিয়ে দিতেন এবং স্বয়ং সারা রাত **আল্লাহ পাকের** দরবারে ক্ষুধার্ত অবস্থাতেই কিয়ামের (নামায) মাধ্যমে অতিবাহিত করে দিতেন। ভোরের সন্নিকটে বিনয় ও নম্রতার সহিত **আল্লাহ পাকের** দরবারে আরয করতেন: আমি উদাসিনতার সমুদ্রে ডুবে আছি এবং গুনাহের ময়দানে চলছি। **হে আমার মালিক**! তোমার এই

www.dawateislami.net

অপদস্থ, গুনাহগার এবং রোগাক্রান্ত বান্দা তোমার দয়াদ্র দরজায় উপস্থিত এবং তোমার নিকট আশ্রয় (Protection) প্রার্থনা করছি।

(আর রওযুল ফায়েক, বাবু ফিন নযিয়া ওয়া যিকরিস সালেহীন, ২৪৬ পৃষ্ঠা)

চেরাগ ছাড়াই ঘর আলোকিত থাকতো!

ইমাম মুহাম্মদ বিন সীরিন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর বোন হযরত হাফসা বিন সীরিন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهَا বসরায় একজন খুবই ইবাদতকারীনী মহিলা ছিলেন, তিনি সারা রাত নামায আদায় করে অতিবাহিত করতেন এবং নামাযে অর্ধেক কোরআনে পাক তিলাওয়াত করতেন। অনেক সময় তার নামায পড়ার স্থানে এত দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকতেন যে, তার চেরাগ নিভে যেতো, কিন্তু তার জন্য সকাল পর্যন্ত (চেরাগের আলো না থাকা সত্ত্বেও) ঘর আলোকিত থাকতো। **(সিরাতুল জীনান, ৭/৫৩)**

হে নফস আর কত ঘুমাবে?

হযরত রাবেয়া বসরীয়া رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهَا এর মৃত্যুর আগ পর্যন্ত এরূপ অভ্যাস ছিলো যে, তিনি সারা রাত নামায আদায় করতে থাকতেন এবং ফজরের সময় সন্নিকটে এলে কিছুক্ষণের জন্য ঘুমিয়ে পড়তেন, অতঃপর জাগ্রত হয়ে বলতেন: হে নফস! তুমি আর কত ঘুমাবে আর কত ঘুমাবে, শীঘ্রই এমনভাবে ঘুমাবে যে, এরপর কিয়ামতের দিন সকালেই জাগ্রত হবে। **(রুহুল বয়ান, আর ফুরকান, ৬৪ নং আয়াতের পাদটিকা, ৬/২৪২)**

রাতে ইবাদত করার উপকারীতা:

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! বুযুর্গানে দ্বীনদের ঘটনাবলী শ্রবণ করে হয়তো আমাদের অন্তরেও **প্রতিপালক আল্লাহ পাক** ইবাদতের আগ্রহ

www.dawateislami.net

সৃষ্টি হয়েছে, সুতরাং আমাদেরও চেষ্টা করা উচিৎ যে, ইশার নামায জামাআত সহকারে আদায় করে কিছুক্ষণ আরাম (Rest) করার পর অলসতা কাটিয়ে রাতের বেলায় কিছু না কিছু ইবাদত ও তিলাওয়াত করার অভ্যাস গড়ে নেয়া, কেননা রাতে ইবাদত করার অনেক উপকারীতা রয়েছে। আসুন! **তাফসীরে সিরাতুল জীনানের** আলোকে এর কয়েকটি উপকারীতা শ্রবণ করি।

মনে রাখবেন! যে ইবাদত যে সময়ে করা ফরয, তা সেই সময়ই করতে হবে, তবে নফল ইবাদত রাতে করা দিনের তুলনায় বেশি উপকারী, **(১)** এই সময় কোরআনে পাকের তিলাওয়াত করা এবং বুঝার ক্ষেত্রে একাগ্রতা বেশি অর্জিত হয়, কেননা এই সময় শোরগোল থাকে না বরং নিরাবতা বিরাজ করে, যা একাগ্রতা অর্জনের জন্য অনেক বড় মাধ্যম। **(২)** এই সময় ইবাদত করাতে পরিপূর্ণ একনিষ্টতা অর্জিত হয় এবং ইবাদতে লৌকিকতা এবং প্রদর্শনী থাকে না, কেননা সাধারণভাবে তখন মানুষ জেগে থাকে না, যার কারণে লৌকিকতার সুযোগ থাকে না। (সিরাতুল জীনান, ৭/৫২)

ইবাদত মে গুযরে মেরী জীন্দেগানি করম হো করম ইয়া খোদা ইয়া ইলাহী

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ১০৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

ইবাদতের আগ্রহ সৃষ্টি করার কয়েকটি পদ্ধতি!

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আমরা ইবাদতের আগ্রহ পেতে ইবাদতের ফযীলত এবং বুযুর্গানে দ্বীনদের ঘটনাবলী শ্রবণ করছিলাম যে, তাঁদের রাতদিন ইবাদতে অতিবাহিত হতো। বর্তমান যুগে

www.dawateislami.net

আমাদের অধিকাংশই ইবাদত থেকে দূরে সরে আছি এবং গুনাহে লিপ্ত হয়ে যাচ্ছি। আমরা একবার ভাবি যে, এর কারণ কি, যার ভয়াবহতা আমাদেরকে ইবাদত থেকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে। যদি ইবাদত করিও তবে এতেও বিনয় ও নম্রতা অর্জিত হয়না, ইবাদতে একাগ্রতা আসে না, **মনে রাখবেন!** ইবাদত থেকে দূরত্বের অনেক কারণ রয়েছে, যাতে লিপ্ত হয়ে আমরা নিজের জীবনের আসল উদ্দেশ্যকে ভূলে যাই, এতে লিপ্ত থাকার কারণে নাতো দুনিয়াবী উপকারীতা অর্জিত হয় আর নাতো আমাদের আখিরাতের জন্য উপকারী। আসুন! ইবাদতের স্বাদ ও স্থায়িত্ব অর্জিত না হওয়ার কারণসমূহ এবং এর প্রতিকার সম্পর্কে শ্রবণ করি।

(১) ইবাদতের আগ্রহ সৃষ্টির জন্য দোয়া করুন!

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! ইবাদতের আগ্রহ আরো বৃদ্ধি করতে **আল্লাহ পাকের** দরবারে দোয়া করুন, কেননা আমাদের **প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ও ইবাদতে আগ্রহ বৃদ্ধির জন্য এভাবে দোয়া করতেন: "اَللّٰهُمَّ اَعِنِّیْ عَلٰی ذِکْرِکَ وَشُکْرِکَ وَحُسْنِ عِبَادَتِکَ" অর্থাৎ হে **আল্লাহ**! তুমি তোমার যিকির, তোমার কৃতজ্ঞতা এবং তোমার ইবাদত উত্তম রূপে করতে আমাকে সাহায্য করো। **(মুসান্নিফ ইবনে আবী শায়বা, কিতাবুদ দোয়া, ৭/১৩৪, হাদীস নং-২)**

(২) দুনিয়ার ভালবাসা অন্তর থেকে বের করে দিন!

ইবাদতের আগ্রহ থেকে দূরত্বের একটি কারণ হলো, ধন সম্পদের গভীর ভালবাসা এবং সর্বদা ধন সম্পদ উপার্জনের ধ্যানে মগ্ন থাকা, যার কারণে আমরা **বান্দার হক** এবং **আল্লাহ পাকের হক** এর প্রতি উদাসীন হয়ে যাই। **মনে রাখবেন!** এসব দুনিয়ার প্রতি ভালবাসার

www.dawateislami.net

নিদর্শন যে, নামাযেরও আমরা ব্যবসায়িক চিন্তার শিকার হয়ে ইবাদতের প্রকৃত স্বাদ থেকে বঞ্চিত থাকে। হযরত সায়্যিদুনা ঈসা রুহুল্লাহ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام বলেন: যেমনিভাবে রোগীর খাবার স্বাদ অনুভূত হয়না, তেমনিভাবে দুনিয়াদারের ইবাদতের স্বাদ অনুভূত হয়না, কেননা যে দুনিয়ার ভালবাসার স্বাদ অনুভব করে, সে ইবাদতের স্বাদ পায়না।

(ইহইয়াউল উলুম, কিতাবু যম্মুদ দুনিয়া, বাবু বয়ানি সিফতুদ দুনিয়া, ৩/২৬৪)

সুতরাং আমাদের উচিত নিজের অন্তর থেকে দুনিয়ার ভালবাসা বের করে অন্যান্য ইবাদতের অভ্যাস গড়ার চেষ্টা করা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(৩) অল্প আহারের অভ্যাস গড়ুন!

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! ইবাদতে প্রতিবন্ধতা এবং অলসতার আরো একটি কারণ হচ্ছে, পেট ভরে খাবার খাওয়া, কেননা মানুষ যখন পেট ভরে খেয়ে নেয়, তখন তার শরীর বোঝা হয়ে যায়, চোখে ঘুম চলে আসে এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অলস হয়ে পড়ে, বান্দা শত চেষ্টা করেও কোন কাজ করতে পারে না এবং ইবাদত ও তিলাওয়াতে অলস হয়ে পড়ে।

এর প্রতিকার হলো, ইবাদতের স্বাদ পেতে ক্ষুধার চেয়ে কম খাওয়ার অভ্যাস (Habit) গড়তে হবে, اِنْ شَآءَ الله ইবাদতে অলসতা হবে না এবং এতে ইবাদতের আগ্রহও বৃদ্ধি পাবে।

আমীরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللهُ عَنْه একদা বলেন: যখন থেকে মুসলমান হয়েছি, কখনো পেট ভরে খাবার খাইনি, যেনো ইবাদতের স্বাদ নসীব হয় এবং যখন থেকে মুসলমান

হয়েছি, **আল্লাহ পাকের** দীদারের সূধা পান করার আগ্রহে কখনো পরিপূর্ণ তৃষ্ণা মিটিয়ে পান করিনি। (মিনহাজুল আবেদীন, আল ফসলূল হামিস, ৮৪ পৃষ্ঠা) হযরত সায়্যিদুনা আবু সুলাইমান দারানি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমি ইবাদতে সবচেয়ে বেশি স্বাদ তখনই অনুভব করি, যখন ক্ষুধার কারণে আমার পেট খালি থাকে। (মিনহাজুল আবেদীন, আল ফসলূল হামিস, ৮৪ পৃষ্ঠা)

ভূক কি অউর পিয়াস কি মাওলা মুঝে সওগাত দেয়
ইয়া ইলাহী! হাশর মে দীদার কি খায়রাত দেয়

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(৪) ইবাদতের বিভিন্ন উপকারীতার প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখুন!

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! ইবাদতের আগ্রহ সৃষ্টির জন্য **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টি অর্জনের পাশাপাশি এর ইহকালীন ও পরকালীন উপকারীতা সমূহের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখুন আর এতেও ইবাদতের আগ্রহ সৃষ্টি হবে। যেমনিভাবে আ'লা হযরতে পিতা, মাওলানা নকী আলী খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ইবাদত করার ইহকালীন ও পরকালীন অনেক উপকারীতা বর্ণনা করেন, আসুন! এর মধ্য থেকে কয়েকটি উপকারীতা আমরাও শ্রবণ করি:

(১) **যে ব্যক্তি ইবাদত করে,** সে **আল্লাহ পাকের** আবিদ বান্দাদের অর্ন্তভূক্ত হয়ে যায় এবং **আল্লাহ পাক** আবিদ বান্দাদের প্রশংসা করেন। (২) **যে ব্যক্তি ইবাদত করে, আল্লাহ পাক** তাকে পছন্দ করেন। (৩) **যে ব্যক্তি ইবাদত করে, আল্লাহ পাক** তার সকল কাজ সহজ করে দেন। (৪) **যে ব্যক্তি ইবাদত করে, আল্লাহ পাক** তার রিযিকের জামিনদার হয়ে থাকেন। (৫) **যে ব্যক্তি ইবাদত করে, আল্লাহ**

www.dawateislami.net

পাক তাকে সাহায্য করেন এবং শত্রুর শত্রুতা এবং ফ্যাসাদ থেকে নিরাপদ রাখেন। (৬) **যে ব্যক্তি ইবাদত করে, আল্লাহ পাক** তার সাথী হয়ে যান এবং তার অন্তর থেকে ভয়ভীতি দূর করে দেন। (৭) **যে ব্যক্তি ইবাদত করে, আল্লাহ পাক** সৃষ্টি জগতের অন্তরে তার ভালবাসা সৃষ্টি করে দেন, তাইতো ছোট বড়, ধনী গরীব, ভাল মন্দ এমনকি আসমান জমিনের পশু পাখিরাও তাকে ভালবাসে। (৮) **যে ব্যক্তি ইবাদত করে,** তাকে সকল কিছুতেই বরকত দান করা হয়, এমনকি লোকেরা এর পোশাক পরিচ্ছদ ও ঘর থেকে তাবাররুক অর্জন করে থাকে এবং উপকারীতা অর্জন করে থাকে। (৯) **যে ব্যক্তি ইবাদত করে, আল্লাহ পাকের** দরবারে তার এমন মর্যাদা অর্জিত হয় যে, লোকেরা তার মর্যাদা ও বরকতকে নিজেদের চাহিদার জন্য ওসীলা বানায় এবং তাঁর ওসীলা ও শাফায়াতে লক্ষ্য পূরণ হয়। (১০) **যে ব্যক্তি ইবাদত করে,** সে মৃত্যুর কঠোরতা থেকে নিরাপদ থাকে। (১১) **যে ব্যক্তি ইবাদত করে, আল্লাহ পাক** তাকে ঈমান ও ক্ষমার মধ্যে সুদৃঢ় রাখে এবং শয়তানের কুমন্ত্রনা ও ধোঁকা থেকে বাঁচিয়ে রাখে। (১২) **যে ব্যক্তি ইবাদত করে,** ফিরিশতা তাকে কবরের ফিতনা থেকে নিরাপদ রাখে এবং মুনকার নকীরের প্রশ্নের উত্তর শিখিয়ে দেয়। (১৩) তার কবরকে আলোকিত ও প্রশস্ত করে দেয়। (১৪) তার কবরে বেহেশতের দিকে জানালা খুলে দেয়। (১৫) **যে ব্যক্তি ইবাদত করে,** সে কিয়ামতের পেরেশানি থেকে নিরাপদ থাকে। (১৬) **যে ব্যক্তি ইবাদত করে,** তার আমলনামা তার ডান হাতে দেয়া হবে। (১৭) **যে ব্যক্তি ইবাদত করে,** তার হিসাব সহজ হবে বা ফিরিশতারা তার কাছ থেকে কোনরূপ হিসাব নেবে না। (১৮) **যে ব্যক্তি ইবাদত করে,** তাকে ফিরিশতারা হাউজে

www.dawateislami.net

কাউসার থেকে পানি পান করাবে, তা পান করার পর তার আর কখনো পিপাসা আসবে না। (১৯) **যে ব্যক্তি ইবাদত করে,** সে পুলসিরাত সহজেই পার হয়ে যাবে। (২০) **যে ব্যক্তি ইবাদত করে,** ফিরিশতারা কিয়ামতের দিন তাকে নূরের মিম্বরে বসাবে এবং আরশ বা **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পতাকা তলে (ছায়া) জায়গা দেবে। (২১) **যে ব্যক্তি ইবাদত করে,** ফিরিশতারা তাকে **আল্লাহ পাকের** দীদার করিয়ে ধন্য করবে এবং এই নেয়ামত সকল নেয়ামতের চেয়ে উত্তম আর কারামতের মধ্যে নিখুঁত। (আল কালামুল আওজাহ, ৩২৮-৩২৯ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(৫) ইবাদতের আগ্রহ সৃষ্টির আরো কয়েকটি পদ্ধতি!

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! ইবাদতের আগ্রহ সৃষ্টির জন্য উত্তম সংস্পর্শ গ্রহণ করুন, কেননা নেককার লোকদেরকে ইবাদত ও তিলাওয়াতে লিপ্ত দেখে আমাদের মাঝেও ইবাদতের আগ্রহ সৃষ্টি হবে। এছাড়াও নাম ও প্রসিদ্ধির জন্য নেকী করার অভ্যাস ছেড়ে দিন, কেননা এতে আমাদের আখিরাতের কোন উপকারীতা নেই এবং শুধুমাত্র **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টির জন্যই ইবাদত করুন اِنْ شَآءَ الله এতে দুনিয়ায়ও উপকারীতা অর্জিত হবে এবং আখিরাতেও সফলতা নসীব হবে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! ৬ রজবুল মুরাজ্জব সুলতানুল হিন্দ, হযরত সায়্যিদুনা খাজা গরীবে নেওয়াজ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ওরশ মুবারক উদযাপন করা হয়, **আসুন!** তাঁরই সাথে সম্পর্কে রেখে তাঁর মুবারক চরিত্রের সংক্ষিপ্ত ঝলক প্রত্যক্ষ করি:

নাম ও বংশ এবং সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

হযরত খাজা গরীবে নেওয়াজ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর নাম হাসান চিশতী আজমেরী, তাঁর জন্ম ৫৩৭ হিজরী অনুযায়ী ১১৪২ ইংরেজিতে সিজিস্থান বা সিস্থান এর এলাকা সনজিরির পবিত্র এবং শিক্ষিত পরিবারে হয়েছে। (ইকতিবাসুল আনওয়ার, ৩৪৫ পৃষ্ঠা) তাঁর প্রসিদ্ধ উপাধি গুলোর মধ্যে মঈনুদ্দীন, গরীবে নেওয়াজ, সুলতানুল হিন্দ এবং আতায়ে রাসূল ও অর্ন্তভূক্ত। (মঈনুল হিন্দ হযরত খাজা মঈনুদ্দী আজমেরী, ২০ পৃষ্ঠা) জ্ঞানার্জনের জন্য তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সিরিয়া, বাগদাদ এবং কিরমান ইত্যাদির সফরও করেন। মক্কা মদীনার যিয়ারতের সময় **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবার থেকে তাঁকে ভারতের বিলায়ত দান করা হয় এবং সেখানে দ্বীনের খেদমত করার আদেশ হয়। (সিয়ারুল আকতাব, ১৪২ পৃষ্ঠা) তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাঁরচরিত্র, আচার আচরণ এবং কথাবার্তার মাধ্যমে এই অংশে ইসলামের প্রসার ঘটিয়েছেন। লাখো লাখ মানুষ তাঁর ফয়যের দৃষ্টিতে প্রভাবিত (Impressed) হয়ে ইসলামের আলোতে প্রবেশ করলো, তাঁর সংশোধন ও তবলীগের মাধ্যমে ছাত্র ও খলিফাদের এমন এক দল তৈরি করেছেন, যারা পাক ও ভারতের কোণায় কোণায় দ্বীনের খেদমতের মহান দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর রচনা ও সংকলনের মাধ্যমেও দ্বীনের প্রচার ও প্রসার এবং খোদার সৃষ্টি জগতের সংশোধনের কর্তব্য পালন করে। তাঁর রচনার মধ্যে **আনিসুল আরওয়া, কাশফুল আসরার, গানজুল আসরার এবং দিওয়ানে মুঈন** এর উল্লেখ পাওয়া যায়। (মঈনুল হিন্দ হযরত খাজা মঈনুদ্দী আজমেরী, ১০৩-১০৬ পৃষ্ঠা) খাজা গরীবে নেওয়াজ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ প্রায় ৪৫ বছর ভারত ভূমিতে দ্বীনে ইসলামের খেদমতে অতিবাহিত করেন। অবশেষে জ্ঞান ও প্রজ্ঞা এবং হিদায়তের

www.dawateislami.net

নূরের এই প্রদীপ ৬ রজবুল মুরাজ্জব ৬২৭ হিজরী আজমীর শরীফে (রাজস্থান, ভারত) এই নশ্বর দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে যান এবং আজমীর শরীফেই তাঁর নূরানী মাযার আজও বরকত বিলিয়ে যাচ্ছে।

জু ভি সায়িল আ'জাতা হে, মন কি মু'রাদেঁ পা জাতা হে,
মে নে ভি দা'মন হে পাসারা, ইয়া খাজা মেরী ঝোলি ভর দো।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৫৬৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

নফল রোযার মাদানী ফুল

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! বয়ান শেষ করার পূর্বে নফল রোযার ফযীলত এবং কিছু মাদানী ফুল শ্রবণ করার সৌভাগ্য অর্জন করব। প্রথমে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দু'টি বাণী শ্রবণ করি: **(১)** যে সাওয়াবের আশায় একটি নফল রোযা রাখলো, **আল্লাহ পাক** তাকে দোযখ থেকে চল্লিশ বছর (দূরত্বে) দূরে করে দিবেন। **(কানযুল উম্মাল, ৮ম খন্ড, ২৫৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-২৪১৪)** **(২)** যদি কেউ একদিন নফল রোযা রাখলো এবং পৃথিবীর সমান স্বর্ণ দেয়া হয়, তবুও এর সাওয়াব পূরণ হবে না, এর সাওয়াব তো কিয়ামতের দিনই পাওয়া যাবে। **(আবু ইয়ালা, ৫/৩৫৩, হাদীস নং-৬১০৪)** ☆ অধিকহারে নফল রোযা রাখা আমাদের **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্নাতে মুবারাকা। ☆ হযরত সায়্যিদুনা সুলাইমান عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام তিনদিন মাসের শুরুতে, তিনদিন মধ্যভাগে এবং তিনদিন শেষ দিকে রোযা রাখতেন আর এভাবে মাসের প্রথমে, মাঝে এবং শেষে রোযাদার থাকতেন। **(কানযুল উম্মাল, ৮/২০৪, হাদীস নং-২৪৬২৪)** ☆ পিতামাতা যদি সন্তানকে নফল রোযা রাখা থেকে এই কারণে নিষেধ করে যে, রোগাক্রান্ত

হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তবে পিতামাতার আনুগত্য করবে। (দুররুল মুহতার, ৩/৪১৬) ☆ স্বামীর বিনা অনুমতিতে স্ত্রী নফল রোযা রাখতে পারবে না। (দুররুল মুহতার, ৩/৪১৫) ☆ নফল রোযা ইচ্ছাকৃতভাবে শুরু করলে সম্পন্ন করা ওয়াজিব হয়ে যায়, যদি ভঙ্গ করে তবে কাযা করা ওয়াজিব হবে। (দুররুল মুহতার, ৩/৪৭৩)

এভাবে হাজারো সুন্নাত শিখার জন্য মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ২টি কিতাব, বাহারে শরীয়ত ১৬তম অংশ ৩১২ পৃষ্ঠা, ১২০ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব সুন্নাত আওর আদব। আমীরে আহলে সুন্নাত এর দুটি রিসালা **"১০১ মাদানী ফুল"** এবং ৪৩ পৃষ্ঠা সম্বলিত **"১৬৩ মাদানী ফুল"** উপযুক্ত মূল্যে সংগ্রহ করে পাঠ করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

বয়ানঃ ১১

প্রত্যেক মুবাল্লিগা বয়ান করার পূর্বে কমপক্ষে তিনবার পাঠ করুন

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

দরূদ শরীফের ফযীলত

নবীয়ে রহমত, শফীয়ে উম্মত صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: আজ জিব্রাঈল আমিন (عَلَيْهِ السَّلَام) আমার নিকট এসে সংবাদ দিলো যে, ইয়া **রাসুলাল্লাহ** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! যে কেউ আপনার প্রতি একবার দরূদ পাক পাঠ করে, **আল্লাহ পাক** তার প্রতি দশবার রহমত প্রেরণ করেন, দশটি গুনাহ ক্ষমা করে দেন, দশটি মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন আর যে কেউ আপনার প্রতি সালাম প্রেরণ করে, **আল্লাহ পাক** তার প্রতি দশবার সালাম প্রেরণ করেন। (মুসনদে আহমদ, ৫/৫০৯, হাদীস নং-১৬৩৫২)

উন পর দুরূদ জিন কো কসেঁ বে কাসাঁ কাহিঁ,
উন পর সালাম জিন কে খবর বে খবর কি হে।

(হাদায়িকে বখশীশ, ২০৯ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি এবং সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রথমে ভালো ভাল নিয়্যত করে নিই। **প্রিয় নবী, হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهٖ" মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম। (মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস ৫৯৪২)

www.dawateislami.net

মাসআলা: নেক ও জায়িয কাজে যত বেশি ভালো নিয়্যত, সাওয়াবও তত বেশি।

বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নিয়্যতের মাঝে পরিবর্তন করা যেতে পারে। দৃষ্টিকে নত রেখে গভীর মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো। হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে **ইলমে দ্বীনের** সম্মানার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো। প্রয়োজনে সংকুচিত হয়ে ও সামনে এগিয়ে অন্য ইসলামী বোনদের জন্য জায়গা প্রসারিত করবো। ধাক্কা ইত্যাদি লাগলে ধৈর্যধারণ করবো, ধমকানো, ঝগড়া করা বা বিশৃংখলা করা থেকে বেঁচে থাকবো। تُوْبُوْا اِلَى الله! ,اُذْكُرُ الله! ,صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীনীর মনতুষ্টির জন্য নিম্নস্বরে উত্তর প্রদান করবো। ইজতিমার পর নিজেই আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করবো। বয়ানের সময় অযথা মোবাইল ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকবো, বয়ান রেকর্ড করবো না এবং এমন কোন প্রকার আওয়াজ করবো না যার অনুমতি নেই। যা কিছু শুনবো, তা শুনে এবং বুঝে এর উপর আমল করবো আর তা পরে অপরের নিকট পৌঁছিয়ে নেকীর দাওয়াতকে প্রসার করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আজ আমাদের বয়ানের বিষয় হচ্ছে **"দুনিয়া আমাদের কি দিয়েছে"** এই বয়ানের মধ্যে আমরা শুনব যে দুনিয়ার প্রতি ভালবাসার পরিণাম কি, বুযুর্গানে দ্বীনের দৃষ্টিতে দুনিয়ার অবস্থা কি রকম ছিল এবং তাঁরা কিভাবে দুনিয়া থেকে নিজেদেরকে

বাঁচিয়ে রেখেছিলেন, আমরা এটাও শুনবো যে দুনিয়া কি এবং তাকে দুনিয়া কেন বলে আর এটাও শুনবো যে, কোন দুনিয়া উত্তম এবং কোন দুনিয়া নিন্দনীয়। এছাড়া নেক আমলের সাথে সাথে রজব মাসের তাৎপর্য ও হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এবং হযরত সায়্যিদুনা ইমাম জাফর সাদেক رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতিও শুনার সৌভাগ্য অর্জন করব। হায়! আমাদেরও সম্পূর্ণ বয়ান ভালো ভালো নিয়্যত এবং পরিপূর্ণ মনযোগ সহকারে শ্রবণ করার সৌভাগ্য নসীব হতো। যেমনিভাবে

দুনিয়ার প্রতি ভালবাসার পরিণাম

হযরত সায়্যিদুনা ওয়াহাব বিন মুনাব্বিহ رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: হযরত সায়্যিদুনা ঈসা عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیۡہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام এর গমন এমন এক লোকালয় (Colony) এর পাশ দিয়ে হলো, যেখানকার সকল মানুষ ও জ্বিন, পশু পাখি, সকল চতুষ্পদ প্রাণী এবং পোকা মাকড় মরে গেছে, তিনি عَلَیۡہِ الصَّلٰوۃُ وَ السَّلَام কিছুক্ষন দাঁড়িয়ে থেকে সেদিকে তাকিয়ে ছিলেন, অতঃপর নিজের হাওয়ারীদের (অনুসারীদের) দিকে ফিরলেন এবং বললেন: এরা সবাই **আল্লাহ পাকের** আযাবের কারণেই ধ্বংস হয়ে গেছে, যদি এরূপ না হতো, তবে একত্রে সবাই মরতো না। অতঃপর তিনি عَلَیۡہِ الصَّلٰوۃُ وَ السَّلَام সেই মৃতদের আহ্বান করলেন: হে লোকালয়ের অধিবাসিরা! তাদের মধ্যে একজন উত্তর দিলো: **লাব্বাইক হে রুহুল্লাহ**! অর্থাৎ হে রুহুল্লাহ! আমি উপস্থিত। তিনি عَلَیۡہِ الصَّلٰوۃُ وَ السَّلَام বললেন: তোমাদের গুনাহ কিরূপ ছিলো? সে বললো: আমরা শয়তানের উপাসনা এবং দুনিয়ার প্রতি ভালবাসা পোষণ করতাম। তিনি عَلَیۡہِ الصَّلٰوۃُ وَ السَّلَام

www.dawateislami.net

বললেন: তোমাদের শয়তানের উপাসনা কিরূপ ছিলো? সে বললো: আমরা **আল্লাহ পাকের** অবাধ্যতার অনুসরণ করতাম। তিনি عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام বললেন: তোমাদের দুনিয়ার প্রতি ভালবাসা কেমন ছিলো? সে বললো: এরূপ, যেমন শিশু তার মাকে ভালবাসে, যখন দুনিয়া আমাদের নিকট আসে তখন আমরা খুশি হতাম এবং যখন চলে যেতো তখন আমরা হতাশ হতাম। পাশাপাশি আমরা দীর্ঘ আশায় মেতে ছিলাম এবং **আল্লাহ পাকের** আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে তাঁর অসন্তুষ্টির প্রতি ধাবিত ছিলাম। তিনি عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام বললেন: তোমাদের এই অবস্থা কিভাবে হলো? সে বললো: আমরা রাত ভালভাবেই অতিবাহিত করলাম এবং সকালে হাবিয়ায় চলে গেলাম। তিনি عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام বললেন: হাবিয়া কি? সে বললো: সিজ্জিন। তিনি عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام বললেন: সিজ্জিন কি? সে বললো: পুরো দুনিয়ার ন্যায় আগুনের একটি কয়লা, এতেই আমাদের সকলের রূহ দাফন করে দেয়া হলো। তিনি عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام বললেন: তোমার সাথীরা কেন কথা বলছে না? সে বললো: তাদের কথা বলার শক্তি নেই। বললেন: এর কারণ কি? সে বললো: তাদের মুখে আগুনের লাগাম পরিয়ে দেয়া হয়েছে। তিনি عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام বললেন: তবে তুমি আমার সাথে কিভাবে কথা বলছো অথচ তুমিও তো তাদের দলে? সে বললো: নিশ্চয় আমি তাদের দলে, তবে তারা যে অবস্থায় ছিলো, আমি সেই অবস্থায় ছিলাম না, যখন বিপদ আসলো তখন তাদের সাথে আমাকেও ঘিরে নিলো এবং এখন আমি হাবিয়ায় একটি চুলের সাথে ঝুলে আছি, আমি জানি না যে, আগুনে নিক্ষেপ করা হবে, নাকি আমি মুক্তি পাবো। তিনি عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام তাঁর অনুসারীদের বললেন: আমি সত্য বলছি, যবের

www.dawateislami.net

রুটি খাওয়া, পরিষ্কার পরিছন্ন পানি পান করা এবং আবর্জনার স্তুপে কুকুরের সাথে ঘুমানো, দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণের জন্য নিঃসন্দেহে যথেষ্ট। (হিলইয়াতুল আউলিয়া, ওয়াহাব বিন মুনাব্বিহ, ৪/৬৪, নম্বর-৪৭৬২)

মওত আ'কর হি রাহে গী ইয়াদ রাখ! জান জা কর হি রাহেগি ইয়াদ রাখ!
গর জাহাঁ মে সো বরস তু জি ভি লে কবর মে তনহা কিয়ামত তক রহে

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৭১১ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! এই ঘটনায় দুনিয়ার প্রতি ভালবাসা পোষণকারীদের জন্য নসিহত বিদ্যমান। আমাদের মধ্যে অনেকে রয়েছে যাদের প্রচুর সম্পদ, অঢেল জমিজমা, বাংলো এবং আলিশান গাড়ি থাকার পরও মানুষের লিপ্সা (Greed) শেষ হওয়ার নামও নেয় না, আমরা একটু ভাবি যে, আমরা দুনিয়ার প্রতি ভালবাসা পোষণকারীদের শিক্ষণীয় পরিণতি থেকে উদাসীন হয়ে যায়নি তো? আমরা কি সর্বদা এই দুনিয়াতেই থাকবো? আমরা কি মাগফিরাতের বার্তা পেয়ে গেছি? আমরা কি পূর্ববর্তী উম্মতদের উপর আগত আযাবকে ভূলে গেছি? আমাদের কি রোজ মৃত্যু বরণ করা মানুষ থেকে শিক্ষা অর্জিত হয় না? আমরা কি অসুস্থতার কারণে বিছানায় ছটফটকারীদের থেকে শিক্ষা গ্রহণ করিনা? আমরা অন্তিম সময়ের কঠোরতা সহ্য করতে পারবো? আমরা কি সংকীর্ণ ও অন্ধকার কবরকে ভূলে গেছি? আমরা কি কবরের সাপ, বিচ্ছু এবং পোকা মাকড় থেকে মুক্তির উপলক্ষ্য করে নিয়েছি? আমরা কি মুনকার নকীরের প্রশ্নের উত্তর দেয়ার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করেছি? কিয়ামতের দিনের হিসাব নিকাশের প্রস্তুতি কি আমরা নিয়ে নিয়েছি? যাইহোক নিরাপত্তা এতেই নিহিত যে,

www.dawateislami.net

আমরা যতদিন দুনিয়ায় থাকবো, ততদিন দুনিয়ার জন্য এবং যতদিন কবর ও আখিরাতে থাকবো ততদিন কবর ও আখিরাতের প্রস্তুতিতে যেনো ব্যস্ত থাকি, হাসিখুশি মানুষ হঠাৎ মৃত্যুর শিকার হয়ে দেখতে দেখতেই অন্ধকার কবরে পৌঁছে যায়, এমনিভাবে আমাদেরও মরতে হবে, অন্ধকার কবরে নামতে হবে এবং নিজেদের কর্মফল ভোগ করতে হবে।

দৌলতে দুনিয়া কে পীছে তু না জা আখিরাত মে মাল কা হে কাম কিয়া?
মালে দুনিয়া দো'জাহাঁ মে হে ওবাল কাম আয়ে গা না পেশে যুল জালাল

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৭০৯-৭১০ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

শয়তানের ফাঁদ

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! দুনিয়ার ভালবাসা শয়তানের এমন একটি ফাঁদ, যাতে আটকা পড়ে আমরা নেক কাজ সমূহ থেকে দূরে চলে যায়, যেমন; প্রথমত মুস্তাহাব সমূহ থেকে দূরত্ব, অতঃপর সুন্নাত থেকে উদাসিনতা, এরপর ফরয ও ওয়াজিব সমূহ বর্জন করার অভ্যাস এবং ধীরে ধীরে গুনাহে ভরা কাজে অভ্যস্ত হয়ে যায়। নামায বর্জন করার অভ্যাস হয়ে যায়, মিথ্যা বলা, গীবত করা, অপরের মনে কষ্ট দেয়া, গান বাজনা শুনা এবং বিভিন্ন হারাম এবং নাজায়িয কাজে জীবন অতিবাহিত করতে থাকে। তাছাড়াও দুনিয়ার প্রতি প্রয়োজনের অতিরিক্ত ব্যস্ত থাকা ব্যক্তিরা আপনজনদেরকে ভূলে যায়, দুনিয়ার প্রতি প্রয়োজনের অতিরিক্ত ব্যস্ত থাকা ব্যক্তিরা গরীবদের নিকৃষ্ট এবং নগন্য মনে করতে থাকে, দুনিয়ার প্রতি প্রয়োজনের অতিরিক্ত ব্যস্ত থাকা ব্যক্তিরা কৃপণ (Miser) হয়ে যায়, দুনিয়ার প্রতি প্রয়োজনের অতিরিক্ত

www.dawateislami.net

ব্যস্ত থাকা ব্যক্তিরা অহঙ্কারের আপদে লিপ্ত হয়ে যায়, দুনিয়ার প্রতি প্রয়োজনের অতিরিক্ত ব্যস্ত থাকা ব্যক্তিদের প্রতি নসিহত প্রভাব বিস্তার করে না, দুনিয়ার প্রতি প্রয়োজনের অতিরিক্ত ব্যস্ত থাকা ব্যক্তিরা হালাল ও হারামের পার্থক্য করতে পারে না, দুনিয়ার প্রতি প্রয়োজনের অতিরিক্ত ব্যস্ত থাকা ব্যক্তিরা **হুকুকুল্লাহ (আল্লাহ পাকের** হক) এর পাশাপাশি **হুকুকল ইবাদ** (বান্দার হক) থেকে উদাসীন হয়ে যায়, মোটকথা দুনিয়ার প্রতি প্রয়োজনের অতিরিক্ত ব্যস্ত থাকা ব্যক্তিরা বিভিন্ন বিপদাপদে লিপ্ত হয়ে যায়। দুনিয়ার প্রতি প্রয়োজনের অতিরিক্ত ব্যস্ত থাকা ব্যক্তিরা যদি দুনিয়ার আসল রূপ সম্পর্কে জানতো তবে কখনো এর প্রতি মন লাগাতো না। কোরআনে করীমের বিভিন্ন আয়াতে মুকাদ্দাসায় দুনিয়ার আসল রূপ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, যেমনটি ২৭তম পারার সূরা হাদীদের ২০ নম্বর আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

اِعْلَمُوْۤا اَنَّمَا الْحَیٰوةُ الدُّنْیَا لَعِبٌ وَّ لَهْوٌ وَّ زِیْنَةٌ وَّ تَفَاخُرٌۢ بَیْنَكُمْ وَ تَكَاثُرٌ فِی الْاَمْوَالِ وَ الْاَوْلَادِ ؕ

(পারা ২৭, সূরা হাদীদ, আয়াত ২০)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ জেনে রাখো, দুনিয়ার যিন্দেগী তো নয়, কিন্তু খেলাধুলা, সাজসজ্জা, তোমাদের পরস্পরের মধ্যে গর্ব প্রদর্শন করা এবং সম্পদ ও সন্তান সন্ততিতে একে অপরের চেয়ে অধিক চাওয়া মাত্র।

এই আয়াতে কারীমার আলোকে **সিরাতুল জিনানে** লিখা হয়েছে: এই আয়াতে দুনিয়ার আসল রূপ বর্ণনা করা হচ্ছে, যেনো মুসলমান এর দিকে ঝুঁকে না পড়ে, কেননা দুনিয়া খুবই কম উপকার প্রদানকারী এবং দ্রুত ধ্বংসশীল। এই আয়াতে **আল্লাহ পাক** দুনিয়া সম্পর্কে পাঁচটি বিষয় বর্ণনা করেছেন, (১ ও ২) দুনিয়ার জীবন তো শুধু

www.dawateislami.net

খেলাধুলা মাত্র, যা কিনা শিশুদের কাজ এবং শুধুমাত্র তা অর্জনে পরিশ্রম করতে থাকা সময় নষ্ট করা ছাড়া আর কিছু নয়। (৩) দুনিয়ার জীবন হচ্ছে সৌন্দর্য্য এবং আরাম আয়েশের নাম, যা কিনা মহিলাদের শোভা। (৪ ও ৫) দুনিয়ার জীবন হচ্ছে পরস্পর অহঙ্কার ও গর্ব করা এবং সম্পদ ও সন্তানে একে অপরের চেয়ে আধিক্য চাওয়ার নাম এবং যেখানে দুনিয়ার এই অবস্থা এবং এতে এরূপ মন্দকাজ সমূহ বিদ্যমান, তবে এতে মন লাগানো এবং তা অর্জন করার চেষ্টা করতে থাকার পরিবর্তে ঐসকল কাজে লিপ্ত হওয়া উচিৎ, যাদ্বারা পরকালীন জীবন সজ্জিত হয়ে যায়। (সীরাতুল জিনান, ৯/৭৪০)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আসুন! এবার দুনিয়ার আসল রূপ সম্পর্কে বুযুর্গানে দ্বীনদের رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن কয়েকটি বাণী শ্রবণ করি:

নীল চক্ষুবিশিষ্ট কুৎসিত বৃদ্ধা

হযরত সায়্যিদুনা ফুযাইল বিন আয়ায رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন, হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا বলেন: কিয়ামতের দিন একজন নীল চক্ষুবিশিষ্ট খুবই কুৎসিত বৃদ্ধা, যার দাঁত সামনের দিকে বের হওয়া থাকবে, মানুষের সামনে প্রকাশিত হবে এবং তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে: একে চিনো? মানুষরা বলবে: আমরা তার পরিচয় পাওয়া থেকে **আল্লাহ পাকের** আশ্রয় প্রার্থনা করছি। বলা হবে: এ হলো সেই দুনিয়া, যার জন্য তোমরা গর্ব করতে, এর কারণেই আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করতে, এরই কারণে একে অপরের প্রতি হিংসা এবং শত্রুতা পোষণ করতে। অতঃপর তাকে (বৃদ্ধার আকৃতিতে দুনিয়াকে)

www.dawateislami.net

জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে, তখন সে বলবে: হে পরওয়ারদিগার! আমাকে অনুসরনকারীরা এবং আমার দল কোথায়? **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করবেন: তাদেরকেও এর সাথী বানিয়ে দাও।

(যম্মুদ দুনিয়া মাআ মওসুআতিল ইমাম ইবনে আবিদ দুনিয়া, ৫/৭২, নম্বর-১২৩)

দুনিয়ার বাস্তবতা

এভাবে, মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত **"মলফুযাতে আলা হযরত"** কিতাবে আমার আক্বা আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ দুনিয়ার প্রতি নিন্দাবাদ করা সম্পর্কে লিখেছেন: হাদীস শরীফে বর্ণিত রয়েছে: "দুনিয়ার মূল্য যদি **আল্লাহ পাকের** নিকট একটি মশার ডানার সমতুল্যও হতো, তবে এর থেকে পানির একটি বিন্দুও কাফিরদেরকে দান করতেন না।" (তিরমিযী, ৪/১৪৪, হাদীস নং-২৩২৭) (দুনিয়াটা) নিকৃষ্ট, তাই এটি নিকৃষ্টদেরকে দান করা হয়েছে, **আল্লাহ পাক** যখন থেকে এই দুনিয়াকে সৃষ্টি করেন, তখন থেকে কখনও এটির দিকে তাকাননি। দুনিয়াটা আসমান ও জমিনের মাঝখানে শূণ্যেই (ঝুলন্ত অবস্থায়) রয়েছে, আর কান্নাকাটি করে করে বলছে: হে আমার **মালিক**! তুমি আমার উপর কেন অসন্তুষ্ট? (অতঃপর আ'লা হযরত বললেন) স্বর্ণ ও রৌপ্য হচ্ছে **আল্লাহ পাকের** শত্রু। যেসব লোক দুনিয়ায় স্বর্ণ-রৌপ্যের প্রতি ভালবাসা রাখে, তাদেরকে কিয়ামতের দিন এভাবে আহ্বান করা হবে, কোথায় সেসব লোকেরা, যারা **আল্লাহর** শত্রুকে ভালবাসে! **আল্লাহ পাক** দুনিয়াকে আপন প্রিয় বান্দাদের থেকে এতই দূরে রাখেন যে, কোন মা যেমন তার অসুস্থ সন্তানকে ক্ষতিকর বস্তু হতে দূরে সরিয়ে রাখেন। **(নেকীর দাওয়াত, ২১৭ পৃষ্ঠা)**

www.dawateislami.net

হুব্বে দুনিয়া মে দিল ফাঁস গিয়া হে, নফসে বদকার হাফি হুয়া হে।
হায় শয়তাঁ ভি পীচে পড়া হে, ইয়া খোদা তুঝ সে মেরী দোয়া হে।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ১৩৪ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! اَلْحَمْدُ لِلّٰه বুযুর্গানে দ্বীনদের আচার আচরণ আমাদের জন্য চলার পথের পাথেয়, এই ব্যক্তিত্বরা দুনিয়ার আসল রূপ সম্পর্কে ভালভাবে জানতেন। দুনিয়া তাদের দিকে আসতো, কিন্তু তারা দুনিয়ার পরিবর্তে সর্বদা পরকালকে প্রাধান্য দিতেন। আসুন! উৎসাহ গ্রহণার্থে একটি ঈমান তাজাকারী ঘটনা শ্রবণ করি।

দুনিয়ার প্রতি উদাসীন খলিফা

আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه যখন খলিফা নিযুক্ত হলেন, তখন দুনিয়ার প্রতি উদাসীনতাকে অবলম্বন করে নিলেন, আরাম ও আয়েশকে ছুঁড়ে দিলেন, সুস্বাদু আহার ছেড়ে দিলেন এবং খুবই সাধারণ খাবার খেতে শুরু করলেন।

নুআঈম বিন সালামত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: আমি আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর নিকট গেলে দেখলাম যে, যয়তুনের তেল দিয়ে রুটি আহার করছেন। (সীরাতে ইবনে জাওযী, ১৮০ পৃষ্ঠা) ইউনুস বিন শিয়াব رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বর্ণনা করেন যে, আমি আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه কে খেলাফত লাভের পর এই অবস্থায় দেখলাম যে, যদি আমি চাই তবে শরীর স্পর্শ না করে তার পাজরের হাঁড়গুলো গুনে নিতে পারতাম। (সীরাতে ইবনে জাওযী, ১৮১ পৃষ্ঠা) তাঁর গোলাম বলেন যে, একদিন আমি আমার

মুনিব আমীরুল মুমিনীনের নিকট এলাম, তখন তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ মসুরের ডাল আহার করছিলেন, আমি বললাম: كُلَّ يَوْمٍ عَدَسٌ! অর্থাৎ রোজ রোজ ডাল! তাঁর সম্মানিতা স্ত্রী বললেন: هَذَا طَعَامُ مَوْلَاكَ اَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْن! অর্থাৎ তোমার মুনিব আমীরুল মুমিনীন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর এটিই খাবার।

(সীরাতে ইবনে জাওযী, ১৮১ পৃষ্ঠা)

বাহ! "মসুর ডাল" এর কি বরকত!

سُبْحٰنَ اللهِ উৎসর্গীত হয়ে যান! আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ যিনি এতো বড় সম্রাজ্যের খলিফা হয়েও সাধারণ খাবার খেতেন, তাই আমাদেরও উচিৎ যে, আমরাও যেনো **আল্লাহ** ওয়ালাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে সাধাসিধে জীবন অতিবাহিত করি এবং ডাল সবজিও আনন্দ চিত্তে খেয়ে নিই। اَلْحَمْدُ لِلّٰه মসুরের ডালের কেমন শান যে, হাদীসে পাকে একে বরকতময় বস্তু বলে ঘোষণা করা হয়েছে, যেমনটি

রাসূলে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: তোমরা মসুরের ডাল অবশ্যই খাও, কেননা এটি বরকতময় বস্তু। যা হৃদয়কে কোমল এবং অশ্রুকে বৃদ্ধি করে। এতে ৭০জন আম্বিয়ায়ে কিরামের বরকত অন্তর্ভূক্ত, যাঁদের মধ্যে হযরত ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام ও অন্তর্ভূক্ত।

(ফিরদাউসুল আখবার, ২/৬৭, হাদীস নং-৩৮৭৬)

ইমাম শালাবী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ একদিন যয়তুন, একদিন মাংস এবং একদিন মসুরের ডাল রুটি দিয়ে আহার করতেন। এক বুযুর্গ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: মসুরের ডাল এবং যয়তুন নেককারদের আহার, মুসরের ডাল শরীরের

মেদ কমায় আর মেদহীন শরীর ইবাদতে সাহায্য করে, মসুরের ডাল এমন কামভাব জাগ্রত করে না, যা মাংস খাওয়াতে জাগ্রত হয়।

(তাফসীরে কুরতুবী, ১/৩৪৬)

মে কম খানা খা'নে কি আ'দত বানাওঁ, খোদা করম! ইস্তেকামত ভি পা'ও।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

দুনিয়া ও আখিরাত

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! এটি একটি সত্যিকার বাস্তবতা যে, অবিনশ্বর আখিরাতের তুলনায় দুনিয়া অনেক দ্রুত ধ্বংসশীল, দুনিয়ার আকাঙ্ক্ষীরা প্রকাশ্য এই দুনিয়াকে অর্জনের জন্য অনেক বেশি খুশি হয়, এর সাথে দীর্ঘ আকাঙ্ক্ষা জুড়ে নেয়, এর রং তামাশায় মত্ত হয়ে যায় কিন্তু যখন হুঁশে ফিরে তখন আফসোস করতে থাকে। দুনিয়ায় অবস্থান করে যারা আখিরাতের উন্নতির চেষ্টা করে, তার দুনিয়াও উত্তম হয়ে যায় এবং আখিরাতও সজ্জিত হয়ে যায় আর দুনিয়ায় অবস্থান করে শুধুমাত্র ধন সম্পদ উপার্জনকারী আখিরাতের উপকারীতা ও প্রতিদান থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়। দুনিয়া রং তামাশায় মত্তরা শয়তানের প্রিয়ভাজন হয়ে থাকে, আর আখিরাতের প্রস্তুতি গ্রহণকারীরা **আল্লাহ পাকের** প্রিয় হয়ে যায়। দুনিয়ার পথ সাধারণত কামনা ও দীর্ঘ আকাঙ্ক্ষার কারণে সহজ মনে হয়, কিন্তু এর পরিণতি অনেক খারাপ, আখিরাতের পথ প্রকাশ্যভাবে কঠিন মনে হয় কিন্তু এর গন্তব্য জান্নাতের সুন্দর এবং স্থায়ী স্থান। যেহেতু দুনিয়া আখিরাতের তুলনায় আমাদের অনেক নিকটবর্তী, তাই এর প্রতি মন দ্রুত আকৃষ্ট হয়ে যায় আর আখিরাত হলো দুনিয়ার পর, তাই এর প্রতি উদাসীনতা বৃদ্ধি পেতে থাকে।

www.dawateislami.net

মনে রাখবেন! দুনিয়াকে দুনিয়া বলার কারণও এটি যে, দুনিয়া আখিরাতের তুলনায় আমাদের বেশি নিকটবর্তী।

দুনিয়াকে দুনিয়া বলা হয় কেন?

আমীরে আহলে সুন্নাত, হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه তাঁর সংকলন **"নেকীর দা'ওয়াত"** এর ২১২ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত করেন: **'দুনিয়া'** শব্দের আভিধানিক অর্থ **'নিকটবর্তী'** এবং দুনিয়াকে এ কারণেই দুনিয়া বলা হয় যে, এটি আখিরাতের তুলনায় মানুষের অতিশয় নিকটবর্তী কিংবা এ কারণে বলা হয়ে থাকে যে, নিজের স্বাদ ও কু-প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণের কারণে হৃদয়ের অধিকতর নিকটবর্তী। (হাদীকতুন নদিয়া, ১/১৭)

দুনিয়া কী?

হযরত সায়্যিদুনা আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আখিরাতের পূর্বে সমস্ত সৃষ্টিই দুনিয়া। (উমদাতুল ক্বারী, ১ম খন্ড, ৫২ পৃষ্ঠা) সুতরাং এ দৃষ্টিকোণ থেকে স্বর্ণ, রৌপ্য এবং এগুলো দিয়ে ক্রয় করা যায় এমন সব প্রয়োজনীয় ও অপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি বলতেই দুনিয়া বুঝায়।

(হাদিকাতুন নদিয়া, ১/১৭)

কোন প্রকারের দুনিয়া ভাল, কোন প্রকারের দুনিয়া নিন্দনীয়?

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! মনে রাখবেন! দুনিয়াবী দ্রব্যাদি তিন ধরনের: **(১)** সেই দুনিয়াবী দ্রব্যসামগ্রী যা আখিরাতে সহযোগীতা করে আর যেগুলোর উপকারিতা মৃত্যুর পরেও পাওয়া যায়, এ ধরনের দ্রব্য

কেবলই দুইটি: ১. ইলম ও ২. আমল। আমল বলতে একনিষ্ঠতা সহকারে **আল্লাহ পাকের** ইবাদত করা। **(২)** সেসব দ্রব্যসামগ্রী যেগুলোর উপকারিতা কেবল দুনিয়াতেই সীমাবদ্ধ থাকে; আখিরাতে সেসবের কিছুই অর্জিত হয়না, যেমন; গুনাহ করার মাধ্যমে স্বাদ ভোগ করা, বৈধ দ্রব্য থেকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত উপকার গ্রহণ করা। যেমন; জায়গা-জমি, সোনা-রূপা, উন্নত পোষাক, উন্নত মানের খাবার ইত্যাদি এবং এই প্রকারটি নিন্দনীয় প্রকারের অন্তর্ভূক্ত। **(৩)** সেসব দ্রব্যাদি যেগুলো নেক কাজে সহযোগিতা করে, যেমন; প্রয়োজনীয় খাবার ও পোশাক ইত্যাদি। এই প্রকারটিও প্রশংসনীয় কিন্তু এগুলো দ্বারা যদি দুনিয়ার সাময়িক উপকারিতা ও স্বাদ গ্রহণ উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, তবে এই দুনিয়ার দ্রব্যাদিকেও নিন্দনীয় বলা হবে।

(ইহইয়াউল উলুম, ৩/২৭০-২৭১)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! দুনিয়া হচ্ছে একটি মুসাফিরখানার মতোই, যেখানে মুসাফিররা এসে অবস্থান করে এবং কয়েকদিন অবস্থান করে সেখান থেকে চলে যায়, মুসাফিরখানায় এসে কয়েকদিন অবস্থানকারীরা কখনোই সেখানে থাকাবস্থায় দীর্ঘস্থায়ীত্বের আশা করেনা এবং এর পরিবেশে মন লাগায় না। তাই আমাদেরও উচিৎ, আমারাও এই অস্থায়ী ঘর অর্থাৎ দুনিয়ারই হয়ে না যাই, কেননা আমাদেরকে একদিন এখান থেকে চলে যেতে হবে, আমাদের গন্তব্য এটা নয় বরং জান্নাত। আসুন নিজের অন্তরে দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি বৃদ্ধি করতে এবং আখিরাতের ভাবনা বৃদ্ধি করতে **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর তিনটি বাণী শ্রবণ করি এবং নসিহতের মাদানী ফুল কুঁড়িয়ে নিই:

www.dawateislami.net

(১) ইরশাদ হচ্ছে: যে ব্যক্তি সর্বদা দুনিয়ার চিন্তায় লিপ্ত থাকে (এবং দ্বীনের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করবে না) তবে **আল্লাহ পাক** তার সকল কাজ কঠিন করে দিবেন এবং তার দারিদ্রতা সর্বদা তার সামনেই থাকবে আর তার দুনিয়া ততটুকুই অর্জিত হবে যতটুকু তার ভাগ্যে লিখা ছিলো এবং যার নিয়্যত আখিরাতের দিকে থাকবে তবে **আল্লাহ পাক** তার একাগ্রতার জন্য তার কাজকে সঠিক করে দেন এবং তার অন্তরে দুনিয়ার প্রতি অমুখাপেক্ষীতা প্রদান করে দেন আর দুনিয়া তার নিকট নিজে নিজে এসে যায়।

(ইবনে মাজাহ, কিতাবুয যুহদ, ৪/৪২৪, হাদীস নং-৪১০৫)

(২) ইরশাদ হচ্ছে: দুনিয়া হচ্ছে তার ঘর, যার (আখিরাতে) কোন ঘর নেই এবং দুনিয়া তার জন্য সম্পদ, যার অন্য কোন সম্পদ নেই আর দুনিয়ার জন্য সেই ব্যক্তি সঞ্চয় করে, যার নিকট জ্ঞান নেই।

(শুয়াবুল ঈমান, ফসলু ফি মা বাল্লিগনা আন সাহাবাতি..., ৭/৩৭৫, হাদীস নং-১০৬৩৮)

(৩) ইরশাদ হচ্ছে: যে দুনিয়াকে ভালবাসলো, সে নিজের আখিরাতকে ক্ষতিগ্রস্থ করলো এবং যে নিজের আখিরাতকে ভালবাসলো, সে নিজের দুনিয়াকে ক্ষতিগ্রস্থ করলো, ব্যস! তোমরা ধ্বংসশীল দুনিয়ার উপর স্থায়ী আখিরাতকে প্রাধান্য দাও। **(মুসনদে ইমাম আহমদ, মুসনাদুল কাউফিইয়িন, হাদীস আবী মূসা আল আশআরি, ৭/১৬৫, হাদীস নং- ১৯৭১৭)**

বর্ণনাকৃত হাদীসে পাকের আলোকে হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: এই মহান বাণী থেকে জানা গেলো যে, দুনিয়া ও আখিরাত উভয়ের ভালবাসা একত্রে মনের মাঝে থাকতে পারে না, দুনিয়া আখিরাতের পরিপন্থি। ইমাম গাযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: জ্ঞান ও ঈমানের সবচেয়ে নিম্নস্তর হলো, মানুষের জেনে নেয়া

www.dawateislami.net

যে, দুনিয়া নশ্বর (ধ্বংসশীল) এবং আখিরাত অবিনশ্বর (স্থায়ী), এর প্রতিফল এরূপ যে, দুনিয়ায় অবস্থান করে আখিরাতের প্রস্তুতি গ্রহণ করা, দুনিয়ায় মগ্ন হয়ে না যাওয়া। (মিরাতুল মানাজিহ, ৭/১৮)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

দুনিয়া হচ্ছে বালির ন্যায়!

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আপনারা শুনলেন তো! বর্ণনাকৃত হাদীসে মুবারাকায় দুনিয়ার প্রতি ভালবাসা পোষণকারীদের কিরূপ নিন্দা (Condemnation) বর্ণনা করা হয়েছে, সুতরাং আমাদের উচিৎ, শুধুমাত্র দুনিয়ার জন্যই যেনো ব্যাকুল না হই, আখিরাতের জন্যও নেকীর ভান্ডার জমা করুন, কেননা দুনিয়ার উদাহরণ হলো বালির ন্যায়, বালি দ্বারা মুষ্টি যতই বড় করে ভরে নিন না কেন, তা ধীরে ধীরে কণা কণা মুষ্টি থেকে বের হয়ে যায় এবং অবশেষে মুষ্টি খালি হয়ে যায়। এমনই অবস্থা এই ধোঁকাবাজ দুনিয়ার।

মৃত্যুকে ভূলো না

দুনিয়ার ফিতনা থেকে সাবধান করে হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এক বুযুর্গ এর উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেন: হে লোকেরা! এই অবসর সময়ে নেক আমল করে নাও এবং **আল্লাহ পাক** কে ভয় করতে থাকো। আশায় বুক ভাসিয়ো না এবং নিজের মৃত্যুকে ভূলে যেওনা। দুনিয়ার দিকে ঝুঁকে পড়ো না, নিশ্চয় সে ধোঁকাবাজ এবং নিজের কামনার মাধ্যমে তোমাকে ফিতনায় ফেলে দিবে, যারাই এর থেকে প্রশান্তি অর্জন করতে চায়, তাকে অপদস্থ ও অপমানিত করে দেয়, সুতরাং এতে বাস্তবতার দৃষ্টিতে দেখো, কেননা তা বিপদ সংকুল

স্থান, এর সৃষ্টিকর্তা এর নিন্দা করেছেন, এর নতুনগুলো পুরোনো হয়ে যায় এবং এর আকাঙ্ক্ষীরাও মরে যায়। **আল্লাহ পাক** তোমাদের উপর দয়া করুক, উদাসীনতা থেকে জাগ্রত হয়ে যাও এবং এর পূর্বেই ঘুম থেকে চোখ খুলে নাও যে, এভাবে ঘোষনা করা হবে: অমুক ব্যক্তি অসুস্থ এবং এর অসুস্থতা প্রবল আকার ধারণ করে নিয়েছে, কোন ঔষধ আছে কি? এবার তোমাদের জন্য ডাক্তারদেরকে ডাকা হয়েছে, কিন্তু আরোগ্যের আশা শেষ হয়ে গেছে। অতঃপর বলা হবে: অমুক অসিয়ত (Will) করেছে এবং নিজের সম্পদের হিসাব করেছে। অতঃপর বলা হবে: এবার তার কণ্ঠ ভারি হয়ে গেছে, এখন সে তার ভাইদের সাথে কথা বলবে না এবং প্রতিবেশিদেরকে চিনবে না, এবার তোমাদের কপালে ঘাম এসে গেছে, কান্নার আওয়াজ আসতে থাকবে এবং তোমার মৃত্যু নিশ্চিত হয়ে গেছে, তোমার চোখের পলক বন্ধ হতেই মৃত্যুর ধারণা সত্যে রূপান্তরিত হয়ে গেছে, তোমার বোন ভাই কান্না করছে, তোমাকে বলা হবে যে, এটা তোমার অমুক সন্তান, এটা অমুক ভাই, কিন্তু তোমার কথা বলা বন্ধ হয়ে গেছে, অতএব তুমি কিছু বলতে পারবে না, তোমার মুখে মোহর মেরে দেয়া হয়েছে, যার কারণে আওয়াজ বের হচ্ছে না, অতঃপর তোমাদের মৃত্যু এসে গেলে এবং তোমার রূহ অঙ্গ থেকে পুরোপুরি বের হয়ে গেলো, অতঃপর তাকে আসমানের দিকে নিয়ে যাওয়া হলো, সেই সময় তোমার ভাইয়েরা এসে জমা হয়ে গেছে, অতঃপর তোমার কাফন আনা হয় আর তোমাকে গোসল দিয়ে কাফন পরানো হয়। এবার তোমার শশ্রুষাকারীরা চুপ করে বসে যায় এবং তোমাকে হিংসাকারীরাও শান্তি পায়, পরিবারের

www.dawateislami.net

লোকেরা তোমার সম্পদের দিকে মনোযোগী হয়ে যায় আর তোমার আমল সমূহ বন্ধক হয়ে যায়। (ইহইয়াউল উলুম, কিতাবু যম্মুদ দুনিয়া, ৩/৬২০)

দিল সে দুনিয়া কি মুহাব্বত দূর কর, দিল নবী কে ইশক সে মামূর কর।
আশক মত দুনিয়া কে গম মে তু বাহা, হাঁ নবী কে গম মে খুব আঁসু বাহা।
(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৭১০ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

নেক আমলের গুরুত্ব

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আফসোস! আমরা আখিরাতের চিন্তা করার পরিবর্তে দুনিয়ার রং তামাশায় মগ্ন রয়েছি, আমরা আমাদের বাড়ি ঘর খুবই আলিশান ভাবে সাজাই। নিজের জীবনকে অর্থের ছড়াছড়ি, সুন্দর ও আলিশান অট্টালিকার আশেপাশে অতিবাহিত করতে চাই, একটু ভাবুন তো, এই জিনিস গুলো কতক্ষন আমাদের কাজে আসবে? এসব কি কবরে সাথে নিয়ে যেতে পারবে? আখিরাতে কি এই জিনিস গুলোর বিপরীতে নেকী অর্জিত হবে? কখনোই নয়! এই ব্যাংক ব্যালেন্স, ধন সম্পদ এবং জায়গা সম্পত্তি সবই এই দুনিয়ায় রয়ে যাবে, কবরে কিছুই কাজে আসবে না, সেখানে যদি কাজে আসে তবে তা শুধুমাত্র নেক আমলই কাজে আসবে, মুনকার নকীরের প্রশ্নাবলীতে সফলতা দিবে নেক আমলই, কবর ও হাশরে সান্তনা নেক আমলই প্রদান করবে, কবরের সংকীর্নতাকেও নেক আমলই প্রশস্ততায় পরিবর্তন করে দিবে, কবরের অন্ধকারে নেক আমলই জলমল করবে, কবরের আযাবের মাঝে নেক আমলই প্রতিবন্ধক হবে এবং শুধুমাত্র কবর কেন কবরের পর হাশরের ময়দানের গরম এবং এর পিপাসা থেকে, পুলসিরাতে সফলতার সহিত অতিক্রম, হিসাব নিকাশ এবং জাহান্নামের

আযাব থেকেও আমাদেরকে নেক আমলই মুক্তি প্রদান করবে, তাই নেক আমলের চিন্তা করুন।

তিন ধরনের বন্ধু

রাসূলে খোদা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: মৃত ব্যক্তির সাথে তিনটি জিনিস যায়: (১) তার পরিবারের লোকেরা (২) তার সম্পদ এবং (৩) তার আমল। অতঃপর দু'টি জিনিস ফিরে আসে আর একটি তার সাথে রয়ে যায়। পরিবারের লোকেরা এবং সম্পদ ফিরে আসে আর তার আমল তার সাথে যায়। **(বুখারী, কিতাবুর রিকাক, বাবু সাকারাতিল মউত, ৪/২৫০, হাদীস নং-৬৫১৪)** আর হযরত আবু হুরায়রা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত: যখন কোন ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করে তখন ফিরিশতারা বলে: مَاقَدَّمَ অর্থাৎ সে পূর্বে কি পাঠিয়েছে? এবং লোকে জিজ্ঞাসা করে: مَاخَلَّفَ অর্থাৎ সে কি রেখে গেছে? **(শুয়াবুল ঈমান, বাবু ফিয যুহুদ ও কসর আল আমল, হাদীস নং-১০৪৭৫, ৭/৩২৮)** অর্থাৎ মৃত্যুর সময় ওয়ারিশরা রেখে যাওয়া সম্পদের চিন্তায় থাকে যে, কি রেখে যাচ্ছে? এবং যে ফিরিশতা রূহ কবয করার জন্য আসে, সে আমল ও আক্বীদার হিসাব করে। **(মিরাতুল মানাজিহ, ৭/৪৯)**

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! বুদ্ধিমত্তার চাহিদা যে, আমরা যেনো দুনিয়া এবং এর মধ্যকার জিনিসের চিন্তা ছেড়ে দিই এবং নেক আমল অর্জনে লিপ্ত হয়ে যাই। যেই ধন সম্পদ উপার্জনের জন্য আমরা জীবন শেষ করে দিচ্ছি, এর মধ্য থেকে শুধুমাত্র এতটুকুই আমাদের, যা ব্যয় করে দিয়েছে। যা অবশিষ্ট রয়ে গেছে তা আমাদের নয়, বরং ওয়ারিশদের। তাই বুদ্ধিমত্তার পরিচয় হলো যে, ধন সম্পদ এবং দুনিয়ার আকাঙ্ক্ষাকে ছেড়ে দেয়া এবং পরকাল সাজানোর প্রতি

www.dawateislami.net

মনোযোগ দেয়া। এই অর্থ কারো বিশ্বস্ততা করেনি, এটা আসলেই হাতের ময়লা, মনে করুন! যদি জীবনে কোটি কোটি টাকা জমাও করে নেয়া হয়, তবুও আমরা ততটুকুই ব্যবহার করতে পারবো যতটুকু আমরা করতে পারি। এভাবে বুঝে নিন, যেমন কোন ব্যক্তির ক্ষুধা (Hunger) লেগেছে, সামনে বিরিয়ানি রান্না হচ্ছে, বিরিয়ানির সুগন্ধি মন ও মননকে মুগ্ধ করে দিচ্ছে, মন সেদিকেই ধাবিত হচ্ছে, মুখে পানি এসে যাচ্ছে, মন চাচ্ছে যে পুরো পাত্রই খেয়ে নিই কিন্তু আসলে এর থেকে কতটুকুই বা খেতে পারবে। এক প্লেট বিরিয়ানিই যথেষ্ট, খুব বেশি খেলে দুই বা তিন প্লেট খাওয়ার পর আর খাওয়ার সুযোগই নেই। অনেক সময় এমন হয় যে, পেট ভরে যায় কিন্তু মন ভরেনা, ইচ্ছে করে যে, আরো খাই, খুবই সুস্বাদু হয়েছে কিন্তু খায়না, এই কারণেই যে, খাওয়ার উপায়ও তো নাই, পেট ভরে গেছে, আর কিভাবে খাবে, ঠিক অনুরূপভাবে আমরা যতই উপার্জন করিনা কেন, কোটি কোটি টাকা জমা করে নিইনা কেন কিন্তু এর থেকে এতটুকুই খাবো, যতটুকুতে পেট ভরে। অনুরূপভাবে কাপড়ও ততটুকুই ব্যবহার করা হবে যতটুকু দ্বারা একটি পোশাক হয়ে, মোটকথা দুনিয়াবী সম্পদের ভান্ডার জমা নেয়া হলেও ব্যবহার ততটুকুই করতে পারবে যতটুকু নিজের জন্য সম্ভব, অবশিষ্ট সবই দুনিয়ায় রয়ে যাবে। যেমনটি

হাদীসে পাকে বর্ণিত রয়েছে, **নবীয়ে আকরাম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: বান্দা আমার সম্পদ আমার সম্পদ করতে থাকে, অথচ তার সম্পদ শুধুমাত্র তিনটি অংশ: প্রথমতঃ তা, যা খেয়ে শেষ করে দেয়া হয়েছে, দ্বিতীয়তঃ তা, যা পরিধান করে ময়লা করে দেয়া হয়েছে এবং তৃতীয়তঃ তা, যা কাউকে (**আল্লাহ**র পথে) দিয়ে দেয়া হয়েছে আর

www.dawateislami.net

জমা করে নেয়া হয়েছে। তাছাড়া যাকিছু রয়েছে সবই নিঃশেষ হয়ে যাবে এবং তা অপরের জন্য রেখে যেতে হবে। (মুসলিম, কিতাবুয যুহদ ওয়ার রিকাক, ১২১০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৭৪২৫০) আল্লাহ পাক আমাদেরকে দুনিয়ার ভালবাসা থেকে বাঁচিয়ে রেখে পরকালীন বিষয়ে চিন্তা করার সামর্থ্য দান করুক।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! রজব মাস সুবাস ছড়িয়ে যাচ্ছে, এই পবিত্র মাসে দুই জন মহান ব্যক্তির ওরস উদ্‌যাপন হয়, যাদের মধ্যে একজন প্রিয় নবীর সাহাবী আমীরুল মুমিনীন ওহী লেখক, হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এবং অপরজন হলো প্রিয় নবীর বংশধর, ওলী ইবনে ওলী, হযরত ইমাম জাফর সাদেক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আসুন! এই উপলক্ষে ঐ মোবারক সত্তাদ্বয়ের পবিত্র জীবনের কিছু ঝলক শ্রবণ করবো।

সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবিয়ার চরিত্র

হযরত আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللهُ عَنْهُ **প্রিয় নবী, হুযুর পূরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রিয় সাহাবী ছিলেন তিনি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ হুদাবিয়ার সন্ধির সময় ইসলাম কবুল করেন কিন্তু মক্কা বিজয়ের সময় নিজের ইসলাম কবুলের কথা প্রকাশ করেন। নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে কাতেবে ওহী (অহী লিখার) মর্যাদা দ্বারা ধন্য করেন। তিনি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বিশ বছর মুসলমানদের খলিফা ছিলেন, ইমামে আহলে সুন্নাত ইমাম আহমদ রযা খান কাদেরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন, আবু বকর সিদ্দিক, ওমর ফারুক, উসমান গণী, মাওলা আলী, ইমাম হাসান, আমীরে

www.dawateislami.net

মুয়াবিয়া, ওমর বিন আব্দুল আযিয رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمۡ খোলাফায়ে রাশেদা ছিলেন, অর্থাৎ তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ ও খোলাফায়ে রাশেদার অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। (নাবরাসূ শরহে আকায়িদুন নাসাফি, ইখতিলায়ে মুয়াবিয়া ৩০৮, মলফুযাতে আলা হযরত) তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ অত্যন্ত নম্র- ভদ্র ছিলেন এবং তাঁকে সম্মান করাটাকে পছন্দ করতেন না। (আবু দাউদ কিতাবুল আদব, বাবু ফি কিয়ামির রাজুলি লিররিজাল, ৪/৪৫৭, হাদীস ৫২২৯)

তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ অনেক রাগ সংবরণকারী ছিলেন তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ প্রিয় নবী রাসূলে আরবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সাথে অনেক যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন, আমি উত্তম চরিত্রের ব্যাপারে আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বড় কোন শাসককে দেখি নাই। তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ প্রিয় নবীর উম্মতের কল্যাণের ক্ষেত্রে অধিক আগ্রহ প্রকাশ করতেন। তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কে মুফতি সাহাবীগণের সাথে তুলনা করা হত। তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর জীবনাদর্শকে নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে অধিক চেষ্টা করতেন। তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ নেকীর কাজে অগ্রগামী থাকতেন এবং অপরকেও নেকীর দাওয়াত দিতে থাকতেন। তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর নিকট প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর পরিহিত একটি তাহবন্দ, একটি চাদর এবং কিছু দাড়ি মোবারক ছিল আর তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ ওসিয়ত করেন তাঁকে যেন এই কাপড় গুলো দ্বারা কাফন দেয়া হয় (ফয়যানে আমীরে মুয়াবিয়া ৬৩) তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ হযরত সায়্যিদুনা আলী উল মুরতাযা, তাঁর শাহাযাদা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمۡ এবং প্রিয় নবীর সকল বংশধরদের মুহাব্বাত করতেন (ফয়যানে আমীরে মুয়াবিয়া ৭২-৯৫) তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ ইন্তেকাল ৬০ হিজরীতে সিরিয়ার প্রসিদ্ধ শহর দামেস্কেই হয়, ঐসময় তাঁর বয়স

www.dawateislami.net

ছিল ৭৮ বছর, তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ মোবারক চরিত্র সম্পর্কে আরা অধিক জানতে মাকতাবাতুল মদীনা হতে প্রকাশিত কিতাব **"ফয়যানে আমীরে মুয়াবিয়া"** অধ্যয়ন করে নিন।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আসুন হযরত ইমাম জাফর সাদেক رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর মোবারক চরিত্রের কিছু ঝলক শ্রবণ করি, যেমনিভাবে

ইমাম জাফর সাদেকের চরিত্র

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম জাফর সাদেক رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর জন্ম ১৭ রবিউল আওয়াল ৮৩ হিজরী সনে সোমবার মদীনাতুল মনোওয়ারায় হয়েছিল। তাঁর উপনাম আবু আব্দুল্লাহ এবং আবু ইসমাঈল আর উপাধি সাদেক, ফাদ্বিল, এবং তাহির তিনি رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ বাকের رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর বড় শাহজাদা ছিলেন তিনি رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর সম্মানিত আম্মাজান হযরত সায়্যিদাতুনা উম্মে ফারদা رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہَا আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর নাতনী ছিলেন ইমাম জাফর সাদেক رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ জাহেরী ও বাতেনী জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন আর ইবাদত গুজার ও মুজাহিদ হিসাবে প্রসিদ্ধ ছিলেন ইমাম মালেক رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন, আমি এক যুক পর্যন্ত তাঁর মোবারক খেদমতে আসছিলাম, আমি সর্বদা তাঁকে তিনটি ইবাদতের মধ্য হতে যে কোন একটিতে ব্যস্ত পেয়েছিলাম, হয়ত তাঁকে নামায আদায় অবস্থায় পেয়েছি বা কোরআনোর পাকের তিলাওয়াতে ব্যস্ত ছিলেন বা রোযা অবস্থায় ছিলেন। তিনি رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ

www.dawateislami.net

উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হওয়ার সত্তেও বিনম্রতার চাদর আঁকড়ে ধরে ছিলেন তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে ৬৮ বছর বয়সে ১৫ রজব ১৪৮ হিজরী সনে কোন এক দূর্ভাগা বিষ প্রয়োগ করেন যার ফলে তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ শাহাদাত বরণ করেন তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর মাজার মোবারক জান্নাতুল বাকী (মদীনাতুল মনোয়ারা) তাঁর সম্মানিত পিতা হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ বাকের رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর পাশেই অবস্থিত, আল্লাহ পাকের রহমত এই সকল ব্যক্তিদের উপর বর্ষণ হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! বয়ান শেষ করার পূর্বে আমরা আল্লাহর প্রতি ভরসা এবং অল্পেতুষ্টিতার গুরুত্ব সম্পর্কে শুনার সৌভাগ্য অর্জন করব।

আল্লাহর প্রতি ভরসা ও অল্পেতুষ্টিতার মাদানী ফুল

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আসুন! **আল্লাহ**র প্রতি ভরসা ও অল্পেতুষ্টিতার ব্যাপারে কয়েকটি মাদানী ফুল শুনার সৌভাগ্য অর্জন করি। প্রথমেই **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দু'টি বাণী শ্রবন করুন: (১) ইরশাদ হচ্ছে: অল্পেতুষ্টিতা কখনোই শেষ না হওয়ার ভান্ডার। (আয যুহদুল কবীর, ৮৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-১০৪) (২) ইরশাদ হচ্ছে: নিশ্চয় ঐ ব্যক্তি সফল হয়ে গেছে, যে ঈমান এনেছে এবং তাকে মিতব্যয়িতার সহিক রিযিক দেয়া হয়েছে এবং **আল্লাহ পাক** তাকে যা দিয়েছে, তাতে অল্পেতুষ্টিতাও দান করেছেন। (মুসলিম, কিতাবুয যাকাত, বাবু ফিল কাফাফি ওয়াল কানাআত, ৪০৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-

www.dawateislami.net

২৪২৬) ✯ মানুষ যা কিছু **আল্লাহ পাকের** পক্ষ থেকে পেয়ে যায়, এতে সন্তুষ্ট হয়ে জীবন অতিবাহিত করে লোভ ও লালসাকে ছেড়ে দেয়াকে অল্পেতুষ্টি বলে। (জান্নাতী যেওর, ১৩৬ পৃষ্ঠা) মানুষ যা কিছু **আল্লাহ পাকের** পক্ষ থেকে পেয়ে যায়, এতে সন্তুষ্ট হয়ে জীবন অতিবাহিত করে লোভ ও লালসাকে ছেড়ে দেয়াকে **"অল্পেতুষ্টি"** বলে। অল্পেতুষ্টির অভ্যাস মানুষের জন্য **আল্লাহ পাকের** অনেক বড় নেয়ামত, অল্পেতুষ্ট মানুষ প্রশান্তির দৌলত দ্বারা মালামাল তাকে আর লোভী মানুষ সর্বদা চিন্তগ্রস্থ থাকে। (জান্নাতী যেওর, ১৩৬ পৃষ্ঠা) দৈনন্দিন ব্যবহৃত বস্তুসমূহ না পাওয়াতেও সন্তুষ্ট থাকা অল্পেতুষ্টি। (তা'রিফাত লিল জুরজানি, বাবুল কাফ, ১২৬ পৃষ্ঠা) **আল্লাহ**র প্রতি ভরসা সম্পর্কে আরো মাদানী ফুল মাদানী হালকায় বর্ণনা করা হবে।

বিভিন্ন সুন্নাত শিখার জন্য মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ২টি রিসালা, ২৪ পৃষ্ঠা সম্বলিত **"১০১ মাদানী ফুল"** এবং ৪৩ পৃষ্ঠা সম্বলিত **"১৬৩ মাদানী ফুল"** উপযুক্ত মূল্যে সংগ্রহ করে পাঠ করুন। সুন্নাত প্রশিক্ষনের একটি সর্বোত্তম মাধ্যম হচ্ছে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসূলের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করা।

সুন্নাতেঁ আ'ম করেঁ দ্বীন কা হাম কাম করেঁ নেক হো জায়েঁ মুসলমান মদীনে ওয়ালে

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

বয়ানঃ ১২

প্রত্যেক মুবাল্লিগা বয়ান করার পূর্বে কমপক্ষে তিনবার পাঠ করুন

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

দরূদ শরীফের ফযীলত

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পাঠ করবে আল্লাহ পাক তার উপর দশটি (১০) রহমত নাযিল করবেন, আর যে আমার উপর দশবার (১০) দরূদ শরীফ পাঠ করবে আল্লাহ পাক তার উপর (১০০) একটি রহমত নাযিল করবেন, আর যে আমার উপর একশত বার (১০০) দরূদ শরীফ পাঠ করবে আল্লাহ পাক তার উভয় চোখের মাঝখানে লিখে দিবেন যে এই ব্যক্তি নিফাক ও জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্ত আর তাকে কিয়ামতের দিন শহীদদের সাথে রাখবে।

(মু'জামু আওসাত ৫/২৫২, হাদীস ৭২৩৫)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি এবং সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রথমে ভালো ভাল নিয়্যত করে নিই। **প্রিয় নবী, হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهٖ" মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম। **(মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস ৫৯৪২)**

www.dawateislami.net

মাসআলা: নেক ও জায়িয কাজে যত বেশি ভালো নিয়্যত, সাওয়াবও তত বেশি।

বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নিয়্যতের মাঝে পরিবর্তন করা যেতে পারে। দৃষ্টিকে নত রেখে গভীর মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো। হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে **ইলমে দ্বীনের** সম্মানার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো। প্রয়োজনে সংকুচিত হয়ে ও সামনে এগিয়ে অন্য ইসলামী বোনদের জন্য জায়গা প্রসারিত করবো। ধাক্কা ইত্যাদি লাগলে ধৈর্যধারণ করবো, ধমকানো, ঝগড়া করা বা বিশৃংখলা করা থেকে বেঁচে থাকবো। تُوْبُوْا اِلَى الله! ,اُذْكُرُ الله! ,صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীনীর মনতুষ্টির জন্য নিম্নস্বরে উত্তর প্রদান করবো। ইজতিমার পর নিজেই আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করবো। বয়ানের সময় অযথা মোবাইল ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকবো, বয়ান রেকর্ড করবো না এবং এমন কোন প্রকার আওয়াজ করবো না যার অনুমতি নেই। যা কিছু শুনবো, তা শুনে এবং বুঝে এর উপর আমল করবো আর তা পরে অপরের নিকট পৌঁছিয়ে নেকীর দাওয়াতকে প্রসার করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

অনন্য মূল্যবান মুক্তা

হযরত সায়্যিদুনা আহমদ বিন নাসেহ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন, এক গরীব ব্যক্তি অনেক ইবাদত গুযার এবং অধিক বাচ্চার জনক ছিল। ঘরের ব্যয় ইত্যাদি বহন করার জন্য তিনি দড়ি বা রশি বুনতেন এবং

www.dawateislami.net

তা বিক্রি করে খাবার খাওয়ার দ্রব্য সামগ্রী ক্রয় করতেন, যা পেত তা আহার করে আল্লাহ পাকের শোকর আদায় করত। সচরাচর একবার ঐ নেককার ব্যক্তি তাঁর দড়ি বিক্রি করার জন্য বাজারে গেল, যখন দড়ি বিক্রি করে ফেলল তখন তিনি পরিবারের সদস্যদের জন্য খাবার ক্রয় করতে লাগল। ইতোমধ্যে তাঁর একজন বন্ধু তাঁর নিকট আসল এবং বলল, আমি খুব অভাবে আছি, আমাকে কিছু টাকা দাও, ঐ দয়াবান ইবাদত গুযার ব্যক্তিটি তার সকল টাকা পয়সা এই গরীব অভাব গ্রস্থ ব্যক্তিকে দিয়ে দিল এবং নিজে খালি হাতে ঘরে ফিরে আসল, যখন ঘরের সদস্যরা জিজ্ঞাসা করল, খাবার কোথায়? তিনি উত্তর দিলেন, আমার নিকট এক অভাব গ্রস্থ লোক এসে কিছু চাইল, সে আমাদের চেয়ে অধিক দরিদ্র ছিল, সুতরাং আমি সব টাকা পয়সা তাকে দিয়ে দিয়েছি। পরিবারের সদস্যরা বলল এখন আমরা কি খাব? আমাদের ঘরের মধ্যে তো খাওয়ার কিছুই নেই, ঐ নেককার ব্যক্তি ঘরের প্রতি দৃষ্টি দিলেন তখন তিনি একটি ভাঙ্গা পেয়ালা এবং মটকা দেখতে পেলেন, তখন তিনি ঐ বস্তু দুটি নিলেন এবং বাজারের দিকে চললেন এই আশায় যে হয়তঃ তা কেউ ক্রয় করে নেবে এবং আমি কিছু খাবার ক্রয় করে নিব। সুতরাং সে বাজারে পৌঁছল কিন্তু কেউও তার থেকে ঐ ভাঙ্গা পেয়ালা এবং মটকা ক্রয় করলো না। ইতোমধ্যে এক ব্যক্তি গমন করছিল যার নিকট খারাফ ফোলা মাছ ছিল, মাছের মালিক বলল, তুমি আমার খারাফ ফোলা মাছটি তোমার খারাফ সম্পদের বিনিময়ে ক্রয় করে নাও,অর্থাৎ এই ভাঙ্গা পেয়ালা এবং মটকা আমাকে দিয়ে দাও আর আমার থেকে এই খারাফ ফোলা মাছ নিয়ে নাও। ঐ নেককার ব্যক্তি এই সওদা (বিনিময়) কবুল করে নিলেন এবং খারাফ ফোলা মাছ

www.dawateislami.net

নিয়ে পূনরায় ঘরে ফিরে গেলেন আর ঘরের সদস্যদের নিকট হস্তান্তর করলেন। যখন তারা এই মাছ দেখল তখন বলল, আমরা এই খারাফ মাছ দিয়ে কি করব? ঐ নেককার ব্যক্তি বলল, তুমি এটাকে ভূনে নাও, আমরা তাই আহার করব, আল্লাহ পাকের দয়ার উপর ভরসা করছি যে, তিনি আমাকে অবশ্যই রিযিক দান করবেন। সুতরাং পরিবারের সদস্যরা যখন মাছের পেট কাটল তখন তার ভেতর থেকে একটি অনন্য মূল্যবান মুক্তা (Pearl) বের করল, পরিবারের সদস্যরা তখন নেককার ব্যক্তিকে সংবাদ দিল। যখন সকাল হলো তখন ঐ নেককার লোকটি মুক্তাটাকে নিয়ে মাণিক্য ব্যবসায়ীর নিকট গেল, যখন মাণিক্য ব্যবসায়ী ঐ মুক্তা দেখল তখন হতবাক হয়ে বলতে লাগল, তোমার নিকট এই মুক্তা কোথায় থেকে আসল? ঐ নেককার লোকটি উত্তর দিল, এই রিযিক আমাকে আল্লাহ পাক দিয়েছেন, মাণিক্য ব্যবসায়ী বলল, এটা তো অনন্য মূল্যবান মুক্তা, আমি ধারণা করছি এর মূল্য তের হাজার দিরহাম। তুমি এটা করো যে অমুক মাণিক্য ব্যবসায়ীর নিকট যাও সে তোমাকে এর পূর্ণ মূল্য দিতে পারবে। সুতরাং ঐ নেককার লোকটি এই মুক্তাটাকে নিয়ে অপর মাণিক্য ব্যবসায়ীর নিকট গেল, যখন সে এই মূল্যবান মুক্তা দেখল তখন সেও হতবাক হয়ে গেল এবং জিজ্ঞাসা করল তোমার নিকট এটা কিভাবে আসল? ঐ নেককার লোকটি বলল এটা আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে আমাকে প্রদান করা হয়েছে। মাণিক্য ব্যবসায়ী বলল, এর মূল্য কমপক্ষে সত্তর হাজার দিরহাম, আমার তো ঐ ব্যবসায়ীর ব্যাপারে আফসোস হচ্ছে যে তোমাকে এতো মূল্যবান মুক্তা দিয়েছে, যাই হোক সত্তর হাজার দিরহাম নিয়ে নাও এবং এই মুক্তা আমাকে দিয়ে দাও। যখন ঐ নেককার

www.dawateislami.net

লোকটি সকল দিরহাম নিয়ে নিজের ঘরে আসল তখন তাঁর নিকট এক ভিক্ষুক আসল এবং বলল, আমাকে এই সম্পদ থেকে কিছু দিন যা আপনাকে আল্লাহ পাক দিয়েছেন, ঐ নেককার লোকটি বলল, আমিও কালকে তোমার মতো দরিদ্র্য এবং গরীব ছিলাম, এই নাও এ থেকে অর্ধেক সম্পদ নিয়ে যাও, এটা দেখে ঐ ভিক্ষুক বলল আল্লাহ পাক আপনাকে বরকত দান করুক, আমি তো আল্লাহ পাকের একজন ফেরেশতা, আমাকে তোমার নিকট থেকে পরিক্ষা নেয়ার জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। (উয়ুনুল হিকায়াত ১৩৩)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আপনারা শুনলেন তো, আল্লাহ পাকের পথে সম্পদ ব্যয় করা এবং এক অভাবীকে সাহায্য করার বরকতে এই গরীব লোকটিকে কেমন সম্পদ দান করলেন, নিঃসন্দেহে এটা সত্য কথা যে অপরকে সাহায্য করে আল্লাহ পাকও তাকে সাহায্য করে থাকেন। যে কারো উপর দয়া করে আল্লাহ পাক তার উপরও দয়া করেন। মনে রাখবেন! দান ও সদকা করার দ্বারা সম্পদে কোন প্রকারের কমতি হয় না। যদি আল্লাহ পাকের রাস্তায় ব্যয় করা হয় তাহলে তার সাওয়াবও পাওয়া যায় আর তার বরকত দ্বারা সম্পদে কল্যাণও বৃদ্ধি হয়। যেমনিভাবে বর্ণনাকৃত ঘটনার মধ্যে এই গরীব লোকটি নিজের সারা দিনের আয় আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির কারণে সদকা করে দেন এবং সদকার বরকতে অর্জিত সম্পদ থেকেও অর্ধেক সম্পদ আল্লাহর পথে দেয়ার জন্য প্রস্তুত ছিল। মনে রাখবেন! আল্লাহর পথে ব্যয় করা, মানুষের নিজের জন্যও কল্যাণকর, যে ব্যক্তি মন প্রাণ খুলে

www.dawateislami.net

নেকীর কাজে ব্যয় করে, গরীব অসহায়দের সাহায্য করে তার সম্পদে আশ্চর্যজনক ভাবে দিন দিন বরকত হতে থাকবে। পারা ৩ সূরা বাক্বারা, আয়াত নং ২৬১, ইরশাদ হচ্ছেঃ

مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْۢبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِيْ كُلِّ سُنْۢبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ ؕ وَاللّٰهُ يُضٰعِفُ لِمَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ﴿۲۶۱﴾

(পারা ২৬, সূরা ক্বাফ, আয়াত ১৮)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ তাদের উপমা যারা আপন সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করে সেই শস্য- বীজের ন্যায়, যা উৎপাদন করে সাতটা শীষ, প্রত্যেক শীষে একশ শস্যকণা এবং আল্লাহ তা থেকেও অধিক বৃদ্ধি করেন যার জন্য চান, আর আল্লাহ প্রচুর্যময়, জ্ঞানময়।

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! এই আয়াতে মোবারাকার ব্যাখ্যায় তাফসীরে সিরাতুল জিনান ১ম খন্ড ৩৯৫ পৃষ্ঠায় রয়েছে, আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করার ফযীলত একটি উদাহরণ এর মাধ্যমে বর্ণনা করা হচ্ছে, তা এমন যে, যেমনিভাবে কোন ব্যক্তি যমীনের মধ্যে একটি শস্য দানা (বীজ) রোপন করল, যা থেকে সাতটি শীষ বের হয় এবং প্রত্যেক শীষে শত শস্য দানা সৃষ্টি হয়ে থাকে। অথচ একটি শস্য দানা (বীজ) রোপন করার দ্বারা সাতশত গুণের অধিক অর্জন হয়, এভাবে যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে ব্যয় করে আল্লাহ পাক তার একনিষ্ঠতার দ্বারা শতগুণ সাওয়াব দান করেন আর এর কোন সীমা নেই বরং আল্লাহ পাকের ভান্ডার পরিপূর্ণ এবং তিনি দয়ালু ও দাতা, যাকে ইচ্ছে হয় তিনি তাকেও অধিক সাওয়াব দান করেন।

(তাফসীরে সিরাতুল জিনান পারা ৩, সূরা বাক্বারা ১নং আয়াতের পাদটীকা, ২৬১/৩৯৫)

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! যখন আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে এই কথার প্রমাণ পাওয়া গেল যে, সৌভাগ্যবান নিজের সম্পদ হতে এক টাকা আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করবে তবে আল্লাহ পাক আপন অনুগ্রহ ও দয়া দ্বারা ঐ একের পরিবর্তে ৭০০ গুণ দান করেন, তাহলে কোন বোকা লোক কি আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করা থেকে বিরত থাকবে।

হযরত ইমাম শামসুদ্দীন কুরতুবী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন, যখন এই আয়াতে মোবারাকা অবতীর্ণ হয় তখন নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আল্লাহ পাকের দরবারে আরয করল: رَبِّ زِدْ اُمَّتِیْ অর্থাৎ হে আমার প্রতিপালক আমার উম্মতকে এর চেয়েও অধিক প্রতিদান ও সাওয়াব দান করো, তখন আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে এই সুসংবাদ মিলল, যেমনিভাবে পারা ২ সূরা বাক্বারা আয়াত নং ২৪৫ ইরশাদ হচ্ছে:

مَنْ ذَا الَّذِیْ یُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَیُضٰعِفَهٗ لَهٗۤ اَضْعَافًا كَثِیْرَةً ؕ وَ اللّٰهُ یَقْبِضُ وَ یَبْصُۜطُ ۪ وَ اِلَیْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿۲۴۵﴾

(পারা ২, সূরা বাক্বারা আয়াত ২৪৫)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এমন কেউ আছো, যে আল্লাহকে উত্তম কর্জ দেবে? তবে আল্লাহ তার জন্য অনেক গুণ বর্ধিত করে দেবেন এবং আল্লাহ সংকোচন ও প্রশস্ত করেন আর তোমাদেরকে তাঁরই দিকে ফিরে যেতে হবে।

নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এই সুসংবাদ শুনার পর নিজের উম্মতের সাহায্যের জন্য আরো দয়ার আরয করেন: رَبِّ زِدْ اُمَّتِیْ অর্থাৎ হে আমার প্রতিপালক! আমার উম্মতকে এর চেয়েও আরো অধিক সাওয়াব দান করো, তখন আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন।

(তাফসীরে কুরতুবী পারা ২৩, সূরা বাক্বারার ২৬১ নং আয়াতের পাদটীকা, ২/২২৯)

www.dawateislami.net

اِنَّمَا يُوَفَّى الصّٰبِرُوْنَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿۱۰﴾

(পারা ২৩ সূরা যুমার আয়াত নং ১০)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ ধৈর্যশীলদেরকেই তাদের অপরিমিত প্রতিদান পরিপূর্ণভাবে দেওয়া হবে।

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আপনারা শুনলেন তো, আমাদের প্রিয় নবী হুযুর পূরনূর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন উম্মতদের কেমন মুহাব্বাত করতেন যে, আপন উম্মতের আমল নামার মধ্যে সদকার সাওয়াব বৃদ্ধি করার জন্য আল্লাহ পাকের নিকট আরয করেন যে, হে মাওলা আমার উম্মতকে প্রতিদান ও সাওয়াবের মধ্যে অধিক বরকত দান করো।

সুতরাং আল্লাহর রাস্তায় মন প্রাণ খুলে ব্যয় করুন আর এই কথা অন্তর থেকে বের করে দিন যে, যদি আমি ব্যয় করি তাহলে আমার সম্পদ কমে যাবে, আমি আমার চাহিদা কিভাবে পূরণ করবো। আমার পরিবারের সদস্যদের খরচ কিভাবে চলবে? এসব কিছু শয়তানের কুমন্ত্রনা, সে চাচ্ছে না যে, আমরা আল্লাহ পাকের রাস্তায় খরচ করে সাওয়াবের অধিকারী হয়ে যায়, এই কারণে সে আমাদের সম্পদ কমে যাওয়ার ভয় প্রদর্শন করে সদকা প্রদান করা থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করে। আসুন! এই শয়তানের ফাঁদকে নসাৎ করার এবং আল্লাহর রাস্তায় খরচ করার মন-মানসিকতা তৈরি করার জন্য একটি খুব সুন্দর ঘটনা শ্রবণ করি।

ব্যয় করো আল্লাহ দান করবেন

হযরত সায়্যিদুনা কায়েস বিন সালেহ আনসারী رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ হতে বর্ণিত যে, তাঁর ভাইয়েরা প্রিয় হুযুর পূরনূর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিকট তার বিরুদ্ধে বলল যে, সে অহেতুক খরচ করে এবং এ বিষয়ে তার

www.dawateislami.net

হাত অনেক খোলা, তখন প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাদেরকে বললেন তোমাদের ভাইয়ের কি সমস্যা, তারা তোমার উপর সন্দেহ করে এই অভিযোগ করছে যে, তুমি আপন সম্পদের ক্ষেত্রে অনেক অহেতুক খরচ করে থাক এবং তোমার হাত খোলা? আমি আরয করলাম, ইয়া রাসুলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমি আয় থেকে আমার অংশ নিয়ে আল্লাহ পাকের রাস্তায় এবং বন্ধুদের জন্য খরচ করি, তখন প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন পবিত্র বক্ষে হাত মোবারক রাখলেন এবং তিনবার বললেন, ব্যয় করো আল্লাহ দান করবেন। এরপর যখনই আমি আল্লাহর পথে বের হলে তখন আমার নিকট নিজের থাকত আর আজ আমার এই অবস্থা যে, আমি সম্পদ ও আরাম আয়েশে আমার পরিবার বর্গ (ভাইদের) চেয়ে বেশি সুখে আছি। (মু'জামু আওসাত ৬/২১০ হাদীস ৮৫৩৬)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

দান করুন যদিও একটি খেজুরের টুকরা হয়!

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আপনারা শুনলেন তো যে, দান সদকা করার দ্বারা সম্পদে অধিক বরকত হয়। মনে রাখবেন! দান সদকা করার উদ্দেশ্য এটা নয় যে, যতক্ষণ পর্যন্ত ধনী ও বড় লোক হবে না, অনেক ব্যাংক ব্যালেন্স হবে না, ভাল ঘর নির্মাণ না হওয়া পর্যন্ত সদকা করবে না বরং আমাদের যেমন ক্ষমতা রয়েছে সে অনুযায়ী ছোট বস্তুও একনিষ্ঠতা ও আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য খরচ করুন তবে এর উপকারীতা দুনিয়ায়ও পাওয়া যাবে এবং আখিরাতের মধ্যেও মুক্তির কারণ হবে, যেমনিভাবে প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اِتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ অর্থাৎ আগুন থেকে বাঁচো, যদিও খেজুরের একটি টুকরা (দান করার) এর মাধ্যমে। (বুখারী কিতাবুর রিকাক ৪/২৫৭, হাদীস ৬৫৪০)

www.dawateislami.net

এই হাদীসে পাকে ঐ ইসলামী বোনদের জন্য সুসংবাদ রয়েছে, যারা সমাজে পেরেশানিতে পতিত হওয়ার কারণে দান সদকা তো করতো কিন্তু সাধারণ জিনিস সদকা করার কারণে অন্তর ছোট করে ফেলে অথচ সদকা চাই কম হোক বা বেশি হোক যদি হালাল সম্পদ দ্বারা একনিষ্ঠতার সাথে দান করা হয় তাহলে নিঃসন্দেহে সাওয়াবের ক্ষেত্রে এর পরিমাণ অধিক হবে।

আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সম্মানিত পিতা হযরত মাওলানা মুফতি নকী আলী খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ইরশাদ করেন, সদকা প্রদানের ক্ষেত্রে সামান্য জিনিসকেও নগন্য মনে করিও না, যদিও অধিক দানের সামর্থ্য থাকে, হাত পৌঁছে গিয়েছে (অর্থাৎ মানুষ সদকা দেয়ার নিয়্যত করে নিয়েছে) কিন্তু শয়তান থামিয়ে দিয়েছে, অন্তরে পর্দার আগমন ঘটেছে, এক শয়তান কি, সত্তর (৭০) শয়তান দানশীলতার ক্ষেত্রে বাঁধা প্রদান করে। হাদীস শরীফে বর্ণিত রয়েছে: মানুষ আপন সদকা সত্তর (৭০) শয়তানের চোয়াল থেকে বের করে থাকে। (মাযমাউয যাওয়ায়িদ কিতাবুদয যাকাত ৩/২৮২ হাদীস ৪৬০১) তখন এ অবস্থায় সামন্যতম প্রদান করা এবং তাকে নগন্য মনে করে বরাবরই মন্তব্য না করা, কেননা সামন্যতম জিনিসও অভাবী ব্যক্তির চাহিদা কোন রকম পূরণ হবে আর কৃপন ব্যক্তির কঠোর হৃদয়ে আনন্দের ছাপ কিছুটা কম দৃষ্টি গোচর হবে। (ফযায়িলে দোয়া ২৭৬)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

দান করার একটি সহজ পদ্ধতি

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! শয়তানের প্রতারণা থেকে বেঁচে সদকা ও দানের অভ্যাস বানানোর জন্য প্রতিদিন একটি সংখ্যা নিদিষ্ট করে

www.dawateislami.net

নিন, যেমন প্রতিদিন ১০ টাকা আল্লাহ পাকের রাস্তায় খরচ করুন, যদি কোন দিন অপারগ হয়ে যান বা ভূলে যাওয়ার কারণে খরচ করতে না পারেন তাহলে পরের দিন সাথে সাথে ২০ টাকা দান করুন। যদি সদকার ফযীলত সমূহ লিখে ঘরের এমন জায়গায় লাগিয়ে নিন যেখানে তার আদবের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয় তখন চলা ফেরার সময় দৃষ্টি গোচর হলে সদকা প্রদানের প্রতি উৎসাহ বৃদ্ধি পাবে।

কিন্তু আফসোস! আজ কাল দান সদকার মাধ্যমে গরীবদের সাহায্য করা এবং নেক কাজে খরচ করার পরিবর্তে অহেতুক এবং অপ্রয়োজনীয় কাজের জন্য খরচ করার ক্ষেত্রে তো আপনি ভান্ডারের মুখ খোলা দেন, কিন্তু এই কথার দিকে কোন মনযোগ নেই যে, আমাদের সমাজের চারপাশে ভবঘুরে এরকম অনেক লোক বিদ্যমান রয়েছে যাদের নিকট না মাথা গুজানোর জায়গা আছে, না শরীর ঢাকার জন্য কাপড় রয়েছে, আর না ক্ষিধা মোটানোর জন্য প্রয়োজনীয় খাবার রয়েছে, যদি আমরা নিজেদের আনন্দ উদ্‌যাপনের সাথে সাথে যথা সম্ভব এমন সাদাসিধে লোকদের প্রয়োজনের প্রতিও লক্ষ্য রাখি এবং তাদের সাথে মুহাব্বাত পূর্ণ আচরণ করি তাহলে আল্লাহ পাক পরকালে তো এর পুরস্কার দিবেন বা কখনো কখনো দুনিয়ার মধ্যেও এর প্রতিদান দান করেন। আসুন! একটি ঘটনা শ্রবণ করি, যেমনিভাবে

সাথে সাথে সদকা প্রদানের বরকত প্রকাশ পেল

শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর রচিত অনন্য কিতাব **ফয়যানে সুন্নাত** এর ২৪৮ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেন, তাঁর যুগে হযরত সায়্যিদুনা আবু জাফর বিন খাত্তাব رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন আমার দরজায় এক ভিক্ষুক এসে কিছু চাইল, আমি স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা

www.dawateislami.net

করলাম, তোমার কাছে কিছু আছে? জবাব দিল, ৪টি ডিম আছে। বললাম: ভিক্ষুককে দিয়ে দাও, সে দিয়ে ফেলল। ভিক্ষুক ডিম নিয়ে পেয়ে চলে গেল। এর কিছু সময় পর আমার এক বন্ধু খাঁচা ভর্তি ডিম পাঠাল। আমি তাকে (স্ত্রীকে) জিজ্ঞাসা করলাম, তাতে কতগুলো ডিম আছে? তিনি বললেন, ত্রিশটি। আমি বললাম, তুমি তো ফকিরকে ৪টি ডিম দিয়েছিলে, এ ত্রিশটি কোন হিসাবে আসল! বলল, ত্রিশটি ঠিক আছে আর দশটি ভাঙ্গা। এর কারণ এটিই ছিল যে, ভিক্ষুককে যে ডিম দেয়া হয়েছিল তাতে তিনটি ডিম ঠিক ও একটি ভাঙ্গা ছিল। আল্লাহ পাক প্রতিটি ডিমের বিনিময়ে দশ,দশ (১০,১০) করে দান করেছেন। ভাল এর বিনিময়ে ভাল ও ভাঙ্গার বিনিময়ে ভাঙ্গা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! শুনলেন তো আপনারা, সদকা করার বরকত সাথে সাথে প্রকাশ পেয়েছে এবং হযরত জাফর বিন খাত্তাব رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে ৪টি ডিম সদকা করার বরকতে ডিমের বড় খাঁচা লাভ করল। নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সময়ে সময়ে সদকার অনেক ফযীলত বর্ণনা করেন, আসুন! উৎসাহ গ্রহনার্থে সদকার সম্পর্কে দশটি হাদীসে মোবারাকা শ্রবণ করি। যেমনিভাবে

সদকা প্রদানের দ্বারা দ্বীনি ও দুনিয়াবী উপকারীতা

১. ইরশাদ হচ্ছে, নিঃসন্দেহে সদকা আল্লাহ পাকের আযাবকে নিভিয়ে দেয় এবং মন্দ মৃত্যুকে দূরীভূত করে।

(তিরমিযী কিতাবুয যাকাত ২/১৪৬ হাদীস ৬৬৪)

২. ইরশাদ হচ্ছে, সদকা মন্দের সত্তরটি দরজা বন্ধ করে দেয়।

(ফেরদৌসুল আখবার ২/৩৪ হাদীস ৩৬৫১)

www.dawateislami.net

৩. ইরশাদ হচ্ছে, সদকা গুনাহ সমূহকে নি:শেষ করে দেয় যেভাবে পানি আগুনকে নিভিয়ে দেয়। (তিরমিযী কিতাবুয যাকাত, ২/১১৮ হাদীস ৬১৪)

৪. ইরশাদ হচ্ছে, নিঃসন্দেহে মুসলমানের সদকা হায়াতকে বৃদ্ধি করে এবং মন্দ মৃত্যু থেকে বাঁচিয়ে রাখে। (ফেরদৌসুল আখবার ২/২৬ হাদীস ৩৫৭৮)

৫. তাঁর স্বরণ এবং প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে অধিক হারে সদকা প্রদানের মাধ্যমে নিজের সাথে এবং আল্লাহ পাকের সাথে সম্পর্ক জোড়দার করুন, তাহলে আপনাকে আয় - রোজগারে আরো সাহায্য করা হবে এবং আপনার অগোছালো কর্মকান্ড সমূহ সজ্জিত হয়ে যাবে।

(ইবনে মাজাহ ২/৫ হাদীস ১০৮১)

৬. ইরশাদ হচ্ছে, সদকা সত্তর প্রকারের বিপদ থেকে রক্ষা করে, যার মধ্যে সহজতর বিপদ হচ্ছে শরীর বিকৃত হওয়া এবং কুষ্ঠ রোগ হওয়া। (তিরমিযী কিতাবুয যাকাত ২/১৪৬ হাদীস ৬৬৪)

৭. ইরশাদ হচ্ছে, অর্ধেক খেজুর দান করে হলেও দোযখ থেকে বাঁচো, তা বক্রতাকে সোজা এবং মন্দ মৃত্যুকে দূর করে দেয়।

(মুসনাদে আবি ইয়ালা, মুসনাদে আবি বকর সিদ্দিক ১/৫৭ হাদীস ৮০)

৮. ইরশাদ হচ্ছে, সকালের সদকা বিপদ আপদকে দূরীভূত করে দেয়।

(ফেরদৌসুল আখবার ২/৩৫ হাদীস ৩৬৫৩)

৯. ইরশাদ হচ্ছে, নিঃসন্দেহে সদকা এবং সদ্ব্যবহার (আত্মীয়দের সাথে সদ্ব্যবহার) করার দ্বারা আল্লাহ পাক হায়াত বৃদ্ধি করে থাকে এবং মন্দ মৃত্যুকে দূর করে দেয়।

(মুসনদে আবি ইয়ালা, মুসনদে আনাস বিন মালেক ৩/৩৯৭ হাদীস ৪০৯০)

১০ ইরশাদ হচ্ছে, সকাল বেলা সদকা প্রদান করো, কেননা বিপদ, সদকাকে অতিক্রম করতে পারে না। (মু'জামুল আওসাত ৪/১৮০ হাদীস ৫৬৪৩)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

কোন সম্পদ দ্বারা সদকা করা চাই?

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আল্লাহর পথে খরচ করার সময় এই কথাও স্বরণ রাখতে হবে যে জিনিস আপনার নিকট সবচেয়ে অধিক পছন্দনীয় তা থেকে দান সদকা করুন, এর সাওয়াব অনেক বেশি আর আল্লাহ পাক পবিত্র কোরআনের মধ্যে নিজের পছন্দনীয় বস্তু সদকা করার নির্দেশ প্রদান করেছেন, যেমনিভাবে ৪ পারা সূরা আলে ইমরান আয়াত নং ৯২ ইরশাদ করেন:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ ؕ وَ مَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَیْءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِیْمٌ ﴿۹۲﴾

(পারা ৪ সূরা আলে ইমরান, আয়াত ৯২)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ তোমরা কখনো পূণ্য পর্যন্ত পৌছবেনা যতক্ষণ আল্লাহর পথে আপন প্রিয় বস্তু ব্যয় করবে না এবং তোমরা যা কিছু ব্যয় করো তা আল্লাহর জানা আছে।

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! এই আয়াতে মোবারাকায় উত্তম বা ভাল দ্বারা উদ্দেশ্য হলো পরহেযগারীতা এবং আদেশ মান্যকারী আর খরচ করার ব্যাপারে হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন এখানে সদকা করার ক্ষেত্রে সকল ওয়াজিব ও নফল সদকাও অন্তর্ভূক্ত। ইমাম হাসান বসরী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন, যে সম্পদ মুসলমানের প্রিয় তা আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির জন্য খরচ কারী এই আয়াতের ফযীলতের অন্তভক্তূক্ত, যদিও একটি খেজুরও হয়।

(তাফসীরে খাযিন পারা ৪, সূরা আলে ইমরানের ৯২ আয়াতের পাদটীকা, ১/২৭২)

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! এই আয়াতে মোবারাকার উপর আমলকারী আমাদের বুযুর্গানে দ্বীনের স্পৃহাকে মোবারকবাদ! আসুন! এ সম্পর্কে বুযুর্গানে দ্বীনের ঘটনাবলী শ্রবণ করি এবং আল্লাহর পথে নিজের প্রিয় জিনিস সদকা করার স্পৃহা সৃষ্টি করুন।

www.dawateislami.net

পছন্দনীয় বাগান আল্লাহর রাস্তায় দিয়ে দিলেন

হযরত আবু তালহা আনসারী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ মদীনার বড় ধনী ছিল, তিনি তাঁর সম্পত্তির মধ্যে বায়রুহা নামক একটি বাগানকে অধিক পছন্দ করতেন, যখন এই আয়াত নাযিল হলো তখন তিনি প্রিয় নবীর দরবারে দাঁড়িয়ে আরয করলেন, আমার নিকট সম্পদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি পছন্দনীয় বাগান হলো বায়রুহা, আমি তা আল্লাহর রাস্তায় সদকা করে দিলাম। হুযুর পূরনূর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এত খুশি প্রকাশ করলেন এবং অতঃপর হযরত আবু তালহা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ প্রিয় নবীর ইশারায় ঐ বাগান আত্মীয়দের মাঝে বন্টন করে দিলেন। **(বুখারী কিতাবুয যাকাত ১/৪৯৩ হাদীস ১৪৬১)**

পছন্দনীয় ঘোড়া পেশ করে দিলেন

হযরত আমর বিন দীনার رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন, যখন এই আয়াতে মোবারাকা নাযিল হলো তখন হযরত যায়েদ বিন হারেসা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ নিজের (পছন্দনীয়) ঘোড়াকে নিয়ে প্রিয় নবীর দরবারে উপস্থিত হয়ে আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! আমি এই ঘোড়াকে সদকা করে দিব, হুযুর পূরনূর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ঐ ঘোড়া তাঁর সন্তান হযরত উসামা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কে দান করেদিলেন, তখন হযরত যায়েদ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ আরয করলেন, আমি এই ঘোড়া শুধু (আল্লাহ পাকের রাস্তায়) সদকা করার ইচ্ছা করেছি! নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন, নিঃসন্দেহে তোমার সদকা কবুল করা হয়েছে।

(তারিখে ইবনে আসাকির, নং ২৩৩৩, যায়েদ বিন হারেস বিন শারাহিল ১৯/৩৬৭)

www.dawateislami.net

চিনির বস্তা সদকা করে দিতেন!

হযরত ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ চিনির বস্তা ক্রয় করে সদকা করে দিতেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো, এর মূল্য সদকা করেন না কেন? তিনি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বললেন, চিনি আমার খুব প্রিয় ও পছন্দনীয়, আমি চাই যে, আল্লাহর পথে নিজের প্রিয় জিনিস করি।

(তাফসীরে কুরতুবী পারা ৪, সূরা আলে ইমরান, ৯২ নং আয়াতের পাদটীকা, ২/১০১)

মে সব দৌলত রাহে খোদা মে লুঠা দো
শাহা এয়সা মুজে জাযবা আতা হো। (ওয়াসায়িলে বখশিশ ৩১৬)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! রজব মাস সুবাস ছড়িয়ে যাচ্ছে, এই মোবারক মাসের ২০ তারিখ আমিরুল মু'মিনীন হযরত আমর বিন আ্দুল আযিয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর উরস মোবারক, আসুন ! এ সুযোগে তাঁর জীবনী সম্পকে কিছু ঝলক শুভ শ্রবণ করবো। যেমনিভাবে

হযরত ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর পরিচিতি

তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ২১ বা ২৩ হিজরীতে বনু উমাইয়া বংশে মদীনায়ে মনোওয়ারায় জন্ম গ্রহণ করেন এবং মদীনা শরীফেই ইলম ও আমলের স্তর সমূহ সম্পন্ন করার পর শুধু ২৫ বছর বয়সে মক্কাতুল মুকাররমা, মদীনায়ে মনোওয়ারা এবং তায়েফের গভর্নর নিযুক্ত হন এবং ৬ বছর পর্যন্ত এই খেদমত খুব সুন্দর ভাবে সুচারু রূপে সম্পন্ন করার পর পদোন্নতি লাভ করে খলিফার বিশেষ উপদেষ্টা নিযুক্ত হন এবং সুলাইমান বিন আব্দুল মালিকের ওফাতের পর ১০ই সফরুল মুযাফফর ৯৯হিজরীতে কমপক্ষে ৩৬ বছর বয়সে জুমার দিন খলিফা

নিযুক্ত হন এবং এমনই প্রশংসনীয়ভাবে খিলাফতের গুরুদায়িত্ব পালন করেন যে ইতিহাসের পাতায় তাঁর স্বর্ণাক্ষারে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে প্রায় আড়ায় বছর খলিফা পদে নিয়োজিত থাকার পর হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ২৫ রজব ১০১ হিজরী বুধবার প্রায় ৩৯ বছর বয়সে নিজের ইহজীবন সমাপ্ত করেন এবং আপন সৃষ্টিকর্তার সান্নিধ্য গ্রহণ করেন। তাঁকে হালবের নিকটে দায়রে সিমআনে সমাহিত করা হয়, যা সিরিয়ায় অবস্থিত। **(ওমর বিন আব্দুল আযীয এর ৪২৫টি ঘটনা ২১)**

অধিকতর ভাল জিনিস সদকা করুন!

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! যখনই সদকা করার ইচ্ছা করেন তখন অধিকতর ভাল জিনিস সদকা করা চাই। আমাদের বুযুর্গদের অবস্থা এমন ছিল যে, নিজের সবচেয়ে প্রিয় জিনিস আল্লাহ পাকের রাস্তায় প্রদান করার স্পৃহা ছিল আর একটি হলো আমরা দান ও সদকা করার সময় অলসতা এবং অভাবকে প্রকাশ করে থাকি বা এমন জিনিস সদকা করি যা অকেজো হয়ে আমাদের ব্যবহারের উপযোগী থাকে না, যেমন রুটির উপর ছেতো লেগে যাওয়া, তরকারী নারাজ (বাসী) হয়ে গেলে তখন পলি করে বেঁধে ঘরের খাদেমা (চাকরানী) কে নিয়ে হাতে তুলে দিই, বন্যা দূর্গত, বা দূর্যোগে বিপদগ্রস্থ লোকদেরকে অল্প মূল্যের ত্রান এবং কাপড় যা আমাদের ঘরের কেউ পরিধান করে না এবং এমন জুতা যা পরিধানের উপযুক্ততা থাকে না তা তাদের সাহায্যার্থে এবং সদকা স্বরূপ প্রদান করে থাকি। একটু গভীর চিন্তা করুন এটা কেমন আশ্চর্য কথা যে যখন নিজের খাওয়ার ও পান করার বা ব্যবহারের কথা আসে তখন অধিকতর ভালো থেকে ভালো নতুন জিনিস নির্বাচন করি আর যখন আল্লাহর পথে ব্যয় করার কথা আসে তখন বেচে যাওয়া বা কম

www.dawateislami.net

মূল্যের জিনিস দান সদকা করা হয়। নিজের বাচ্চার জন্য তো ভালো থেকে ভালো জিনিস পছন্দ করে ক্রয় করা হয় কিন্তু যখন গরীবের বাচ্চাকে দেয়া হয় তখন নিম্ন মানের জিনিস দিয়েও দয়া করে থাকি, আমরা নিজের ঘরের মধ্যে তো আমাদের নিজের পছন্দ অনুযায়ী খাবার দাবারের ব্যবস্থা করে আহার করেন কিন্তু এরমধ্যে যদি কোন ভিক্ষুক আসে তখন তাকে ধিক্কার দিই বা ঘরে বেচে যাওয়া বাসী তরকারী যা কেউ খায় না তা হাতে ধরিয়ে দিয়ে তা সৌভাগ্যবানদের কাজ মনে করেন যে, অবশিষ্ট খাবার নষ্ট হওয়া থেকে বেচে গিয়েছে এবং কোন গরীবের উপকার হয়েছে কিন্তু আমাদের বুযুর্গানে দ্বীনের কর্মকান্ড তাঁদের কাজের ধরণও ছিল অবাক করার মতো যে, এ বুযুর্গানে দ্বীনরা নিজের পছন্দে কখনো ভালো খাবার রান্না করলে এবং এরমধ্যে কোন ভিক্ষুক ঘরের দরজায় উপস্থিত হয়ে আহ্বান করলে তখন এই নেক বান্দারা নিজের পছন্দকে উৎসর্গ করে এবং নিজের পছন্দনীয় জিনিস ভিক্ষুককে প্রদান করে থাকে, যেমনিভাবে হযরত সাঈদ বিন আবি হিলাল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ হতে বর্ণিত যে, একবার হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا মকামে জুহফা বা জুহফার স্থানে বসা ছিলেন, ঐ সময় তিনি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ সামান্য অসুস্থ ছিল, তিনি নিজের পছন্দনীয় মাছ খাওয়ার কথা প্রকাশ করলেন, বন্ধুরা অনুসন্ধান করলেন কিন্তু শুধু একটি মাত্র মাছই প্রাপ্ত হলো, তিনি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর স্ত্রী হযরত সুফিয়া বিনতে আবি উবাইদা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ মাছ নিয়ে তাঁর খেদমতে পেশ করলেন, ইতিমধ্যে এক মিসকিন তাঁর নিকট এসে দাঁড়িয়ে গেল। তিনি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ তাঁকে বললেন, মাছটা উঠিয়ে নাও, এটা দেখে স্ত্রী আরয করল, سُبْحٰنَ اللهِ! এই মাছটা আমাদের জন্য রেখে দিই আর ভিক্ষুককে দেয়ার জন্য আমাদের নিকট

www.dawateislami.net

অন্য খাবার বিদ্যমান আছে তা থেকে দিয়ে দিচ্ছি। তিনি বললেন, কিন্তু আব্দুল্লাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ তো এই মাছ পছন্দনীয় ছিল (আর পছন্দনীয় জিনিস সদকা করা উত্তম) (তারিখে ইবনে আসাকির নং ৩৪২১, আব্দুল্লাহ বিন ওমর বিন খাত্তাব ৩১/১৪৩)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

উপকারের পর খোঁটা না দেয়া

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আমাদের বুযুর্গানে দ্বীনের পবিত্র চরিত্রের এমন বৈশিষ্ট্য ও মহত্ত্ব ছিল যে, ঐ সকল বুযুর্গগণ নিজেদের ইচ্ছাকে অপরের চাহিদা এবং সাহায্যের জন্য উৎসর্গ করে দিতেন, আমাদেরও উচিত যে, আল্লাহ পাকের দানকৃত সম্পদ হতে নিজের পরিবার পরিজনের দেখ ভালোর সাথে সাথে গরিব এবং মিসকিনদের জন্য খরচ করার অভ্যাসও করা আর এই কাজকে নিজের জন্য সৌভাগ্য এবং পরকালে মুক্তির মাধ্যম মনে করা ও কোন গরিবকে সম্পদ দ্বারা সাহায্য করার পর উপকারের স্মরণ করিয়ে দিয়ে তাকে লজ্জা ও সম্মানহানি না করা, না হয় সদকার সাওয়াব নষ্ট হয়ে যাবে। ঐ সদকার সাওয়াব পাওয়াব যায় যা উপকার করার পর তার খোঁটা দেয় হয় না। আল্লাহ পাক তাঁর পথে ব্যয়কারীদের সম্পর্কে ৩ পারা সূরা বাক্বারা আয়াত নং ২৬২-২৬৩ ইরশাদ করেন:

اَلَّذِیۡنَ یُنۡفِقُوۡنَ اَمۡوَالَہُمۡ فِیۡ سَبِیۡلِ اللّٰہِ ثُمَّ لَا یُتۡبِعُوۡنَ مَاۤ اَنۡفَقُوۡا مَنًّا وَّلَاۤ اَذًی ۙ لَّہُمۡ اَجۡرُہُمۡ عِنۡدَ رَبِّہِمۡ ۚ وَلَا خَوۡفٌ عَلَیۡہِمۡ وَ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: ঐ সব লোক যারা নিজ সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করে অতঃপর ব্যয় করার পর না খোঁটা দেয়, না ক্লেশ দেয়, তাদের প্রতিদান তাদের রবের নিকট রয়েছে এবং তাদের না আছে কোন আশংকা

www.dawateislami.net

لَاهُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿۲۶۲﴾ قَوْلٌ مَّعْرُوْفٌ وَّ مَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَّتْبَعُهَآ اَذًى ؕ وَاللّٰهُ غَنِيٌّ حَلِيْمٌ ﴿۲۶۳﴾

(পারা ৩ সূরা বাক্বারা আয়াত ২৬২-২৬৩)

না আছে কিছু দুঃখ। ভালো কথা বলা এবং ক্ষমা করা ওই সদকা অপেক্ষা উত্তম, যার পর ক্লেশ দেয়া হয়। আর আল্লাহ বেপরোয়া (অভাব মুক্ত) সহনশীল।

হযরত আল্লামা আলা উদ্দীন আলী বিন মুহাম্মদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন, তাফসীরে খাযিনে এই আয়াতে মোবারাকার ব্যাখ্যায় লিখেন, উপকার করার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো কাউকে কিছু দেয়ার পর অপরের সামনে তা প্রকাশ করা যে আমি তোমাকে এতকিছু দিয়েছি এবং তোমার জন্য এমন এমন করেছি, ব্যস এভাবে কাউকে দুঃখ ও কষ্ট প্রদান করাকে উপকারের খোঁটা বলে।

অথচ কাউকে কষ্ট দেয়া উদ্দেশ্য হলো তাকে অপমান করা, যেমন, তুমি গরিব ছিলে, দরিদ্র ছিলে, দূর্বল ছিলে, অকেজো ছিলে ইত্যাদি আমিই তোমার দেখ ভালো করেছি। আরো বলেন, যদি ভিক্ষুককে কোন কিছু না দেয়া হয় তাহলে তার সাথে ভাল ব্যবহার করা এবং সদ্ব্যবহারের সাথে এমন জবাব দেয়া যে, সে যেন অসন্তুষ্ট হয়ে চলে না যায় আর যদি সে প্রশ্ন করার ক্ষেত্রে জেদ করে বা তর্ক করে তখন তার কাছ থেকে ক্ষমা প্রার্থনা চাওয়া (ঐ সদকা থেকে উত্তম কিছু দেয়া যার পর উত্ত্যক্ত করা এবং উপকারের খোঁটা দেয়া)

(তাফসীরে খাযিন পারা ৩ সূরা বাক্বারা ২৬২-২৬৩ নং আয়াতের পাদটীকা, ১/২০৬)

মুসলমানের সম্মান

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! চিন্তা করুন! ইসলাম মুসলমানদের কেমন সম্মান ও মর্যাদা দান করেছেন যে, কোন ইসলামী বোন

www.dawateislami.net

মুসলমানদেরকে আর্থিক ভাবে সাহায্য করার পর উপকারের খোঁটা দিয়ে বা বিদ্রুপ করে তাকে কষ্ট না দেয়, বরং তার আত্মমর্যাদার প্রতি সম্মান করে, কেননা দান সদকা প্রদানের দ্বারা কারো এই অধিকার অর্জিত হয় না যে, যখন চাই উপকারের কথা স্মরণ করে কোন গরীবের সম্মানকে টুকরা করে মিশিয়ে দিতে থাকে। এমন সদকা থেকে তো উত্তম ছিল যে, সে তাকে কিছু দিবেই না বা অপারগতা প্রকাশ করবে বা অন্য কারো নিকট প্রেরণ করবে। এখানে ঐ ইসলামী বোনদের জন্য উপদেশ মূলুক শিক্ষা হচ্ছে যারা আবেগী হয়ে এসে দরিদ্রদের সাহায্য করে কিন্তু পরবর্তীতে নিজের বিদ্রূপের তীর দ্বারা তাকে কষ্ট দিয়ে থাকে। কারো কথায় রাগ চলে আসল তখন সাথে সাথে নিজের উপকারের লম্বা তালিকা শুনানো শুরু করে দেয়। যেমন কাল পর্যন্ত তোমরা ফকির ছিলে, প্রত্যেকে ভিক্ষা করতে অতঃপর আমিই তোমাদের সাহায্য করেছিলাম। অমুক আত্মীয় হাসপাতালের মধ্যে অসহায় অবস্থায় ছিলে, চিকিৎসার জন্য আমিই টাকা দিয়েছিলাম। তোমার মেয়ের বিবাহের সকল খরচ আমিই বহন করেছিলাম, আমার এই উপকারের কথা ভূলে গিয়েছ?

নিজের সদকাকে নষ্ট করো না!

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! মনে রাখবেন! কাউকে আর্থিক ভাবে সাহায্য করার পর উপকারের খোঁটা দিয়ে এমন কথা বলে যা সাওয়াবকে নষ্ট করে দেয়। যেমনিভাবে পারা ৩ সূরা বাক্বারা আয়াত নং ২৬৪ আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

www.dawateislami.net

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُبْطِلُوْا صَدَقٰتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْاَذٰى

(পারা ৩ সূরা বাক্বারা আয়াত নং ২৬৪)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ হে ঈমানদারগণ! আপন দানকে নিষ্ফল করে দিওনা খোঁটা দিয়ে এবং ক্লেশ দিয়ে।

এই আয়াতে মোবারাকার ব্যাখ্যায় তাফসীরে সিরাতুল জিনানে রয়েছে, হে ঈমানদারগণ! যার জন্য ব্যয় করেছ তা অপরের সামনে বলে উপকারের খোঁটা দিয়ে এবং তাকে কষ্ট দিয়ে নিজের সদকার সাওয়াব নষ্ট করো না,কেননা যেভাবে মুনাফিক ব্যক্তিরা মানুষদেরকে দেখানোর জন্য এবং নিজে বাহবা বাহবা পাওয়ার জন্য সম্পদ ব্যয় করেন কিন্তু তার সাওয়াব নষ্ট হয়ে যায়, এভাবে ফকিরের উপর দয়া করে খোঁটা প্রদানকারী এবং তাকে কষ্ট প্রদানকারীর সাওয়াবও নষ্ট হয়ে যাবে। এর উদাহরণ এভাবে বুঝে নিন যে, একটি হলো ছাঁকার পাথর যাতে মাটি মিশ্রিত থাকে, যদি তার উপর মোষলধারে বৃষ্টি হয় তাহলে তো পাথর বরাবরই পরিষ্কার হয়ে যাবে এবং তার উপর থেকে মাটির নাম নিশানাও অবশিষ্ট্য থাকবে না। এই অবস্থা মুনাফিকদের আমল নামার যে, প্রত্যক্ষদর্শীদের জানা আছে এটা আমল, আর কিয়ামতের দিন ঐ সকল আমল নষ্ট হয়ে যাবে কেননা সে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আমল করে নি বা এটা বলবে যে, মুনাফিকদের অন্তর পাথরের শিলাতে পরিণত হয়েছে, তার ইবাদত বিশেষ করে সদকা এবং রিয়াযুক্ত দান সমূহ প্রকৃতপক্ষে ধূলাবালি যুক্ত থাকে যাতে পাথর কণা মিশ্রিত হয়েছে, যার মধ্যে চাষাবাদের বীজ থাকতে পারে না। আল্লাহ পাক তাদের সব কিছু প্রত্যাখ্যান করে দিবেন বরং তা হলো পানি, যা সব মাটিকে সিক্ত করে দিবেন এবং পাথরকে ঐভাবে করে দিবেন। এ দ্বারা

www.dawateislami.net

বুঝা গেল যে, যদি সদকা প্রকাশ্যে দেয়ার দ্বারা ফকিরের দূর্নাম হয়ে যায় তাহলে সদকা গোপনে দেয়া উচিত যেন কেউ জানতে না পারে।

(তাফসীরে সিরাতুল জিনান পারা ৩ সূরা বাক্বারা ২৬৪ নং আয়াতের পাদটীকা ১/৪০০)

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! জানা গেল যে, সদকা দিয়ে কাউকে উপকারের খোঁটা দেয়া এবং তার অন্তরে ভর্ৎসনার তীর দিয়ে আঘাত করার দ্বারা সদকার সাওয়াব নষ্ট হয়ে যাবে, সুতরাং একনিষ্ঠতা এবং আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য দান সদকা করুন, এই আমল সাওয়াবের কারণ এবং পরকালের মুক্তির মাধ্যম হবে। আর এটাও জানা গেল যে, এভাবে সদকা প্রদান করা যার দ্বারা কারো দূর্নাম হয়ে যায় তা শরীয়তে নিষেধ করা হয়েছে।

কৃপণতা থেকে বাঁচো

কতিপয় বোকা ইসলামী বোনদের পার্থিব ধন-সম্পদের এতো লোভ থাকে যে, আল্লাহর পথে দান সদকা করার নাম শুনতেই দূরে পালিয়ে যায় এবং কৃপণতার সীমা অতিক্রম করে থাকে, আল্লাহ পাকের রাস্তায় খরচ করা তো অনেক দূরের কথা নিজের জন্য এবং আপন পরিবারের প্রয়োজনীয় চাহিদাও অন্তর মরে যাওয়ার পর পূর্ণ করে, এদের অন্তর ও মন-মানসিকতা সব সময় পার্থিব ধন সম্পদ জমা করানোর পাগলামী ভর করে থাকে এবং এই কৃপণতা ও লোভ আস্তে আস্তে তাদেরকে অবাধ্য এবং আল্লাহ পাকের স্মরণ থেকে উদাসীন করে দেয়। কোরআনে পাকের মধ্যে ধনবান এবং সম্পদের মালিকদেরকে আল্লাহর পথে খরচ করার জন্য এবং কৃপণতা থেকে বাঁচার প্রতি উৎসাহ প্রদান করেছেন, যেমনিভাবে, পারা ২৬ সূরা মুহাম্মদ আয়াত নং ৩৮ আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

www.dawateislami.net

هٰۤاَنْتُمْ هٰۤؤُلَآءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوْا فِیْ سَبِیْلِ اللّٰهِۚ فَمِنْكُمْ مَّنْ یَّبْخَلُۚ وَ مَنْ یَّبْخَلْ فَاِنَّمَا یَبْخَلُ عَنْ نَّفْسِهٖؕ وَ اللّٰهُ الْغَنِیُّ وَ اَنْتُمُ الْفُقَرَآءُۚ وَ اِنْ تَتَوَلَّوْا یَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَیْرَكُمْۙ ثُمَّ لَا یَكُوْنُوْۤا اَمْثَالَكُمْ(۳۸)

(পারা ২৬ সূরা মুহাম্মদ আয়াত নং ৩৮)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ হ্যাঁ হ্যাঁ এই যে তোমরা! তোমাদেরকে আহ্বান করা হচ্ছে এ জন্য যে, তোমরা আল্লাহর পথে ব্যয় করবে। তখন তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ কার্পণ্য করে এবং যে কেউ কার্পণ্য করে তবে স্বীয় আত্মার উপরই কার্পণ্য করে এবং আল্লাহ অভাব মুক্ত আর তোমরা সবাই মুখাপেক্ষী। আর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও তবে তিনি তোমাদের ব্যতীত অন্য লোকদের তোমাদের স্থলবর্তী করবেন। অতঃপর তারা তোমাদের মতো হবে না।

মানুষের ধ্বংস

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! যারা কৃপণতাকে গ্রহণ করে, আল্লাহর পথে খরচ করার পরিবর্তে জমা করার কজে লেগে যায়, তারা পার্থিব ক্ষতির সাথে সাথ পরকালের মধ্যেও ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে।

কৃপণদের তিরস্কার সম্পর্কে দুইটি হাদীসে মোবারাকা

আসুন! কৃপণদের তিরস্কার সম্পর্কে দুইটি হাদীসে মোবারাকা শ্রবণ করি এবং এই জটিল রোগ থেকে বাঁচার চেষ্টা করি।

১. ইরশাদ হচ্ছে, এই উম্মতের পূর্ববর্তী লোকেরা বিশ্বাস এবং ধার্মিকতার মাধ্যমে মুক্তি পাবে অথচ পরবর্তী লোকেরা কৃপণতা এবং অভিলাষের কারণে ধ্বংসের শিকার হবে।

(ফেরদৌসুল আখবার ২/৩৭৪ হাদীস ৭১০৬)

www.dawateislami.net

২. ইরশাদ হচ্ছে, আল্লাহ পাক এই কথার উপর শপথ করেছেন যে, জান্নাতে কোন কৃপণ ব্যক্তি প্রবেশ করবে না।

(কানযুল উম্মাল কিতাবুল আখলাক ৩য় অংশ, ২/১৮১ হাদীস ৭৩৮২)

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! শুনলেন তো আপনারা! কৃপণ ব্যক্তি কিভাবে ধ্বংস হবে, এই ধ্বংসযজ্ঞতা কি কম যে আল্লাহ পাক এই কথার উপর শপথ করেছেন যে, জান্নাতে কোন কৃপণ ব্যক্তি প্রবেশ করবে না। এখনও কি আমরা কৃপণদের মতো ক্ষতির সম্মুখীন হওয়া থেকে বাঁচতে চাইবো না? এখনও কি আমরা কৃপণদের মতো কাজ করবো? এখনও কি কৃপণদের মতো নিজের ধ্বংসযজ্ঞতার মাধ্যম নিজেই সৃষ্টি করবো? এখনও কি দান সদকা প্রদানের ক্ষেত্রে নিজেকে বিরত রাখব? মনে রাখবেন! কৃপণ ব্যক্তি অভিশপ্ত শয়তানের অনেক পছন্দনীয়।

যেমনিভাবে হযরত সায়্যিদুনা ইয়াহইয়া عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام ইবলিশের নিকট জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার কোন ব্যক্তি পছন্দ আর কোন ব্যক্তি অপছন্দ? ইবলিশ বলল, আমার নিকট কৃপণ মুমিন ব্যক্তি পছন্দনীয় কিন্তু গুনাহগার দানশীল ব্যক্তি অপছন্দনীয়? তিনি عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام বললেন, তা কেন? ইবলিশ বলল, এই জন্য যে, কৃপণকে তো তার কৃপণতাই ডুবাবে কিন্তু ফাসিক দানশীলতার সাথে সম্পৃক্ত থাকার কারণে আমার এইটা ভয় লাগছে যে, কখন আল্লাহ পাক তার গুনাহকে তার দানশীলতার কারণে ক্ষমা করে দেন। অতঃপর ইবলিশ যাওয়ার সময় বলতে লাগল আপনি যদি নবী না হতেন তাহলে আমি (রহস্যময়) কথাগুলো) কখনো বলতাম না। **(মুকাশাফাতুল কুলুব ১৮১)**

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! শুনলেন তো আপনারা, কৃপণ ব্যক্তিকে শয়তার অনেক পছন্দ করে, এমন লোকের জন্য শয়তানের বেশি পরিশ্রম করতে হয় না বরং তার কৃপণতাই তাকে ডুবাবে, কৃপণ ব্যক্তির পার্থিব এবং পরকালীন ক্ষতির কারণ হবে।

কৃপণের পরকালীন বিভিন্ন ক্ষতি

আসুন! কৃপণতার বিভিন্ন ক্ষতি সম্পর্কে শ্রবণ করি এবং এই মন্দ অভ্যাস থেকে বাঁচার নিয়্যতও করি,

১. কৃপণ ব্যক্তি কখনো পরিপূর্ণ মুমিন হতে পারে না বরং কৃপণ ব্যক্তি কখনো ঈমানের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে এবং মানুষকে কুফরের দিকে নিয়ে যায়, যেভাবে কারুণকে তার কৃপণতাই ইসলাম গ্রহণ করা থেকে দূরে রেখেছিল।

২. কৃপণ ব্যক্তি ঐ বৃক্ষের শাখাকে আঁকড়ে ধরেছে যা তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করিয়ে ছাড়বে।

৩. কৃপণতার কারণে জান্নাতে প্রবেশ হওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হতে পারে।

৪. কৃপণ ব্যক্তি সম্পদ ব্যয় করার সাওয়াব থেকে বঞ্চিত হয়ে যায় এবং ব্যয় না করার কারণে আযাবে লিপ্ত হয়ে যায়।

৫. কৃপণ ব্যক্তি লোভের মতো বিপদ জনক গোপন রোগের শিকার হয়ে যায় এবং তার মাথায় সম্পদ জমা করার তীব্র আগ্রহ প্রভাব বিস্তার করে আর তার জন্য ঐ জায়িয ও নাজায়িয কাজের প্রতি সাবধানতা অবলম্বন করা পর্যন্ত ছেড়ে দেয়, আর এ ছাড়াও অনেক পরকালীন ক্ষতি রয়েছে।

(তাফসীরে সিরাতুল জিনান পারা ২৬ সূরা মুহাম্মদ ৩৮ নং আয়াতের পাদটীকা ৯/৩৩৩)

www.dawateislami.net

কৃপণের পার্থিব বিভিন্ন ক্ষতি

আসুন! এই কৃপণতার কারণে সৃষ্টকৃত পার্থিব ক্ষতি সম্পর্কে শ্রবণ করি।

১. কৃপণতা হচ্ছে মানুষের সবচেয়ে মন্দ ত্রুটি

২. কৃপণতা হচ্ছে তিরস্কার এবং অপমানের মাধ্যম।

৩. কৃপণতা হত্যা ও লুটপাট এবং ঝগড়ার মূল এবং ধ্বংস ও নষ্টের কারণ।

৪. কৃপণতা নিষ্ঠুরতার উত্থান ঘটায়।

৫. কৃপণতার দ্বারা আত্মীয়তার সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যায়।

৬. কৃপণতার কারণে মানুষ সম্পদের বরকত হতে বঞ্চিত হয়ে যায়।

(তাফসীরে সীরাতুল জিনান পারা ২৬ সূরা মুহাম্মদ ৩৮ নং আয়াতের পাদটীকা ৯/৩৩৩)

যিয়ায়ে সাদাকাত কিতাবের পরিচিতি

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! শুনলেন তো আপনারা! কৃপণতার মধ্যে কেমন পার্থিব ও পরকালীন বিভিন্ন ক্ষতি রয়েছে, আমাদের এ সকল ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য সবসময় দান ও সদকা করার অভ্যাস করা চাই, অহেতুক খরচ করা থেকে বিরত থেকে নিজের প্রয়োজনের সাথে সাথে গরীবদেরও সাহায্য করা চাই, আল্লাহ পাকের রাস্তায় খরচ করার উৎসাহ লাভ এবং কৃপণতার মতো রোগ থেখে মুক্তি পাওয়ার জন্য মাকতাবাতুল মদীনা হতে প্রকাশিত কিতাব "যিয়ায়ে সদাকাত" অধ্যয়নে উপকার লাভ করতে পারবেন। اَلْحَمْدُ لِلّٰه এই কিতাবের মধ্যে সদকার অর্থ ও প্রকার, যাকাত ফরয হওয়ার বর্ণনা, আত্মীয়তার সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখার ফযীলত, কৃপণতার তিরস্কার এমনকি সদকা

দেয়ার বিভিন্ন ফযীলত আর না দেয়ার শাস্তি সম্পর্কে কোরআনের বিভিন্ন আয়াত, হাদীসে মোবারাকা এবং বুযুর্গানে দ্বীনের বাণী সমূহ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, সুতরাং আজই এই কিতাব মাকতাবাতুল মদীনা হতে হাদিয়ার বিনিময়ে সংগ্রহ করে নিজে অধ্যয়ন করুন এবং অপর ইসলমী বোনকেও এটি অধ্যয়নের জন্য উৎসাহ প্রদান করুন। এছাড়া আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর লিখিত রিসালা মদীনার মাছ এবং মাকতাবাতুল মদীনার রিসালা সদকে কা ইনআম অধ্যয়নের দ্বারা অসংখ্য উপকার হবে। اِنْ شَآءَ الله দাওয়াতে ইসলামীর ওয়েব সাইট www.dawateislami.net হতে এই কিতাব পড়তেও পারবেন, ডাউনলোড এবং প্রিন্ট আউটও করতে পারবেন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! বয়ান শেষ করার পূর্বে যাকাত আদায়ের ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন এবং কতিপয় বাণী বয়ান করার সৌভাগ্য অর্জন করব।

যাকাত আদায়ে সাবধানতা অবলম্বন

কোরআনে পাকে আল্লাহ পাক অনেক জায়গায় যাকাত আদায় করার নির্দেশ প্রদান করেছেন এবং এর মহত্ত বর্ণনা করেছেন। প্রিয় নবী হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অসংখ্য হাদীসে মোবারাকায় যাকাত আদায় করার প্রতি উৎসাহ প্রদান করেছেন। আসুন প্রিয় নবীর দুটি হাদীসে মোবারাকা শ্রবণ করি। ১. তোমাদের ইসলাম পূর্ণ হওয়ায় হলো এটাই যে, নিজের সম্পদের যাকাত আদায় করো। (মাজমাউয যাওয়ায়িদ কিতাবুয যাকাত ৩/১৯৮ হাদীস ৪৩২৬) ২. ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি, তার মধ্যে একটি

www.dawateislami.net

হলো যাকাত আদায় করা। (তিরমিযী কিতাবুল ঈমান ৪/২৭৫ হাদীস ২৬১৮) ❁ সাহাবায়ে কেরাম عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان আল্লাহর পথে প্রাণ খুলে নিজের সম্পদ হতে দান সদকা করতেন ❁ আল্লাহ পাকের সন্তুটি অর্জনের জন্য সম্পদের একটি অংশ যা শরীয়ত নির্ধারণ করে দিয়েছেন তা হাশেমী ব্যতীত দরিদ্র মুসলমানকে মালিক বানিয়ে দেয়াকে যাকাত বলা হয়। (বাহারে শরীয়ত ১/৮৭৪ অংশ ৫) ❁ স্বাধীন, বিবেক সম্পন্ন, প্রাপ্ত বয়স্ক মুসলমান এবং নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিকের উপর যাকাত ফরয। (বাহারে শরীয়ত ১/৮৭৫-৮৭৬ অংশ ৫) ❁ সর্ব প্রথম গরীব, মিসকিন এবং দরিদ্র ও নিঃস্ব লোকদেরকে খোঁজে তাদেরকে যাকাত দেয়া যাবে ❁ সময় মতো যাকাত আদায় করার দ্বারা গরীবের উপকার হয়ে থাকে ❁ নিকট আত্মীয়রা যাকাত লাভের অধিকারী হলে তখন তাদের যাকাত প্রদান করা অধিক পুরস্কার ও সাওয়াব লাভের মাধ্যম হয়ে থাকে ❁ যাকাত আদায় না করাতেই একক ভাবে ও সম্মিলিত ভাবে, পার্থিব এবং পরকালে, প্রত্যেক ক্ষেত্রে ক্ষতি হতে পারে, যেমন হুযুর পূরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে সম্প্রদায় যাকাত আদায় করে না আল্লাহ পাক তাদেরকে দূর্ভিক্ষে লিপ্ত করাবেন।

(মুজামুল আওসাত ৩/২৭৫ হাদীস ৪৫৭৭)

এভাবে হাজারো সুন্নাত শিখার জন্য মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ২টি কিতাব, বাহারে শরীয়ত ১৬তম অংশ ৩১২ পৃষ্ঠা, ১২০ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব সুন্নাত আওর আদব। আমীরে আহলে সুন্নাত এর দুটি রিসালা **"১০১ মাদানী ফুল"** এবং ৪৩ পৃষ্ঠা সম্বলিত **"১৬৩ মাদানী ফুল"** উপযুক্ত মূল্যে সংগ্রহ করে পাঠ করুন।

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

বয়ানঃ ১৩

প্রত্যেক মুবাল্লিগা বয়ান করার পূর্বে কমপক্ষে তিনবার পাঠ করুন

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

দরূদ শরীফের ফযীলত

হযরত সায়্যিদুনা উবাই বিন কাব رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ আরয করেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আমি অধিক হারে দরূদ শরীফ পাঠ করি, আমি আপনার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করার জন্য কতোক্ষণ সময় নির্ধারণ করব? ইরশাদ করলেন: যতটুকু ইচ্ছা হয় করে নাও, আমি আরয করলাম এক চতুর্থাংশ? ইরশাদ করলেন, যতটুকু ইচ্ছা হয় করে নাও তবে যদি আরো অধিক দরূদ শরীফ পাঠ করো তবে তোমার জন্য উত্তম হবে, আমি আরয করলাম দিনের অর্ধাংশ? ইরশাদ করলেন, যতটুকু ইচ্ছা হয় করে নাও কিন্তু যদি আরো অধিক পাঠ করো তা তোমার জন্য উত্তম হবে। আমি বললাম, আমি সবসময় আপনার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করব। ইরশাদ করলেন, তবে এই আমল তোমার পেরেশানীকে দূরীভুত করে দিবে এবং তোমার মাগফিরাতের কারণ হয়ে যাবে। **(মুস্তাদরাক, কিতাবুত তাফসীর ৩/১৯৮, ক্রমিক নং ৩৬৩১)**

বাইটতে, উঠতে, জাগতে, সুওতে হো ইলাহী মেরা শেয়ার দরূদ
রোয়ে আনওয়ার পে নূর বারি সালাম যুলফে আতহার পে মুশকাবারে দরূদ
উস মেহেক পে শামিম বেযে সালাম উস চমক পে ফুরুগে বারি দরূদ

উনকে হার জলওয়া পে হাজার সালাম উন কে হার লমআ পে হাজার দরূদ
সর সে পা তক করূর বার সালাম আওর সরাপা পে বে শুমার দরূদ
উন কে হার জালওয়া পে হাজার সালাম উন কে হার লমআ পে হাজার দরূদ।

(যাওকে নাত ৮৬-৮৭)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি এবং সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রথমে ভালো ভাল নিয়্যত করে নিই। **প্রিয় নবী, হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهٖ" মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম। (মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস ৫৯৪২)

মাসআলা: নেক ও জায়িয কাজে যত বেশি ভালো নিয়্যত, সাওয়াবও তত বেশি।

বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নিয়্যতের মাঝে পরিবর্তন করা যেতে পারে। দৃষ্টিকে নত রেখে গভীর মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো। হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে **ইলমে দ্বীনের** সম্মানার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো। প্রয়োজনে সংকুচিত হয়ে ও সামনে এগিয়ে অন্য ইসলামী বোনদের জন্য জায়গা প্রসারিত করবো। ধাক্কা ইত্যাদি লাগলে ধৈর্যধারণ করবো, ধমকানো, ঝগড়া করা বা বিশৃংখলা করা থেকে বেঁচে থাকবো। تُوْبُوْا اِلَى الله! ,اُذْكُرُ الله! ,صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীনীর মনতুষ্টির জন্য নিম্নস্বরে উত্তর প্রদান করবো। ইজতিমার পর নিজেই আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করবো। বয়ানের সময় অযথা

www.dawateislami.net

মোবাইল ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকবো, বয়ান রেকর্ড করবো না এবং এমন কোন প্রকার আওয়াজ করবো না যার অনুমতি নেই। যা কিছু শুনবো, তা শুনে এবং বুঝে এর উপর আমল করবো আর তা পরে অপরের নিকট পৌঁছিয়ে নেকীর দাওয়াতকে প্রসার করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

মহত্বপূর্ণ ও বরকতময় রাত

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আল্লাহ পাকের লাখো লাখো কৃতজ্ঞতা যে, তিনি আরো একবার আমাদেরকে এই ফযীলত ও বরকতময় মহান এবং পবিত্র রাত দান করেছেন।

اَلْحَمْدُ لِلّٰه আজকের রাত হলো সেই মহান ও ঝলমলে উজ্জ্বল রাত, যাতে মেরাজের রাতে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে এক মহান মুজিযা দান করা হয়েছে। আজকের রাতই সকল ফিরিশতার সর্দার সায়্যিদুনা জিব্রাঈল আমিন عَلَيْهِ السَّلَام **নবীয়ে করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র খেদমতে খুবই দ্রুতগামী বাহন **"বুরাক"** নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে বিনম্র আদব সহকারে বুরাকের উপর আরোহন করানো হলো, **রাসূলে করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم রাতারাতি মক্কা শরীফ থেকে বায়তুল মুকাদ্দাস পৌঁছলেন, **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে স্বাগত জানানো হলো, **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সমস্ত আম্বিয়ায়ে কিরামের ইমামতি করলেন, আজকের রাতেই **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সকল আসমান সমূহে পরিভ্রমন করলেন এবং এর আশ্চার্য বিষয়াবলী অবলোকন করলেন, আজকের রাতেই **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم প্রতিটি আসমানে আম্বিয়ায়ে

www.dawateislami.net

কিরামের عَلَيْهِمُ السَّلَام সাথে সাক্ষাত করলেন, আজকের রাতেই **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সিদরাতুল মুনতাহায়ও গেলেন, এই স্থানে পৌঁছেই জিব্রাঈল আমিন عَلَيْهِ السَّلَام সামনে অগ্রসর হতে অপারগতা প্রকাশ করে নিলেন, আজকের রাতেই **তিনি** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সেই স্থানে পৌঁছলেন, যেখানে জ্ঞানও কাজ করে না, আজকের রাতেই **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে বিশেষ নেয়ামত সমূহ দান করা হয়েছে, আজকের রাতেই **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে প্রথমে ৫০ ওয়াক্ত নামায উপহার স্বরূপ **আল্লাহ পাকের** দরবার থেকে দান করা হয়েছে, যা কমানোর পর পাঁচ ওয়াক্ত নামায হিসেবে আমাদের উপর ফরয করা হয়েছে, আজকের রাতেই **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم জান্নাত ও দোযখ পর্যবেক্ষন করেছেন, আজকের রাতেই **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর **আল্লাহ পাকের** বিশেষ নৈকট্য অর্জিত হয়, আজকের রাতেই **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কপালের চোখেই সম্পূর্ণ জাগ্রত অবস্থায় **আল্লাহ পাকের** দীদার করেন। প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আসুন! শুধুই মনোযোগ এবং একাগ্রতার সাথে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মেরাজের সফরের চিত্তাকর্ষক দিক গুলো সম্পর্কে শ্রবণ করি। اِنْ شَآءَ الله **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুহাব্বাত অন্তরে আরো বেশি বৃদ্ধি পাবে।

মেরাজের সফরের সারমর্ম

"তাফসীরে সিরাতুল জিনান" ৫ম খন্ডের ৪১৪-৪১৫ পৃষ্ঠায় রয়েছে: মেরাজের রাতে হযরত (সায়্যিদুনা) জিব্রাঈল আমিন عَلَيْهِ السَّلَام **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত হলেন, **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে মেরাজের সুসংবাদ শুনালেন এবং **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর

www.dawateislami.net

পবিত্র বক্ষ খুলে তা যমযমের পানি দ্বারা ধৌত করলেন, অতঃপর তাতে প্রজ্ঞা ও ঈমান পূর্ণ করে দিলেন। এরপর **তাজেদারে রিসালত, হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে **বুরাক** (নামক বাহন) উপস্থাপন করা হলো এবং খুবই আদব ও সম্মান পূর্বক তাতে আরোহন করিয়ে মসজিদে আকসার দিকে নিয়ে যাওয়া হলো। বায়তুল মুকাদ্দাসে **রাসূলে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সকল নবী ও রাসূলদের عَلَيْهِمُ السَّلَام ইমামতি করলেন। অতঃপর সেখান থেকে আসমানের দিকে সফরের প্রতি মনোনিবেশ করলেন, হযরত (সায়্যিদুনা) জিব্রাঈল আমীন عَلَيْهِ السَّلَام একে একে সকল আসমানের দরজা খুলালেন, প্রথম আসমানে হযরত আদম عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام, দ্বিতীয় আসমানে হযরত ইয়াহইয়া ও হযরত ঈসা عَلَيْهِمَا السَّلَام, তৃতীয় আসমানে হযরত ইউসুফ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام, চতুর্থ আসমানে হযরত ইদ্রিস عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام, পঞ্চম আসমানে হযরত হারুন عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام, ষষ্ট আসমানে হযরত মূসা عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এবং সপ্তম আসমানে হযরত ইব্রাহিম عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত ও সাক্ষাৎ দ্বারা ধন্য হলেন, তাঁরা **হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে সম্মান প্রদর্শন করলেন এবং সুভাগমনের মুবারকবাদ জ্ঞাপন করলেন, এমনকি **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এক আসমান থেকে আরেক আসমানের দিকে সফর করতেন এবং সেখানকার বিস্ময়গুলো অবলোকন করতে করতে সিদরাতুল মুনতাহা পর্যন্ত পৌঁছে গেলেন। এই স্থান অতিক্রম করার যেহেতু কোন নৈকট্যশীল ফিরিশতাদেরও সুযোগ নেই, তাই হযরত (সায়্যিদুনা) জিব্রাঈল আমিন عَلَيْهِمُ السَّلَام একত্রে সামনে অগ্রসর হতে অপারগতা জানিয়ে সেখানেই রয়ে গেলেন, অতঃপর **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সেই মহান নৈকট্যে পৌঁছলেন যে,

www.dawateislami.net

যার কল্পনাও সৃষ্টির (মানুষের) চিন্তা ভাবনাও পৌঁছতে অক্ষম। সেখানে **রাসূলে আকরাম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি বিশেষ দয়া ও অনুগ্রহ এবং আসমানের রাজত্ব আর **তাঁর** থেকে উত্তম ও মহান জ্ঞান অর্জন করেন। উম্মতের জন্য নামায ফরয হলো, **নবীয়ে করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কিছু গুনাহগারের জন্য শাফায়াত করলেন, জান্নাত ও দোযখ অবলোকন করলেন এবং অতঃপর দুনিয়ায় নিজের স্থানে তাশরীফ নিয়ে এলেন।

(সীরাতুল জিনান, ৫/৪১৪-৪১৫)

দে দিয়ে তুম কো আপনে খাযানে
রব্বে ইজ্জত রব্বে উলা নে
দোনো জাহা কি নেয়ামত ওয়ালে
তুম পর লাখো সালাম, তুম পর লাখো সালাম।
আরশে উলা পর রব নে বুলায়া
আপনা জ্বালওয়া খাস দিখায়া
খালওয়াতে ওয়ালে জ্বালওয়াতে ওয়ালে
তুম পর লাখো সালাম, তুম পর লাখো সালাম ।
তাখতে তোমহারা আরশে খোদা কা
মুলকে খোদা হে মুলকে তোমহারা
রব কি আলা খিলাফত ওয়ালে
তুম পর লাখো সালাম, তুম পর লাখো সালাম।
তুম কো দেখা হক কো দেখা
আপ কো সুরত উস কা জ্বালওয়া
আচ্ছি আচ্ছি সুরত ওয়ালে
তুম পর লাখো সালাম, তুম পর লাখো সালাম।
চশমে সর নে হক কো দেখা
দিল নে হক কো হক হি জানা
এ হাক্কানী সুরত ওয়ালে
তুম পর লাখো সালাম, তুম পর লাখো সালাম।

(সামানে বখশিশ ৮০-৮৩)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! سُبْحٰنَ الله! আপনারা শুনলেন তো! **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মেরাজের সফর কিরূপ মহত্বপূর্ণ এবং দানে ভরপুর ছিলো, যাতে **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **রব তায়ালার** অনেক মহান নিদর্শন সমূহ পর্যবেক্ষন করেছেন। এটাও জানা গেলো যে, **নবীয়ে করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বক্ষ মুবারককে আজিমুশ্শান পানি অর্থাৎ যমযম শরীফ দ্বারা গোসল দিয়ে তাতে প্রজ্ঞায়

www.dawateislami.net

পূর্ণ করে দেয়া হয়েছে। হতে পারে যে, কারো মনে এই মনোভাব সৃষ্টি হতে পারে যে, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র শরীরকে গোসল দেয়া জন্য অন্যান্য পানির পরিবর্তে যমযম শরীফকে কেন নির্বাচন করা হয়েছে?

হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নাঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর হিকমত বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন: **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হযরত উম্মে হানি বিনতে আবি তালিব رَضِیَ اللهُ عَنْهَا এর ঘরে ঘুমাচ্ছিলেন, ফিরিশতারা এখান থেকে জাগিয়ে **তাঁকে** কাবার হাতিমে নিয়ে আসলেন, তখনও **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মাঝে তন্দ্রা ভাব ছিলো, অতঃপর সেখানে গোসল করালেন, দুনিয়াবী দুলহাকে গোসল করানো হয়, **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তো এমন অনন্য দুলহা যে, **তাঁর** অন্তরকেও গোসল দেয়া হলো। যমযমের পানি অন্যান্য পানি থেকে উত্তম, কেননা তা হযরত সায়্যিদুনা ইসমাঈল عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এর কদম থেকেই প্রবাহিত হয়েছে, তাই এই পানি সেই গোসলের জন্য নির্বাচন করা হয়েছে। ঈমান ও প্রজ্ঞা ঢেলে **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বক্ষকে পূর্ণ করে তা সেলাই করে দেয়া হয়েছে, **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অন্তর শরীফে পূর্ব থেকেই ঈমান ও প্রজ্ঞা বিদ্যমান ছিলো, এটাও (ঈমান ও প্রজ্ঞা) আধিক্যের জন্যই করা হয়েছে। (মিরাতুল মানাজিহ, ৮/১৫২) (সকল পঙ্কিলতা থেকে মুক্ত **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) বক্ষ মুবারক পূর্ব থেকেই নূরানী ছিলো, এখন নূরুন আলা নূর হয়ে গেল, সোন ছিল জান্নাতি, পানি যমযমের, জান্নাতি সোনার পাত্রে হেরেমের পানি سُبْحٰنَ الله! সোনায় সোহাগা। (মিরাতুল মানাজিহ ৮/১৩৬) আলা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন:

www.dawateislami.net

উতার কর উন কে রূহ কা সদকা ইয়ে নূর কা বাট রাহা তা বাড়া
কে চাঁন্দ সুরূজ মাচাল মাচাল কর জাবি কি খায়রাত মাঙ্গতে তে
ওয়াহি তো আব তক ছালাক রাহা হে ওয়াহি তো জো বন টপক রাহা হে
নাহানে মে জো গিরা তা পানি কিঠোরে তা'রো নে ভর লে তে
বাঁচা জো তলওয়ো কা উন কে দাহওয়ান বানা ওহ জান্নাত কা রঙ্গ ও রাওগান
জিনহোনে দুলহা কি পায়ী উতরান ওহ ফুল গুলজার নূর কে তে

(হাদায়েকে বখশিশ ২৩১)

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা: (মেরাজের রাতে) **নূরের অধিকারী, হুযুর পূরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উজ্জ্বল চেহারার বদন্যতা আগমন করে নূরের বন্টন করে যাচ্ছে, চাঁদ সূর্য এমন উজ্জ্বল হওয়ার পরও আনন্দচিত্তে প্রিয় নবীর কপাল মোবারক থেকে ভিক্ষ চাইতে থাকে। মেরাজের রাতে রাসূলে আকরাম হুযুর পূরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর গোসলের মোবারক পানি তারকারা নিজের মধ্যে সংরক্ষণ করে রেখেছে, আজ ঐ পানির সৌন্দর্য আলোর জ্যোতির আকৃতি ধারণ করেছে যা তারকাদের মাঝে প্রকাশ পাচ্ছে। তিনি صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কদমের ধৌতকৃত অবশিষ্ট পানি দ্বারা জান্নাতকে সাজিয়ে রঙিন করা হয়েছে, যা মেরাজ রজনীর দোলহা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শরীর মোবারক হতে বরকত লাভ কারী মোবারক পোশাক হতে ফয়েয প্রাপ্ত ফুল, নূরানী বাগানে পরিণত হয়েছে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

বুরাকের শান ও শওকত

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! মে'রাজের রাতে **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বিভিন্ন বাহনে সফর করেছেন এবং লা-মকান পর্যন্ত পৌঁছেন, যেমনটি

www.dawateislami.net

প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: (মেরাজের রাতে) আমার নিকট সাদা রঙের প্রাণী আনা হলো, যা খচ্চরের চেয়ে ছোট এবং গাধার চেয়ে বড় ছিলো, যাকে **বুরাক** বলা হয়, তা তার দৃষ্টি সীমায় নিজের একদম ফেলতো, আমি তার উপর আরোহন করলাম।

(মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, ৮৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৪১১)

হাকীমুল উম্মত হযরত আল্লামা মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ উল্লেখিত হাদীসে পাকের আলোকে বলেন: যেহেতু এর গতি বিদ্যুতের মতো দ্রুত ছিলো এবং তা ধবধবে সাদা রঙের ছিলো, তাই **বুরাক** বলা হয়, তাতে **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মেরাজেও আরোহন করেছেন এবং কিয়ামতেও আরোহন করবেন। মনে রাখবেন! প্রত্যেক নবীরই জান্নাতে একটি করে **বুরাক** থাকবে আরোহন করার জন্য, কিন্তু **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর **বুরাক** সবচেয়ে উন্নত হবে, তা এই **বুরাকই**।

হাকীমুল উম্মত হযরত আল্লামা মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আরো বলেন: (**হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন:) আমি নিজে থেকেই আরোহন করিনি বরং আমাকে আরোহন করানো হয়েছে, জিব্রাঈল আমিন عَلَيْهِ السَّلَام**ই হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে আরোহন করিয়েছেন, রেকাব জিব্রাঈল আমিন عَلَيْهِ السَّلَام ধরেছিলেন এবং লাগাম মিকাঈল عَلَيْهِ السَّلَام ধরেছিলেন, এইভাবেই দুলহার বাহন চললো। মনে রাখবেন যে, **হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বুরাকের আরোহন করা, শান প্রকাশের জন্যই ছিলো, যেমনটি দুলহা ঘোড়ায় আরোহন করে, বরযাত্রী পায়ে হেঁটে আর ঘোড়া ধীরে ধীরে চলে থাকে, বুরাকে এই গতিও ধীরেই ছিলো। **(মিরাতুল মানাজিহ, ৮/১৩৭ পৃষ্ঠা)**

www.dawateislami.net

মেরাজের সফরের মুবারক বাহন সমূহ

ইমাম আলায়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: মেরাজের রাতে **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাহন ছিলো পাঁচটি: (১) (মক্কা থেকে) বায়তুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত বুরাকে, (২) বায়তুল মুকাদ্দাস থেকে দুনিয়ার আসমান পর্যন্ত নূরের সিড়ি দিয়ে, (৩) প্রথম আসমান থেকে সপ্তম আসমান পর্যন্ত ফিরিশতাদের বাহুতে করে, (৪) সপ্তম আসমান থেকে সিদরাতুল মুনতাহা পর্যন্ত হযরত জিব্রাঈল আমিন عَلَيْهِ السَّلَام এর বাহুতে করে এবং (৫) সিদরাতুল মুনতাহা থেকে মকামে কাবা কাওসাঈন পর্যন্ত রফরফে করে।

(রুহুল মাআনী, ১৫তম পারা, আল আসরা, ১ম আয়াতের পাদটিকা, ১৫/১৪)

মেরাজের সফরের ধাপ সমূহ

আল্লামা শেহাবুদ্দিন মাহমুদ বাগদাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: বায়তুল মুকাদ্দাস থেকে মকামে কাবা কাওসাঈন পর্যন্ত পৌঁছাতে নবীয়ে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ১০টি ধাপ অতিক্রম করেছেন: (১) প্রথম আসমান (২) দ্বিতীয় আসমান (৩) তৃতীয় আসমান (৪) চতুর্থ আসমান (৫) পঞ্চম আসমান (৬) ষষ্ট আসমান (৭) সপ্তম আসমান (৮) সিদরাতুল মুনতাহা (৯) মকামে মুসতাওয়া যেখানে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কুদরতের কলম চলার আওয়াজ শুনেছেন এবং (১০) আরশে আযম।

(রুহুল মাআনী, ১৫ পারা, আল আসরা, ১ম আয়াতের পাদটিকা, ১৫/১৫)

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه লিখিত প্রসিদ্ধ কাব্য গ্রন্থ **"ওয়াসায়িলে বখশিশ"** এ মেরাজের সফরের সুন্দর মূহুর্ত ও দৃশ্যবলী লিপিবদ্ধ করতে গিয়ে উল্লেখ করেন:

হে সফে আরা সব হুর ও মালাক, আওর গিলমা খুলদে সাজাতে হে
ইক দুম হে আরশে আযীম পর, মেহমানে খোদা কে আতে হে
হে আজ ফালাক রওশন রওশন, হে তারে বিহ জগমগ জগমগ
মাহবুবে খোদা কে আতে হে, মাহবুবে খোদা কে আতে হে
কোরবান মে শান ও আজমত পর, সোয়ে হে চাইন সে বিসতর পর
জিবরিইলে আমীন হাযির হো কর, মেরাজ কা মুশদাহ সুনাতে হে
জিবরিইলে আমীন বোরাক লিয়ে, জান্নাত সে যমীন পর আপপৌছে
বারাতে ফেরেস্তো কি আতি, মেরাজ কো দোলহা জাতে হে
হে খোলদ কা জোড়া জেবে বদন, রহমত কা সাজা সাহারা সার পর
কিয়া খোব সুহানা হে মনযর, মেরাজ কো দোলহা জাতে হে
ইয়ে ইযযো জালাল আল্লাহ! আল্লাহ!, ইয়ে আউজে ও কামাল আল্লাহ! আল্লাহ!
ইয়ে হুসনে ও জামাল আল্লাহ! আল্লাহ!, মেরাজ কো দোলহা জাতে হে।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ ২৮৬-২৮৭)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

জান্নাত পর্যবেক্ষণ

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! মেরাজের সফরে রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যেমনটি **আল্লাহ পাকের** অন্যান্য অনেক বড় বড় নিদর্শন দেখেছেন, তেমনি এই মুবারক সফরের (Journey) একটি বিশেষ বিষয় হলো যে, **নবীয়ে করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **রব তায়ালার** এক আজিমুশ্মান নিদর্শন অর্থাৎ জান্নাত এবং সেখানে বিদ্যমান নেয়ামত সমূহও নিজের মুবারক চোখ দ্বারা পরিদর্শন করেন। আসুন! শ্রবণ করি যে, **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সেখানে কি কি পরিদর্শন করেছেন।

আলিশান জান্নাতী মহল

হযরত সায়্যিদুনা আলি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত, একবার আমিরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ **প্রিয় নবী,**

www.dawateislami.net

রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে আরয করলেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমাকেও বলুন যে, মেরাজের রাতে আপনি জান্নাতে কি দেখেছেন? **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: হে ইবনে খাত্তাব! যদি আমি তোমাদের মাঝে ততদিন থাকি যতদিন হযরত নূহ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام তাঁর সম্প্রদায়ের মাঝে ছিলেন অতঃপর সেই জান্নাতী ঘটনাবলী এবং সেখানে দেখা জিনিস সম্পর্কে বলা হলেও তা শেষ হবে না। কিন্তু হে ওমর! যখন তুমি আমার নিকট এটা জিজ্ঞাসাই করে নিয়েছো যে, আমাকেও জান্নাত সম্পর্কে বলুন অতঃপর তবে আমি তোমাকে ঐ বিষয়টি বলবো, যা তোমাকে ছাড়া আর কাউকে বলিনি। (শুনো) আমি জান্নাতে একটি আলিশান মহল (Palace) দেখেছি, যার চৌকাট জান্নাতী মাটির নিচে ছিলো এবং তার উপরের অংশ আরশে মাঝামাঝি ছিলো। আমি জিব্রাঈল আমিন عَلَيْهِ السَّلَام কে জিজ্ঞাসা করলাম: হে জিব্রাঈল! তুমি কি এই আলিশান মহল সম্পর্কে জানো, যার চৌকাট জান্নাতী মাটির নিচে আর উপরের অংশ আরশের মাঝামাঝি? জিব্রাঈল আমিন عَلَيْهِ السَّلَام আরয করলেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমি জানি না। আমি আবারো জিজ্ঞাসা করলাম: হে জিব্রাঈল! এই মহলের উজ্জ্বলতা এমন, যেমন দুনিয়ায় সূর্যের উজ্জ্বলতা, চলো শুধু এটাই বলো যে, এখান পযর্ন্ত কে পৌঁছাবে এবং এখানে কে বসবাস করবে? তখন জিব্রাঈল আমিন عَلَيْهِ السَّلَام আরয করলেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! এই মহলে সেই থাকবে, যে শুধুমাত্র সত্যকথা বলবে, সত্যের উপদেশ দিবে, যখন তাকে কেউ সত্য কথা বলে, তখন সে রাগ করবে না এবং তার সত্যের উপরই ইন্তিকাল হবে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: হে জিব্রাঈল! তুমি কি তার নাম জানো?

www.dawateislami.net

আরয করলেন: জি হ্যাঁ! **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! সে তো একজনই। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: হে জিব্রাঈল! সেই একজন কে? আরয করলেন: হযরত ওমর বিন খাত্তাব (رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ)। একথা শুনে আমিরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর মাঝে ভাবাবেশ সৃষ্টি হয়ে গেলো। হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ বিন হাসান رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বর্ণনা করেন: এই ঘটনার পর আমরা কখনো আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর চেহারায় হাসি দেখিনি, এমনকি এই অবস্থায় তিনি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে যান। **(কানযুল উম্মাল, কিতাবুল ফাযায়িল, ১২তম অংশ, ৬/২৬৪, হাদীস নং-৩৫৮৩৩)**

পাসে সিদ্দিকে আকবর মুস্তফাকে সব সাহাবা মে,
হে বে শক সব সে উঁচা মরতাবা ফারুকে আযম কা।
(ওয়াসায়িলে বখশিশ ৫২৬)

স্বর্ণের অট্টালিকা

হযরত সায়্যিদুনা আবু বুরাইদা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত, **রাসূলে আকরাম, নূরে মুজাসসাম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: (মেরাজের রাতে) যখন আমি জান্নাতে প্রবেশ করি তখন স্বর্ণ দ্বারা নির্মিত একটি অট্টালিকার পাক দিয়ে অতিক্রম করি। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: "لِمَنْ هٰذَا الْقَصْرُ এই অট্টালিকাটি কার?" ফিরিশতারা আরয করলো: "لِرَجُلٍ مِّنَ الْعَرَبِ এটি একজন আরবী যুবকের।" আমি বললাম: "اَنَا عَرَبِيٌّ আমিআরবী।" ফিরিশতারা আরয করলেন: "لِرَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ এটি একজন কুরাইশি যুবকের।" আমি বললাম: "اَنَا قُرَشِيٌّ আমি কুরাইশি।" ফিরিশতারা আরয করলেন: "لِرَجُلٍ مِّنْ اُمَّةِ مُحَمَّدٍ এটি উম্মতে মুহাম্মদীর

একজন ব্যক্তির।" আমি বললাম: "مُحَمَّدٌ اَنَا মুহাম্মদ তো আমি।" ফিরিশতারা আরয করলেন: "لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ এই অট্টালিকা ওমর বিন খাত্তাব رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ এর।" **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "فَاَرَدْتُ اَنْ اَدْخُلَهُ فَاَنْظُرَ اِلَيْهِ.فَذَكَرْتُ غَيْرَتَكَ তো আমি চাইলাম যে, আমি সেই মহলে প্রবেশ করি, যেনো তা দেখতে পারি, কিন্তু আমার তোমার মর্যাদার বিষয়টি মনে পরে গেলো।" একথা শুনে আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ আরয করতে লাগলেন: "بِاَبِیْ وَاُمِّیْ یَا رَسُوْلَ الله.اَعَلَیْکَ اَغَارُ؟ **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! আমার মাতা-পিতা আপনার প্রতি উৎসর্গিত! আমি কি আপনার সাথেও মর্যাদা দেখাবো।" **(বুখারী, কিতাবু ফাযায়িলে আসহাবুন নবী, ২/৫২৫, হাদীস নং-৩৬৭৯) (তিরমিযী, কিতাবুল মানাকিব, ৫/৩৮৫, হাদীস নং-৩৭০৯)**

রহে তেরী আতা সে ইয়া খোদা! তেরী ইনায়ত সে,
হামারে হাত মে দামানে সদা ফারুকে আযম কা।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ ৫২৬)

হুরদের সালাম

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ থেকে বর্ণিত, **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: মেরাজের সফরের সময় আমি জান্নাতের "বায়দাখ" নামক স্থানে প্রবেশ করলাম, যেখানে মুক্তা, হীরা জহরত এবং লাল ইয়াকুতের (পদ্মরাগ মণি) তাবু রয়েছে। হুরেরা বললো: "اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ الله" অর্থাৎ **হে আল্লাহ পাকের রাসূল** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! আপনার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: হে জিব্রাঈল! এটা কিসের আওয়াজ? তিনি আরয করলেন: এরা তাবুতে পর্দাশীলা (হুর)। তারা আপনাকে সালাম পেশ করার জন্য

www.dawateislami.net

রব তায়ালার নিকট অনুমতি প্রার্থনা করে, **আল্লাহ পাক** তাদের অনুমতি প্রদান করেন, তখন তারা বলতে লাগলো: আমরা সন্তুষ্টই থাকি, আমরা কখনোই অসন্তুষ্ট হবো না, আমরা সর্বদা বিরাজমান, কখনো বিলীন হবো না। এতে **রাসূলে আকরাম, নূরে মুজাসসাম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ২৭তম পারার সূরা আর রহমানের ৭২ নং আয়াত তিলাওয়াত করলেন:

حُوْرٌ مَّقْصُوْرٰتٌ فِی الْخِیَامِ ﴿۷۲﴾

(পারা ২৭, সূরা আর রহমান, আয়াত ৭২)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: হুর সমূহ রয়েছে তাবু সমূহের মধ্যে, পর্দানশীন।

(আল বা'আস ওয়ান নুশুর লিল বায়হাকী, ২১৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩৪০)

মুদ্দাত সে জু আরমানে থা ওহ আজ নিকলা
হুরোনে কিয়া খোব নাজারা শবে মেরাজ।

(কাবিলায়ে বখশিশ ৬৭)

জান্নাতী নদী ও পাখি

নবীয়ে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: (মিরাজের রাতে) আমি জান্নাতে প্রবেশ করলাম, আমি দেখলাম যে, এর কাঁকরগুলো (ছোট ছোট পাথর) মুক্তোর এবং এর মাটি মুশকের (এক প্রকার সুগন্ধি) ছিলো, (বুখারী, কিতাবু আহাদীসিল আম্বিয়া, ৮৫২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৩৩৪২) অতঃপর চারটি নদী দেখলাম, একটি পানির, যা পরিবর্তন হয়না, অপরটি দুধের, যার স্বাদ পরিবর্তন হয়না, তৃতীয়টি অমীয় সুধার, যা পানকারীর জন্য শুধুই স্বাদের (এতে নেশা একেবারেই আসে না) এবং চতুর্থটি পবিত্র ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন মধুর। জান্নাতের আনার আকারে বালতির ন্যায় এবং পাখিরা উটের ন্যায় ছিলো, এতে **আল্লাহ পাক** তাঁর নেককার বান্দাদের জন্য এমন এমন নেয়ামত প্রস্তুত করে

রেখেছেন, যা কোন চোখেই দেখেনি, কোন কানেই শুনেনি এবং কোন মানুষের অন্তরে এর ভাবনাও আসেনি। (মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, ৮৭)

আলা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ মেরাজের সফরের মাঝে প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم জান্নাত পরিভ্রমনের আনন্দদায়ক মূহুর্তগুলোকে কাব্যিক ভাষায় লিপিবদ্ধ করতে গিয়ে বলেন:

ওহ বুরজে বাতহা কা মাহে পারা বেহেশ কি সাইর কো সাদহারা
চমক পে তা খুলদকা সিতারা কে ইস কামার কে কদম গায়ে তা

(হাদায়িকে বখশিশ ২৩৭)

পংক্তির ব্যাখ্যা : মেরাজের রাতে মক্কার উপত্যকার চাঁদ হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যখন জান্নাত পরিভ্রমন করার জন্য তাশরীফ নিয়ে গেলেন তখন জান্নাতের ভাগ্য তারকা চমকে উঠল, কেননা জান্নাতের মধ্যে রিসালাতের সূর্য হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কদম মোবারক পড়েছে।

সুরুরে মাকদাম কি রওশনি তি কেহ তা'বিশো সে মাহে আরব কি
জিনা কে গুলশান তে জাড় ফারশি জো ফুল তে সব কানুল বনে তে

(হাদায়িকে বখশিশ ২৩৭)

পংক্তির ব্যাখ্যা: যখন প্রিয় নবী হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم জান্নাতে আগমন করেন তখন আলোয় চারিদিকে আলোকিত হয়ে গিয়েছে, আরবের চাঁদ হুযুর পূরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উজ্জ্বল চেহারা হতে বিচ্ছুরিত আলোয় জান্নাতের ফুল গুলোও খুব খেলা করছে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

আপনিই ইমামুল আম্বিয়া!

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! মে'রাজের সফরের একটি দিক (Aspect) এটাও যে, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এই রাতে সকল আম্বিয়ায়ে কিরামদের عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام ইমামত করেন এবং তাঁদেরকে নিজের মুক্তাদি হওয়ার সৌভাগ্য দান করেন, যেমনটি হাদীসে পাকে রয়েছে: তাতে (বুরাকে) আরোহন করে বায়তুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত পৌঁছলাম এবং যে স্থানে আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام নিজ বাহন বাঁধতেন সেখানে আমি তা বাঁধলাম, অতঃপর মসজিদে (আকসায়) প্রবেশ করলাম আর সেখানে দু'রাকাআত নামায আদায় করলাম।

(মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, ৯৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-২৫৯)

প্রসিদ্ধ অলীয়ে কামিল হযরত আল্লামা মাওলানা মাখদুম মুহাম্মদ হাশিম ঠাঠাভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: এই নামাযে **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সকল আম্বিয়ায়ে কিরামের عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام ইমাম ছিলেন। (সীয়রে সৈয়্যদুল আম্বিয়া, ১২৮ পৃষ্ঠা) (কেননা) **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মহান শান প্রকাশ করার জন্য বাইতুল মুকাদ্দাসে সকল আম্বিয়ায়ে কিরামদের عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام একত্রিত করা হয়েছে। (নাসায়ী, কিতাবুস সালাত, ৮১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৪৪৮) যখন **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এখানে তাশরীফ নিয়ে আসেন তখন তাঁরা সবাই **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে দেখে স্বাগতম জানালেন এবং নামাযের সময় সবাই **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে ইমামত করার জন্য অগ্রগামী করলেন। **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সকল আম্বিয়ায়ে কিরামের عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام ইমামত করলেন।

(মু'জামুল আওসাত, মান আসমাউ আলী, ৩/৬৫, হাদীস নং-৩৮৭৯)

www.dawateislami.net

মসজিদে আকসায় নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নামাযের ইমামতি করেন, এই ঈমান উদ্দীপক ঘটনার দৃশ্যাবলী সম্পর্কে শায়খে তরিকত আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه তাঁর কাব্য গ্রন্থ "ওয়াসায়িলে বখশিশ" এ লিপিবদ্ধ করেন।

আকসা মে সুওয়ারী যব পৌঁছি জিবরিল নে বাড় কে কাহি তাকবির
নবীয়োঁ কি ইমামত আব বাড় কর সোলতানে জাহা ফরমাতে হে
ওহ কেইসা হাসি মনযর হোগা যব দোলহা বানা সরওয়ার হোগা
উশ্‌শাকে তাছাওর কর কর কে বস রূতে হি রেহ জাতে হে

(ওয়াসায়িলে বখশিশ ২৮৭-২৮৮)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! سُبْحٰنَ الله! কিরূপ সুন্দর সেই নামায ছিলো যে, সকল আম্বিয়া ও রাসূল عَلَيْهِمُ السَّلَام মুক্তাদি আর আমাদের **প্রিয় আক্বা, ইমামুল আম্বিয়া** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইমাম এবং প্রথম কিবলা নামাযের স্থান, নিঃসন্দেহে কায়েনাতে (পুরো জগতে) এমন নামায এর পূর্বে কখনো হয়নি, আকাশ এমন দৃশ্য কখনো দেখেনি। যাই হোক আজ **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রথম ও শেষ হওয়ার রহস্যও (Secret) ফাঁস হয়ে গেলো, এই রহস্য থেকেও পর্দা উঠে গেলো এবং এর অর্থ আলোকিত দিনের ন্যায় প্রকাশ হয়ে গেলো, কেননা আজই **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যেহেতু সর্বশেষ **রাসূল**, পুর্বের সকল আম্বিয়া ও রাসূলদের عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام ইমামত করেছেন। এই রহস্য বর্ণনা করতে গিয়ে আলা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন:

নামাযে আকসা মে থা ইয়াহি সির্‌রা, ই-য়া হো মায়ানিয়ে আওয়াল আখির
কেহ দস্তা বস্তা হে পিছে হাযির, জো সোলতানাত আগে কর গেয়ী তে।

(হাদায়িকে বখশিশ ২৩২)

www.dawateislami.net

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা: মেরাজের রাতে মসজিদে আকসায় **হুযুর পূরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সকল আম্বিয়ায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام কে যিনি নামায পড়িয়ে ছিলেন, এর মধ্যে এই রহস্য ছিল যে প্রথম এবং শেষের পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে গেল, যেসকল আম্বিয়ায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পূর্বে তিনি নবী হওয়ার ডংঙ্কা বাজিয়ে ছিল তাঁরা সকলেই হাত বেঁধে রাসূলে করীম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর পিছে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং ইমামতের মুকুট মেরাজের রাতে মেরাজের দুলহা **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে দান করেন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! যখন **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আসমন সমূহের সফর করে এবং **আল্লাহ পাকের** নিদর্শন সমূহ পরিদর্শন করে আসমান থেকে জমিনে তাশরীফ নিয়ে আসলেন, তখন বায়তুল মুকাদ্দাসে প্রবেশ করলেন এবং বুরাকে আরোহন করে মক্কা শরীফের জন্য যাত্রা করলেন। পথিমধ্যে **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বাইতুল মুকাদ্দাস থেকে মক্কা শরীফ পর্যন্ত সকল বিশ্রামস্থল এবং কুরাইশের কাফেলাদেরও দেখলেন। এই সম্পূর্ন ধাপগুলো অতিক্রম করার পর এখনো রাতের অনেক অংশ অবশিষ্ট ছিল **নবী করীম, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মসজিদে হারামে পৌঁছে শুয়ে পড়লেন। এই মনোমুগ্ধকর দৃশ্যের চিত্র নিয়ে আলা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত শাহ আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ **"হাদায়িকে বখশিশ"** এ লিখেন:

খোদা কি কুদরত কে চাঁদ হক কে করূরো মানযিল মে জ্বলওয়া কর কে
আবী না তা'রো কি চায়োঁ বদলি কে নূর কে তড়কে আ লেতে

(হাদায়িকে বখশিশ ২৩৭)

www.dawateislami.net

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা: অর্থাৎ আল্লাহ পাকের মহত্ত দেখুন যে, আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অল্প সময়ের মধ্যেই শত শত ধাপ পেরিয়ে তাঁর (আল্লাহ পাকের) দিদার লাভ করে পূনরায় তাশরীফ আনেন, এখনো পর্যন্ত তারকারা এভাবে আলো ছড়িয়ে যাচ্ছে এবং তার ছায়াও পরিবর্তন হয়নি।

নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সকালে জাগ্রত হলেন এবং রাতের ঘটনাবলী কুরাইশদের সামনে বর্ণনা করতে লাগলন, তখন কুরাইশের সর্দাররা খুবই আশ্চার্য হলো এমনকি কিছু দূর্ভাগা **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে مَعَاذَ الله মিথ্যুক বললো এবং অনেকে প্রশ্ন করা শুরু করলো। যেহেতু কুরাইশদের অধিকাংশ সর্দারগণ অনেকবার বায়তুল মুকাদ্দাস দেখেছে, তারা এটাও জানতো যে, **রাসূলে আকরাম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কখনোই বায়তুল মুকাদ্দাস যাননি, তাই পরীক্ষামূলক **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم থেকে বায়তুল মুকাদ্দাসের দরজা প্রাচীর ও মেহরাব ইত্যাদি সম্পর্কে প্রশ্ন করতে লাগলো। তখন **আল্লাহ পাক** সাথেসাথেই **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নবুয়তের দৃষ্টির সামনে বায়তুল মুকাদ্দাসের সম্পূর্ণ ভবনের নকশা উপস্থাপন করে দিলেন। সুতরাং সেই অমুসলিমরা **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে প্রশ্ন করতো আর **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ভবনটি দেখে দেখে তাদের প্রশ্নের উত্তর সঠিক ভাবে দিয়ে দিতেন। (সীরাতে মুস্তফা, ৭৩৫ পৃষ্ঠা)

আলা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন:

সরে আরশে পর হে তেরী গুযার দিল ফারশ পর হে তেরী নযর
মালাকুত ও মুলকে মে কোয়ী শায় নেহী ওহ জো তুজ পে আয়া নেহী

(হাদায়িকে বখশিশ ১০৯)

www.dawateislami.net

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যাঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আরশের উপরও আপনি صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আসা যাওয়া এবং যমিনও আপনি صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দয়ায় আনন্দে উদ্বেলিত হয়, আসমান ও যমিনের কোন জিনিসই তাঁর থেকে গোপন নই।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! মেরাজের ঘটনার সত্যায়নেই ঈমানের পরীক্ষা, কেননা সংক্ষিপ্ত সময়েই জাগ্রত অবস্থায় শরীর মুবারক সহকারে আসমান ও আরশে আযীম পর্যন্ত বরং আরশ থেকেও উপরে লা-মকান পর্যন্ত তাশরীফ নিয়ে যাওয়া, জ্ঞানের বাইরে, এই কারণেই সেই লোকেরা যাদের অন্তর ঈমানের নূর দ্বারা পূর্ণ ছিলো না, তারা এই মহান ঘটনা শুধু প্রত্যাখ্যান করলো না বরং বিভিন্ন ভাবে তা নিয়ে ঠাট্টাও করেছে, কিন্তু যার অন্তরে পরিপূর্ণ ঈমানের প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত ছিলো, সে কোন প্রকার পেরেশানি এবং সন্দেহের বশবর্তি হয়নি আর কোন প্রকার প্রমাণ ছাড়াই এই মুজিযাকে স্বীকার করে নেয়, যেমনটি আমিরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে,

মেরাজের সত্যতা স্বীকারকারী সাহাবী

উম্মুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا বলেন: যখন **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসার সফর করানো হলো, তখন **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পরদিন সকালে মানুষের সামনে এর পরিপূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করলেন, কিছু মুশরিকরা দৌড়ে হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর

www.dawateislami.net

নিকট গেলো এবং বলতে লাগলো: আপনি কি এই সত্যতা স্বীকার করতে পারেন যে, আপনার সাথী বললো, **তিনি** রাতারাতি মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা ভ্রমন করেছেন? তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বললেন: **হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কি আসলেই এরূপ বর্ণনা করেছেন? তারা বললো: জি হ্যাঁ। তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বললেন: لَئِنۡ كَانَ قَالَ ذٰلِكَ لَقَدۡ صَدَقَ অর্থাৎ যদি **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এরূপ ইরশাদ করেন: তবে নিঃসন্দেহে সত্য বলেছেন এবং আমি তাঁর এই কথা বিনা দ্বিধায় সত্যায়ন করছি। তারা বললো: আপনি কি এই আশ্চার্যজনক কথারও সত্যায়ন করছেন যে, তিনি আজ রাতে বায়তুল মুকাদ্দাস গেছেন এবং সকাল হওয়ার পূর্বেই ফিরেও এলেন? তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বললেন: জি হ্যাঁ! আমি তো **হুযুরে আকরাম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর আসমানী বার্তা সমূহরও সকাল সন্ধ্যা সত্যায়ন করে থাকি। নিঃসন্দেহে তা তো এর চেয়েও বেশি আশ্চার্যজনক বিষয়। অতএব এই ঘটনার পর তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ **"সিদ্দিক"** হিসেবে প্রসিদ্ধ হয়ে গেলেন। **(মুস্তাদরাক, কিতাবু মারিফাতিস সাহাবা, ৪/২৫, হাদীস নং-৪৫১৫)**

আমীরুল মুমিনীন হে আপ, ইমামুল মুরসালিন হে আপ
নবীনে জান্নাতি জিন কো কাহা সিদ্দিক আকবর হে
সাবি আসহাব সে বাড় কর মুকাররব জাত হে উনকি
রফিকে সরওয়ারে আরযো ও সমা সিদ্দিকে আকবর হে
উমর সে বিহ ওহ আফজল হে ওহ উসমাঁ সে বিহ হে আ'লা
ইয়াকিনান পেশওয়ায়ে মুরতাদ্বা সিদ্দিকে আকবর।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ ৫২৫-৫২৬)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہ রজবের বরকত পূর্ণ মাস আমাদের মাঝে সুবাস ছড়িয়ে যাচ্ছে, অতঃপর অতি সত্তর পবিত্র

শাবান মাসের আগমন ঘটবে এবং এই পবিত্র শাবান মাসের ২ তারিখ শত শত হানাফিদের পথ প্রদর্শক হযরত সায়্যিদুনা ইমামে আযম আবু হানিফা নোমান বিন সাবিত رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর ওরস মোবারক পালান করা হয়। আসুন! এই ব্যাপারে তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর মোবারক চরিত্রের কতিপয় দিক সম্পর্কে শুনার সৌভাগ্য অর্জন করব।

ইমামে আযমের চরিত্র

হযরত সায়্যিদুনা ইমামে আযম আবু হানিফা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কাপড়ের বড় ব্যবসায়ী ছিলেন এবং ব্যবসার ক্ষেত্রে সততা ও মুসলমানের কল্যাণের প্রতি খুব দৃষ্টি রাখতেন। তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ নাম নোমান, তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ ৭০ হিজরীতে কূফা শহরে জন্ম গ্রহণ করেন, ৮০ বছর বয়সে ২ শাবান ১৫০ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন, তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ চার ইমামগণের رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمۡ মধ্যে সবচেয়ে উচ্চ মর্যাদার অধিকারী, কেননা তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ তাবেয়ী ছিলেন। তাবেয়ী ঐ (সৌভাগ্যবান ব্যক্তি) কে বলে, যে ঈমান সহকারে কোন সাহাবীর সাক্ষাৎ পেয়েছেন এবং ঈমানের সাথে মৃত্যু বরণ করেছেন। (মুত্তাহারু হাদীস ২৫) বিভিন্ন বর্ণনা অনুযায়ী হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কিছু সাহাবায়ে কেরামের رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمۡ সাক্ষাতের সৌভাগ্যও অর্জন করেন, আর কিছু সাহাবী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمۡ হতে সরাসরি সরওয়ারে কায়েনাত, শফিয়ে উম্মত, রাসূলুল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর বাণীও শ্রবণ করেন। (আশকোকি বরসাত ২-৩)

সায়্যিদুনা ইমামে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর গুণাবলী

হযরত সায়্যিদুনা ইমামে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ রমযানুল মোবারকে ঈদুল ফিতরের দিন ৬২ বার কোরআনে করীম সমাপ্ত করেন (একটি

www.dawateislami.net

দিনে একটি রাতে একটি তারাবীতে সারা মাসে, এবং একটি ঈদের দিন) তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ দানশীল, ইলমে দ্বীন শিক্ষা দানকারী, আল্লাহ পাকের ভয় অন্তরে ধারণকারী, আল্লাহর হকের প্রতি সজাগ, ক্ষমা ও মার্জনা দ্বারা কাজ আদায় কারী, অহেতুক কথাবার্তা থেকে বেঁচে থেকে তাকওয়া ও পরহেযগারীর মতো বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন।

(আশকোকি বরসাত ৮)

জো বে মেসাল আপকা হে তাকওয়া তো বে মেসাল হে আপকা ফতোওয়া
হে ইলম ও তাকওয়া কে আপ সানগাম ইমামে আযম আবু হানিফা

(ওয়াসায়িলে বখশিশ ৫৭৩)

হযরত সায়্যিদুনা ইমামে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর চরিত্র ও কর্মকান্ড সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানার জন্য আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتۡ بَرَکَاتُہُمُ الۡعَالِیَہ এর রিসালা "অশ্রুর বারিধারা" মাকতাবাতুল মদীনা হতে সংগ্রহ করে স্বয়ং নিজেও অধ্যয়ন করুন এবং শাবান মাসে ইমামে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর ইসালে সাওয়াবের নিয়্যতে অপর জনকেও উপহার দিন।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! বয়ান শেষ করার পূর্বে সুন্নাতের ফযীলত এবং কতিপয় **"সুন্নাত ও আদব"** বয়ান করার সৌভাগ্য অর্জন করছি। **মদীনার তাজেদার, হুযুরে আনওয়ার** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে ভালবাসলো সে (মূলত) আমাকে ভালবাসলো আর যে আমাকে ভালবাসলো সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে।" **(মিশকাতুল মাসাবীহ, ২য় খন্ড, ৫৫ পৃষ্ঠা, হাদীস-১৭৫)**

সিনে তেরী সুন্নাত কা মদীনা বনে আকা জান্নাত মে পরোসী মুঝে তুম আপনা বানানা

www.dawateislami.net

হাঁচির সুন্নাত ও আদব

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আসুন! আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর রিসালা **১০১** মাদানী ফুল হতে হাঁচির সুন্নাত এবং আদব সম্পর্কে শ্রবণ করব। প্রথমে দুইটি হাদীসে মোবারাকা শ্রবণ করুন, (১) "আল্লাহ পাক হাঁচি পছন্দ করেন এবং হাই তোলাকে অপছন্দ করেন।" (বুখারী, ৪র্থ খন্ড, ১৬৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৬২২৬) (২) যখন কারো হাঁচি আসে আর সে اَلْحَمْدُ لِلّٰه বলে তখন ফিরিশতাগণ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ বলে। যদি সে رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ বলে, তবে ফিরিশতাগণ বলেন: **আল্লাহ পাক** তোমার উপর দয়া করুক। (আল মুজামুল কবীর, ১১তম খন্ড, ৩৫৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১২২৮৪) ❁ হাঁচি আসলে মাথা নিচু করুন, মুখ ঢেকে রাখুন এবং নিম্ন স্বরে বের করুন, উচ্চ স্বরে হাঁচি দেওয়া বোকামী। (রদ্দুল মুহতার, ৯ম খন্ড, ৬৮৪ পৃষ্ঠা) ❁ হাঁচি আসলে اَلْحَمْدُ لِلّٰه বলা চাই। খাযায়িনুল ইরফান ৩য় পৃষ্ঠায় তাহতাবীর বরাতে লিখেন: হাঁচি আসলে **আল্লাহ পাকের** প্রশংসা করা সুন্নাতে মুয়াক্কাদা। উত্তম হচ্ছে; اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ কিংবা اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى كُلِّ حَال বলা। ❁ শ্রবণকারীর উপর তৎক্ষণাৎ يَرْحَمُكَ الله (অর্থাৎ **আল্লাহ পাক** তোমার উপর দয়া করুক) বলা ওয়াজিব এবং এতটুকু আওয়াজে বলুন যেন হাঁচিদাতা শুনতে পায়। (বাহারে শরীয়াত, ১৬তম খন্ড, ১১৯ পৃষ্ঠা) ❁ উত্তর শুনে হাঁচিদাতা এভাবে বলুন: يَغْفِرُ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ (অর্থাৎ **আল্লাহ পাক** আমাদেরকে ও তোমাদেরকে ক্ষমা করুক) অথবা এভাবে বলুন: يَهْدِيْكُمُ اللّٰهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ (অর্থাৎ **আল্লাহ পাক** তোমাদের হিদায়াত দিক ও তোমাদের পরিশুদ্ধ করুক) ❁ কারো হাঁচি আসলে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى كُلِّ حَال বলে এবং নিজের জিহ্বা সকল দাঁতের উপর প্রদক্ষিণ করায়, তবে اِنْ شَآءَ الله দাঁতের রোগ থেকে মুক্ত থাকবে। (মিরাতুল মানাজিহ, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৩৯৬ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

❁ হযরত সায়্যিদুনা শেরে খোদা আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: যে কেউ হাঁচি আসলে اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہِ عَلٰی کُلِّ حَال বলে, তবে কখনো মাড়ি ও কানের ব্যথায় আক্রান্ত হবে না। (মিরকাতুল মাফাতীহ, ৮ম খন্ড, ৪৯৯ পৃষ্ঠা, ৪৭৩৯ নং হাদীসের পাদটিকা) ❁ হাঁচির উত্তর একবার দেওয়া ওয়াজিব দ্বিতীয়বার আসলো এবং পুনরায় اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہ বললো, তবে পুনরায় উত্তর দেওয়া ওয়াজিব নয় বরং মুস্তাহাব। (আলমগীরী, ৫ম খন্ড, ৩২৬ পৃষ্ঠা) ❁ উত্তর প্রদান তখন ওয়াজিব হবে যখন হাঁচিদাতা اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہ বলে। اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہ না বললে উত্তর প্রদান করতে হবে না। (বাহারে শরীয়াত, ১৬তম খন্ড, ১২০ পৃষ্ঠা) ❁ নামাযে হাঁচি আসলে চুপ থাকবে, আর اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہ বলে ফেললেও নামাযে অসুবিধা হবে না। আর যদি ঐ সময় اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہ না বলে, তবে নামায সমাপ্ত করে বলবে। (আলমগীরী, ১ম খন্ড, ৯৮ পৃষ্ঠা) ❁ আপনি নামায পড়ছেন এমতাবস্থায় কারো হাঁচি আসলো, আর আপনি জবাব দেওয়ার নিয়্যতে اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہ বলে ফেললেন, তবে আপনার নামায ভঙ্গ হয়ে যাবে। (আলমগীরী, ১ম খন্ড, ৯৮ পৃষ্ঠা) ❁ কয়েকজন ইসলামী বোন উপস্থিত থাকলে তন্মধ্যে কিছু ইসলামী বোন উত্তর দিলে সবার পক্ষ থেকে আদায় হয়ে যাবে। তবে উত্তম হচ্ছে; সকল ইসলামী বোনের উত্তর দেয়া।

এভাবে হাজারো সুন্নাত শিখার জন্য মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ২টি কিতাব, বাহারে শরীয়ত ১৬তম অংশ ৩১২ পৃষ্ঠা, ১২০ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব সুন্নাত আওর আদব। আমীরে আহলে সুন্নাত এর দুটি রিসালা **"১০১ মাদানী ফুল"** এবং ৪৩ পৃষ্ঠা সম্বলিত **"১৬৩ মাদানী ফুল"** উপযুক্ত মূল্যে সংগ্রহ করে পাঠ করুন।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

www.dawateislami.net

বয়ানঃ ১৪

প্রত্যেক মুবাল্লিগা বয়ান করার পূর্বে কমপক্ষে তিনবার পাঠ করুন

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

দরূদ শরীফের ফযীলত

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল আযিয দাব্বাগ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: এতে কোন সন্দেহ নেই যে নবীয়ে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর দরুদ পড়া সকল আমল থেকে উত্তম, এটা ঐসকল ফিরিশতাদের স্মরণ, যারা জান্নাতের চারপাশে অবস্থান করে এবং নবী করিম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর দরুদে পাকের বরকত এটা যে যখন সে (ফিরিশতা) নবী করিম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর দরুদে পাক পড়ে তো জান্নাত প্রসারিত হয়ে যায়। (আল আবরিয, আল বাব হাদী আশারা ফি জান্নাহ, ২/৩৩৮)

জায়ে না যব তক গোলাম খুলদ হে সব পর হারাম,
মূলকে তো হে আপ কা তুমপে কঁরো রো দরুদ। (হাদায়িকে বখশিশ, ২৬৯)

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা: অর্থাৎ হে জান্নাতের মালিক প্রিয় নবী! কেমন শান আপনার যে যতক্ষণ আপনার উম্মত জান্নাতে না যাবে ততক্ষণ পর্যন্ত জান্নাতে প্রবেশ করা সকলের উপর হারাম ও নিষিদ্ধ করে দেওয়া হবে, কেননা জান্নাততো আপনার মালিকানায় রয়েছে অতঃপর আপনার অনুমতি ব্যতীত কেউ কিভাবে যেতে পারে, হে খোদার প্রিয় মাহবুব! আপনার উপর লক্ষ-কোটি দরুদ ও সালাম।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি এবং সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রথমে ভালো ভাল নিয়্যত করে নিই। **প্রিয় নবী, হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهٖ" মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম। **(মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস ৫৯৪২)**

মাসআলা: নেক ও জায়িয কাজে যত বেশি ভালো নিয়্যত, সাওয়াবও তত বেশি।

বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নিয়্যতের মাঝে পরিবর্তন করা যেতে পারে। দৃষ্টিকে নত রেখে গভীর মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো। হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে **ইলমে দ্বীনের** সম্মানার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো। প্রয়োজনে সংকুচিত হয়ে ও সামনে এগিয়ে অন্য ইসলামী বোনদের জন্য জায়গা প্রসারিত করবো। ধাক্কা ইত্যাদি লাগলে ধৈর্যধারণ করবো, ধমকানো, ঝগড়া করা বা বিশৃংখলা করা থেকে বেঁচে থাকবো। تُوْبُوْا اِلَى الله! ,اُذْكُرُ الله! ,صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীনীর মনতুষ্টির জন্য নিম্নস্বরে উত্তর প্রদান করবো। ইজতিমার পর নিজেই আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করবো। বয়ানের সময় অযথা মোবাইল ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকবো, বয়ান রেকর্ড করবো না এবং এমন কোন প্রকার আওয়াজ করবো না যার অনুমতি নেই। যা কিছু শুনবো, তা শুনে এবং বুঝে এর উপর আমল করবো আর তা পরে অপরের নিকট পৌঁছিয়ে নেকীর দাওয়াতকে প্রসার করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

মাছ আঙ্গুলে কামড় দিলো

হযরত ইমাম মুহাম্মদ বিন আহমদ যাহাবি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বর্ণনা করেন যে কোন বুযুর্গ কোন এক ব্যক্তিকে দেখল যার বাহু কাঁদ থেকে কাটা ছিল এবং সে বলছিল যে আমাকে দেখে সে যেন কখনো কারো উপর জুলুম না করে। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলে সে বলতে লাগল: "আমার বিষয়টি অনেক বিস্ময়কর, আমি একজন মন্দ ব্যক্তি ছিলাম, একদিন আমি একজন জেলের (Fisherman) কাছ থেকে মাছ ছিনিয়ে নিলাম এবং ঘরের দিকে রওনা হলাম, রাস্তায় মাছটি আমার আঙ্গুলে কামড় দিলো, কোনভাবে ঘরে গেলাম এবং মাছটিকে এক দিকে রাখলাম। আঙ্গুলের ব্যথা-যন্ত্রণায় কারণে আমি পুরো রাত ঘুমাতে পারিনি। সকাল হলে আমি ডাক্তারের কাছে গেলাম এবং তাকে আমার জখম হওয়া হাত দেখালাম। সে আমাকে বলল যে আঙ্গুল কেটে ফেলতে হবে আর না হয় পরবর্তীতে পুরো হাত কেটে ফেলতে হবে, সুতরাং আমি নিজের হাত কেটে ফেললাম। অতঃপর একদিন আমার হাতে আঘাত লাগলে পুরাতন জখম তাজা হয়ে গেলো, আমার অনেক বেশি কষ্ট হচ্ছিল, আমি ডাক্তারের নিকট গেলাম তো সে হাত কেটে ফেলতে বলল, আমি হাত কেটে ফেললাম কিন্তু ব্যথা পুরো বাহুতে ছড়িয়ে গেলো। আমি অনেক সীমাহীন কষ্টে ছিলাম কোনভাবে প্রশান্তি পাচ্ছিলাম না সুতরাং প্রথম কথার মতো কাঁদ পর্যন্ত হাত কাটতে হলো, কিছু লোক আমার কাছে কষ্ট আরম্ভ হওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করল তো আমি তাদেরকে মাছ সংক্রান্ত ঘটনা শুনালাম, তারা বলতে লাগল: যদি তুমি প্রথম অবস্থাতে জেলের কাছে গিয়ে মাফ চেয়ে নিতে এবং তাকে রাজি করে নিতে তাহলে হয়তো তোমার অঙ্গ কাটতে হতো না, এখনো

www.dawateislami.net

সময় আছে ব্যথা পুরো শরীরে ছেঁয়ে যাওয়ার পূর্বে ঐ ব্যক্তির নিকট যাও এবং তাকে রাজি করো। আমি অনেক কষ্টে সকল জেলেকে খুঁজে বের করলাম এবং মাফ চাওয়ার জন্যে তার পায়ে লুঠিয়ে পড়লাম। সে পেরেশান হয়ে বলল: তুমি কে? আমি বললাম: আমি ঐ ব্যক্তি যে তোমার কাছ থেকে মাছ ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছিলাম, অতঃপর আমি তাকে বিস্তারিত কথা বলে কাটা হাতটি দেখালাম তো সেও কান্না শুরু করে দিলো এবং বলল: আমার ভাই! আমি তোমাকে মাফ করলাম। আমি তাকে সাক্ষী বানিয়ে ভবিষ্যতের জন্যে কারো উপর জুলুম করা থেকে তাওবা করলাম। (কিতাবুল কাবায়ের ১২৭)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! প্রতীয়মান হলো যে জুলুম ও অন্যায় দ্বারা পরকালে শাস্তির সাথে সাথে কোন কোন সময় দুনিয়াতেও যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সম্মুখীন হতে হয়। যখন দুনিয়াতে গযবের বজ্রপাত হয় তো অত্যাচারী ব্যক্তি অপমানের মৃত্যুতে মারা যায় এবং তাদের প্রতি সহানুভূতি স্থাপন কারী, তাদের মৃত্যুতে অশ্রু প্রবাহিত কারী কেউ হয়না। আর এটা দুনিয়ার অপমান যেখানে আখিরাতের আযাব এবং কিয়ামতের দিনের লাঞ্ছনা এবং হিসাব-নিকাশের ধারণা কে করতে পারবে।

জুলুম দ্বারা উদ্দেশ্য শুধুমাত্র এটা নয় যে কারো চোখ বের করে দেওয়া, যার কারো অঙ্গ কেটে সেটার উপর মরিচ লাগিয়ে দেওয়া, কোন জীবিত প্রাণ থেকে নখ উপড়ে তুলে ফেলা, বা কোন কাউকে ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত করে রেখে দেওয়া বরং কারো হক নষ্ট করা,

www.dawateislami.net

কাউকে অকারণে কষ্ট দেওয়া বা অপমান করাও জুলুমের হুকুমে আসে যেটা ইসলামী বিধানের বিপরীত অভ্যাস এবং আল্লাহ পাক ও তার হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অসন্তুষ্টির কারণ। আসুন! প্রথমে জুলুমের সংজ্ঞা শুনে নিন এরপর সেটার পরিণাম সম্পর্কে শুনবো, যেমন

জুলুমের সংজ্ঞা

হযরত শরীফ যুরজানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ নিজের "তা'রীফাত" নামক কিতাবে জুলুমের অর্থ বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেন: কোন জিনিসকে তার স্থান ব্যতীত বলা এবং রাখা। **(আত তারিফাতু লিলজুরজানী ১০২)**

শরীয়াতে জুলুম দ্বারা উদ্দেশ্য এটা যে কারো হক নষ্ট করা, কোন কিছু অপাত্রে ব্যয় করা, কোন কাউকে বিনা অপরাধে শাস্তি দেওয়া। **(মিরাতুল মানাযিহ ৬/৬৬৯)**

আফসোস শতকোটি আফসোস! আজকাল লোক নিজের আখিরাতের পরিণাম থেকে ভয়হীন হয়ে জুলুম ও অত্যাচার করা, ধমক দিয়ে লোকদের কাছ থেকে টাকা আত্মসাৎ করা, তাদের সম্পদ দখল করা, চুরি, ডাকাতি সন্ত্রাসি এবং হত্যাযজ্ঞের মতো গুনাহে নিমজ্জিত হয়ে না জানি আরও কতো পদ্ধতিতে মুসলমানদের হক সমূহ নষ্ট করতেছে। মনে রাখবেন! মৃত্যুর পর প্রত্যেক জুলুমের হিসাব দিতে হবে। অনেক এমন জালিম লোক বিদায় নিয়েছে যাদেরকে শক্তিশালী ব্যক্তিদের মধ্যে গণ্য করা হতো, যাদের নিকট নিয়ামতের ভান্ডার সমূহ বিদ্যমান ছিল, যাদের হুকুমের বিপরীত কথা বলা মূলত মৃত্যুর দা'ওয়াত দেওয়ার মতো ছিল, যারা যমিনে অহংকার করে চলতো, যাদের জুলুম ও অত্যাচার নয় শুধুমাত্র বরং তাদের নাম শুনেই মানুষ

www.dawateislami.net

কেঁপে উঠতো, হয়তো তারা এই বিষয়ে অজ্ঞ ছিল যে একদিন তাদেরও মরতে হবে এবং নিজেদের কর্মের ফল ভোগ করতে হবে, শেষ পর্যন্ত মৃত্যু তাদেরকে নিজের কলে ফেলে তাদের অহংকার ও আমিত্বকে মাটিতে মিশিয়ে দিয়েছে। আসুন! এরকম একজন জালিম বাদশাহর মৃত্যুর শিক্ষনীয় ঘটনা শ্রবণ করি এবং উপদেশের মাদানী ফুল কুড়ে নিয়ে নিজের মনের পুষ্পদানে সাজিয়ে রাখার চেষ্টা করি, যেমন

জালিম বাদশার শিক্ষনীয় পরিণাম!

কোন দেশে একজন জালিম ও অহংকারী বাদশাহ থাকতো। সে একটি অপরূপ শাহী মহল তৈরি করল এবং সেটার নির্মাণে যথেষ্ট পরিমাণ অর্থ ব্যয় করল, নির্মাণ পরিপূর্ণ হওয়ার পর বাদশাহ নিজের কয়েকজন সৈন্য সাথে নিলো এবং মহল দেখার জন্যে চলে গেলো। ভিতরে পরিদর্শন করার পর মহলে আশে-পাশে চক্কর লাগিয়ে বাহিরের অংশ দেখা শুরু করে দিলো। এক জায়গায় থেমে সে একটি কুটিরের দিকে ইশারা করে জিজ্ঞাসা করল: আমার মহলের সাথে কুটির কে বানাল? সৈন্যরা উত্তর দিলো: কয়েকদিন ধরে এখানে একজন মুসলমান বৃদ্ধ মহিলা আসল, সেই এই কুটি বানিয়েছে এবং সেটাতে আল্লাহ পাকের ইবাদত করে। বাদশাহ এটা শুনে অনেক অবাক হয়ে বলল: এই গরীব বুড়ির এই সাহস কিভাবে হলো যে আমার মহলের পাশে কুটির বানাল, এই কুড়ে ঘরটি তাড়াতাড়ি ভেঙ্গে দাও। হুকুম পেতেই সৈন্যরা কুটিরের দিকে অগ্রসর হলো, বুড়ি ঐ সময় ঘরে ছিল না। সৈন্যরা মূহুর্তের মধ্যে ঐ গরীব বৃদ্ধার কুড়ে ঘরটি ধূলিসাৎ করে দিলো। যখন বুড়ি ফিরে আসল তখন নিজের জির্ণ শির্ণ ঘরটি দেখে বড়ই

www.dawateislami.net

চিন্তিত হলো এবং যখন সে জানতে পারল যে বাদশাহ তার কুটির ভাঙ্গিয়েছে। তখন সে আসমানের দিকে দৃষ্টি দিয়ে আল্লাহ পাকের দরবারে আরজ করল: হে আমার প্রতিপালক! যে সময় আমার ঘরটি ভেঙ্গে ফেলা হচ্ছিল, আমি ছিলাম না কিন্তু আমার দয়ালু ও করুণাময় মালিক! তুমি তো সবকিছু দেখ, তোমার কুদরত তো প্রত্যেক জিনিসকে ঘিরে রেখেছে, তুমি থাকতেই তোমার একজন নগন্য বান্দেনীর ঘর ভেঙ্গে দেওয়া হলো। ঐ বৃদ্ধার আহ আওয়াজটি এবং দোয়া কবুল হলো। আল্লাহ পাক হযরত সায়্যিদুনা জিবরাইল عَلَيْهِ السَّلَام কে হুকুম দিলেন যে ঐ পুরো মহল এবং বাদশাহ ও তার সৈন্যদের সহ ধ্বংস করে দাও। নির্দেশ পেতেই হযরত সায়্যিদুনা জিবরাইল عَلَيْهِ السَّلَام যমিনে তাশরিফ আনলেন এবং পুরো মহল এবং জালিম বাদশাহ এবং সৈন্যসহ যমিনে ধ্বসিয়ে দিলো। (উয়ুনুল হিকায়ত ১৭৬)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আল্লাহ পাকের পাকড়াও অনেক কঠিন!

বর্ণনাকৃত শিক্ষনীয় ঘটনা থেকে এটা বুঝা গেলো যে জুলুম ও অহংকার করা আল্লাহ পাক একদম পছন্দ করেন না। নিঃসন্দেহে এই ঘটনার মধ্যে ঐসব অপদার্থের জন্যে শিক্ষার মাদানী ফুল বিদ্যমান রয়েছে যারা প্রচুর ধন-সম্পদ, বংশ এবং উচ্চ পদ বা মন্ত্রিত্ব ইত্যাদির অহংকারে লোকজনের উপর জুলুম ও অত্যাচার করে। কিছু কিছু সময় আল্লাহ পাক জালিমকে সুযোগ দিয়ে থাকেন কিন্তু যখন পাকড়াও করে তখন তার গ্রেফতার খুবই কঠোর হয়ে থাকে, হযরত সায়্যিদুনা আবু মূসা আশয়ারী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ হতে বর্ণিত নবী করিম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ

www.dawateislami.net

করেন: "নিশ্চয় আল্লাহ পাক জালিমকে সুযোগ দিয়ে থাকেন এই পর্যন্ত যে যখন তাকে নিজের পাকড়াওতে নিয়ে নেয় অতঃপর তাকে আর ছেড়ে দেন না। এটা বলে রাসূলে করিম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ১২ পারার সূরা হুদের ১০২ নাম্বার আয়াত তিলোওয়াত করলেন:

وَكَذٰلِكَ اَخْذُ رَبِّكَ اِذَاۤ اَخَذَ الْقُرٰى وَهِىَ ظَالِمَةٌ ؕ اِنَّ اَخْذَهٗۤ اَلِيْمٌ شَدِيْدٌ ﴿۱۰۲﴾

(পারা ১২, সূরা হুদ, আয়াত ১০২)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর অনুরূপই তোমার প্রতিপালকের পাকড়াও, যখন বস্তিগুলোকে পাকড়াও করেন তাদের জুলুমের কারণে। নিশ্চয় তার পাকড়াও বেদনাদায়ক, কঠিন।

(বুখারী ৩/২৪৭ হাদীস ৪৬৮৬)

মুফাসসিরে কোরআন আল্লামা সাবী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন যে জুলম কারীর উপর আবশ্যক যে নিজের জুলুম থেকে তাওবা করা এবং জুলুম করা পরিহার করে এবং যার যে হক নষ্ট করেছে সেগুলো তাকে ফিরিয়ে দেওয়া যাতে সে ঐ কঠিন শাস্তির অন্তর্ভূক্ত না হয় কেননা এই আয়াত পূর্ববর্তী উম্মতের সাথে নির্দিষ্ট নয় বরং প্রত্যেক জালিমের জন্যে।

(তাফসীরে সাবী ১২ পারা, সূরা হুদ ১০২ নং আয়াতের পাদটীকা ৩/৯৩১)

নিপীড়ন সমাপ্ত করার মধ্যেই ইসলামের আদর্শ

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! জানা গেলো যে, যখন আল্লাহ পাক কোন জালিমকে পাকড়াও করেন তখন তাকে বাঁচানোর মতো কেউ থাকেনা। আসলেই জুলুম এমন একটি মন্দ কাজ যেটা ঝগড়া-বিবাদ জন্ম নিয়ে থাকে, মানুষের সম্মানের নিরাপত্তা থাকে না, সমাজের নিরাপত্তা ধ্বংস হয়ে যায়, লোক হিংসা এবং বিদ্বেষে নিপতিত হয়ে মানুষের হক নষ্ট করে। ইসলাম ধর্ম যেহেতু মানুষের হক সমূহের

www.dawateislami.net

হেফাযত কারী এবং সমাজে শান্তি ও নিরাপত্তা স্থাপন কারী মাযহাব (Religion)। ইসলাম প্রত্যেক ঐ কাজ নিষেধ করেছেন যা বান্দার হক সমূহ নষ্ট করার কারণ হয়। বান্দার হকের মধ্যে জুলুমের চরিত্র যেহেতু অন্য কাজের তুলনায় বেশি হয় এইজন্যে ইসলাম জুলুমের সমাপ্তির জন্যেও অত্যন্ত সুন্দর সম্মুখবর্তী করেছে যাতে মানুষের হক সমূহ হেফাযত থাকে এবং তারা সুন্দর ও নিরাপদে জীবন অতিবাহিত করে। সেগুলোর মধ্যে একটি ধাপ (Step) এটা যে যেখানে কারো উপর জুলুম হতে দেখে তো নিজের সামর্থ অনুযায়ী জালিমকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করা, তাকে ইসলামের পবিত্র শিক্ষা দ্বারা অবগত করে জুলুমের শাস্তি সম্বলিত হাদীসে মোবারকা শুনানো যেমন প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন:

(১) হে লোকেরা! আল্লাহ পাককে ভয় করো, খোদার শপথ! যে মুমিন অপর মুমিনের উপর জুলুম করবে কিয়ামতের দিন আল্লাহ পাক ঐ জালিম থেকে প্রতিশোধ নিবে। (কানযুল উমাল, অংশ ৩, ২/২০২ হাদীস ৭৬২১)

(২) ইরশাদ করেন: যে কোন জালিমকে তার জুলুমের ক্ষেত্রে সাহায্য করেছে সে কিয়ামতের দিন এই অবস্থায় আসবে যে তার কপালে লিখা থাকবে: "اٰيِسٌ مِّنْ رَّحْمَةِ اللهِ" অর্থাৎ এ আল্লাহ পাকের রহমত থেকে বঞ্চিত। (মুসনদিল ফেরদৌস, ২/২৯৭, হাদীস ৬২৩২)

(৩) ইরশাদ করেন: জুলুম এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা ব্যতীত কোন গুনাহ এমন নেই যেটার সম্পাদন কারীকে আল্লাহ পাক আখিরাতে শাস্তি দেওয়ার পাশাপাশি দুনিয়াতেও শাস্তি দেওয়ার মধ্যে দ্রুত করেন। (তিরমিযী, বাব ৫৭, ৪/২২৯ হাদীস ২৫১৯)

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! সমাজে শান্তির ময়দান স্থাপন করতে এবং ঐ রাস্তায় বাধা "জুলুম" কে নিঃশেষ করার জন্যে আমরা যখন কাউকে নবী করিম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর হাদীসে মোবারকা শুনাবো তো اِنْ شَآءَ الله! এই ভয়ানক (Horrible) শাস্তি শুনে হতে পারে তার অন্তরে খোদাভীতি সৃষ্টি হয়ে যাবে জুলুম থেকে দূরে থাকবে। সমাজ থেকে জুলুম দূরীভূত করার জন্যে আমাদের বুযুর্গানে দ্বীন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمَ এর আদর্শ সামনে রাখা উচিত যে ঐসব ব্যক্তিগণ জালিমের সংশোধনের নিয়্যতে বিনা দ্বিধায় এবং মারধর ছাড়া সত্য কথা বলে দিতো এবং তাকে জুলুম করা থেকে বিরত রাখতো। হযরত সায়্যিদাতুনা নাফিসা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهَا পূতঃ পবিত্র মহিলা ছিল, তিনি দিনে রোযা রাখত এবং রাতে ভর আল্লাহ পাকের ইবাদতে মশগুল থাকত, হেরেমে নবী থেকে কখনো পৃথক হতো না, তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهَا ত্রিশবার হজ্ব করেছে তার মধ্যে অধিকাংশ পায়ে হেটে ছিল, তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهَا কাবা শরীফের গিলাফ ধরে কান্না করতেন আল্লাহ পাকের দরবারে আরজ করতেন, হে মাওলা! আমাকে নিজের সন্তুষ্টিতে সন্তুষ্ট রাখুন। **(নুরুল আবসার, ২০৭)**

আহমদ বিন তুলুন ইনসাফ পছন্দকারী কিভাবে হলো?

আসুন! এখন জুলুম থেকে প্রদান কারী তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهَا এর ঘটনা শ্রবণ করি: যেমন বর্ণিত রয়েছে আহমদ বিন তুলুন ন্যায় পরায়ণ হওয়ার পূর্বে যখন সে মানুষের উপর জুলুম করতে লাগলো তো লোকেরা তার জুলুম থেকে বাঁচার জন্যে হযরত সায়্যিদাতুনা নাফিসা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهَا এর দরবারে হাজির হলো এবং তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করল। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهَا লোকজনের কাছ থেকে জিজ্ঞাসা: সে কোন

www.dawateislami.net

সময় আরোহন হয়ে রওনা হবে? লোকেরা আরজ করল: কাল বের হবে। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهَا একটি চিঠি লিখলেন এবং রাস্তায় তাশরিফ নিলেন যে রাস্তায় দিয়ে আহমদ বিন তুলুন অতিক্রম করবে। যখন তিনি অতিক্রম করলেন তো তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهَا বললেন: হে আহমদ ইবনে তুলুন! যখন সে দেখল তো তাকে চিনে ফেলল এবং ঘোড়া থেকে নেমে আসল এবং চিঠি নিয়ে পড়তে শুরু করল যেটাতে লিখা ছিল: বাদশাহ হলে তো তুমি লোকদের বন্দী করলে, তুমি সামর্থ্যবান হলে তবে কেন তুমি লোকদেরকে দূর্বল করলে, তোমার দায়িত্ব নিশ্চিত হতেই তুমি লোকজনের উপর জুলুম করলে, লোকজনের রিযিকের যামিনদার হতেই তুমি তাদেরকে বঞ্চিত করলে আর তুমি এটাও জান যে, জুলুমের তীর অতিবাহিত হয়ে যায়, দাগ থেকে যায়, বিশেষ করে তাদের অন্তরে যাদেরকে তুমি কষ্ট দিয়েছ, ঐসব হৃদয়, যাদেরকে তুমি ক্ষুধার্ত রেখেছ এবং ঐসব শরীর, যেগুলোকে তুমি বস্ত্রহীন রেখেছ, এটা সম্ভব নয় যে মযলুম মরে যাবে আর জালিম সর্বদা জীবিত থাকবে। তোমার ইচ্ছা যে মনে চাই করো এবং আল্লাহ পাকের দরবারে জুলুমের অভিযোগ করবো।" (এটা পড়ে তার উপর অনেক প্রভাব পড়ল) এরপর আহমদ বিন তুলুন লোকজনের মাঝখানে ফয়সালাতে ন্যায় বিচার (Justice) করতে লাগল। (আল মুসতারিফ ১/১৯০)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

অত্যাচারীদের সাহায্যও মন্দ

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আপনারা শুনলেনতো হযরত নাফিসা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهَا যখন ঐ জালিম ব্যক্তির সংশোধন করতে গিয়ে তাকে বুঝাল

www.dawateislami.net

তো সে জুলুম করা থেকে সরে আসল এবং লোকজনের মাঝে ন্যায় বিচারক হিসাবে প্রকাশ পেলো। সুতরাং আমাদেরও উচিত যে নিজেদের সন্তান, আত্মীয়-স্বজন, খাদিমগণ এবং অন্যান্য ইসলামী বোনদের উপর কোন প্রকার জুলুম না করা, স্বয়ং নিজেরাই অত্যচার করা থেকে বিরত থাকা, এবং অন্যদেরকেও জুলুম করা থেকে বিরত রাখা এবং কোন জালিমের সাথে মিলে তার অপরাধের মধ্যে অংশীদার না হওয়া কেননা জালিমদের সহায়তা কারীর পরিণামও অনেক খারাপ হবে, যেমন

নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে কোন জালিমের অসৎ কাজে সাহায্য করল যাতে সে সেটার মাধ্যমে সত্যকে দূর করে তো সে আল্লাহ পাক এবং রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দায়িত্ব থেকে মুক্ত (মুজামুল আওসাত ২/১৮০ হাদীস ২৯৪৪) এবং জালিমের সাথে তাকে সাহায্যের জন্যে গেলো অথচ সে জানে যে সে জালিম তো সে ইসলাম থেকে বের হয়ে গেলো। (মুজামুল কবীর ১/২২৭ হাদীস ৬১৯)

হাকিমূল উম্মত হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: "তার সাথে চলার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সাধারণত তাকে সাহায্য করা। হ্যাঁ তার সাথে চলে হোক বা ঘরে বসে বসে, যদিওবা মুখে হয় বা অর্থ দ্বারা, জুলুমের সহায়তা হারাম। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۪

(পারা: ৬, সূরা মায়িদা, আয়াত ২)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর পাপ ও সীমালংঘণে একে অপরের সাহায্য করো না।

www.dawateislami.net

বর্তমান সময়ে জালিমদের চেয়েও অধিক জালিমদের সমর্থক লোক রয়েছে। আরও বলেন অর্থাৎ এই জালিমদের সমর্থন ইসলামের নুর থেকে বের হয়েগেছে এবং ইসলামের হাকিকত থেকে বের হয়েগেছে হাকিকত ইসলাম এটা যে লোক তার অনিষ্ট থেকে নিরাপদ থাকে। (মিরাতুল মানাজিহ, ৬/৬৭৯)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

জালিমকে সাহায্যকারীদের পরিণতি!

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! বর্ণিত আছে যে ইবনে হুবায়রা যখন ইমাম মনসুর বিন মু'তামির رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে কাযি (Judge) বানানোর ইচ্ছা করলেন তো হযরত ইমাম মনসুর رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন: আমি কাযি হব না আমি হযরত সায়্যিদুনা ইব্রাহিম নাখয়ি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ থেকে একটি হাদীসে পাক শুনেছি। ইবনে হুবায়রা বলল: তিনি তোমাকে কি রকম হাদীস শুনিয়েছে? মনসুর বলল: হযরত সায়্যিদুনা ইব্রাহিম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ হযরত সায়্যিদুনা আলকামা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ থেকে এবং তিনি হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ হতে বর্ণনা করেন যে নবী করিম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যখন কিয়ামতের দিন হবে তো একজন আহবান কারী আহবান করবে: কোথায় জালিম? কোথায় জালিমদের সাহায্য কারী? কোথায় জালিমদের সমর্থন কারী? এই পর্যন্ত যে ঐসব লোকদের আনা হবে যারা জালিমদের জন্যে কলম প্রস্তুত করেছে বা কালি ভরেছে তাদের সকলকে লোহার তাবুতে জমা করে জাহান্নামের আগুণে নিক্ষেপ করা হবে।

(মুসনদিল ফেরদৌস, ১/১৫৩ হাদীস ৯৯৫। আল মুসতাতরিফ, ১/১৮৮)

www.dawateislami.net

কিয়ামতের দিন অত্যাচারী হিসাব কিভাবে দিবে?

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আপনারা শুনলেন তো আমাদের বুযুর্গানে দিন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمَ দুনিয়াবী যিম্মদারী ও পদ গ্রহণ করাকে ভয় করতো কেননা তাদের জানা ছিলো যে যে ব্যক্তি কোন পদে উপবিষ্ট হয়ে যায়, বম্ভবনা রয়েছে যে তিনি কোন ফয়সাতে বেইনসাফী করে বসবে, কারো সাথে যুলুম করে বসে, না চাওয়ার সত্ত্বে কারো হক নষ্ট হয়ে যায় এবং তার কারণে তাকে কিয়ামতের দিন আল্লাহ পাকের দরবারে লাঞ্ছিত ও অপমানের সম্মুখীন হতে হয়। সুতরাং যুলুম থেকে বাঁচার জন্য আমাদের এ কথা ভালবাবে মনে রাখা উচিৎ যে যদি আজ আমি আমার খ্যাতি, সম্পদ কিংবা শক্তির কারণে কোন গরীবের উপর যুলুম করবো তবে দুনিয়াতে হতে পারে আমাকে কেউ পাকড়াও করতে পারবে না এবং আমাকে যুলুমের শাস্তি দেয়া হবে কিন্তু মৃত্যুর পর যখন হাশরের ময়দানে হিসাব নিকাশ শুরু হবে সে সময় কি করবো? সে সময় কি শরীরের শক্তির দিয়ে আমার কোন রেহায়ের পদ পাওয়া যাবে? কখনো না কেননা সে আদালত তো সারা জগতের মালিকই হবে যিনি সমস্ত দুনিয়ার বাদশাহ সে দিন তো ছোট থেকে ছোট যুলুম ও হক নষ্টেরও বদলা নেয়া হবে যেমন দনিয়াতে কাউকে গালি দিলো, মারা মারি করলো, ধারকৃত জিনিস নিয়ে ইচ্ছাকৃত ভাবে ফেরত দেয়া হয়নি, কারো কর্জ রেখে, অন্তরে কষ্ট দিয়ে তাকে অসন্তুষ্টি করে হতে পার তাকে অসন্তুষ্টি করে দিয়েছেন। মোট কথা সে দিন তো প্রত্যেক যুলুমের হিসাব দিতে হবে অথএব আখিরাতে হিসাব দেয়া থেকে উত্তম হবে আমরা জিন্দা থাকাবস্থায় দুনিয়াতেই প্রত্যেকের হাত জোড় করে, তার সামনে বিনিতভাবে গিয়ে অতিরিক্তকারীদের এবং হক নষ্টকারীর

www.dawateislami.net

নিকট ক্ষমা চেয়ে নিন কেননা দুনিয়াতে তো ক্ষমা চেয়ে নিন কেননা দুনিয়াতে তো ক্ষমা চাওয়ার মাধ্যমে কাজ হয়ে যেতে পারে কিন্তু কিয়ামতের দিন হিসাব দেয়া ব্যতিত কোন উপায়হবে না। আমাদের প্রিয় নবীও আমাদের উৎসাহ দিয়েছেন। যেমন হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তির যিম্মায় আপন ভায়ের সম্মান ইত্যাদি কোন বিষয়ে যুলুম করেছে, তার উপর অবশ্যক যে কিয়ামতের দিন আসার পূর্বে এই দুনিয়াতে তার নিকট থেকে ক্ষাম চেয়ে নিন, কেননা সেখানে দিনার হবে না দিরহাম হবে, যদি তার নিকট কোন কিছু নেকী থাকে, তবে অবশ্যয় তার হক থেকে, এই যালিম থেকে নিয়ে তাকে (মযলুমকে) দেয় হবে, না হয় সে মযলুমের গুনাহ সে যালিমের উপর রাখা হবে।" (বুখারী ২/১২৮ হাদীস ২৪৪৯)

প্রসিদ্ধ মুফাস্সির হাকিমুল উম্মত মুফতি আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন যে যদি তুমি দুনিয়াতে লোকদের হকসমূহ আদায় করনি তবে প্রত্যেক দিকে কিয়ামতের দিন আদায় করবে, এখানে দুনিয়াতে সম্পদ দিয়ে আর আখিরাতে আমলসমূহ দিয়ে, সুতরাং উত্তম এর মধ্যে রয়েছে যে দুনিয়াতেই আদায় করুন, না হয় আফসোস করতে হবে। (মিরাতুল মানাজিহ ৬/৬৭৩)

হামিশা হাত ভালায়ী কে ওয়াসতে উঠে
বিছুনা যুলুম ওয়া সিতাম ছে মুজে সদা ইয়া রব!
রেহী ভালায়ী কি রাহ্ মে গামযান হার দম
করে না রুখে মরনে পাও গুনাহ কা ইয়া রব!

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আমাদের সমাজে দেখা গেলো যে যার যে ইচ্ছা চলে থাকে তারা নিজের শক্তি প্রয়োগ করে, কথায় কথায়

www.dawateislami.net

তাদের বিনা কারণে লাঞ্ছিত করে, তাদের সম্পদ ও সম্পত্তি কব্জ করে নেয়, কোথাই দেখা যায় যে বিনা কারণে বোঝা চাপিয়ে দেয়াতে দেখা যায় তো কোথাও চোখের দোখা দেতে দৃষ্টি গোছর হয়। কোথাও প্রতিবেশি পরস্পরের মধ্যে হাতা হাতী ও কলার ধরা রয়েছে তো কোথাও তোষামুদ সমূহ এবং যুলুমের রাস্তার উপর চলতে দেখা যায়। মনে রাখবেন! যার উপর যুলুম করা হবে তারা সেখানে এই দুনিয়াতে বদলা নিতে পারবে না কিন্তু সম্ভব রয়েছে যে " যেমন কর্ম তেমন ফল" এর প্রমাণ রয়েছে আর শাস্তি পাওয়া যাবে। আল্লাহ পাকের বানী হচ্ছে:

وَكَذٰلِكَ نُوَلِّیْ بَعْضَ الظّٰلِمِیْنَ بَعْضًۢا بِمَا كَانُوْا یَكْسِبُوْنَ ﴿۱۲۹﴾

(পারা: ৮, সূরা: আনআম, আয়াত: ১২৯)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর এরূপই আমি যালিমদের এক দলকে অন্য দলের উপর আধিপত্য দিয়ে থাকি তাদের কৃতকর্মের বদলা স্বরূপ।

অত্যাচারকারীদের প্রতি শিক্ষনীয় নসীহত:

তাফসীরে সিরাতুল জিনান ৩ খন্ড ২০৯ পৃষ্টার মধ্যে রয়েছে:" এই আয়াতে মোবারকায় অত্যাচারকারীদের জন্য বড় নসীহত (Advice) রয়েছে, যেমন

হযরত আবু আব্দুল্লাহ বিন আহমদ কুরতুবী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: এই আয়াতে মোবারকায় অত্যাচার কারীদের প্রতি সতর্কতা প্রদান করা হচ্ছে যে, যদি তারা নিজের অত্যাচার থেকে বিরত না থাকে তবে আল্লাহ পাক তাদের উপর অন্য একজন যালিম আরোপ করে দিবে,আর এই আয়াতে প্রত্যেক প্রকারের যালিম, অন্তর্ভূক্ত রয়েছে, ঐ ব্যক্তি যে গুনাহ করে নিজের আত্মার উপর অত্যাচার করে, যে বাদশাহ কিংবা বিচারক নিজের প্রজা ও অধিনস্ত ব্যক্তিদের উপর অত্যাচার করে, এরা

www.dawateislami.net

সবাই যালিমদের কাতারে অন্তর্ভুক্ত, সে সমস্ত লোকদের উপর আল্লাহ পাক তাদের চেয়ে বড় যালিম নিযুক্ত করে দেয়।

(তাফসীরে সিরাতুল জিনান, পারা ৮,১২৯ নং আয়াতের পাদটীকা ৩/ ২০৯)

প্রতিশোধ নেয়ার পরিবর্তে ক্ষমা করে দিন!

ইসলামী বোনেরা! শুনলেনতো আপনারা যালিম চাই কারো উপর যতটুকুই অত্যচার করে নেয় কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার অত্যচারের শাস্তি অবশ্যই পাবে এবং আল্লাহ পাক অন্য কোন যালিমকে তার উপর আরোপ করে মযলুমের বদলা দিয়ে দেন। যদি মাযলুম নিজেই যালিম থেকে প্রতিশোধ নিতে চাই তো শরীয়াতে সেটার অনুমতি রয়েছে কিন্তু এমন যেন না হয় যে প্রতিশোধ নিতে গিয়ে সীমা অতিক্রম করে নিজেই যালিম হয়ে যাবে। উদাহরণ স্বরূপ কেউ একটা থাপ্পট মারলো তখন তাকে দু'টা তাপ্পট লাগিয়ে দেয়, কেউ মাথা পাঠালো তখন তার মাথার সাথে সাথে শরীরের অন্য অংশও আহত করে দেয়, কেউ বাহু ভেঙ্গে দিলো তখন তার বাহু শরীর থেকে পৃথম করে দেয়, কেউ পা ভেঙ্গে দিলো তখন যদি তার পা কেটে দেয়,কেউ আমাদের দূর্বল ব্যক্তিকে হত্যা করে দেয় তো হত্যাকারীর সম্পূর্ণ পরিবারকে মৃত্যুর ঘুমে ঘুম পাড়িয়ে দেয় বরং যতটুকু অত্যচার হলো ততটুকু বদলা নেয়ার জন্য অনুমতি রয়েছে এর চেয়ে অতিরিক্ত প্রতিশোধ কখনো নেয়া যাবে না, না হয় যে ব্যক্তি প্রথম মযলুম ছিলো এখন সেই যালিম হয়ে যাবে। এমতাবস্থায় উত্তম এটা যে প্রতিশোধ নেয়া পরিবর্তে আইনের আশ্রয় নেয়া নিবে এবং আইন অনুযায়ী সে যুলুমের যে শাস্তি হবে যালিমকে সে শাস্তি দেয়ার দাবি করা যায়।

www.dawateislami.net

মুফতি আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: দেশের ব্যবস্থা কেবল দু'জিনিসের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারে শাস্তি কঠোর হবে যেমন ইসলামী শাস্তিসমূহ রয়েছে এবং কোন পাপের সুযোগ যেন না থাকে দুষ্টু আইনের ছায়ায় থেকে যেন বাচঁতে না পারে। (মিরআতুল মানাজি, ৫/৩১১) প্রতিশোধ নেয়ার সময় এই বিষয়ের সম্ভনা থাকে যে বান্দা রাগের মধ্যে এসে যেন অতিরিক্ত না করে বসে, যতটুকু শক্তি দিয়ে থাপ্পড় মারলো, সম্ভব হলে প্রতিশোধ গ্রহণকারী তা থেকে অতিরিক্ত শক্তি দিয়ে মেরে দেয়, তবে সেটাও নিষেধ। সুতরাং প্রতিশোধ নেয়ার সামর্থ্য থাকা সত্তেও ক্ষমা করে দেয়া এর চেয়ে অধিক উত্তম এবং আখিরাতে পুরস্কার ও সাওয়াব লাভের কারণ হয়। যেমন পারা ২৫ সূরা শুরা আয়াত নং ৪০ এর মধ্যে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

وَجَزٰٓؤُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ۚ فَمَنْ عَفَا وَاَصْلَحَ فَاَجْرُهٗ عَلَى اللّٰهِ ؕ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ ﴿۴۰﴾

(পারা ২৫, সূরা শুরা আয়াত ৪০)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ আর মন্দের বদলা হচ্ছে সেটারই সমান মন্দ। অতঃপর যে ক্ষমা করেছে এবং কাজ সংশোধন করেছে, তবে তারা প্রতিদান আল্লাহর উপর রয়েছো নিশ্চয় তিনি পছন্দ করেন না যালিমদেরকে।

এই আয়াতে কারীমা থেকে জানা যায় যে, মন্দের যথাযথ বদলা নেয়া যদিও জায়েয কিন্তু প্রতিশোধ না নেয়া এবং ক্ষমা করে দেয় উত্তম রয়েছে। আমাদের প্রিয় নবী হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র জীবদ্দশার অনেক উদাহরণ বিদ্যমান রয়েছে যে, তিনি صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজের উপর অত্যাচার কারীদেরকে আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির জন্য ক্ষমা করে দিতেন এবং সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও তার থেকে প্রতিশোধ নিতেন না।

www.dawateislami.net

আসুন! এ ব্যাপারে ২টি ঘটনা শ্রবণ করুন এবং ক্ষমা করার অভ্যাস গড়ুন, যেমন

(১) হুদায়বিয়ার সন্ধি এর সময় পাহাড়ে তানইমের দিক থেকে আশি (৮০) জনের একটি দল নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে শহীদ করার উদ্দেশ্যে আসলো, যখন তিনি صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাদের উপর বিজয় লাভ করি নিলো তখন প্রতিশোধের সমর্থ্য থাকা সত্ত্বেও তাদের উপর দয়া করে ছেড়ে দিল।

(২) গওরিস বিন হারিস যিনি ঘুমান্তবস্থায় হুযুর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ উপর আক্রমন করার চেষ্টা করলো, কিন্তু হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم জাগ্রত হয়ে গেলো আর যখন তার তরবারি তিনি صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আয়ত্ত্বে এসে গেলো তখন তিনি সাহাবায়ে কেরামগণকে عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان ডেকে তার উদ্দেশ্যে সম্পর্কে অবগত হলো আর সামর্থ্য থাকার সত্ত্বেও তিনি صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাকে ক্ষমা করে দিলেন।

(তাফসিরে সিরাতুল জিনান, পারা ২৫, আশ শুরা, ৩৯ নং আয়াতের পাদটীকা ৯/ ৮৩)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রাণীদের উপর অত্যচার করাও হারাম

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! দ্বীন ইসলামের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে তারা মানুষের হকসমূহের সাথে সাথে প্রাণীদের হকের প্রতিও দৃষ্টি রাখবে। যেভাবে মানুষের উপর অত্যচার করা হারাম অনুরূপ প্রাণীদের ক্ষুধার্ত পিপাসিত রাখা, প্রহার করা এবং কষ্ট প্রদান করাও হারাম বরং প্রাণীদের প্রতি অত্যচার করা মানুষদের প্রতি অত্যচার করার চেয়ে বড় গুনাহ, কারণ মানুষতো নিজের দুঃখ বেদনা কাউকে বলতে পারবে, সামর্থ্য থাখলে তখন তো প্রতিশোধও নিতে পারে কিন্তু নির্বাক প্রাণী

www.dawateislami.net

কার নিকট ফরিয়াদ করবে! আফসোস শতকোটি আফসোস বিশ্বের মধ্যে প্রাণীদের প্রতি যেমনভাবে অত্যাচার করা হচ্ছে কারো নিকট এটা গোপন নয়, কখনো তো সে নির্বাক প্রাণীদেরকে যথাসময়ে পানি এবং খাদ্য দেয়া হয় না, আবার কখনো গরমের প্রচন্ড রোধের মধ্যে কিংবা শীতের প্রচন্ড ঠান্ডা রাতে এমনভাবে খোলা আকাশের নিচে বেধেঁ দেয়া হয়, কখনো তাদের উপর শক্তির চেয়ে বেশি আসবাব পত্র নিয়ে দীর্ঘ দূরুত্ব পর্যন্ত জোরপূর্বক নিয়ে যাওয়া হয়, হাট থেকে নেয়ার জন্য গাড়ির মধ্যে উঠানো ও নামানোর ভাল ব্যবস্থা করা হয় না এবং গাড়ির মধ্যে বালু কিংবা ভূসি দেয়া হয় না যার কারণে অনেক প্রাণী আঘাত প্রাপ্ত হয়ে যায়। অথচ প্রাণীর উপর অত্যাচার করা থেকে নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিষেধ করেছেন: যেমন

প্রিয় নবীর দরবারে উটের আবেদন

একবার নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এক আনসারীর বাগানে তাশরিফ নিয়ে গেলেন সেখানে একটা উট দাঁড়িয়ে জোরে জোরে চিৎকার করছিল। যখন তিনি তাকে দেখলো তখন ছটফট করতে লাগলো এবং তার উভয় চোখ দিয়ে অশ্রু প্রবাহিত হয়ে গেলো। আর তিনি صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিকটে গিয়ে তার মাথা এবং কানের উপর নিজের হাতে স্নেহের পরশ বুলিয়ে দিলেন তখন সে শান্তি পেয়ে একদম নিশ্চুপ হয়ে গেলো। অত:পর তিনি صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم লোকদের নিকট জিজ্ঞাসা করলো যে এই উটের মালিক কে? লোকেরা একজন আনসারীর নাম বললো, তিনি صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সাথে সাথে তাকে ডেকে পাঠালেন এবং বললেন যে আল্লাহ পাক এসব প্রাণীদেরকে তোমাদের আয়ত্তে দিয়ে

www.dawateislami.net

তাদেরকে তোমাদের অধিনস্থ করে দিয়েছে সুতরাং তোমাদের উপর আবশ্যক যে এসব প্রাণীদের উপর দয়া করো তোমার এই উট আমার নিকট অভিযোগ করেছে যে তুমি তাকে ক্ষুধার্ত রাখ এবং সেটার সমর্থের চেয়ে বেশি তার কাছ থেকে কাজ আদায় করে সেটাকে কষ্ট দাও। (আবু দাউদ, কিতাবুল জিহাদ, ৩২/৩ হাদীস ২৫৪৯)

জানা গেলো যে প্রাণীদেরকে কোন কারণ ব্যতিত কষ্ট দেয়া তাদেরকে ক্ষুধার্ত পিপাসার্ত রাখা অনেক মন্দ কাজ। প্রাণীদের উপর অত্যচার কারীদের উচিৎ যে তারা যেন সংশোধন হয় যায়, না হয় বিনা কারণে তাদেরকে কষ্ট দেয়ার কারণে হতে পারে যে সে প্রাণীদের আযাব আমাদের উপর প্রয়োগ করে দেয়া হবে। ইমাম আহমাদ নিব হাজর মাক্কী শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন:" মানুষ অবৈধ ভাবে কোন চতুষ্পদকে প্রহার করলো কিংবা তাকে ক্ষুধার্ত পিপাসার্ত রাখলো অথবা তার সামর্থ্যের চেয়ে অধিক কাজ নিলো তাহলে কিয়ামতের দিন তার নিকট থেকে অনুরূপ প্রতিশোধ নেয়া হবে যেপ্রাণী গুলোকে সে অত্যচার করলো কিংবা তাদের ক্ষুথার্ত রাখলো।

(আয যাওয়াজির কিতাবুন নিফাক.. দ্বিতীয় অধ্যায় ফিল কাবায়ির, ২/ ১৭৮)

নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এক মহিলাকে এই অবস্থাতে দেখলো যে সে ঝুলন্ত ছিল এবং একটা বিড়াল তার চেহারা এবং বক্ষকে আঁচরাচ্ছে আর তাকে সেভাবে শাস্তি দেয়া হচ্ছে যেমন সে (মহিলা) দুনিয়াতে বন্দী করে এবং ক্ষুধার্ত রেখে সেটাকে কষ্ট দিয়ে ছিলো। (বুখারী , কিতাবুল মুসাকাত, ফযুন যাকিউল মা, ২/ ৯৯, হাদীস: ২৩৬৪- ২৩৬৫)

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! বর্ণিত হাদীসে পাকে তাদের জন্য শিক্ষা রয়েছে যারা বিনা কারণে প্রাণীদেরকে টাট্টা করে এমন যেন না হয়

www.dawateislami.net

প্রানীদের উপর এই অত্যচার আমাদেরকে জাহান্নামের আযাবে পতিত করে দেয়, সুতরাং আমাদের উচিৎ যে আমরা নিজেরাও প্রাণীদের অত্যচার করা থেকে বিরত থাকি এবং নিজের বাচ্চাদের এবং পরিবারকেও এ সম্পর্কে অবহিত করি। আসুন! এখন সংক্ষেপে যুলুমের কিছু কারণ এবং সেগুলোর চিকিৎসা শুনে নিই এবং এর বদ অভ্যাস থেকে বিরত থাকি, যেমন

এর পরিণাম থেকে উদাসিন হওয়া

যুলুমের একটি কারণ হচ্ছে যুলুমে পরিণতি থেকে উদাসীন হওয়া যে যখন আমাদের জানাই থাকবে না যে যুলুমের কি ক্ষতি সমূহ রয়েছে তখন অত্যচার থেকে বাঁচা কঠিন হয়ে যাবে, সুতরাং এটার চিকিৎসা এটা যে কোরআনুল করীম, হাদীসে মোবারকাতে এই ব্যাপারে যা কিছু বর্ণিত রয়েছে সেগুলো বার বার পড়ুন এবং সেগুলোর উপর আমল করার চেষ্টা করুন।

অন্তর কঠিন হয়ে যাওয়া

যুলুমের একটি কারণ হচ্ছে যে গুনাহের কারণে অন্তর কঠিন হয়ে যাওয়াও রয়েছে। অন্তরের কঠিনতা দূর করার জন্য যে গুলো অন্তরকে নরম করে যেমন কোরআন তিলাওয়াতের অভ্যাস গড়ুন এবং মৃত্যুকে অধিকহারে স্মরণ করুন।

সম্পদের আধিক্য

যুলুমের একটি কারণ হচ্ছে ধন সম্পদের আধিক্যও রয়েছে কারণ সম্পদের নেশায় নিমজ্জিত হয়ে যায় এবং গরীবদেরকে কোন

www.dawateislami.net

প্রকারের মূল্যায়ন করে না, এমন ব্যক্তিদের উচিৎ যে ধন সম্পদের মুহাব্বত অন্তর থেকে বের করে এই কথার দ্বারা ভয় করা যে, যদি সে দুনিয়াতে কারো উপর অত্যচার করে এবং নিজের সম্পদের অহংকার করে তবে সম্ভবনা রয়েছে যে তার এই সম্পদ ছিনিয়ে নেয়া হবে এবং কোন মাযলুমের বদ দোয়ার শিকার হয়ে কোন মুসীবতে উপর হয়ে যাবে ।

পদমর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তি হওয়া

অনেক সময় কোন পদ পাওয়া গেলেও অন্যের উপর অত্যচার করার কারণ হয়ে যায় এবং কোন পদমর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তি নিজের দাবির নাজায়িয উপকার উঠাতে গিয়ে গরীব এবং অসহায় লোকদের বিপক্ষে রায় প্রদান করে। এমন লোকদের উচিত যে নিজেকে এই কথার ভয় দেখান যে যেভাবে আমি কোন গরীবের উপর আমার শক্তি ব্যবহার করছি কিয়ামতের দিন সমস্ত বাদশাহের বাদশাহ জাহান্নামের ফয়সালা শুনিয়ে দেয় তখন আমার কি হবে।

আল্লাহ পাকের নিকট দোয়া করুন!

যে সব লোকদের উপর আজ পর্যন্ত কোন প্রকারের অত্যচার ও অবিচার করা হয়েছে দ্রুত ক্ষমা চেয়ে নিন ও আল্লাহ পাকের দরবারে একনিষ্ঠতার সাথে ভবিষ্যতে এই বড় পাপ থেকে বাঁচার জন্য দোয়া করুন اِنْ شَآءَ الله এই গুনাহ থেকে বাঁচার ক্ষেত্রে অবশ্যই সফল হবে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

সৎ ব্যবহারের বিভিন্ন সুন্নাত ও আদব

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! বয়ান শেষ করার পূর্বে সৎ ব্যবহারের ব্যাপারে কতিপয় মাদানী ফুল শ্রবণ করার সৌভাগ্য অর্জন করুন।

প্রথমে হুযুর পুরনূর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ২টি বাণী লক্ষ্য করুন: (১) ইরশাদ হচ্ছে: প্রত্যেক সৎ ব্যবহার সদকা ধনীর সাথে হোক কিংবা গরীবের সাথে হোক (মাজমাউয যাওয়ায়িদ, কিতাবুয যাকাত, ৩/ ৩৩১, হাদীস: ৪৭৫৪) (২) ইরশাদ হচ্ছে: যে আল্লাহ পাক ও কিয়ামতের দিনের উপর ঈমান রাখে তার উচিৎ যে সদ্ব্যবহার করে (বুখারী, কিতাবুল আদব, ইকরাবুয যয়িফ অধ্যায়, ৪/১৩২ হাদীস: ৬১৩৮) ❁ কোরআন ও হাদীসে আত্মীয়দের সাথে এবং নিকটতম আত্মীয়র সাথে সৎ ব্যবহারকরার হুকুম দিয়েছে। (রদ্দুল মুখতার কিতাবুল কিরাহত , ১/৩২৩) ❁ সৎ ব্যবহার বিভিন্ন রকমের রয়েছে, হাদিয়া দেয়া ও উপহার দেয়া যদি তাদের কোন কাজে সাহায্য করার থাকলে তখন সে কাজে তাদের সাহায্য করা, তাদের সালাম করা, সাদের সাক্ষাতের জন্য যাওয়া, তাদের সাথে উঠা বসা, তাদের সাথে কথাবার্তা বলা, তাদের সাথে আন্তরিক ও উৎফুল্যতার সাথে ব্যবহার কারা। (দুররুল মুখতার, কিতাবুল কিরাহাহ ১/৩২৩) ❁ হযরত ইমামে আ'যম رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ বলেন যে: যখন তুমি লোকদের সাথে সৎ ব্যবহার করবে তখন সে তোমাদের মা বাবার মত হয়ে যাবে যদিও তোমার এবং তাদের মাঝে আত্মীয়তার বন্ধন না থাকে। (ইমামে আ'যমের অসিয়ত, ২৬) ❁ আল্লাহ পাকের ওলীগণ নিজের সাথে মন্দ আচরণ কারীদের বরং নিজের প্রাণ বিনাশ কারীদের সাথেও সৎ ব্যবহার করেন (গীবত কি তাবাহকারীয়া ৩৪২) ❁ উত্তম ব্যবহারের দ্বারা আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি অর্জন হয় ❁ উত্তম চরিত্র লোকদের খুশির কারণ হয়ে থাকে। ❁ সৎ ব্যবহার করার দ্বারা ফেরেশতারা আনন্দিত

www.dawateislami.net

হয় ❋ উত্তম ব্যবহারের দ্বারা মুসলমানগণ সে ব্যক্তির প্রশংসা করে থাকে। ❋ সৎ ব্যবহারের দ্বারা শয়তান কষ্ট পায় ❋ উত্তম ব্যবহারের দ্বারা বয়স বৃদ্ধি পায় ❋ সৎ ব্যবহার দ্বারা রিযিকে বরকত হয়ে থাকে।

(তাম্বীহুল গাফেলীন ৭৩)

এভাবে হাজারো সুন্নাত শিখার জন্য মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ২টি কিতাব, বাহারে শরীয়াত ১৬তম অংশ ৩১২ পৃষ্ঠা, ১২০ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব সুন্নাত আওর আদব। আমীরে আহলে সুন্নাত এর দুটি রিসালা **"১০১ মাদানী ফুল"** এবং ৪৩ পৃষ্ঠা সম্বলিত **"১৬৩ মাদানী ফুল"** উপযুক্ত মূল্যে সংগ্রহ করে পাঠ করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

বয়ানঃ ১৫

প্রত্যেক মুবাল্লিগা বয়ান করার পূর্বে কমপক্ষে তিনবার পাঠ করুন

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

দরূদ শরীফের ফযীলত

আমিরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা আলীউল মুরতাদ্বা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ হতে বর্ণিত আল্লাহ পাক জান্নাতে একটি বৃক্ষ সৃষ্টি করেছেন, যার ফল আপেলের চেয়ে বড়, আনারের চেয়ে ছোট, মাখনের চেয়ে নরম, মধুর চেয়ে মিষ্টি এবং মুশকের চেয়ে অধিক সুগন্ধময় হবে। ঐ গাছের ডালি হবে মুক্তার, কান্ড হবে স্বর্ণের এবং পাতা হবে পদ্ম রাগের, ঐ গাছের ফল শুধু তারাই আহার করতে পারবে যারা প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর উপর অধিক পরিমাণে দরূদ শরীফ পাঠ করবে।

(আল হাভী লিল ফাতাওয়া ২/৪৮)

তুম সে জাহা কা নেযাম তুম পে করুরূ সালাম,
তুম পে করুরূ সানা তুম পে করুরূ দরূদ। (হাদায়িকে বখশিশ ২৬৯)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি এবং সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রথমে ভালো ভাল নিয়্যত করে নিই। **প্রিয় নবী, হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهٖ" মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম। **(মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস ৫৯৪২)**

www.dawateislami.net

মাসআলা: নেক ও জায়িয কাজে যত বেশি ভালো নিয়্যত, সাওয়াবও তত বেশি।

বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নিয়্যতের মাঝে পরিবর্তন করা যেতে পারে। দৃষ্টিকে নত রেখে গভীর মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো। হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে **ইলমে দ্বীনের** সম্মানার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো। প্রয়োজনে সংকুচিত হয়ে ও সামনে এগিয়ে অন্য ইসলামী বোনদের জন্য জায়গা প্রসারিত করবো। ধাক্কা ইত্যাদি লাগলে ধৈর্যধারণ করবো, ধমকানো, ঝগড়া করা বা বিশৃংখলা করা থেকে বেঁচে থাকবো। تُوْبُوْا اِلَى الله! ,اُذْكُرُ الله! ,صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীনীর মনতুষ্টির জন্য নিম্নস্বরে উত্তর প্রদান করবো। ইজতিমার পর নিজেই আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করবো। বয়ানের সময় অযথা মোবাইল ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকবো, বয়ান রেকর্ড করবো না এবং এমন কোন প্রকার আওয়াজ করবো না যার অনুমতি নেই। যা কিছু শুনবো, তা শুনে এবং বুঝে এর উপর আমল করবো আর তা পরে অপরের নিকট পৌঁছিয়ে নেকীর দাওয়াতকে প্রসার করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবিয়া ও ইবনে যুবাইর رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا

দাওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব, "দ্বীন ও দুনিয়া কি আনুকি বাতে" ৪৪৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত রয়েছে যে, হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا এর একটি জমি

ছিল যাতে তাঁর গোলাম কাজ করছিল এবং তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর জমির নিকটেই হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর জমি ছিল যেখানে তাঁর গোলাম কাজ করছিল। একবার হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর এক গোলাম হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا এর জমিতে জোর পূর্বক প্রবেশ করেন, তখন তিনি একটি চিঠি হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বরাবর লিখেন যাতে এভাবে লিখা ছিল, আপনার গোলাম আমার জমিতে জোর পূর্বক প্রবেশ করেছেন, তাকে নিষেধ করে দিবেন, সালাম। হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এই চিঠি পড়ে একটি কাগজ নিলেন এবং চিঠির জবাব এভাবে দিলেন, হে প্রিয় নবীর সাহেবজাদা! গোলাম যা করেছে তাতে আমি খুব ব্যথিত আর আমার নিকট দুনিয়ার কোন কিছু মূল্যবান নয়, আমি আমার জমি আপনাকে দিয়ে দিচ্ছি, সুতরাং আপনি তা আপনার জমির সাথে মিলিয়ে নিন এবং তাতে নিয়োজিত গোলাম এবং সম্পদও আপনার হয়ে যাবে, সালাম। এই চিঠি যখন হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا এর নিকট পৌঁছল তখন তিনি এর উত্তরে লিখেন, আমি আমিরুল মুমিনীন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর চিঠি পড়েছি, আল্লাহ পাক তাঁকে দীর্ঘায়ু দান করুক! তাঁর মতো ব্যক্তি যতক্ষণ পর্যন্ত কুরাইশ বংশে বিদ্যমান থাকেবে কুরাইশের কোন অভিমত ব্যর্থ হবে না, এই চিঠি হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর নিকট পৌঁছল তখন তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন, যে ক্ষমা করতে পারেন সেই সরদার হন, যিনি ধৈর্য ধারণ করেন তিনিই মহান ব্যক্তি যিনি ক্ষমা করে দেন। আর মানুষের অন্তর তাঁর দিকে ঝুঁকে যায়।

(দ্বীন ও দুনিয়া কি আনুকি বাঁতে ৪৪৬)

www.dawateislami.net

নেহী সরকার ! যা'তী দুশমানি মেরী কেসি সে বিহ
মেরী হে নফস ও শয়তান সে লড়ায়ি ইয়া রাসুল্লাহ

(ওয়াসায়িলে বখশিশ ৩৫০)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! শুনলেন তো আপনারা আল্লাহ ওয়ালারা কেমন উচ্চ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন! যাদের ব্যক্তিত্বে নম্রতা, দুনিয়ার প্রতি অনাসক্ততা, দানশীলতা, ত্যাগ, ধৈর্য এবং ক্ষমা ও মার্জনার স্পৃহা অনেক বেশি পূর্ণ ছিল। এ সকল বুযুর্গগণ শুধুমাত্র উপাধি এবং স্লোগানের সীমানা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল না বরং ইসলাম তাঁদের শিরা উপশিরায় মিশ্রিত হয়ে গিয়েছে, এ সকল বুযুর্গরা নিজের জন্য কখনো কারো কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করেন নি, ইতোমধ্যে কেউ যদি তাঁদের সাথে পূর্ণ শক্তি নিয়ে লড়াই করতে আসে তাহলে এই আল্লাহ ওয়ালারা আপন স্থান থেকে বের হওয়ার পরিবর্তে নিজের প্রতিপক্ষ তথা লড়াইকারীর সাথেও মুহাব্বাত ও ভালবাসা পূর্ণ আচরণ করতো, এই কারণেই আজ সারা দুনিয়ার মধ্যে তাঁদের সম্মান ও মর্যাদার চর্চা হচ্ছে, যখন এ সকল মহান ব্যক্তিদের উত্তম আলোচনা করা হয় তখন মুখে رَضِیَ اللهُ عَنْهُ ও رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ চালু হয়ে যায়। হায়! এই মহান ব্যক্তিদের সদকায় আল্লাহ পাক আমাদের ক্ষমা করুক এবং ক্ষমা করে এর সাওয়াব অর্জন করার সৌভাগ্য পূর্ণ স্পৃহা নসীব করুক। মনে রাখবেন! রাগ হজম করা এবং লোকদেরকে ক্ষমা করা এমন উত্তম আমল যে সৌভাগ্যবান মুসলমান এই আমল চর্চা করে তাকে আল্লাহ পাক পছন্দনীয় বান্দাদের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত করবেন। পারা ৪ সূরা আলে ইমরান এর ১৩৪ নং আয়াতে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

www.dawateislami.net

الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِي السَّرَّآءِ وَالضَّرَّآءِ وَ
الْكٰظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ
النَّاسِ ؕ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿۱۳۴﴾

(পারা ৪ সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৩৪)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ ঐসব লোক যারা আল্লাহর পথে ব্যয় করে সুখে ও দুঃখে, ক্রোধ সংবরণকারীরা, মানুষের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শনকারীরাগণ। আর সৎ ব্যক্তিবর্গ আল্লাহর প্রিয়।

এভাবে ১৮ পারা সূরা নূর আয়াত নং ২২ এ ইরশাদ করেন:

وَلَا يَاْتَلِ اُولُوا الْفَضْلِ
مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ اَنْ يُّؤْتُوْٓا
اُولِي الْقُرْبٰى وَالْمَسٰكِيْنَ
وَالْمُهٰجِرِيْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۖۗ
وَلْيَعْفُوْا وَلْيَصْفَحُوْا ؕ اَلَا
تُحِبُّوْنَ اَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ ؕ
وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۲۲﴾

(পারা ১৮ সূরা নূর আয়াত নং ২২)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ আর তোমাদের মধ্যে যারা মর্যাদাবান ও সামর্থ্যবান তারা যেন এ মর্মে শপথ না করে যে, আত্মীয় -স্বজন, অভাব গ্রস্থ এবং আল্লাহর পথে হিজরত কারীদেরকে প্রদান করবে না এবং তাদের উচিত যেন ক্ষমা করে দেয় এবং দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা করে। তোমরা কি এ কথা পছন্দ করো না যে, আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন? আর আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু।

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! জানা গেল যে, মানুষের ভূল হলে ক্ষমা করা আল্লাহ পাকের অনেক পছন্দনীয় কাজ। আমাদেরও অপরের ভূলের কারণে ক্ষমা করে দেয়ার অভ্যাস করা উচিত।

এই কথা মনে রাখা চাই যে শয়তান আমাদের চিরন্তন শত্রু, তার কখনো এটা পছন্দ হয় না যে মুসলমানরা নিজেদের মধ্যে মিলেমিশে থাকুক, একে অপরের কল্যাণ করুক, একে অপরের সম্মান

www.dawateislami.net

ও মর্যাদার রক্ষাকারী হওয়া, একে অপরের ত্রুটিকে উপেক্ষিত করা, নিজের মধ্যে সহ্য করার ক্ষমতা অর্জন করা, আপন হক সমূহ ক্ষমা করে দেয়া, অপরের হক সমূহ বিবেচনায় রাখা, একে অপরের সাথে পরস্পর সহযোগিতা করা ইত্যাদি, কেননা এমন হয়ে যায় তাহলে সমাজ নিরাপত্তার বেষ্টনীতে পরিণত হবে এবং শয়তান নিরাশ ও অকৃতকার্য হয়ে যাবে। এজন্য সে মুসলমানদেরকে ক্ষমা করার এবং রাগ সংবরণ করতে দেয় না, সুতরাং শয়তানের বিরোধীতা করে তার যুদ্ধকে ব্যর্থ করে দিন এবং ক্ষমা করে দেয়ার মন মানসিকতা তৈরি করুন।

এতে কোন সন্দেহ নেই যে ভূল হয়ে যাওয়ার পর কাউকে ক্ষমা করাটা নফসের জন্য অনেক কষ্টের কাজ হিসাবে প্রমাণ বহন করে, কিন্তু যদি আমরা ক্ষমা ও মার্জনার ফযীলত সমূহ জেনে রাখি তাহলে اِنْ شَآءَ الله আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে পুরস্কার ও দয়ার অধিকারী হয়ে যাবো। আসুন! এ ব্যাপারে ৫টি হাদীসে মোবারাকা শ্রবণ করি।

মানুষকে ক্ষমা করার ফযীলত

(১) **প্রিয় নবী রাসূলে আরবী হুযুর পূরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন, তিনটি কাজ যে ব্যক্তি করবে আল্লাহ পাক (কিয়ামতের দিন) তার হিসাব অনেক সহজ ভাবে হবে আর তাকে আপন রহমত দ্বারা জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। সাহাবায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সে তিনটি কাজ কি? ১. যে তোমাকে বঞ্চিত করে তুমি তাকে দান করো ২. যে তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে তুমি তার সাথে সম্পর্ক জোড়াও

www.dawateislami.net

এবং ৩. যে তোমার উপর অত্যাচার করে তুমি তাকে ক্ষমা করে দাও। (মুজামু আওসাত ৪/১৮ হাদীস ৫০৬৪)

(২) ইরশাদ হচ্ছে, কিয়ামতের দিন ঘোষণা করা হবে, যার প্রতিদান আল্লাহ পাকের দয়ার যিম্মায়, সে দাঁড়াও এবং জান্নাতে প্রবেশ করো। জিজ্ঞাসা করা হবে, কার জন্য প্রতিদান? ঘোষণাকারী বলবেন, ঐ সকল লোকের জন্য, যারা ক্ষমাকারী। তখন হাজারো ব্যক্তি দাঁড়িয়ে যাবে এবং বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

(মুজামু আওসাত ১/৫৪২ হাদীস ১৯৯৮)

(৩) ইরশাদ হচ্ছে, যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের ভূল ক্ষমা করে দিবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ পাক তার ভুল ক্ষমা করে দিবেন।

(ইবনে মাজাহ, কিতাবুত তিজারাত ৩/৩৬ হাদীস ২১৯৯)

(৪) ইরশাদ হচ্ছে, প্রত্যেক যুগে আমার উত্তম উম্মতের সংখ্যা পাঁচশত (৫০০) এবং আবদাল চল্লিশ (৪০) জন, না পাঁচশ (৫০০) থেকে কোন কম হয়, আর না চল্লিশ (৪০) জন থেকে। যখন চল্লিশ (৪০) জন আবদাল হতে কোন একজনের ইন্তেকাল হয় তখন আল্লাহ পাক পাঁচশ (৫০০) জন থেকে একজনকে ঐ ইন্তেকাল কৃত আবদালের জায়গায় স্থানান্তর করেন আর এই ৪০ জন থেকে কম হওয়াকে পূর্ণ করে দেন। আরয করা হলো, আমাকে তাদের আমলের ব্যাপারে জানানো হলো, ইরশাদ করলেন, অত্যাচারীকে ক্ষমা করতেন, মন্দ লোকের সাথে সদ্ব্যবহার করতেন এবং আল্লাহ পাক যা কিছু তাঁকে দিয়েছেন তা দ্বারা লোকদের সাহায্য করে থাকেন। (হিলয়াতুল আউলিয়া ১/৩৯, নং ১৫)

(৫) এক ব্যক্তি প্রিয় নবীর দরবারে এসে আরয করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমরা খাদেমকে কতোবার ক্ষমা করব? হুযুর

www.dawateislami.net

পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم চুপ ছিলেন, সে আবার প্রশ্নটি করল, হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এরপরও চুপ ছিলেন, যখন তৃতীয়বার প্রশ্ন করল তখন ইরশাদ করলেন, প্রতিদিন সত্তর (৭০) বার।

(তিরমিযী কিতাবুল বিররে ওয়াস ছেলা ৩/৩৮১ হাদীস ১৯৫৬)

হাকীমুল উম্মত মুফতি আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই হাদীসে পাকের ব্যাখ্যায় বলেন, আরবীতে সত্তর (৭০) শব্দটি অধিক বুঝানোর জন্য ব্যবহার হয় অর্থাৎ প্রত্যেক দিন তাকে অনেক বার ক্ষমা করে দেয়া, এটি ঐ অবস্থা যে, গোলামের ভূল ত্রুটি হয়ে যায়, নফস শয়তান থেকে নয়, এবং ভূলও মালিকের স্বভাব গত ভাবে হয়, শরীয়তের বা জাতীর ও দেশের ভূল হয় না, এই ভূল ক্ষমা কর যায় না। **(মিরাতুল মানাযিহ ৫/১৭০)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আপনারা শুনলেন তো! মানুষকে ক্ষমা করা কেমন উত্তম আমল যার দ্বারা দুনিয়াতে তো বরকত নসীব হয় কিন্তু আখিরাতেও اِنْ شَآءَ الله এর বরকতে জান্নাতের সুসংবাদ দ্বারা ধন্য করা হবে। তাহলে কেমন সৌভাগ্যবান ঐ মুসলমান বোনেরা, যারা শক্তি সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও অপরের ভূল গুলোকে নিজের নফসের বিপরীত সমস্যা বলে মনে করে না বরং ক্ষমা করে সাওয়াবের ভান্ডার লাভ করে।

আফসোস! আজ যদি আমাদের কোন সামান্য বিষয়ে কষ্টও দেয় বা সামান্য অসৎ চরিত্রতা প্রকাশ পাই তাহলে আমরা ক্ষমা ও মার্জনার আঁচল হাত থেকে ছেড়ে দিই, তার দুশমন হিসাবে আবির্ভাব

হয়ে ভিন্ন পদ্ধতিতে তার কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণের চেষ্টা করি, অথচ যদি আমরা প্রিয় নবী রাসূলে আরবী হুযুর পূরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র জীবন কর্ম অধ্যয়ন করি তাহলে আমাদের নিকট আলোর ন্যায় উজ্জ্বল হয়ে যাবে যে, নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মন্দের প্রতিশোধ মন্দ দ্বারা দেয় নাই বরং ক্ষমার মাধ্যমে দিয়েছেন।

শানে মুস্তফা

উম্মুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়িশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا বলেন: রাসূলে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم না অভ্যাসগত ভাবে মন্দ বলতেন, আর না কষ্ট দিতেন, না বাজারে শোরগোল করতেন আর না মন্দের প্রতিশোধ মন্দের মাধ্যমে নিতেন বরং তিনি صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ক্ষমা ও মার্জনা করে দিতেন। **(তিরমিযী, কিতাবুল বিররে ওয়াস ছেলা ৩/৪০৯ হাদীস ২০৩৩)**

মক্কা বিজয়ের ঘটনা হলো যার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত, মক্কা বিজয় হওয়ার পূর্বে যে সকল কাফেরদের অশুভ আচরণের কারণে হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এবং সাহাবায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام এর জন্য জমিন সংকীর্ণ ছিল, ধাপে ধাপে বেদনাদায়ক কষ্ট দিয়ে ছিল, মক্কা বিজয় হওয়া এবং মুসলমানদের আধিপত্য অর্জন হওয়ার পর অন্যান্য বন্দীদের সাথে সাথে কষ্ট প্রদানকারীদেরকেও গ্রেফতার করে প্রিয় নবীর দরবারে উপস্থিত করা হয়েছিল, যদি ঐ জায়গায় অন্য কোন দুনিয়াবী বাদশাহ হলে তাহলে হয়ত তাদের জন্য কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করত, কিন্তু উৎসর্গ হয়ে যাও! নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাদেরকেও ক্ষমা দ্বারা ধন্য করেছেন।

www.dawateislami.net

মক্কা বিজয়ের দিন সাধারণ ক্ষমার ঘোষণা

দাওয়াতে ইসলামীর মাকতাবাতুল মদীনা হতে প্রকাশিত কিতাব, "সিরাতে মুস্তাফা" ৪৩৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত রয়েছে, ৮ হিজরীতে যখন মক্কা বিজয় হয় তখন তাজেদারে রিসালাত ইসলামী রাষ্ট্র প্রধান হিসাবে আল্লাহ পাকের ঘরে সর্ব প্রথম জনসাধারণকে একত্রিত করেন, যাতে ইসলামী সৈন্য ছাড়াও হাজারো ইসলামের শত্রুদের এক অন্য রকম ভিড় ছিল। এই গুরুত্বপূর্ণ খুৎবা প্রদান কালে হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم শুধু মক্কা বাসীদের নয় বরং সকল জনসাধারণের জন্য খুৎবা প্রদান করেন। এই হাজারো জটিলতার মধ্যে এক মূহুর্তের জন্য যখন দৃষ্টি প্রদান করলেন তখন দেখলেন যে কুরাইশের সর্দারগণ মাথা ঝুঁকিয়ে, দৃষ্টি নিচে রেখে কম্পিত অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকেন। ঐ জালেম ও অত্যচারী লোকদের মধ্যে ঐসকল লোকেরাও ছিল যারা হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর রাস্তায় কাটা বিছিয়ে দিত, ঐ লোকেরাও উপস্থিত ছিল যারা বারবার তিনি صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর পাথরের বর্ষন করেছিল, ঐ সকল রক্তপাতকারীরাও ছিল যারা বারবার তিনি কে হত্যা করার জন্য আক্রমন করেছিল, ঐ নিষ্ঠুর ও নির্দয়রাও ছিল যারা তিনি صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দাঁত মোবারক (এর কিছু অংশ) শহীদ হয়েছিল এবং তিনি صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নূরানী চেহারা রক্তাক্ত করেছিল। ঐ সকল অসৎ ব্যক্তিও ছিল যারা বছরের পর বছর পর্যন্ত প্রিয় নবীর বাগানকে খুদাই করেছিল এবং অপমানজনক ভাষায় কটুক্তি করার দ্বারা তিনি صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র অন্তর যখম হয়েছিল। ঐ নির্মম ও হিংস্র ব্যক্তিরাও ছিল যারা তিনি صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর গলায় চাদরের ফাঁদ পরিড়ে দিয়ে তিনি صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে শ্বাসরোধ করেছিল। তারা

www.dawateislami.net

তিনি صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর রক্ত পিপাসু ছিল, যাদের পিপাসা নবুয়তের রক্ত পান ব্যতিত অন্য কোন বস্তু নিবারণ করতে পারেনি। ঐ নিষ্ঠুর রক্তপিপাসুরাও ছিল যাদের অতর্কিত হামলা এবং বর্বর আক্রমনের দ্বারা মদীনায়ে মনোওয়ারার দরজা ও দেয়াল বারবার ভীত হয়ে ছিল। হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم প্রিয় চাচা হযরত সায়্যিদুনা হামযা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর হত্যাকারী এবং তাঁর নাক, কান কর্তনকারী, তাঁর চোখ বিদীর্ণকারী, তাঁর কলিজা চর্বন কারীও ঐ দলের মধ্যে বিদ্যমান ছিল, ঐ অত্যাচারী শাসক যারা নবুয়তের প্রদীপের দিকে ধাবিত পতঙ্গ হযরত বিলাল, হযরত সুহাইব, হযরত আম্মার, হযরত হুবাইব, হযরত যায়েদ বিন দাসিন্না رَضِیَ اللهُ عَنْهُمْ ইত্যাদি কে রশি দিয়ে বেঁধে চাবুক দিয়ে মেরে উত্তপ্ত বালির উপর শয়ন করিয়ে রাখত, কাউকে আগুনের জ্বলন্ত কয়লার উপর রাখত, কাউকে চাটায়ের উপর শয়ন করিয়ে নাকের মধ্যে ধোঁয়া দিত। অবশেষে! মক্কার সকল বড় বড় শত্রুরা উপস্থিত ছিল।

আজ এরা সকলেই দশ (১০), বার (১২) হাজার মুহাজির ও আনসারী সৈন্যের কাষ্টোড়িতে অপরাধী হয়ে দাঁড়িয়ে কাঁপতে থাকে আর নিজের অন্তরে এটা উপলব্ধি করছে যে, হয়ত আজ আমাদের লাশ গুলোকে কুকুর দ্বারা কামড়িয়ে শরীরটাকে টুকরা টুকরা করে কাককে খেতে দিবে এবং আনমার ও মুহাজিরগণের শক্তিশালী সৈন্য আমাদের বাচ্চাদেরকে রক্ত ও মাটির সাথে মিশিয়ে দিয়ে আমাদের বংশকে নিরবংশ করে দিবে। আর আমাদের জনবসতিকে ধ্বংস করে তসনস করে দিবে। ঐ অপরাধীদের বক্ষে ভয় ও ভীতির তুফান উঠেছিল, ভয় ও ভীতির কারণে তাদের শরীরের মাংস টুকরা টুকরা হয়ে যাচ্ছিল, অন্তর কাঁপতে লাগল, কলিজা মুখে চলে এসেছিল, এই হতাশা ও

www.dawateislami.net

প্রবঞ্চনাময় ভয়ানক পরিস্থিতিতে একবার নূর নবী রাসূলে আরবী হুযুর পূরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর রহমত পূর্ণ দৃষ্টি তাদের উপর প্রদান করেন আর অপরাধীদের থেকে তিনি صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم জিজ্ঞাসা করলেন, বলো! তোমরা কিছু বুজতেছ আমি আজ তোমাদের সাথে কি ধরনের আচরণ করবো? এই ভয় ভীতি পূর্ণ প্রশ্ন শুনে অপরাধীরা অবচেতন হয়ে কাঁপতে রইল, কিন্তু যখন প্রিয় নবীর রহমত পূর্ণ চেহারা মোবারক দেখল সবাই এক বাক্যে বলে উঠল আপনি صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বড়ই দয়াবান। সবাই অধীর আগ্রহে নূর নবীর চেহারা মোবারকের দিকে থাকিয়ে ছিল আর সবার কান প্রিয় নবীর সমাধান পূর্ণ উত্তর শুনার জন্য অপেক্ষা করছিল, একবার মক্কা বিজয়কারী হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন বরকতময় জবানে ইরশাদ করলেন: لَاتَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ فَاذْهَبُوْا اَنْتُمُ الطُّلَقَآءُ আজ তোমাদের কোন অপরাধ নেই, যাও তোমরা সবাই মুক্ত। বরাবরই অপ্রত্যাশিত ভাবে হঠাৎ এই ঘোষণা প্রিয় নবীর জবান পাক থেকে শুনার পর সকল অপরাধীর চোখ দিয়ে অনুতাপের অশ্রু বয়তে থাকল আর তাদের মুখে জারী হয়ে গেল لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ الله স্লোগানে কাবা ঘরের চারিদিকে নূরের বর্ষণ হতে লাগল আর এক অন্য রকম পরিবেশ সৃষ্টি হতে লাগল যে:

যাহা তারিক তা, বে নূর তা আওর সখত কালা তা
কোয়ী পরদে সে কিয়া নিকালা কে ঘর ঘর মে উজ্বালা তা

(সীরাতে মোস্তাফা ৪৪১-৪৪৭)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! যদি আমরা বুযুর্গানে দ্বীন رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام এর জীবন চরিত্র অধ্যয়ন করি তাহলে ঐখানেও আমাদের ক্ষমা

www.dawateislami.net

প্রার্থনার ব্যাপারে অনেক কিছু তথা মাদানী ফুল পাবেন, আল্লাহ পাক আপন নিকটবর্তী বান্দাদেরকে যেখানে অনন্য গুণাবলি দ্বারা ধন্য করেছেন, এই গুণাবলীও তাঁদের ঐ কর্মকান্ডের অংশ যে, এই বুযুর্গগণ মানুষকে ক্ষমা করতেন এবং বান্দার হক সমূহ আদায় করার ক্ষেত্রে সংকীর্ণতা প্রদর্শন করতেন না, লোকজন তাঁদের হক সমূহ আদায় করাকে হাল্কা ভাবে নিত কিন্তু বুযুর্গগণ লোকজনের হক সমূহ আদায়ের ক্ষেত্রে কখনো অমনোযোগী হতেন না, অসৎ লোকেরা তাঁদেরকে বিভিন্ন ভাবে কষ্ট দিতেন কিন্তু এই বুযুর্গগণ তাদের ইটের জবাব পাথর দিয়ে দেয়া এবং অন্তরে রাগকে প্রতিপালন করার পরিবর্তে তাদেরকে দোয়া দেয়া এবং ক্ষমা দ্বারা ধন্য করে সাওয়াবের ভান্ডার লাভ করতেন। আসুন! উৎসাহ গ্রহণার্থে এবার ৩টি উপদেশ মূলুক ঘটনা শ্রবণ করি।

(১) গোলামকে মুক্ত করে দিলেন!

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হাসান মুজতাবা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ একবার মেহমানদের সাথে আহার করছিলেন, গোলাম গরম গরম ঝোলের বাটি নিয়ে আসছিলেন, তার হাত থেকে বাটি পড়ে যাওয়ার কারণে ঝোলের ছিটা তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর গায়ে পড়ে, এটা দেখে গোলাম ভয় পেয়ে গেল এবং লজ্জিত স্বরে সে সূরা আলে ইমরান এর ১৩৪ নং আয়াতের এই অংশ তিলাওয়াত করেন:

وَالْكٰظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ ؕ

(পারা ৪, সূরা আলে ইমরান, আয়াত নং ১৩৪)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ আর ক্রোধ-সংবরণকারীরা মানুষের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শনকারীগণ।

www.dawateislami.net

তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ ইরশাদ করলেন: আমি ক্ষমা করে দিয়েছি, গোলাম এরপর আয়াতের শেষ অংশ তিলাওয়াত করলেন:

وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿۱۳۴﴾

(পারা ৪ সূরা আলে ইমরান আয়াত নং ১৩৪)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ
আর সৎব্যক্তিবর্গ আল্লাহর প্রিয়।

তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ ইরশাদ করলেন: আমি তোমাকে আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য মুক্ত করে দিলাম।

(তাফসীরে রূহুল বয়ান, পারা ৪ সূরা আলে ইমরান, ১৩৪ নং আয়াতের ২ নং পাদটীকা, ৯৫)

(২) জুলুমকারীকেও দোয়া দিলেন

দাওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা হতে প্রকাশিত কিতাব ইয়াহইয়াউল উলুম ৩য় খন্ড ২১৬ পৃষ্ঠায় রয়েছে, একবার হযরত সায়্যিদুনা ইব্রাহীম বিন আদহাম رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ কোন মরুভূমির দিকে তাশরীফ নিয়ে যাচ্ছিছিলেন, তখন ঐখানে তাঁর رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ সাথে এক সৈন্যের সাক্ষাৎ হয়, সে বলল আপনি কি গোলাম? তিনি বললেন, হ্যাঁ! সে বলল, লোকলয় কোন দিকে? তিনি رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ কবর স্থানের দিকে ইশারা করলেন, সৈন্য বলল, আমি লোকলয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছি, তিনি বললেন, সে তো কবর স্থানই, এটা শুনে তার রাগ চলে আসল এবং সে চাবুক দিয়ে তিনি رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর মাথায় আঘাত করে এবং জখম করে শহরের দিকে নিয়ে গেলেন। তিনি رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ কে তাঁর বন্ধুরা দেখলে তখন সৈন্যের নিকট জিজ্ঞাসা করল, এসব কি হচ্ছে? সৈন্যটি ঘটনার বিবরণ বর্ণনা করল, তারা সৈন্যকে বলল তিনি তো (যুগের ওলী) হযরত সায়্যিদুনা ইব্রাহীম বিন আদহাম رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এটা শুনে সে ঘোড়া থেকে নেমে পড়ল এবং তিনি رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর হাত ও পা চুম্মন করে ক্ষমা চাইতে লাগল। তিনি رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর

www.dawateislami.net

নিকট জিজ্ঞাসা করল, আপনি এমন কেন বলেছেন যে, আমি গোলাম, বললেন, সে (সৈন্য) আমার নিকট এইটা জিজ্ঞাসা করেনি যে, তুমি কার গোলাম? শুধু এইটা জিজ্ঞাসা করেছিল যে তুমি কি গোলাম? তখন আমি বললাম, হ্যাঁ! কেননা আমি দয়াময় প্রতিপালকের গোলাম, যখন সে আমার মাথার উপর আঘাত করল তখন আমি আল্লাহ পাকের নিকট তার জন্য জান্নাত প্রার্থনা করেছি, আরয করা হলো সে তো আপনার উপর জুলুম করেছে তাহলে আপনি তার জন্য দোয়া প্রার্থনা করেছেন কেন? তিনি বললেন, আমার এটা জানা ছিল যে, কষ্ট সহ্য করার দ্বারা আমার সাওয়াব তো মিলেছে সুতরাং আমি এইটা পছন্দ করিনি যে, আমার তো সাওয়াব মিলেছে আর সে আযাবে লিপ্ত হয়ে যাবে।

(ইয়াহইয়াউল উলুম ৩/২১৬)

(৩) ক্ষমা করা এটি কুদরতী বিষয়!

হযরত সায়্যিদুনা মাআমার বিন রাশেদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি হযরত সায়্যিদুনা কাতাদাহ বিন দিয়ামাহ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর শাহজাদা কে জোড়ে থাপ্পর মারা হল, তিনি বিলাল বিন আবি বুরাদাহ এর নিকট তার বিপক্ষে সাহায্য প্রার্থনা করল কিন্তু তিনি তার দিকে কোন মনোযোগ দেন নি, সুতরাং তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কিসরার (রোম সম্রাট) এর নিকট অভিযোগ করল, তখন তিনি বিলাল বিন আবি বুরাদাহকে লিখলেন, তুমি হযরত সায়্যিদুনা কাতাদাহ বিন দিয়ামাহ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সাথে ন্যায় বিচার করোনি, সুতরাং বিলাল বিন আবি বুরাদাহ থাপ্পর যিনি মেরেছেন তাকে ডাকালেন এবং বসারার সর্দারকেও ডাকলেন। সে তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর নিকট ঐ ব্যক্তির জন্য সুপারিশ করতে লাগল কিন্তু তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সুপারিশ গ্রহণ করেন নি এবং

www.dawateislami.net

সন্তানকে বলল, তুমিও তাকে ঐভাবে থাপ্পর মারো যেভাবে সে তোমাকে মেরে ছিল, আর বললেন, বৎস! জামার আস্তিন উপরে করে নাও এবং হাত উপরে তুলে জোড়ে থাপ্পর মারো। সুতরাং সন্তান জামার আস্তিন উপর করল এবং থাপ্পর মারার জন্য হাত তুলল তখন তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তার হাত ধরে ফেলল এবং বলল, তুমি আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য তাকে ক্ষমা করে দাও কেননা বলা হয় যে, **ক্ষমা করা এটি কুদরতী বিষয়**। (আল্লাহ ওয়ালো কি বাতে ২/৫১৯)

হামীশা হাত বালায়ী কে ওয়াসেতে উঠঠে,
বাঁচানা জুলুম ওয়া সিতম সে মুঝে সদা ইয়া রব।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৭৬ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

اَلْحَمْدُ لِلّٰه আপনারা শুনলেন তো! আল্লাহ পাকের নেক বান্দাদের মধ্যে ক্ষমা করার মাদানী স্পৃহা কেমন ভরপুর ছিল, সুতরাং আমাদের উচিত যে, আমরাও নিজের মনকে খুশি করার জন্য রাগ করার পরিবর্তে ক্ষমা করে অনেক অনেক সাওয়াব অর্জন করব। اَلْحَمْدُ لِلّٰه আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন দাওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশ আমাদেরকে বান্দার হক সমূহ আদায়ের পাশাপাশি মানুষের ভূল-ত্রুটিকে ক্ষমা করার মন-মানসিকতা প্রদান করে থাকেন। তাই এই বৈশিষ্ট্য দ্বারা সজ্জিত হওয়ার জন্য দাওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যায় اِنْ شَآءَ الله অসংখ্য বরকত নসীব হবে।

আতায়ে হাবীবে খোদা মাদানী মাহল
হে ফয়যানে গাউছ ও রেযা মাদানী মাহল।
সানুওয়ার জায়েগী আখিরাত اِنْ شَآءَ الله
তোম আপনায়ে রাক্কো সদা মাদানী মাহল।

www.dawateislami.net

সালামত রহে ইয়া খোদা মাদানী মাহল,
বাঁচে নযরে বদ সে সদা মাদানী মাহল।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ ৬৪৬-৬৪৭)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! যেমনিভাবে আমরা রিসালাতের যুগ থেকে দূরে সরে যাচ্ছি আমাদের অন্তর থেকে মুসলমানদেরকে ক্ষমা করার স্পৃহা সম্ভবত শেষ হতে চলেছে অথচ আমরা তো সারাদিন কতো ভূল করছি, মুসলমানদের হক সমূহ নষ্ট করছি, তাদের অন্তরে আঘাত দিচ্ছি, তাকে বা তার সাথে সম্পৃক্ত জিনিসের ক্ষতি করছি, কিন্তু সে আমাদের পদ মর্যাদা মান-সম্মান ইত্যাদি সম্মানের কারণে আমাদের ক্ষমা করে দিবে, কিন্তু আফসোস! আমরা তো অন্যের ভূলে ক্ষমা করাকে নিজেদের জীবনের ডিকশনারী থেকে বাদ দিয়েছি যেভাবে কোন শব্দকে ভূলের কারণে বাদ দেয়া হয়। অথচ আল্লাহ পাকের নেককার বান্দাদের ক্ষমা ও মার্জনা করার এই জ্ঞান থাকে যে বুযুর্গদের, গালি প্রদানকারীরও কষ্ট সহ্য করে তাকে ক্ষমা দ্বারা ধন্য করে থাকেন। যেমনিভাবে হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হাসান মুজতাবা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: لَوْاَنَّ رَجُلًا شَتَمَنِیْ فِیْ اُذُنِیْ هٰذِهٖ، وَاعْتَذَرَ اِلَیَّ فِیْ اُذُنِی الْاُخْرٰی لَقَبِلْتُ عُذْرَهٗ অর্থাৎ কেউ যদি আমার এক কানে গালি দেয় এবং অন্য কানে এসে ক্ষমা চাই তাহলে অবশ্যই আমি তার ক্ষমা প্রার্থনাকে গ্রহণ করে নিব।

(বাহায়িমুল মাজালিস ওয়া ইনসাল মাজালিস লি ইবনে আব্দুল বাররা, ২/৪৮৬)

হায়! মুসলমানদের ভূল-ত্রুটিকে ক্ষমা করার এই মাদানী চিন্তা ধারা যদি আমাদেরও নসীব হয়ে যেতো। যদিও এই কাজ নফসের জন্য অনেক কঠিন কিন্তু যদি নিয়্যত মজবুত হয়ে যায় তাহলে কঠিন

www.dawateislami.net

থেকে কঠিন কাজও অবশ্যই সহজ হয়ে যায়, তথাপি কোন কোন সময় কিছু এমন বাঁধার সম্মুখীন হতে হয় যা মানুষকে ক্ষমা করার ক্ষেত্রে বাঁধা প্রদান করে, সুতরাং মানুষের উচিত সে যেন এই বাঁধা দূর করার জন্য ভরপুর চেষ্টা করে।

আসুন! কতিপয় বাঁধা সম্পর্কে শ্রবণ করি, যেমন

প্রথম বাঁধাঃ অহংকার

ক্ষমা করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বাঁধা হলো গর্ব ও অহংকার, অহংকারের সংজ্ঞা হলো এটাই যে, মানুষ নিজে নিজেকে অপরের চেয়ে উত্তম মনে করা। (আল মুফরাদাতি লিল রাগেব ৬৯৭) অহংকারে লিপ্ত মহিলা অপর মহিলাকে ক্ষমা করাকে নিজেন জন্য অপমান জনক মনে করেন, সে মনে করে যে, ক্ষমা করাটা তার মর্যাদার বিপরীত, এভাবে হলে তো আমার সম্মান কমে যাবে, লোকজন কি বলবে, ইত্যাদি। মনে রাখবেন! ক্ষমা করার দ্বারা কখনোই মান সম্মান কমে যায় না বরং পূর্বের চেয়ে আরো কয়েক গুণ বেড়ে যায়।

ক্ষমা করার দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি পায়

নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন, সদকা দেয়ার দ্বারা সম্পদ কমে যায় না আর বান্দা কোন অপরাধীর অপরাধ ক্ষমা করলে তখন আল্লাহ পাক তার (ক্ষমা কারীর) সম্মান বৃদ্ধি করে দেন আর যখন আল্লাহ পাকের জন্য (নম্রতা) প্রদর্শন করেন, তখন আল্লাহ পাক তার সম্মানকে বৃদ্ধি করে দেন। (মুসলিম, কিতাব আল বিররে ওয়াছ ছেলা ১০৭১, হাদীস ২৫৮৮৮)

اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه কে ঐ নেককার বান্দাদের সাথে তুলনা করা হয় যাদের সুন্নাতে ভরা বয়ান সমূহ এবং

www.dawateislami.net

লেখনীর মাধ্যমে মুসলমানগণ ক্ষমা প্রার্থনা করা, ক্ষমা করা এবং বান্দার হক সমূহ আদায় করার শিক্ষা লাভ করেন। তিনি دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর কথা শ্রবণকারীরা এবং দর্শন কারীরা বারবার তাঁর কথা শুনেন এবং দেখেন যে, তিনি دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه নিজের সকল হক সমূহ ক্ষমা করে দিয়েছেন এবং অপর জনকেও হক সমূহ ক্ষমা করে দেয়ার জন্য বিনীতভাবে প্রার্থনা করেন। এভাবে তিনি دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর লেখনীর মধ্যেও তা লক্ষ্য করা যায়, যেমনিভাবে,

মাদানী অসিয়ত

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه তাঁর লিখিত কিতাব "গীবত কি তাবাকারীয়া" এর **১১২** পৃষ্ঠায় লিখেন, আমাকে যে কেউ গালি দেয়, মন্দ বলে, (গীবত করে) আঘাত করে বা কোন প্রকারের মনে কষ্ট দেয়ায় কারণ হয় তাকে আল্লাহ পাকের জন্য আগাম ক্ষমা করে দিচ্ছি, আমি কষ্ট প্রদান কারীর কাছ থেকে প্রতিশোদ নিব না, বিশেষ করে কেউ যদি আমাকে শহীদ করে দেয় তাহলে আমার পক্ষ থেকে তাকে আমার হক সমূহ ক্ষমা করে দিয়েছি, ওয়ারিশ বা উত্তরাধিকারীদের নিকটও আবেদন যে, তার আপন হক যেন ক্ষমা করে দেয় (আর মামলা ইত্যাদি দায়ের না করা) যদি **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুপারিশের সদকায় হাশরের ময়দানে বিশেষ দয়া হয়ে যায়, তাহলে اِنْ شَآءَ الله নিজের হত্যাকারী অর্থাৎ আমাকে যে শাহাদাতের শরবত পান করিয়েছে তাকেও জান্নাতে নিয়ে যাবো শর্ত হচ্ছে যে, তার মৃত্যু ঈমানের উপর হতে হবে। যদি আমার শাহাদাতের কার্যক্রমে আসা হয় তখন এর কারণে কোন প্রকারের আক্রমন এবং হরতাল

করবে না। যদি হরতাল এর নামে লোকজনের ব্যবসা বাণিজ্য জোড় পূর্বক বন্ধ করে দেয়া হয়, দোকান এবং গাড়ির উপর পাথর ইত্যাদি নিক্ষেপ করা হয়, তাহলে বান্দাদের এমন হক নষ্ট করাও কোন মুফতিয়ে ইসলাম জায়েয বলতে পারবে না, এজন্য হরতাল করা হারাম এবং জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মতো কাজ। এভাবে আবেগ প্রবণ হয়ে অগ্রসর হওয়ার দ্বারা দ্বীন ও দুনিয়ার ক্ষতি ছাড়া আর কিছু হতে পারে না। সম্ভবত হাত তালি দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত পাবে কিন্তু সর্বশেষ সুশৃঙ্খল বাহিনী তাদের পাকড়াও করবে।

প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা:

নিহত মুসলমানের জন্য শরীয়তের দৃষ্টিতে ৩টি হক রয়েছে, ১. আল্লাহর হক ২. নিহত ব্যক্তির হক ৩. উত্তরাধিকারীর হক, নিহত ব্যক্তি যদি জীবদ্দশায় আগাম ক্ষমা করে দেন তাহলে শুধু তাঁর হক ক্ষমা হবে, আল্লাহর হক থেকে মুক্তি লাভের জন্য সত্যিকারের তাওবা করতে হবে। উত্তরাধিকারের হক, শুধু উত্তরাধিকারের সাথে সম্পৃক্ত, তারা চাইলে তা ক্ষমা করে দিবে, চাইলে তার বদলা নিতে পারবে। যদি দুনিয়াতে ক্ষমা বা বদলা নেয়ার সুযোগ না হয় তাহলে কিয়ামতের দিন তার হকের দাবী করতে পারবে।

সদকা পিয়ারে কি হায়া কা কেহ না লে মুজ সে,
বখশ বে পুছে লেজায়ে কো লেজানা কিয়া হে হিসাব। (হাদায়িকে বখশিশ ১৭১)

সকল ইসলামী বোনের নিকট হাত জোড় করে অনুরোধ করছি যে, যদি আমি আপনাদের কারো গীবত করে ফেলি, অপবাদ দিই, তিরস্কার করি, অন্তরে কোন প্রকারের কষ্ট দিই তাহলে আমাকে ক্ষমা

করে দিবেন, আমাকে ক্ষমা করে দিবেন এবং আমাকে ক্ষমা করে দিবেন। দুনিয়াতে সবচেয়ে বড় হক হলো বান্দার হক, যার সম্পর্কে চিন্তা করাটাকে আবশ্যক করে নিন যে, আপনার ঐ আমি হক নষ্ট করে দিয়েছি, সেও যদি আরো অধিকতর ছোট হক যা নষ্ট করা করেছে তাও ক্ষমা করে দিন এবং অধিক সাওয়াবের অধিকারী হোন। হাত জোড় করে মাদানী অনুরোধ করে কমপক্ষে একবার অন্তরের অন্তস্থল থেকে বলুন, আমি আল্লাহ পাকের জন্য মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবীকে ক্ষমা করে দিয়েছি। যার ঋণ আমার উপর রয়ে গিয়েছে, আমি কোন জিনিস ধার নিয়েছি আর পূনরায় ফেরত দিই নি তাহলে সে দাওয়াতে ইসলামীর মারকযী মজলিশে শূরার নিগরানের সাথে সাক্ষাৎ করবে, যদি গ্রহণ করতে না চাই তাহলে আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য ক্ষমা প্রদর্শনের মাধ্যমে ধন্য করে পরকালে সাওয়াবের অধিকারী হবে। যে ব্যক্তি আমার দেনাদার, তাকে আমি আমার সকল ব্যক্তিগত ঋণ থেকে ক্ষমা করে দিয়েছি। ইয়া ইলাহী:

তু বে হিসাব বখশ কে হে বে হিসাব জুরম
দেতা হো ওয়াসেতা তুজে শাহে হিজায কা

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

দ্বিতীয় বাঁধা : রাগ

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! ক্ষমা প্রার্থনা করার ক্ষেত্রে একটি বড় বাঁধা হলো রাগ, রাগ এমন একটি ক্ষতি গ্রস্থ রোগ যা মানুষকে ক্ষমা করতে প্রস্তুত হতে দেয় না, রাগকারী নিজের জেদকে প্রাধান্য দিতে থাকে যে, অমুক আমার অন্তরে আঘাত দিয়েছে সুতরাং তাকে ক্ষমা করার প্রশ্নই আসতে পারেনা। মনে রাখবেন! ভূল মানুষেরই হয়,

সুতরাং ছোট ছোট কথার দ্বারা রাগ করা ভাল কথা না, মানলাম যে, অমুক ইসলামী বোন আপনার অন্তরে অনেক আঘাত দিয়েছে কিন্তু মনে রাখবেন! যদি আমরা বদলা নেয়ার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও তাকে ক্ষমা করে দিই তাহলে আল্লাহ পাকও তাকে ক্ষমা করে দিবেন। আসুন! উৎসাহ গ্রহণার্থে একটি ঈমান উদ্দীপক ঘটনা শ্রবণ করি এবং নিজের মধ্য থেকে নাজায়িয রাগের অভ্যাস দূর করে আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি অর্জন করি। যেমনিভাবে

লবণ অতিরিক্ত দিয়েছেন

শায়খে তরিকত আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه তাঁর রিসালা রাগের চিকিৎসা এর ১৩ নং পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেন, কথিত আছে যে, এক ব্যক্তির স্ত্রী খাবারের মধ্যে রবণ অতিরিক্ত দিয়েছেন, সে লোকটির রাগ এল, কিন্তু তারপরও এটা ভেবে উক্ত রাগ দমন করে ফেলল যে, আমিও ভূল করি, অপরাধ করি। আজ যদি আমি আমার স্ত্রীর ভূলের কারণে তাকে কঠোরতা দেখিয়ে শাস্তি প্রদান করি তাহলে কখনও যাতে এমন না হয় যে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ পাকও আমার পাপ ও দোষ ত্রুটির কারণে আমাকেও শাস্তি প্রদান করবেন। তাই এ কথা ভেবে সে তার স্ত্রীর প্রতি সদয় হল । ক্ষমা প্রদর্শন করল, মৃত্যুর পর তাকে কেউ স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করল, আল্লাহ পাক তোমার সাথে কিরূপ আচরণ করেছেন? তিনি উত্তর দিলেন, ইহকালে আমার পাপের কারণে শাস্তির উপযুক্ত ছিলাম, তবে আল্লাহ পাক ইরশাদ করলেন, **আমার বান্দি তরকারীতে লবণ বেশি দিয়েছিল কিন্তু তুমি তাকে ক্ষমা করে দিয়েছিলে, যাও!**

www.dawateislami.net

আমি ও আজ তার সাথে তোমার ব্যবহারের কারণে তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম।

রহমত দা দরিয়া ইলাহী হার দম ওয়া গদা তেরা
জে ইক কৃতরা বখশিশ মাইনো গাম বন জা'ওয়ে মেরা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

তৃতীয় বাঁধা: ইলমে দ্বীন ও সৎ সঙ্গ থেকে দূরে থাকা

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! ক্ষমা করার ক্ষেত্রে একটি বাঁধা হলো ইলমে দ্বীন এবং সৎ সংস্পর্শ থেকে দূরে থাকা। যে ইলমে দ্বীনের দৌলত এবং সৎ সংস্পর্শের বরকত থেকে বঞ্চিত থাকে হয়তঃ এমন মহিলাকে ক্ষমা করার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত করা শয়তানের জন্য সহজ যায়। বর্তমানে আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন দাওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশ আমাদের সামনে উম্মুক্ত কিতাবের মতো। اَلْحَمْدُ لِلّٰه এই পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার বরকতে আমাদের এই উভয় নেয়ামত দৃষ্টি গোচর হতে পারে। সুতরাং আপনিও ইলমে দ্বীনের দৌলত পাওয়ার এবং সৎ সংস্পর্শের ফয়যান দ্বারা ধন্য হওয়ার জন্য দাওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত থেকে, ইসলামী বোনদের সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় নিয়মিত অংশ গ্রহণ করুন। মাকতাবাতুল মদীনা হতে প্রকাশিত রিসালা ও কিতাব অধ্যয়ন করুন, اِنْ شَآءَ الله ধীরে ধীরে অন্তরে ক্ষমা করার এবং ক্ষমা প্রার্থনা করার স্পৃহা জাগ্রত হবে।

ইহা সুন্নাতে শিখনে কো মিলে গী দিলায়ে গা খওফে খোদা মাদানী মাহল
তো আবে নামাযী হে দেতা নামাযী খোদা কে করম সে বানা মাদানী মাহল

www.dawateislami.net

গুনাহগারো আও, সিয়া কারো আও গুনাহো কো দেগা ছুঁড়া মাদানী মাহল

(ওয়াসায়িলে বখশিশ ৬২৭-৬২৮)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! বয়ান শেষ করার পূর্বে সুন্নাতের ফযীলত এবং কতিপয় **"সুন্নাত ও আদব"** বয়ান করার সৌভাগ্য অর্জন করছি। **মদীনার তাজেদার, হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে ভালবাসলো সে (মূলত) আমাকে ভালবাসলো আর যে আমাকে ভালবাসলো সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে।" (মিশকাতুল মাসাবীহ, ২য় খন্ড, ৫৫ পৃষ্ঠা, হাদীস-১৭৫)

সিনে তেরী সুন্নাত কা মদীনা বনে আকা জান্নাত মে পরোসী মুঝে তুম আপনা বানানা

নখ কাটার ৯টি মাদানী ফুল

আসুন! শায়খে তরিকত আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর রিসালা **১০১** মাদানী ফুল হতে নখ কাটার সুন্নাত ও আদব সমূহ শ্রবণ করি: ❁ জুমার দিন নখ কাটা মুস্তাহাব। অবশ্য যদি বড় হয়ে যায়, তবে জুমার দিনের জন্য অপেক্ষা করবেন না। (দুররে মুখতার, ৯ম খন্ড, ৬৬৮ পৃষ্ঠা) সদরুশ শরীয়া মাওলানা আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: বর্ণিত আছে; যে ব্যক্তি জুমার দিন নখ কাটবে, **আল্লাহ্ তাআলা** তাকে পরবর্তী জুমা পর্যন্ত বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করবেন এবং তিন দিন অতিরিক্ত অর্থাৎ দশদিন পর্যন্ত। অন্য বর্ণনায় এটাও রয়েছে: যে ব্যক্তি জুমার দিন নখ কাটবে, তবে রহমতের শুভাগমন হবে এবং গুনাহ দূরীভূত হবে। (দুররে মুখতার, রদ্দুল মুহতার, ৯ম খন্ড, ৬৬৮ পৃষ্ঠা। বাহারে শরীয়াত, ১৬তম খন্ড, ২২৫, ২২৬ পৃষ্ঠা) ❁ হাতের নখ কাটার পদ্ধতি পেশ করা হচ্ছে: সর্বপ্রথম

www.dawateislami.net

ডান হাতের শাহাদাত আঙ্গুল থেকে শুরু করে ধারাবাহিকভাবে কনিষ্ঠা আঙ্গুলের নখ কাটবেন, তবে বৃদ্ধাঙ্গুল ছেড়ে দিবেন। এবার বাম হাতের কনিষ্ঠা আঙ্গুল থেকে শুরু করে ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধাঙ্গুলের নখ কাটবেন। এখন সবশেষে ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলের নখ কাটবেন। (ইহইয়াউল উলূম, ১ম খন্ড, ১৯৩ পৃষ্ঠা) ❋ পায়ের নখ কাটার কোন সুনির্দিষ্ট নিয়ম নেই তবে উত্তম হচ্ছে; ডান পায়ের কনিষ্ঠা আঙ্গুল থেকে শুরু করে ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধাঙ্গুলের নখ পর্যন্ত কেটে নিন অতঃপর বাম পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুল থেকে শুরু করে কনিষ্টা আঙ্গুলের নখ কাটুন। (প্রাগুক্ত) ❋ অপবিত্রাবস্থায় (অর্থাৎ গোসল ফরয অবস্থায়) নখ কাটা মাকরূহ। (আলমগীরী, ৫ম খন্ড, ৩৮৫ পৃষ্ঠা) ❋ দাঁত দ্বারা নখ কাটা মাকরূহ এবং এর দ্বারা শ্বেত রোগ হওয়ার আশংকা রয়েছে। (প্রাগুক্ত) ❋ কর্তিত নখ মাটিতে পুতে দিন, (প্রাগুক্ত)

এভাবে হাজারো সুন্নাত শিখার জন্য মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ২টি কিতাব, বাহারে শরীয়ত ১৬তম অংশ ৩১২ পৃষ্ঠা, ১২০ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব সুন্নাত আওর আদব। আমীরে আহলে সুন্নাত এর দুটি রিসালা **"১০১ মাদানী ফুল"** এবং ৪৩ পৃষ্ঠা সম্বলিত **"১৬৩ মাদানী ফুল"** উপযুক্ত মূল্যে সংগ্রহ করে পাঠ করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

বয়ানঃ ১৬

প্রত্যেক মুবাল্লিগা বয়ান করার পূর্বে কমপক্ষে তিনবার পাঠ করুন

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

দরূদ শরীফের ফযীলত

হযরত তালহা আনসারী رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ বলেন, একবার আমি প্রিয় নবী হুযুর পূরনূর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে দেখলাম যে, তাঁর নূরানী চেহারায় খুশির প্রভাব পরিলক্ষিত হচ্ছিল, আমি আরয করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আজ আপনাকে খুব প্রফুল্ল দেখাচ্ছে, তখন নবী করীম রউফুর রহীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন, জিবরাঈল আমীন আমার নিকট এসে সংবাদ প্রদান করেছে যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم যে ব্যক্তি আপনার উপর একবার দরূদ শরীফ পাঠ করবে আল্লাহ পাক তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন, দশটি গুনাহ ক্ষমা করেন, দশটি মর্যাদা বৃদ্ধি করেন। (মসনদে ইমাম আহমদ ৫/৫০৯ হাদীস ১৬৩৫২)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি এবং সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রথমে ভালো ভাল নিয়্যত করে নিই। **প্রিয় নবী, হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهٖ" মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম। (মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস ৫৯৪২)

www.dawateislami.net

মাসআলা: নেক ও জায়িয কাজে যত বেশি ভালো নিয়্যত, সাওয়াবও তত বেশি।

বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নিয়্যতের মাঝে পরিবর্তন করা যেতে পারে। দৃষ্টিকে নত রেখে গভীর মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো। হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে **ইলমে দ্বীনের** সম্মানার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো। প্রয়োজনে সংকুচিত হয়ে ও সামনে এগিয়ে অন্য ইসলামী বোনদের জন্য জায়গা প্রসারিত করবো। ধাক্কা ইত্যাদি লাগলে ধৈর্যধারণ করবো, ধমকানো, ঝগড়া করা বা বিশৃংখলা করা থেকে বেঁচে থাকবো। تُوْبُوْا اِلَى الله! ,اُذْكُرُ الله! ,صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীনীর মনতুষ্টির জন্য নিম্নস্বরে উত্তর প্রদান করবো। ইজতিমার পর নিজেই আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করবো। বয়ানের সময় অযথা মোবাইল ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকবো, বয়ান রেকর্ড করবো না এবং এমন কোন প্রকার আওয়াজ করবো না যার অনুমতি নেই। যা কিছু শুনবো, তা শুনে এবং বুঝে এর উপর আমল করবো আর তা পরে অপরের নিকট পৌঁছিয়ে নেকীর দাওয়াতকে প্রসার করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আজ আমাদের বয়ানের বিষয় হচ্ছে, "মৃত্যু থেকে শিক্ষা গ্রহণ করুন" এতে কোন সন্দেহ নেই যে, আমাকে এই দুনিয়ায় অল্প সময়ের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে কিন্তু আমরা এই দুনিয়ার মধ্যে নিজের প্রতিপালকের স্মরণ এবং মৃত্যু থেকে উদাসীন

www.dawateislami.net

হয়ে নিজের ভবিষৎ জীবন উজ্জ্বল করার চিন্তায় মগ্ন হয়ে গিয়েছি, আর এই চিন্তা ভাবনা করেই জীবন অতিবাহিত করছি যে, কখনো আমারও বিশাল ঘর হবে, আমার নিকট ধন-সম্পদের ভান্ডার হবে, নিত্য নতুন জ্ঞান ও বিদ্যার ডিগ্রী অর্জন করবো, আমার সন্তানও উচ্চ বিদ্যাপীঠ থেকে শিক্ষা অর্জন করবে ইত্যাদি। আজকের বয়ানে আমরা মৃত্যুর পূর্বে নিজেদের মধ্যে আখিরাতের চিন্তা সৃষ্টি করা এবং উদাসীনতার স্বপ্ন থেকে জাগ্রত হওয়ার জন্য শিক্ষনীয় মৃত্যুর ব্যাপারে শ্রবণ করব এবং তা থেকে শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণ করব, আসুন! সর্ব প্রথম একটি ঘটনা শ্রবণ করি, যেমনিভাবে,

এটি শিক্ষা অর্জনের জায়গা, তামাশার নয়

হযরত আবু সালেহ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ হতে বর্ণিত যে, হযরত হিকিল বিন যিইয়াদ আউযায়ি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বয়ানের মাঝখানে ইরশাদ করলেন, হে লোকেরা! তোমরা আল্লাহ পাকের ঐ নিয়ামত সমূহের অধিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো যার কারণে তোমরা আল্লাহ পাকের প্রজ্জ্বলিত ঐ আগুন হতে দূরে রাখবে যা অন্তরে পর্যন্ত ছেঁয়ে গিয়েছে। তোমরা এমন ঘরে রয়েছ যার মধ্যে তোমরা অল্প সময়ের জন্য অবস্থান করছো এবং তোমরা খুব অল্প সময়ের জন্য ঐ সকল লোকদের প্রতিনিধি হয়ে এসেছ যাদের বয়স তোমাদের চেয়ে বেশি ছিল, তাঁদের শরীর তোমাদের চেয়ে লম্বা ছিল, তাঁরা পাহাড় বিদীর্ণ ও গর্ত করত এবং পাথর সমূহ নিক্ষেপ করতো। তাঁরা এমন লড়াকু এবং সাহসী ছিল যে, শহরে পৌঁছে জোড়ালো আক্রমন করতো, তাঁদের শরীর স্তম্ভের মতো ছিল। তাঁরা এই ধ্বংসশীল দুনিয়ার মধ্যে অনেক কম সময় অতিবাহিত

www.dawateislami.net

করেছেন। দিনের বিবর্তনে তাদের দীর্ঘ বয়সের কথা মুচে গিয়েছে, তাদের নিদর্শন সমূহ বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে, তাদের আবাস স্থল সমূহকে মরু ভূমির সাথে মিশিয়ে দেয়া হয়েছে, তাদের আলোচনা ভূলিয়ে দেয়া হয়েছে, তাদের কেউ অবশিষ্ট্য নেই, যে সকল লোক গর্জন করে কথা বলতো মারা যাওয়ার পর কখনো তাদের অস্পষ্ট আওয়াজ শুনা যায়নি, সে মিথ্যা ধোঁকার আশায় পড়ে আনন্দ ও স্ফূর্তির মাধ্যমে জীবন অতিবাহিত করেছিল, তারা মানুষের পরিণতি থেকে শিক্ষা অর্জন করে নি এবং উদাসীনতার উপত্যকায় বিচরত করতে থাকে। হঠাৎ রাতের সময় তাদের উপর আল্লাহ পাকের আযাব অবতীর্ণ হলে তখন তাদের মধ্যে অধিকাংশরা আপন ঘরের মধ্যে শয়ন অবস্থায় থাকতো (মৃত্যু মুখে পতিত হয়) যারা বাকী থেকে গিয়েছে সে আযাবের প্রভাব ও নিদর্শন সমূহ, হ্রাসকৃত নেয়ামত এবং ধ্বংস ও নষ্ট হওয়া ঘর গুলোকে দেখতে লাগলো, এই আলোচনার মধ্যে ঐ সকল লোকদের জন্য শিক্ষনীয় নিদর্শন রয়েছে যারা ভয়ানক শাস্তিকে ভয় পাচ্ছে। তাদের পর তোমাদের বয়স কম হয়ে গিয়েছে, দুনিয়া ধ্বংসের দিকে তীব্র গতিতে ধাবিত হচ্ছে, এখন চারিদিকে মন্দের শাসন কাজ চলছে, দয়া ও ক্ষমা প্রার্থনা পিছনে ফিরে গিয়েছে, কল্যাণ কামনা ও নম্রতা বিদায় নিয়েছে, এখন শিক্ষনীয় ভয়াবহতা, বিভিন্ন প্রকারের শাস্তি, ঝগড়া বিবাদ, অনিশ্চয়তার পরিপূর্ণতা এবং পূর্ববর্তী লোকদের অসৎ আচরণ বাকী রয়ে গিয়েছে যার কারণে স্থলে এবং সমুদ্রে ঝগড়া - বিবাদে পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছে, হে লোকেরা! তোমরা ঐ সকল উদাসীনদের মতো হয়ো না যারা দীর্ঘ হায়াতের মিথ্যা আশার ধোঁকার শিকার হয়েছিল।

(উয়ূনুল হিকায়াত ১০৭)

www.dawateislami.net

মিলে খাক মে আহলে শাঁ কেইসে কেইসে, মকি হোগে লা মকা কেইসে কেইসে।
হো য়ে না মোর বে নিশা কেইসে, যমি কাহা গেয়ি নওজোয়ান কেইসে কেইসে
জাগাজি লাগানে কি দুনিয়া নেহী হে, ইয়ে ইবরত কি জা হে তামাশা নেহী হে

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আফসোস শত কোটি আফসোস যে, বর্তমানে আমরা ধন সম্পদ জমা করার, অহেতুক ফ্যাশেনে লিপ্ত এবং দুনিয়ার রঙে রঙ্গিন হতে আমরা ব্যস্ত হয়ে গিয়েছি। প্রতিদিন না জানি কতো লোকের মৃত্যুর খবর শুনছি, যেমন অমুক ব্যক্তি ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়েছে, তার ইন্তেকাল হয়ে গিয়েছে, অমুক স্টোক করেছে হঠাৎ মৃত্যু বরণ করেছে, অমুকের গুলি লেগেছে এবং সে মৃত্যুর ঘাট পার হয়ে গিয়েছে। কাউকে নিজের হাতে গোসল এবং কাফন দিচ্ছি, কিন্তু দুঃখের সময় অতিবাহিত হওয়ার পর আবার ঐ দুনিয়াবী কাজে আমরা লিপ্ত হয়ে যায়। মনে রাখবেন! যেভাবে আজ আমরা কাউকে দিচ্ছি, কাফন পরিধান করিয়ে কবর স্থানে গমন করছি, এক দিন আমাদের সাথেও এই আচরণ করা হবে কেননা মৃত্যু নিশ্চিত এবং প্রত্যেককে এর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে এবং ভালো কাজের আমলের পুরস্কার প্রদানের ক্ষেত্রে নিজের আমল অনুযায়ী প্রতিদান প্রদান করা হবে, যেমনিভাবে পারা ১৭ সূরা আম্বিয়া আয়াত নং ৩৫ ইরশাদ করেন:

كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ ؕ وَنَبْلُوْكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً ؕ وَاِلَيْنَا تُرْجَعُوْنَ ﴿۳۵﴾

(পারা ১৭ সূরা আম্বিয়া আয়াত ৩৫)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ প্রত্যেক প্রাণকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে এবং আমি তোমাদেরকে পরীক্ষা করি মন্দ ও ভাল দ্বারা পরখ করার জন্য এবং আমার প্রতি তোমাদেরকে ফিরে আসতে হবে।

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! বাস্তব ঘটনা হলো এটাই যে জীবনের শরবত পান করে নিয়েছে তাকে মৃত্যুর শরবতও পান করতে হবে। ধনী হোক বা গরীব, আলিমা হোক বা গাইরে আলিমা, মুসলিম হোক বা অমুসলিম হোক তাকে অবশ্যই মৃত্যুর সম্মুখীন হতে হবে। আমরা দুনিয়ার যে প্রান্তেই থাকিনা কেন এবং নিজের মতো করে মৃত্যু থেকে বাঁচার জন্য চাই, যতই ব্যবস্থ করি কিন্তু যাই হোক মৃত্যু আসবেই, যেমনিভাবে পারা ৫ সূরা নিসা আয়াত নং ৭৮ ইরশাদ করেন:

اَیْنَ مَا تَكُوْنُوْا یُدْرِكْكُّمُ الْمَوْتُ وَ لَوْ كُنْتُمْ فِیْ بُرُوْجٍ مُّشَیَّدَةٍؕ

(পারা ৫ সূরা নিসা আয়াত ৭৮)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: তোমরা যেখানে থাকো না কেন মৃত্যু তোমাদেরকে পেয়ে বসবে যদিও সুদৃঢ় দুর্গ সমূহে আবস্থান করো।

এই আয়াতে মোবারাকার ব্যাখ্যায় তাফসীরে নাঈমীতে রয়েছে যে, প্রত্যেক ব্যক্তির মৃত্যুর সময়, মৃত্যুর জায়গা নিদিষ্ট আছে কেউ এ থেকে কোন পরিকল্পনা এবং কোন প্রকারের কৌশল দ্বারা বাঁচতে পারবে না, তোমরা যেখানেই থাক না কেন সময় মতো মৃত্যু তোমাদের নিকট অবশ্যই পৌঁছে যাবে, যদিও তোমরা সুদৃঢ় দূর্গ বা আসমানের চূড়াই পৌঁছে যায়। জীবনের হিফযতের জন্য কতইনা ব্যবস্থা করে থাকি কিন্তু মৃত্যু তো অবধারিত।

(তাফসীরে নাঈমী পারা ৫ সূরা নিসা ৭৮ আয়াতের পাদটীকা, ৫/২৪২)

একদিন মরনা হে আখির মাওত হে, কর লে জো করনা হে আখির মাওত হে
ইয়াদ রাখ হার আন আখির মাওত হে, বন তো মত আনজাম আখির মাওত হে
মরতে জাতে হে হাজারো আদমী, আখিল ওয়া নাদান আখির মাওত হে

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! যখন শরীর থেকে রূহ হবে তখন ঐ সময় বড়ই ভয়াবহ এবং কঠিন হবে, শরীর মৃত্যুর যন্ত্রনা অনূভব করবে এই পর্যন্ত যে মৃত্যুর এই তিক্ততার প্রভাব মৃত্যুর পরও বাকী থাকবে, আসুন! এই ব্যাপারে একটি ঘটনা শ্রবণ করি, যেমনিভাবে

মৃত্যুর পরও মৃত্যুর তিক্ততা

হযরত ঈসা রূহুল্লাহ عَلَيْهِ السَّلَام হযরত নূহ নাজিয়ূল্লাহ عَلَيْهِ السَّلَام এর সন্তান হযরত শাম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর কবরের পাশ দিশে গমন করছিলেন, তখন বনী ইসরাঈলরা আরয করল: হে রূহুল্লাহ! আল্লাহ পাকের দরবারে দোয়া করুন যে, তিনি যেন এই কবরবাসীদেরকে জীবিত করে দেন যাতে আমরা তার কাছ থেকে মৃত্যুর আলোচনা শুনতে পারি। সুতরাং হযরত ঈসা রূহুল্লাহ عَلَيْهِ السَّلَام ঐ কবরের নিকট দুই রাকাত নামায আদায় করার পর আল্লাহ পাকের নিকট হযরত শাম বিন নূহ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে জীবিত করার জন্য দোয়া করেন, তখন আল্লাহ পাক তাঁকে জীবিত করে দিলেন। তিনি মাথা থেকে মাটি ঝাড়তে ঝাড়তে দাঁড়িয়ে গেলেন, তাঁর মাথার চুল এবং দাড়ি সাদা হয়ে গিয়েছিল, হযরত ঈসা রূহুল্লাহ عَلَيْهِ السَّلَام জিজ্ঞাসা করলেন, এই সাদা হওয়া তো তোমাদের যুগে ছিল না, তিনি বললেন, হে রূহুল্লাহ! আমি আওয়াজ শুনে মনে করেছিলাম যে, কিয়ামত হয়ে গিয়েছে, এই ভয়ে আমার মাথার চুল এবং দাড়ি সাদা হয়ে গিয়েছে, হযরত ঈসা রূহুল্লাহ عَلَيْهِ السَّلَام জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার ইন্তেকাল করেছো কতো দিন হয়েছে? তিনি বললেন চার হাজার বছর হয়েছে কিন্তু এখনো পর্যন্ত মৃত্যুর যন্ত্রনা এবং তিক্ততা আমার নিকট থেকে যায়নি।

(আর রাউযুল ফায়েক ২৮৫)

www.dawateislami.net

কিয়া খুমি হো দিল কো চান্দ যিসাত সে, গামযাদাহ হে জান আখির মাওত হে
মুলখে ফানি মে ফানা হার শায় কো হে, সুন লাগা কর কান আখির মাওত হে
বারহা ইলমী তুজে সামজা চুকে, মান ইয়া মাত মান আখির মাওত হে

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

মৃত্যুর যন্ত্রনা

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! জানতে পারলাম যে, প্রাণ বের হওয়ার কষ্ট এবং মৃত্যুর ভয়াবহতা অনেক কঠিন হয়ে থাকে। একটু চিন্তা করুন! যদি আমাদের হাতে চুরি লেগে যায় বা পায়ে কাটা বিদ্ধ হয়ে যায় তখন কেমন কষ্ট হয়, কেমন ঘৃণা করি, আমাদের সামনে কারো আঙ্গুল কেটে গেলে এবং রক্ত প্রবাহিত হলে তখন আমাদের শরীরের কম্পনে তরঙ্গের সৃষ্টি হয় এবং আমাদের কেউ কারো এই কষ্ট দেখতে চাই না, অথচ মৃত্যুর কষ্ট তো চুরি দ্বারা কাটা, করাত এর আঘাতে ছিড়ে যাওয়া এবং তরবারির আঘাত থেকেও অধিক কষ্টের, আমরা তা কিভাবে সহ্য করবো।

বর্ণিত রয়েছে: মৃত্যুর যন্ত্রনা তরবারির আঘাতের চেয়েও অধিক কঠিন, তার ব্যথা কাঁচি দ্বারা কেটে যাওয়া এবং করাত দ্বারা ছিড়ে যাওয়া থেকেও অধিক কষ্টের হয়ে থাকে। এজন্য তরবারী দ্বারা কেটে যাওয়ার কষ্ট শরীরের মধ্যে শুধু ঐ সময় পর্যন্ত বাকী থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত তার হায়াত বাকী থাকে। এই কারণে আহত ব্যক্তি চিৎকার করে এবং প্রার্থনা করে। অথচ মৃত্যুর আচরণ তার বিপরীত কেননা মৃত ব্যক্তির রূহের উপর প্রদান কৃত ব্যথা ও আঘাতের কঠিনতা তার আওয়াজকে নিঃশেষ করে দেয় এবং শক্তিকে দূর্বল করে দেয়, মৃত্যু শরীরের প্রত্যেক অঙ্গকে অকেজো ও শক্তিহীন করে দেয়, তার প্রার্থনা

করার শক্তি ছিনিয়ে নেয়া হয়, জ্ঞান কে স্তব্ধ এবং যবানকে চুপ করে দেয়। (আর রাওযুল ফায়েক ২৮১)

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! চিন্তা করুন! মৃত্যুর সময় মৃত ব্যক্তি কেমন অসহায় ও দূর্বল হয়ে যায়, মৃত্যু তার যবানকে চুপ করে দেয় যদি মৃত ব্যক্তি কাউকে সাহায্যের জন্য ডাকতে চাই তাহলে ডাকতে পারে না। আমাদের এটা জানা রয়েছে যে আমাদেরও মৃত্যু বরণ করতে হবে কিন্তু এরপরও তার প্রস্তুতি গ্রহণ করার পরিবর্তে নিজেকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছি, আমি তো পূর্বের দিনই চেকআপ করিয়েছি, আমার কোন রোগ নেই, এখনো দীর্ঘ হায়াত বাকী রয়েছে পরবর্তীতে তাওবা করে নেক কাজ করে নিব, বৃদ্ধা হয়ে খুব বেশি নামায পড়বো, রাত জাগরণও করবো প্রতিদিন কোরআনে পাকের তিলাওয়াতকে অভ্যাসে পরিণত করবো এবং আপন প্রতিপালককে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করবো, অথচ

আমাদের নিকট এই কথার কি নিশ্চয়তা রয়েছে যে, আমরা বৃদ্ধা হওয়া পর্যন্ত জীবিত থাকব, বৃদ্ধা হওয়া তো অনেক দূরের কথা আমাদের তো এটাও জানা নেই যে, আজকের দিন আমাদের জীবনের শেষ দিন বা আগামী কালকের রাত আমাদের জীবনের শেষ রাত হবে, আমাদের নিকট তো এর জামানত নেই যে একটি শ্বাস ফেলার পর দ্বিতীয় বার শ্বাস নিতে পারব নাকি পারবো না? সম্ভবত আমরা যে শ্বাস নিচ্ছি তা শেষ নি:শ্বাসও হতে পারে, দ্বিতীয় নি:শ্বাস নেওয়ার সুযোগ নাও আসতে পারে! আগামী দিন এই সংবাদ শুনতে হবে যে, অমুক ব্যক্তি ভালভাবে বসে কথা বলছিল, তেমন কোন রোগ ছিল না কিন্তু হঠাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মস্তিষ্কের রগ ফেটে যায় এবং কিছুক্ষণের

মধ্যে মৃত্যুর ঘাট পার হয়ে যায়। সুতরাং অতিরিক্ত আঙ্খাকা এবং দীর্ঘ আশা করার পরিবর্তে সব সময় নিজের মৃত্যুকে স্বরণ করা উচিত, কেননা দীর্ঘ সময় পর্যন্ত জীবিত থাকার আশা মৃত্যু থেকে উদাসীন করে দেয় এবং এই আশা নিয়ে বাঁচতে বাঁচতে হঠাৎ মৃত্যুর সময় চলে আসে।

হযরত ইমাম গাযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: দীর্ঘ সময় ধরে বেঁচে থাকার আশা অন্তরে বাধা মূর্খতা এবং অজ্ঞতার কারণে হয়ে থাকে, মূর্খতা ও অজ্ঞতা হলো এটাই যে, মানুষ নিজের যৌবনের উপর ভরসা করে বসে এবং বৃদ্ধ বা বৃদ্ধা হওয়ার পূর্বে মৃত্যুর চিন্তা অন্তর থেকে বের করে দেয়, সুতরাং তাদের উচিত যে, তারা যেন ঐ কথাকে স্মরণ করে, লাখো বাচ্চা যৌবনের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছার পূর্বে মৃত্যুর শিকার হয় নি? হাজারো মানুষ কি যৌবনে পদার্পনে সময় মৃত্যুর সাথে আলিঙ্গন করে নি? শতশত যুবতী পূর্ণ যৌবন অবস্থায় মৃত্যুর শিকার হয় নি? অনেক যুবতী কি অসুস্থতার শিকার হয়নি? তাদের কথা গভীরভাবে চিন্তা করার সাথে সাথে এই কথাও অন্তরে ধারণ করে নিন যে, মৃত্যুর ক্ষমতা তার হাতে নেই যে, যখন সে চাইবে তখন তার মৃত্যুর সময় আসবে, এভাবে গভীর চিন্তা করার দ্বারা اِنْ شَآءَ الله উদাসীনতা দূর হয়ে যাবে এবং নেককাজ করার মন মানসিকতা সৃষ্টি হবে। (কিমিয়ায়ে সাদাত ২/৯৯৫)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আসুন! নিজেদের অন্তরে আল্লাহ পাকের ভয় সৃষ্টি করার জন্য এবং ধ্বংসশীল দুনিয়ার সৌন্দর্যের পিছনে ছুটা থেকে বাঁচার জন্য একটি শিক্ষনীয় ঘটনা শ্রবণ করি, যেমনিভাবে,

ভয়ানক গর্জনের আওয়াজ আসতে লাগল

হযরত সাঈদ বিন হাশেম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমাদের পরিচিত ব্যক্তিদের একজনের বিবাহের ব্যবস্থা করা হয়েছিল, তাদের ঘর কবর স্থানের খুবই নিকটে ছিল, যখন বিবাহের ব্যবস্থা করা হয়েছিল তখন তার পিতা তার পরিবারের সদস্যদের নিয়ে একটি ঘরোয়া অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেন এবং তাতে খুব ড্রামা বাজানো হয়েছে এবং নাচ হয়েছে, হঠাৎ কবর স্থান থেকে একটি গর্জনের আওয়াজ আসল এবং ঐ আওয়াজটি একটি আরবী পংক্তি আকারে রূপ নিয়েছিল, যার অনুবাদ হলো এটাই : হে ক্ষণস্থায়ী কৌতুক তামাশার স্বাদ গ্রহণে ব্যস্ত ব্যক্তিরা! হে নাচ গানের স্বাদ গ্রহণে মগ্ন ব্যক্তিরা! হে মিউজিক এবং সংগীতের তালে মত্তকারীরা! মৃত্যু সকল খেল তামাশাকে নি:শেষ করে দিবে, মৃত্যু তোমাদের নাচ গানের আসরকে নি:শেষ করে দিবে, এমন অনেক লোক যারা নিজেদের স্বাদের মধ্যে ব্যস্ত থাকে, মৃত্যুর একটি আক্রমন তাদেরকে নিজের পরিবার পরিজন থেকে পৃথক দিবে। এই ভয়ানক আওয়াজ আসতেই সবাই কম্পন করে উঠল, বরও অনেক ভয় পেয়ে গেল এবং হযরত সাঈদ বিন হাশেম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন, আল্লাহ পাকের শপথ, কিছু দিন পর ঐ যুবক বরের ইন্তেকাল হয়ে গেল। (শরহুস সুদূর ২১৭)

ইয়াহি তুজ কো দুন হে রহো সব সে বালা, হো যিনাত নিরালি হো ফ্যাশেন নিরালা
জিয়া করতা হে কিয়া ইয়ু নেহী মরনে ওয়ালা?
জাগা জি লাগা নে কি দুনিয়া নেহী হে, ইয়ে ইবরাত কি জা হে তামাশা নেহী হে
জব ইস বযম সে দোস্ত উঠতে হে আকছর, আওর উঠতে চলে জা রহে হে বরাবর
ইয়াহা পর তেরা দিল বাহালতা হে কিয়ুঁ নাকর?
জাগা জি লাগা নে কি দুনিয়া নেহী হে, ইয়ে ইবরাত কি জা হে তামাশা নেহী হে

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! এই শিক্ষনীয় ঘটনা শুনে আমাদের ভয় করা উচিত এবং বিবাহের মতো সুন্নাত আদায়ের ক্ষেত্রে শরীয়ত বিরোধী কাজ থেকে বেঁচে থাকা চাই তা না হলে হয়ত: আল্লাহ পাক এবং তাঁর রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বিধানের বিপরীত করার দ্বারা এই বিবাহের অনুষ্ঠান কোলাহল পূর্ণ হওয়ার পরিবর্তে নষ্ট ঘরে পরিণত হবে। আজ যদি আমরা আমাদের সমাজের দিকে দৃষ্টি পাত করি তাহলে বিবাহের মধ্যে কেমন কেমন শরীয়ত বিরোধী কার্যকলাপ হয় তা কারো নিকট থেকে গোপন নয়, যেমন বিবাহের দিন ঘনিয়ে আসতেই ঘরের মধ্যে আত্মীয়দের ধারাবাহিক আগমন শুরু হয়ে যায়, সন্ধ্যা হতেই ঘরের মধ্যে ড্রামা বাজানো, বিধর্মীদের সংস্কৃতি চর্চা শুরু হয়ে যায়, নাচ ও গানের আসর সজ্জিত হতে থাকে যা গভীর রাত অবধি চলতে থাকে, অথচ এই সবকিছু ভীতিকর পরিণতির মাধ্যম, হাদীসে পাকে বর্ণিত রয়েছে: এই উম্মতকে জমিনের মধ্যে ধ্বসিয়ে দিবে, চেহারা বিকৃত করে দিবে এবং পাথরের বর্ষণ করবে। মুসলমানদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি আরয করল: ইয়া রাসূলাল্লাহ! এগুলো কখন হবে? ইরশাদ করলেন, গান পরিবেশন কারী পুরুষ বা মহিলা এবং বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার ব্যাপক হয়ে যাবে ও মদ্যপায়ীরা মদ পান করবে। **(তিরমিযী, কিতাবুল ফিতান ৪/৯০ হাদীস ২২১৯)**

বিবাহের অনুষ্ঠানের মধ্যে বিভিন্ন আসর হয়ে যায় এবং এরপর কুদৃষ্টি, বেপর্দা, এবং হারাম কাজ বন্ধ না করার কার্যাদি শুরু হয়ে যায়, টেপ রেকর্ডার বা ইকু সিস্টেমে সারা রাত দিন গান চালাতে থাকে। মনে রাখবেন! বাদ্যযন্ত্রের মাধ্যমে গান শুনা গুনাহ বরং কোথাও থেকে এ আওয়াজ আসলে তবে ঐখান থেকে সরে যাওয়া এবং না শুনার পরিপূর্ণ চেষ্টা করা আবশ্যক। যেমনিভাবে

www.dawateislami.net

হযরত আল্লামা শামী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: বাঁশি এবং অন্যান্য সরঞ্জামের মাধ্যমে শুনাও হারাম যদি হঠাৎ শুনে নেয় তাহলে ক্ষমা করা হবে আর তার উপর ওয়াজিব যে না শুনার পূর্ণ চেষ্টা করা।

(রদ্দুল মুহতার কিতাবুল খাতের ওয়াল ইবাহাত ৯/৬৫১)

এছাড়া গান বাজনার দ্বারা অসুস্থরা, দূর্বলরা এবং শয়নকারীদের শান্তি নষ্ট হয়ে যায় এবং তারা অভিশাপ নিয়ে থাকে, হয়ত: এর কারণ এটি যে, ঐ অশুভ প্রথা এবং হারাম কাজের দ্বারা সংক্রমিত হওয়ার কারণে এই বিবাহে বরকত থাকে না বরং প্রাণের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়াবে। সুতরাং বিবাহের মতো মহান সুন্নাতকে অশুভ প্রথা সমূহ, দেখানোর জন্য এবং গুনাহ সমূহের সংমিশ্রণ করার পরিবর্তে শুধু আল্লাহ পাক এবং তাঁর রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সন্তুষ্টি ও দয়া অর্জনের জন্য করা। যেমনিভাবে

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: হে লোকেরা! আল্লাহ পাকের সন্তুটি অর্জনের জন্য একনিষ্ঠতার সাথে আমল করো কেননা আল্লাহ পাক ঐ আমল কবুল করেন যা তাঁর জন্য একনিষ্ঠতার সাথে করা হয়ে থাকে আর এটা বলো না যে, আমি এই কাজ আল্লাহ পাক এবং আত্মীয়দের কারণে করেছি। **(দারে কুতনী, কিতাবুত তাহারাত ১/৩৭ হাদীস ১৩০)**

আল্লাহ পাক আমাদের বিবাহের মতো মহান সুন্নাতকে শরীয়ত অনুযায়ী আদায় করার সৌভাগ্য নসীব করুক এবং শরীয়ত বিরোধী কাজ থেকে বাঁচার জন্য সামর্থ্য দান করুক।

اٰمِين بِجَاہِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! খুশির উপলক্ষ্য হোক বা পেরেশানির, দারিদ্র হোক বা সম্পদের প্রাচুর্যতা আমাদের কোন অবস্থাতেই যেন শরীয়তের আঁচল ছুটে না যায়, কেননা শরীয়তের নিয়ম মেনে চলার দ্বারা আমাদের দুনিয়ার মধ্যেও অসংখ্য বরকত মিলবে এবং পরকালের মধ্যেও তার প্রতিদান ও সাওয়াব মিলবে আর শরয়ী বিধানের বিপরীত কাজ করার দ্বারা পরকালে তো তার শাস্তির অংশীদার হতে হবে কিন্তু কোন সময় এটাকে দুনিয়ার মধ্যে অপরের জন্য শিক্ষা অর্জনের নিদর্শন বানিয়ে দেয়া হবে। আসুন! শিক্ষা অর্জনের জন্য ২টি ঘটনা শ্রবণ করি, যেমনিভাবে

সুদ খোর চিকিৎসকের ভয়ানক মৃত্যু

মুলতান শরীফের মধ্যে একজন চিকিৎসকের চেম্বার ছিল, এক দিন ঐ চিকিৎসক চেম্বার থেকে অবসর হয়ে বাসায় গেল, আহার করল, ইশারের নামায আদায় করল এবং স্বাভাবিক কাজ কর্ম থেকে অবসর হয়ে শোয়ে পড়লেন। যখন রাতের একটি অংশ অতিবাহিত হয়ে গেল তখন হঠাৎ ঐ চিকিৎসক জেগে উঠল এবং আপন পেটের উপর হাত রেখে বসে গেল, তার মধ্যে পেরেশানির অবস্থা সৃষ্টি হলো, কিছুক্ষণ পর এক আশ্চার্য্য জনক দৃশ্যের অবতারণা হলো যে, তার পেট ফেটে গেল এবং ঘরের সকল জায়গায় ময়লা এবং দূগন্ধ ছড়িয়ে পড়ল, যা ছড়াতে ছড়াতে পুরা এলাকায় ছড়িয়ে পড়ল, দূগন্ধ এতো মারাত্মক ছিল যে, অনেক ব্যক্তি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল, পরিবারের সদস্যরা পৌর কর্পোরেশনের গাড়ির লোককে রাতারাতি ডাকালেন এবং তার দূগন্ধ যুক্ত লাশকে খননকারী গাড়ির মধ্যে তুলে দিয়ে শহরের বাইরে নিক্ষেপ করল, পরের দিন সকালে এই আশ্চার্য্য জনক ঘটনার সংবাদ এলাকার

www.dawateislami.net

সকলের নিকট ছড়িয়ে পড়ল, প্রত্যেক ব্যক্তি পেরেশান ছিল যে, শেষ পর্যন্ত এই চিকিৎসক এমন কোন অপরাধ মূলুক কাজ করেছে যার দ্বারা এমন কঠোর শাস্তির হয়ে মারা গিয়েছে, এই ভয়ানক পরিণতির সংবাদ প্রদান পূর্বক এক ব্যক্তি বললেন যে, এই চিকিৎসক চিকিৎসা ছাড়াও সুদের কাজ কর্মে লিপ্ত ছিল এবং অপ্রীতিকর ঘটনার দিন সে এক ঋণ গ্রহীতা নারীর সাথে সুদের টাকা কম হওয়ার কারণে অসৎ আচরণ করেছে, যার জন্য ঐ নারী তাকে অভিশাপ দেয় এবং এই সে চিকিৎসক সুদের কাজ কর্মের কারণে ভয়ানক শাস্তির অধিকারী হয়ে গেল। **(সুদ আওর উস কা ইলাজ ৩৯)**

মৃত ব্যক্তি উঠে বসে গেল

এভাবে জাউহারাবাদ (টেন্ডা আদম সিন্দ) এক কাপড় ব্যবসায়ীর কাছ থেকে একটি ভয়ানক ঘটনা শ্রবণ করুন এবং কেঁপে উঠুন: সংগৃহীত সংবাদ অনুযায়ী করব স্থানের মধ্যে একটি জানাযা নিয়ে আসা হলো, ইমাম সাহেব যখনই জানাযা নামাযের নিয়্যত বাঁধলেন তখনই মৃত ব্যক্তি উঠে বসে গেলেন! লোকজন ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল, ইমাম সাহেব নিয়্যত ভেঙ্গে ফেলেন এবং কিছু লোকের সহায়তায় তাকে পুনরায় শয়ন করিয়ে দিলেন, তিনবার মৃত ব্যক্তিটি উঠে বসে গেল, ইমাম সাহেব মৃত ব্যক্তির আত্মীয় নিকট জিজ্ঞাসা করল যে, মৃত ব্যক্তি কি সুদ খোর ছিল? তারা হ্যাঁ বলে উত্তর দিলেন, লোকজন যখন কবরে লাশ রাখল তখন কবরের ভেতরের জমিন নিচের দিকে ধ্বসে যাচ্ছিল, তখন লোকজন তাড়াতাড়ি মাটি ইত্যাদি দ্বারা চাপা দিয়ে ফাতিহা পাঠ ব্যতীত ঘরের দিকে রাওনা দিল।

www.dawateislami.net

জাহা মে হে ইবরত কে হার সো নমুনে, মগর তুজ কো আন্দহা কিয়া রঙ্গ ও বুনে
জাগাজি লাগানে কি দুনিয়া নেহী হে, ইয়ে ইবরত কি জাহে তামাশা নেহী হে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! শুনলেন তো আপনারা! ঐ সকল সুদ খোরদের উপর দুনিয়ায় কেমন ভয়ানক মৃত্যু আসল, দুনিয়ায় এমন শিক্ষনীয় ঘটনা ও গুনাহের পরিণতি দ্বারা ভয় পাওয়া এবং সুন্নাতের পথে চলার উৎসাহ লাভের জন্য দেখানো হয়েছে। শিক্ষা অর্জনের জন্য কখনো কখনো প্রকাশিত শাস্তির দৃশ্যবলী ছাড়াও আরো অধিক ভয়ানক শাস্তি নিয়মিত ঐ গুনাহদের জন্য হতে পারে। বস্তুত সুদের দ্বারা অনেক বেশি ক্ষতি হয়ে থাকে, যেমন পারা ৩ সূরা বাক্বারা আয়াত নং ২৭৮-২৭৯ ইরশাদ করেন:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَ ذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبٰۤوا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿۲۷۸﴾ فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاْذَنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ ۚ

(পারা ৩ সূরা বাক্বারা আয়াত ২৭৮-২৭৯)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় করো এবং ছেড়ে দাও যা বাকী রয়েছে সুদের, যদি মুসলমান হও। অতঃপর যদি তোমরা অনুরূপ না করতে পারো, তবে নিশ্চিত বিশ্বাস করে নাও, আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের সাথে যুদ্ধের।

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! জানা গেল যে, আল্লাহ পাক আমাদের জন্য সুদকে হারাম করে দিয়েছেন এবং যে দূর্ভাগা এটা জানার পরও সুদের কার্যক্রম করে বরং সে আল্লাহ পাক ও তাঁর রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে লড়াইকারী হয়ে থাকে।

মনে রাখবেন! সুদ অকাট্যভাবে হারাম এবং জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার কাজ। এটি হারাম হওয়াকে অস্বীকারকারী কাফের এবং যে

www.dawateislami.net

হারাম জেনে বুঝে এই রোগে আক্রান্ত হয়, সে ফাসিক এবং তার সাক্ষ্য গ্রহণ যোগ্য হবে না। (বাহারে শরীয়ত ২/৭৬৮, অংশ ১১) আসুন! সুদের রোগ থেকে বাঁচার জন্য তার তিরস্কার সম্পর্কে হাদীসে মোবারাকা শ্রবণ করি। যেমন ১. রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সুদ গ্রহণকারী, প্রদানকারী, লেখক এবং তার সাক্ষ্য প্রদানকারীর উপর অভিশাপ প্রদান করেছেন।

(ইবনে মাজাহ কিতাবুত তিজারাত, ৩/৭৩ হাদীস ২২৭৭)

২. প্রিয় নবী ইরশাদ করেন, আমি মেরাজে এমন এক সম্প্রদায়ের নিকট দিয়ে গমন করেছিলাম যাদের পেট কক্ষের মতো (বড় বড়) ছিল, যার মধ্যে সাপে পরিপূর্ণ ও তা বাইরে থেকে দেখা যাচ্ছিল। আমি জিব্রাঈলের নিকট জিজ্ঞাসা করলাম, এই লোক গুলো কারা? তিনি বললেন, এরা হলো সুদ খোর।

(ইবনে মাজাহ কিতাবুত তিজারাত ৩/৭১ হাদীস ২২৭৩)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

জীবন সংক্ষিপ্ত

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! নিঃসন্দেহে জীবন অনেক সংক্ষিপ্ত, এর কোন ভরসা নেই, আগত দিনের দর্শনদারীরা, ভয়ানক ঘটনাবলী আমাদের কর্ণ কুহরে মৃত্যুর পূর্বের জীবনকে গনীমত মনে করার জন্য আহ্বান করে যাচ্ছে, কিন্তু এদিকে সে মনোযোগ দিবে যে পরকালের কল্যাণের চিন্তার আঁচল আঁকড়ে ধরেছে, যুবতী বৃদ্ধা এবং বাচ্চা আমরা সবাই মৃত্যুর নিকটবর্তী হতে চলেছি, মৃত্যু না কোন কম বয়সীকে দেখে না কোন দুনিয়াবী সম্মান ও মর্যাদার অধিকারীকে দেখে, কেউ ধনী হোক বা গরীব হোক, মৃত্যু কাউকে ভয় করে না আর কাউকে ব্যস্ত বা অবসরের অবকাশও দেয় না, কতো ইসলামী বোনের ডাক্তার হওয়ার

www.dawateislami.net

স্বপ্ন অধরায় থেকে যায়, দুনিয়াবী কতো পরিক্ষায় সফল হওয়ার জন্য দিন রাত পরিশ্রম কারীরা কবরের পরিক্ষার প্রস্তুতি ব্যতীত দুনিয়া থেকে বিদায় নিচ্ছে, মনে রাখবেন! একদিন আমাদের জীবনও শেষ হয়ে যাবে এবং সকল আশা মাটির সাথে মিশে যাবে, দামী দামী গাড়ি ঘরের মধ্যে পড়ে থাকবে, উচ্চতর ডিগ্রীও অধরায় থেকে যাবে, আসুন! দুনিয়াবী রঙের পিছনে ছুটা থেকে বিরত থাকার জন্য আল্লাহ পাকের বাণী শ্রবণ করি এবং শিক্ষা অর্জন করি, যেমন পারা ২৫ সূরা দুখান আয়াত ২৫-২৮ ইরশাদ করেন:

كَمْ تَرَكُوْا مِنْ جَنّٰتٍ وَّ عُيُوْنٍ ﴿۲۵﴾ وَّ زُرُوْعٍ وَّ مَقَامٍ كَرِيْمٍ ﴿۲۶﴾ وَّ نَعْمَةٍ كَانُوْا فِيْهَا فٰكِهِيْنَ ﴿۲۷﴾ كَذٰلِكَ وَ اَوْرَثْنٰهَا قَوْمًا اٰخَرِيْنَ ﴿۲۸﴾

(পারা ২৫ সূরা দুখান আয়াত ২৫-২৮)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ তারা কত বাগান ও প্রস্রবণ ছেড়ে গেছে এবং ক্ষেত ও উত্তম বাসস্থান। আর নি'মাত গুলো, যেগুলোর মধ্যে তারা সুখী ছিল, আমি অনুরূপ করেছি, এবং সেগুলোর উত্তরাধিকারী অন্য সম্প্রদায়কে করে দিয়েছি।

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! শুনেছেন আপনারা! কোরআনে করীমেও আমাদের পরকাল সম্পর্কে চিন্তা করার উৎসাহ প্রদান করছে যে, তোমাদের পূর্বে চমৎকার বাড়ি তৈরি কারীরা, সুন্দর সুন্দর বাগান এবং শস্য শ্যামলে পূর্ণ ক্ষেত্র তৈরি কারীরা যখন দুনিয়া থেকে বিদায় নিচ্ছিল তখন তাদের রেখে যাওয়া সম্পদ অপর জনকে উত্তারাধিকার বানিয়ে দেয়া হয়েছিল, তাদের নাম ও চিহ্ন মুছে দেয়া হয়েছে, তাদের আলোচনা নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে, ব্যস এখন কবরের মধ্যে সে এবং তার আমল, যদি আমল ভাল হয় তাহলে প্রতিদানও ভাল হবে আর না হয় আমল মন্দ হলে পরিণতিও মন্দ হবে। সুতরাং আমাদের এই

www.dawateislami.net

ভয়ানক ঘটনা থেকে শিক্ষা অর্জন করা উচিত এবং নিজের মৃত্যু স্মরণ রাখা চাই কেননা যে মৃত্যুকে স্মরণ রাখে সে দুনিয়ার রঙ থেকে বাঁচার ক্ষেত্রে সফল হয়ে যায় এবং গুনাহ থেকে দূরে থেকে নিজের জীবন নেকীর মাধ্যমে অতিবাহিত করে। হাদীসে মোবারাকায় মৃত্যুর কথা স্মরণ করার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছেন, আসুন! এ ব্যাপারে ৪টি প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণী শ্রবণ করব। যেমন, ১. ইরশাদ হচ্ছে: নিঃসন্দেহে অন্তরেও মরিচা ধরে যায় যেভাবে লোহায় মরিচা ধরে যায়, আরয করা হলো: এটা কিভাবে পরিষ্কার হবে? ইরশাদ করলেন, মৃত্যুর স্মরণ এবং কোরআনে পাকের তিলাওয়াত দ্বারা পরিষ্কার হবে। **(শুয়াবুল ঈমান ২/৩৫২ হাদীস ২০১৪)**

২. ইরশাদ হচ্ছে, যে ব্যক্তি দিন রাত ২০ বার মৃত্যুর কথা স্মরণ করবে তাকে শহীদদের সাথে উঠানো হবে। **(মুকাশাফাতুল কুলুব ৯৫)**

৩. ইরশাদ হচ্ছে, মৃত্যুকে অধিক স্মরণ করো, এটি গুনাহকে মুচে দেবেন এবং দুনিয়ার প্রতি অনাসক্ততা সৃষ্টি করবেন।

(মাওসুআতি ইবনে আবিদ দুনিয়া ৫/৪৩৮ হাদীস ১৪৮)

৪. ইরশাদ হচ্ছে, যে ব্যক্তি মৃত্যুর কথা স্মরণ করে ভীত হয়ে যায় কবর তার জন্য জান্নাতের বাগানে পরিণত হয়ে যাবে।

(জামউল জাওয়ামে ২/১৪ হাদীস ৩৫১৬)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! শুনলেন তো আপনারা! হাদীসে মোবারাকায় আমাদের প্রিয় নবী হুযুর পূরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মৃত্যুর কথা স্মরণ করার প্রতি কেমন উৎসাহ প্রদান পূর্বক মৃত্যুকে স্মরণ করার গুরুত্ব আরোপ করেছেন যে, মৃত্যুকে স্মরণ করার দ্বারা অন্তরের মরিচা

www.dawateislami.net

দূর হয়ে যায়। মৃত্যুকে স্মরণকারী ব্যক্তিকে কিয়ামতের দিন শহীদদের সাথ উঠাবেন, মৃত্যুকে স্মরণ করার দ্বারা স্মরণকারীর গুনাহ ক্ষমা হয়ে যায়, মৃত্যুকে স্মরণ করার দ্বারা স্মরণকারীর কবর জান্নাতের বাগানে পরিণত হয়ে যায় এবং মৃত্যুকে স্মরণ করার দ্বারা স্মরণকারীর অন্তর থেকে দুনিয়ার ভালবাসা নিঃশেষ হয়ে যায় আর যে মৃত্যুকে ভূলে গিয়ে দুনিয়ার রঙ তামাশায় মত্ত থাকে এবং নিজের পরকালের চিন্তা থেকে উদাসীন থাকে তখন তার মৃত্যু লোকদের জন্য শিক্ষার নিদর্শন হয়ে যায়। যেমন

খেল-তামাশায় মত্ত বাদশাহের মৃত্যু

হযরত ওয়াহাব বিন মুনাব্বিহ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন, এক বাদশাহ ভ্রমনের ইচ্ছা করলেন তখন পরিধানের জন্য ভাল মানের কাপড় চাইলেন কিন্তু পছন্দ হলো না, দ্বিতীয়টি চাইল তাও পছন্দ হলো না, শেষ পর্যন্ত একটি পোশাক পছন্দ হলো, এভাবে বাহন চাইলো কিন্তু পছন্দ হলো না, অত:পর কয়েকটি কয়েকটি বাহন নিয়ে আসল শেষ পর্যন্ত অনেক কষ্টের বিনিময়ে একটি বাহন পছন্দ হলো। এখনই আরোহণ হলো আর শয়তান কুমন্ত্রনা দিয়ে তাকে সন্দেহে লিপ্ত করিয়ে দিল, অত:পর বাদশাহ তার সৈন্যদেরকে সাথে নিয়ে চলা শুরু করল এবং সন্দেহের কারণে লোকদের দিকে একটুও দেখলো না, হঠাৎ বাদশাহের নিকট একজন দূর্বল ব্যক্তির আগমন ঘটল এবং তিনি বাদশাহকে সালাম দিলেন কিন্তু বাদশাহ তার সালামের কোন জবাব দিলেন না, ঐ ব্যক্তি বাহনের লাগাম ধরে ফেললেন, বাদশাহ বললেন: লাগাম ছেড়ে দাও! তুমি অনেক বড় বিপদের মুখে পড়ে যাচ্ছ, ঐ ব্যক্তি

www.dawateislami.net

বলল, তোমার সাথে আমার কিছু জরুরী কাজ আছে, বাদশাহ বলল, এখন থাম! যখন বাহন থেকে নামবো তখন বলিও, সে বলল, না! এখনই বলব, এটা বলে লাগামকে শক্ত করে ধরল, এটা দেখে বাদশাহ বলল কি কাজ বল? সে বলল, গোপন কথা, বাদশাহ আপন মাথা ঝুকালেন তখন ঐ ব্যক্তি তার কানে গিয়ে বলল আমি মালাকুল মাউত, এটা শুনতেই বাদশাহের রঙ পরিবর্তন হয়ে গেল, অত:পর কম্পিত স্বরে বলতে লাগল, আমাকে কিছুক্ষণের জন্য ছেড়ে দাও যাতে আমি ঘরের সদস্যদের নিকট গিয়ে কিছু প্রয়োজনীয় কাজ সারতে পারি এবং তাদেরকে বিদায় জানিয়ে দিই। মালাকুল মাউত বলল, আল্লাহ পাকের শপথ! তুমি কখনো পরিবারের সদস্যদের এবং ধন সম্পদকে দেখতে পাবে না, এটা বলে তার রূহ কবস করে নিলেন, তখন তার সে একটি লাকড়ির মতো নিচে পড়ে রইল। **(ইয়াহইয়াউল উলুম ৫/২১৪)**

দিলা গাফল না হো ইক ইয়া দুনিয়া চোড় জানা হে
বাগিচে চোড় কর খালি যমি আন্দর সামানা হে।
তো আপনি মাউত কো মাত ভূল কর সামান চলনে কা
যমি কি খাঁক পর শোনা হে ইটো কা সরহানা হে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! শুনলেন তো আপনারা! একজন অহংকারী বাদশাদ যে আল্লাহ পাক ও প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর স্মরণ থেকে উদাসীন এবং নিজের মৃত্যুকে ভূলে ভ্রমন ও বিনোদন এবং দুনিয়ার রঙ তামাশা দেখার জন্য বের হয়েছিল কিন্তু হঠাৎ মৃত্যুর শিকার হয়ে তার হাস্যময় দুনিয়া বিরান ভূমিতে পরিণত হলো এবং সে নিজের ধন সম্পদ, মান মর্যাদা, সেবকের সেবা, পিতামাতা, ভাইদের মুহাব্বাত ও

www.dawateislami.net

ভালবাসা ছেড়ে অন্ধকার কবরে চলে গিয়েছে, এটাই বাস্তব যে, আমরা অনেক বড় বড় পরিকল্পনা করে থাকি কিন্তু আমাদের এই কথার দিকে মনোযোগ নেই যে লাগাম অন্য কারো হাতে, হঠাৎ যখন মৃত্যু চলে আসবে তখন সবাই কি করবে, এদিক সেদিক ছুটাছুটি করতে থাকবে। যেমনিভাবে মুলতানের এক যুবক সম্পদ অর্জনের চিন্তায় বিভোর হয়ে নিজের দেশ,শহর আত্মীয় স্বজন ইত্যাদিকে ছেড়ে দূরে অপর একটি দেশে গিয়ে বসবাস শুরু করল, খুব সম্পদ আয় করতে লাগল এবং পরিবারের জন্যও পাঠাতে লাগল, সকলের পরামর্শক্রমে চমৎকার একটি কুটির বানানের ইচ্ছা পোষণ করল, এই যুবক বছরের পর বছরের পর পর্যন্ত টাকা পাঠাতে লাগল, পরিবারের সদস্যরা কুটির বানাতেই এবং তাকে খুব সাজাতে লাগলো এই পর্যন্ত যে, ঐ অপরূপ সুন্দর কুটির তৈরি হয়ে গেল। এই যুবক যখন পুনরায় দেশে প্রত্যাবর্তন করতে লাগল তখন তার ঐ অপরূপ কুটিরে বসবাসের প্রস্তুতি বৃদ্ধি পেতে লাগল কিন্তু হায়! তাকদীরে ঐ অপরূপ কুটিরে স্থানান্তর হওয়ার পূর্বে কমপক্ষে এক সপ্তাহ পূর্বে ঐ যুবকের ইন্তেকাল হয়ে গেল এবং সে নিজের আলোক উজ্জ্বল কুটিরে যাওয়ার পরিবর্তে ঘোর অন্ধকার কবরে পৌঁছে গেল, আল্লাহ পাক আমাদের শিক্ষা অর্জন পূর্বক মৃত্যু আসার পূর্বে মৃত্যুর প্রস্তুতি গ্রহণ করার সামর্থ্য দান করুক।

مِین بِجاہِ النَّبِیِّ الْاَمین صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

www.dawateislami.net

লাল শাহবাজ কলন্দরের পরিচিতি

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! পবিত্র শাবানুল মোবারক মাস সুবাস ছড়িয়ে যাচ্ছে, এই মাসে হযরত লাল শাহবাজ কলন্দর رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর উরসে পাক। আসুন! তাঁর জীবন কর্ম সম্পর্কে কিছু শ্রবণ করি।

হযরত লাল শাহবাজ কলন্দর মুহাম্মদ ওসমান মারওয়ান্দী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সৈয়্যদ বংশের সাথে তাঁর নিসবত ছিল। প্রসিদ্ধ অভিমত অনুযায়ী তাঁর সৌভাগ্যময় জন্ম ৫৩৮ হিজরী অনুযায়ী ১১৪৩ ইংরেজীতে আজার ভাইজানের কসবা মারওয়ান্দীতে জন্ম গ্রহণ করেন। এ কারণেই তাঁকে মারওয়ান্দী বলা হয়ে থাকে। তাঁর নাম সৈয়্যদ মুহাম্মদ ওসমান অথচ তিনি তাঁর উপাধি লাল শাহবাজ দ্বারা প্রসিদ্ধ ছিল। আল্লাহ পাক তাঁকে এমন সৌন্দর্য্য ও উৎকর্ষতা দান করেছেন যে, তাঁর কপালের নূরের আলোর সামনে চাঁন্দের আলোও হার মানত। হযরত আল্লামা মাওলানা মীর সৈয়্যদ গোলাম আলী আযাদ বালগারামী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন, তাঁর বংশ ধারাবাহিক ভাবে তের তমতে গিয়ে হযরত ইমাম জাফর সাদেক رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর সাথে মিলিত হয়েছে। (ফয়যানে ওসমান মারওয়ান্দী ৫) তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ যখন তাঁর সম্মানিত মায়ের গর্বে ছিলেন তখন এক রাতে তাঁর আম্মাজান স্বপ্নে হযরত রাবেয়া বসরিয়্যা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهَا যিয়ারত নসীব হয়, তিনি বলেন, বেটী ! তোমার এই সন্তান আল্লাহ পাকের প্রিয় ও বুযুর্গ ওলী হবে। যখন তাঁর জন্ম হবে তখন তার কানে কলমায়ে তায়্যিবা لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْ لُ الله এবং আমার সালাম বলবে। (ফয়যানে ওসমান মারওয়ান্দী ৮) তিনি প্রাথমিক শিক্ষা সম্মানিত পিতার মাধ্যমে সম্পন্ন করেন, আল্লাহ পাক তাঁকে অসাধারণ মুখস্ত শক্তি দানে ধন্য করেন। ছয় বছর বয়সে দ্বীন সম্পর্কে বিভিন্ন

www.dawateislami.net

মাসয়ালা এবং নামায রোযা এবং পবিত্রতার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় মাসয়ালা তিনি প্রাথমিক ভাবে অর্জন করে থাকেন। সাত বছর বয়সে কোরআনে মজীদও মুখস্ত করে নেন। এরপর অন্যান্য বিষয়ে ইলমে দ্বীন অর্জনে ব্যস্ত হয়ে যান এবং অনেক দ্রুত প্রচলিত জ্ঞান ও প্রজ্ঞা অর্জনের সাথে সাথে আরবী এবং ফারসি ভাষায়ও পারদর্শিতা অর্জন করেন। (ফয়যানে ওসমান মারওয়ান্দী ১০) তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ শাবান মাসের ২১ তারিখ ৬৭৩ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। (ফয়যানে ওসমান মারওয়ান্দী ৩৬)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! বয়ান শেষ করার পূর্বে সুন্নাতের ফযীলত এবং কতিপয় **"সুন্নাত ও আদব"** বয়ান করার সৌভাগ্য অর্জন করছি। **মদীনার তাজেদার, হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে ভালবাসলো সে (মূলত) আমাকে ভালবাসলো আর যে আমাকে ভালবাসলো সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে।" (মিশকাতুল মাসাবীহ, ২য় খন্ড, ৫৫ পৃষ্ঠা, হাদীস-১৭৫)

কথাবার্তা বলার সুন্নাত ও আদব

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আসুন! শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর রিসালা **"১০১ মাদানী ফুল"** থেকে কথাবার্তা বলার সুন্নাত ও আদব শ্রবণ করি: ☆ মুচকি হেসে ও উৎফুল্লতার সাথে কথাবার্তা বলুন। ☆ মুসলমানের মন খুশি করার নিয়্যতে ছোটদের সাথে স্নেহভরা এবং বড়দের সাথে শ্রদ্ধার ভাব রাখুন। ☆ চিৎকার করে

www.dawateislami.net

কথাবার্তা বলা থেকে সর্বোচ্চ সতর্ক থাকুন। ☆ চাই একদিনের বাচ্চাও হোক না কেন, ভাল ভাল নিয়্যতে তাদের সাথেও আপনি করে কথাবার্তা বলার অভ্যাস করুন আপনার চরিত্রও উত্তম হবে সাথে সাথে বাচ্চাও ভদ্রতা শিখবে। ☆ কথাবার্তা বলার সময় লজ্জা স্থানে হাত লাগানো, আঙ্গুলের মাধ্যমে শরীরের ময়লা পরিষ্কার করা, অপরের সামনে বারবার নাক স্পর্শ করা কিংবা নাকে বা কানে আঙ্গুল প্রবেশ করা, থুথু ফেলতে থাকা ভাল অভ্যাস নয়। ☆ যতক্ষণ দ্বিতীয় ব্যক্তি কথা বলবে মনোযোগ সহকারে শুনুন, কথা কেটে কথা বলা থেকে বাঁচুন, তাছাড়া কথাবার্তা বলার সময় অট্টহাসি দেওয়া থেকে বিরত থাকুন, কেননা অট্টহাসি দেয়া সুন্নাত দ্বারা প্রমাণিত নয়। কথা বলার সময় সর্বদা মনে রাখবেন যে, বেশি কথা বলাতে প্রভাব নষ্ট হয়ে যায়। ☆ কারো সাথে যখন কথাবার্তা বলা হয়, তখন সঠিক উদ্দেশ্যও থাকা চাই এবং সর্বদা শ্রোতার যোগ্যতা ও মানসিকতা অনুযায়ী কথাবার্তা বলা উচিত। ☆ অশ্লীল কথাবার্তা থেকে সর্বদা দূরে থাকুন, গালি গালাজ থেকে বিরত থাকুন এবং মনে রাখবেন যে, কোন মুসলমানকে শরীয়তের অনুমতি ছাড়া গালি দেওয়া অকাট্য হারাম। (ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ২১/১২৭) এবং অশ্লীল কথাবার্তা কারীর জন্য জান্নাত হারাম। **হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: ঐ ব্যক্তির জন্য জান্নাত হারাম, যে অশ্লীল কথাবার্তার মাধ্যমে কাজ আদায় করে।

(কিতাবুস সামত মাআ মাওসূআতুল ইমাম ইবনে আবিদ দুনিয়া, ৭/২০৪, হাদীস নং- ৩২৫)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

এভাবে হাজারো সুন্নাত শিখার জন্য মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ২টি কিতাব, বাহারে শরীয়ত ১৬তম অংশ ৩১২ পৃষ্ঠা, ১২০ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব সুন্নাত আওর আদব। আমীরে আহলে সুন্নাত এর দুটি রিসালা **"১০১ মাদানী ফুল"** এবং ৪৩ পৃষ্ঠা সম্বলিত **"১৬৩ মাদানী ফুল"** উপযুক্ত মূল্যে সংগ্রহ করে পাঠ করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

বয়ানঃ ১৭

প্রত্যেক মুবাল্লিগা বয়ান করার পূর্বে কমপক্ষে তিনবার পাঠ করুন

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

দরূদ শরীফের ফযীলত

প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী, মক্কী-মাদানী-হাশেমী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: مَنْ صَلّٰى عَلَيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ عَشْراً بِهَا مَلَكٌ مُوَكَّلٌ بِهَا حَتّٰى يُبَلِّغَنِيْهَا অর্থাৎ যে আমার প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করে, **আল্লাহ পাক** তার প্রতি দশটি রহমত অবতীর্ণ করেন এবং একজন ফিরিশতা সেই দরূদে পাক আমার নিকট পৌঁছানোর জন্য নিযুক্ত থাকে। **(মু'জামু কবীর, ৮/১৩৪, নম্বর-৭৬১১)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি এবং সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রথমে ভালো ভাল নিয়্যত করে নিই। **প্রিয় নবী, হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهٖ" মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম। **(মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস ৫৯৪২)**

মাসআলাঃ নেক ও জায়িয কাজে যত বেশি ভালো নিয়্যত, সাওয়াবও তত বেশি।

www.dawateislami.net

বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নিয়্যতের মাঝে পরিবর্তন করা যেতে পারে। দৃষ্টিকে নত রেখে গভীর মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো। হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে **ইলমে দ্বীনের** সম্মানার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো। প্রয়োজনে সংকুচিত হয়ে ও সামনে এগিয়ে অন্য ইসলামী বোনদের জন্য জায়গা প্রসারিত করবো। ধাক্কা ইত্যাদি লাগলে ধৈর্যধারণ করবো, ধমকানো, ঝগড়া করা বা বিশৃংখলা করা থেকে বেঁচে থাকবো। تُوْبُوْا اِلَى الله! ,اُذْكُرُ الله! ,صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীনীর মনতুষ্টির জন্য নিম্নস্বরে উত্তর প্রদান করবো। ইজতিমার পর নিজেই আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করবো। বয়ানের সময় অযথা মোবাইল ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকবো, বয়ান রেকর্ড করবো না এবং এমন কোন প্রকার আওয়াজ করবো না যার অনুমতি নেই। যা কিছু শুনবো, তা শুনে এবং বুঝে এর উপর আমল করবো আর তা পরে অপরের নিকট পৌঁছিয়ে নেকীর দাওয়াতকে প্রসার করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আরবী মাসের মধ্যে রমযানুল মুবারকের যে গুরুত্ব ও ফযীলত অর্জিত, তা কোন বিচক্ষণের নিকট লুকায়িত নয়, এটাই সেই মহান মাস, আশিকানে রমযান যার জন্য সারা বছর অপেক্ষায় থাকে। এই মুবারক মাস আসতেই মুসলমানের মাঝে আনন্দের ঢেউ খেলে যায়, মুসলমানদের মাঝে ইবাদতের আগ্রহ পূর্বের চেয়েও বৃদ্ধি পেয়ে যায় এবং গুনাহের জোড় কমে যায়, মসজিদ

www.dawateislami.net

পরিপূর্ণ হয়ে যায়, সেহেরী ও ইফতারীর সৌন্দর্য দেখে মন খুশিতে আত্মহরা হয়ে যায়, সৌভাগ্যবান মুসলমানরা **আল্লাহ পাকের** বাণী কোরআনে করীম শ্রবণ করা এবং সুন্নাত আদায়ের নিয়্যতে তারাবীহ আদায়ে লিপ্ত হয়ে যায়, অধিকহারে যিকির ও দরূদ পাঠ করা হয়, **আল্লাহ পাকের** পথে ব্যয় করার প্রেরণা বৃদ্ধি পায়, গরীব ও মিসকীনদের আর্থিক সহায়তা করা হয় এবং এছাড়াও অনেক নেক কাজ সম্পাদন করা হয়।

اَلْحَمْدُ لِلّٰه এটি ঐ বরকতময় মাস, যার ফযীলত ও বরকত **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মুবারক মুখেই বর্ণনা করেছেন।

রমযানের আগমন ও আল্লাহর মাহবুবের খোতবা

হযরত সায়্যিদুনা সালমান ফরেসী رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ বলেন: **আমার আক্বা** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم শা'বান মাসের শেষদিনে আমাদের খোতবা ইরশাদ করেন: হে লোকেরা! তোমাদের মাঝে মহত্বপূর্ণ ও বরকতময় মাস আগমন করছে, সেই মাস যাতে একটি রাত এমনও রয়েছে, যা হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম, **আল্লাহ পাক** সেই মুবারক মাসের রোযাকে ফরয করেছেন। এর রাতে কিয়াম (তথা তারাবি আদায় করা) সুন্নাত, যে ব্যক্তি এতে নেকীর কাজ করে তবে তা এমন যেমন অন্য মাসে ফরয আদায় করলো এবং যে এতে ফরয আদায় করলো তবে এমন, যেমন অন্যদিনে ৭০ ফরয আদায় করলো। এটি ধৈর্যের মাস এবং ধৈর্যের সাওয়াব হলো জান্নাত, এটি বিপদে সহায়তাকারী এবং কল্যাণময় মাস। এই মাসে মুমিনের রিযিক বৃদ্ধি করে দেয়া হয়। যে এতে রোযাদারকে ইফতার করায় তবে তা তার গুনাহের ক্ষমা স্বরূপ, তাকে

www.dawateislami.net

আগুন থেকে মুক্তি দান করা হবে, সেই ইফতার করানো ব্যক্তিরও একই সাওয়াব অর্জিত হবে, যেমন রোযাদারের অর্জিত হবে, তবে তার সাওয়াবে কোন কমতি হবে না। আমরা আরয করলাম: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমাদের মধ্যে প্রতিটি ব্যক্তি সেই বস্তু পায় না, যা দ্বারা রোযার ইফতার করাবে। তখন **প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: আল্লাহ পাক তো এই সাওয়াব ঐ ব্যক্তিকে দান করবেন, যে একটি খেজুর বা এক চুমুক পানি অথবা এক চুমুক দুধ দ্বারা রোযার ইফতার করায়। এটা হলো ঐ মাস যা প্রথমে (অর্থাৎ প্রথম ১০দিন) রহমত, মধ্যখানে (অর্থাৎ মাঝখানের ১০দিন) মাগফিরাত এবং শেষে (অর্থাৎ শেষ ১০দিন) দোযখ থেকে মুক্তি রয়েছে। যে তার গোলাম (অর্থাৎ অধিনস্ত) থেকে এই মাসে কাজ কমিয়ে নেয়, আল্লাহ পাক তাকে ক্ষমা করে দিবেন এবং তাকে দোযখ থেকে মুক্ত করে দিবেন। যে রোযাদারকে পেট ভরে খাওয়ালো, আল্লাহ পাক সেই ব্যক্তিকে আমার হাউস থেকে এমন একটি চুমুক পান করাবেন যে, (যা পান করার পর) সে কখনো পিপাসার্ত হবে না, এমনকি জান্নাতে প্রবেশ করে নিবে। **(ইবনে খুযাইমা, কিতাবুস সিয়াম, ৩/১৯১, হাদীস নং-১৮৮৭)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

سُبْحٰنَ اللهِ **প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর **আল্লাহ পাকের** এই পবিত্র মাসের অর্থাৎ রমযানুল মুবারকের প্রতি কিরূপ ভালবাসা ছিলো যে, এই পবিত্র মাস আগমনের নিদর্শন প্রকাশ হতেই আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم স্বয়ং এই বরকতময় মাসের খুবই শান ও শওকত সহকারে স্বাগত জানাতেন এবং আপন সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان এর সামনেও এই মুবারক মাসের শান ও মহত্ব, ফযীলত ও বরকতকে

www.dawateislami.net

বর্ণনা করে এর গুরুত্বকে স্পষ্টভাবে তুলে ধরতেন আর তাদেরও বিভিন্ন নেক কাজ করার মাদানী মানসিকতা দান করতেন, সুতরাং আমাদেরও উচিৎ যে, আমরাও মুসলমানদেরকে এই মুবারক মাসের মুবারকবাদ জানানো। নিজেও এই মুবরাক মাস ইবাদত করি এবং অপরকেও এই মাসের গুরুত্ব, এর ফযীলত এবং এর বরকতে সম্পর্কে অবহিত করে তাদেরও নেকী জমা করার মানসিকতা প্রদান করতে থাকি। **আল্লাহ পাক** আমাদেরকে রমযানুল মুবারকের বরকত নসীব করুন।

اٰمِين بِجَاہِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

রমযানের আগমনে আয়োজনের ধরণ

রমযানুল মুবারকের আগমন সন্নিকটে এবং ইতিহাস লিখক প্রসিদ্ধ বুযুর্গ হযরত ওয়াকিদি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর নিকট কিছুই ছিলো না। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তার এক আলাভী(১) বন্ধুর নিকট চিঠি লিখলেন: **"রমযান শরীফের** মাস আসছে এবং আমার নিকট খরচের জন্য কিছুই নেই, আমাকে 'করযে হাসান' হিসেবে এক হাজার (১০০০) দিরহাম পাঠিয়ে দাও।" অতএব ঐ আলাভী এক হাজার (১০০০) দিরহামের থলে পাঠিয়ে দিলেন। কিছুক্ষণ পর হযরত ওয়াকেদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর এক বন্ধুর চিরকুট হযরত ওয়াকেদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর নিকট এসে পৌঁছলো, তাতে লিখা ছিলো: **"রমযান শরীফের** মাসে খরচের জন্য আমার এক হাজার (১০০০) দিরহামের প্রয়োজন।" হযরত ওয়াকেদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ঐ

(১) আমিরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা আলী كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْم এর সেই বংশধর যারা হযরত সায়্যিদাতুনা ফাতিমা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا এর পবিত্র গর্ভের নয়।

www.dawateislami.net

থলে সেখানেই পাঠিয়ে দিলেন। পরদিন ঐ আলাভী বন্ধু যাঁর নিকট থেকে হযরত ওয়াকেদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ঋণ নিয়েছিলেন এবং ঐ দ্বিতীয় বন্ধু যিনি হযরত ওয়াকেদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ থেকে ঋণ নিয়েছিলেন, উভয়ে হযরত ওয়াকেদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ঘরে আসলেন। আলাভী বললেন: **রমযানুল মোবারকের** মাস আসছে আর আমার নিকট এ এক হাজার (১০০০) দিরহাম ব্যতীত আর কিছু ছিলো না। কিন্তু যখন আপনার চিঠি এলো, তখন আমি এক হাজার (১০০০) দিরহাম আপনার নিকট পাঠিয়ে দিলাম এবং আমার প্রয়োজন মেটানোর জন্য আমার এ বন্ধুর নিকট চিরকুট লিখলাম যে, আমাকে এক হাজার দিরহাম ঋণ হিসেবে যেনো পাঠিয়ে দেয়। তিনি ঐ থলে, যা আমি আপনাকে পাঠিয়েছিলাম, তা আমার নিকট পাঠিয়ে দিলেন। সুতরাং বুঝা গেলো যে, আপনি আমার নিকট ঋণ চেয়েছেন, আমি আমার এ বন্ধুর নিকট ঋণ চাইলাম এবং তিনি আপনার নিকট চেয়েছেন। আর যে থলেটা আমি আপনার নিকট পাঠিয়েছিলাম, তা আপনি তার নিকট পাঠিয়ে দিয়েছেন আর তিনি আমার নিকট পাঠিয়ে দিয়েছেন। অতঃপর ঐ তিনজন একমত হয়ে এই এক হাজার (১০০০) দিরহামকে তিনভাগ করে পরস্পরের মধ্যে বণ্টন করে নিলেন। ঐ রাতেই হযরত ওয়াকেদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ স্বপ্নে **প্রিয় আক্বা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দীদার লাভ করলেন এবং ইরশাদ করলেন: আগামী কাল তুমি অনেক কিছু পাবে। সুতরাং পরদিন আমীর ইয়াহইয়া বরমকী হযরত সায়্যিদুনা ওয়াকেদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে ডেকে বললো: "আমি গতরাতে স্বপ্নে আপনাকে চিন্তিত দেখলাম, কারণ কি?" হযরত ওয়াকেদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাকে সমস্ত ঘটনা খুলে বললেন। তখন ইয়াহইয়া বরমকী বললো: "আমি একথা বলতে

www.dawateislami.net

পারবো না যে, আপনাদের মধ্যে কে বেশি দানশীল, নিঃসন্দেহে আপনারা তিনজনই দানশীল এবং সম্মানের উপযুক্ত। অতঃপর সে ত্রিশ হাজার (৩০,০০০) দিরহাম হযরত ওয়াকেদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে এবং বিশ হাজার (২০,০০০) দিরহাম করে অবশিষ্ট দুজনকে প্রদান করলেন এবং হযরত ওয়াকেদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে ক্বাযী (বিচারপতি) হিসেবেও নিয়োগ করলেন। **(হুজ্জাতুল্লাহি আলাল আলামীন, ৫৭৭ পৃষ্ঠা)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! বর্ণনাকৃত ঘটনা থেকে জানা গেলো! মুসলমান দানশীল, নিজের পছন্দকে অপরের উপর প্রাধান্য দানকারী এবং দুঃখ কষ্টে অপর মুসলমানের কাজে সহায়তাকারী হয়ে থাকে। আফসোস! এখন আমাদের অন্তর থেকে মুসলমানদের কল্যাণের চেতনা শেষ হয়ে যাচ্ছে, আমরা নিজেরাতো ভাল খাই, উপার্জন করি, ভাল পরিধান করি এবং আলিশান ভাবে জীবন অতিবাহিত করি, রমযান মাসে সেহেরী ও ইফতারীতেও বিভিন্ন প্রকারের নেয়ামতের উপকারীতা গ্রহণ করি, কিন্তু আহ! গরীব ও অভাবী আত্মীয়, প্রতিবেশী এবং অন্যান্য মুসলমানদের কল্যাণ কামনা করা এখন আমরা কোন ভূলে যাওয়া জিনিসের মতো ভূলে গেছি। যাই হোক, আমাদের উচিৎ, আমরা যেনো এই মহত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে রমযান ও রমযান ছাড়াও আমলীভাবে মুসলমানদের স্বেচ্চাসেবক হয়ে যাওয়া।

মনে রাখবেন! মুসলমানকে ইফতার করানো এবং তাদের পানি পান করানোও স্বেচ্চাসেবার একটি উপায়। اَلْحَمْدُ لِلّٰه রমযান মাসে ইফতার করানো এবং পানি পান করানোর অনেক ফযীলত রয়েছে।

www.dawateislami.net

ইফতার করানোর ফযীলত

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি হালাল খাবার বা পানি দ্বারা (কোন মুসলমানকে) রোযার ইফতার করালো, ফিরিশতারা রমযান মাসের সময়ে এবং জিব্রাঈল আমিন (عَلَيْهِ السَّلَام) শবে কদরে তার জন্য ক্ষমার দোয়া করে থাকে।

(মু'জামুল কবীর, ৬/২৬২, হাদীস নং- ৬১৬২)

অপর এক স্থানে ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি রোযাদারকে পানি পান করাবে **আল্লাহ পাক** তাকে আমার হাউস থেকে পান করাবেন, সে জান্নাতে প্রবেশ করা পর্যন্ত পিপাসার্ত হবে না।

(ইবনে খুযাইমা, কিতাবুস সিয়াম, ৩/১৯১, হাদীস নং-১৮৮৭)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! এমনিতে তো আমাদের উপর **আল্লাহ পাকের** অসংখ্য দয়া রয়েছে, বছরের **১২**টি মাসই তাঁর দান ও দাক্ষিন্যের দরজা আমরা গুনাহগারদের জন্য দিন রাত খোলা থাকে, কিন্তু রমযানুল মুবারক **আল্লাহ পাকের** সেই মহান নেয়ামত, যার জন্য আমরা তাঁর যতই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি না কেনো তা কমই, এই মাসের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মাগফিরাতের সমন বন্টন করা হতে থাকে, এটিই সেই মহত্বপূর্ণ মাস, যাতে **আল্লাহ পাক** উম্মতে মুহাম্মদীয়াকে পাঁচটি বিশেষ নেয়ামত দান করেছেন।

পাঁচটি বিশেষ দয়া

হযরত সায়্যিদুনা জাবির বিন আব্দুল্লাহ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "আমার

www.dawateislami.net

উম্মতকে **রমযান** মাসে পাঁচটি এমন বিষয় দান করা হয়েছে, যা আমার পূর্বে অন্য কোন নবীকে প্রদান করা হয়নি: (১) যখন **রমযানুল মুবারকে**র প্রথম রাত আসে, তখন **আল্লাহ পাক** তাদের প্রতি রহমতের দৃষ্টি দান করেন আর যার প্রতি **আল্লাহ পাক** রহমতের দৃষ্টি দান করেন, তাকে কখনো আযাব দিবেন না। (২) সন্ধ্যায় তাদের মুখের গন্ধ (যা ক্ষুধার কারণে সৃষ্টি হয়) **আল্লাহ পাকের** নিকট মেশকের সুগন্ধির চেয়েও বেশি উত্তম। (৩) ফিরিশতারা প্রত্যেক রাত ও দিনে তার জন্য মাগফিরাতের দোয়া করতে থাকে। (৪) **আল্লাহ পাক** জান্নাতকে নির্দেশ দেন: "আমার (নেক) বান্দাদের জন্য সু-সজ্জিত হয়ে যাও! শীঘ্রই তারা দুনিয়ার কষ্ট হতে আমার ঘর ও অনুগ্রহে প্রশান্তি লাভ করবে।" (৫) যখন **রমযান** মাসের সর্বশেষ রাত আসে তখন **আল্লাহ পাক** সবাইকে ক্ষমা করে দেন।"

উপস্থিতিদের মাঝে এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে আরয করলেন: **"ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! এটা কি **লাইলাতুল কদর?** ইরশাদ করলেন: "না"। তোমরা কি দেখনি যে, শ্রমিকরা যখন নিজের কাজ সম্পন্ন করে নেয়, তখন তাদেরকে পারিশ্রমিক দেয়া হয়?"

(আত তারগীব ওয়াত তারহিব, ২/৫৬, হাদীস নং- ৭)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আপনারা শুনলেন যে, রমযানুল মুবারকের শান ও মহত্ব কিরূপ উচ্চ ও উচ্চতর! এই পবিত্র মাসে **আল্লাহ পাকের** রহমত এই বান্দাদের উপর দয়া করে, হওয়া তো উচিৎ ছিলো যে, মুসলমান রজব শরীফের মুবারক মাস থেকেই এর প্রস্তুতি শুরু করে দেয়া এবং ইবাদত ও তিলাওয়াত করে **আল্লাহ পাক** সন্তুষ্ট

www.dawateislami.net

করার উপলক্ষ্য করা, কিন্তু আহ! মুসলমানদের অধিকাংশই অন্যান্য মাসের ন্যায় এই মাসটিও উদাসিনতায় অতিবাহিত করে দেয়।

রোযায় সময় "পাস" করা

অনুরূপভাবে কিছু লোক যদিওবা রোযা তো রেখে নেয়, কিন্তু সেই বেচারাদের সময় "**পাস**" হয়না। সুতরাং তারাও রমযান শরীফের সম্মানকে একদিকে রেখে হারাম ও নাজায়িয কাজের সহায়তায় সময় "**পাস**" করে থাকে।

উত্তম ইবাদত কোনটি?

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! রমযানুল মুবারকের পবিত্র মুহূর্তগুলো অহেতুক নষ্ট হওয়া থেকে বাঁচান! জীবন খুবই সংক্ষিপ্ত, একে গনিমত মনে করুন, মোবাইল ও স্যোশাল মিডিয়ার (Social Media) ভূল ব্যবহার (Missuse), বিভিন্ন খেলাধুলা এবং গান শুনার মাধ্যমে সময় "**পাস**" (বরং নষ্ট) করার পরিবর্তে কোরআনের তিলাওয়াত এবং যিকির ও দরূদে সময় অতিবাহিত করার চেষ্টা করুন। ক্ষুধা ও পিপাসার প্রচন্ডতা যত বেশি অনুভূত হবে, ধৈর্য্য ধারন করাতে اِنْ شَآءَ الله সাওয়াবও তত বেশি অর্জিত হবে। যেমনটি বর্ণিত আছে: اَفْضَلُ الْعِبَادَاتِ اَحْرَزُهَا অর্থাৎ উত্তম ইবাদত হলো তাই, যাতে কষ্ট বেশি।

(তাফসীরে কবীর, ২৯ পারা, মুযাম্মিল, ১০ নং আয়াতের পাদটিকা, ৬/৬৮৫)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

রমযান ও কোরআনের তিলাওয়াত

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! রমযানুল মুবারক মাসে সাধারনত অধিকাংশ আশিকানে রমযান খুবই আগ্রহ ও উদ্দীপনা নিয়ে অধিকহারে তিলাওয়াত করতে দেখা যায়, কিন্তু আহ! অনেক বদ নসীব লোক এই পবিত্র মাসেও এই মহান সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত রয়ে যায়, আমাদের এই ব্যাপারে আমার বুযুর্গদের অনুসরন করে তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলা উচিৎ। اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমাদের বুযুর্গানে দ্বীনরা رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن এই পবিত্র মাসে একবার নয় বরং দিনে কয়েকবারও কোরআন খতম করার সৌভাগ্য অর্জন করতেন।

সায়্যিদুনা সাআদ বিন ইব্রাহিম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর রুটিন

হযরত সায়্যিদুনা সাআদ বিন ইব্রাহিম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ রমযানুল মুবারকের একুশতম, তেইশতম, পঁচিশতম, সাতাইশতম এবং উনত্রিশতম দিনে ততক্ষণ পর্যন্ত ইফতার করতেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত কোরআনে করীম খতম করে না নিতেন, মাগরীব ও ইশার মধ্যখানে আখিরাতের ব্যাপারে চিন্তা ভাবনা করতে থাকতেন এবং প্রায়ই ইফতারের সময় আমাকে মিসকিনদের ডাকার জন্য পাঠাতেন, যাতে তারাও তাঁর সাথে খায়।

(হিলইয়াতুল আউলিয়া, সাআদ বিন ইব্রাহিম যুহরী, ৩/১৯৯, নম্বর-৩৬৯৫)

سُبْحٰنَ اللهِ কোরআনে করীমের প্রতি ভালবাসা, তিলাওয়াতের আগ্রহ এবং রমযানের গুরুত্ব প্রদান করা তো এই ব্যক্তিত্বদের থেকে শিখুন, যারা ক্ষমার মাসে অধিকহারে কোরআনের তিলাওয়াত করতেন, আমাদেরও উচিৎ যে, আমরাও রমযান মাসে অধিকহারে কোরআনের

তিলাওয়াতের নিয়্যত করে নেয়া এবং **আল্লাহ পাকের** এই মেহমানের যথাযত সম্মান করে আনন্দচিত্তে একে স্বাগত জানানো। আসুন! উৎসাহ গ্রহণার্থে কোরআনের তিলাওয়াতের কিছু ফযীলত শুনি।

কোরআন তিলাওয়াতের ফযীলত

✯ কোরআন তিলাওয়াতকারীদের প্রশংসা কোরআনে করীমে বর্ণিত হয়েছে। (১ম পারা, বাকারা, আয়াত ১২১) ✯ কোরাআনে পাককে ভালবাসা (অর্থাৎ এর তিলাওয়াত করা এবং এর উপর আমল করা) **আল্লাহ পাক** এবং **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ভালবাসার মাধ্যম। (মু'জামুল কবীর, ৯/১৩২, হাদীস নং-৮৬৫) ✯ কোরআনে পাকের একটি হরফ পাঠ করাতে ১০টি নেকীর সাওয়াব অর্জিত হয়। ✯ যে ঘরে কোরআন পাঠ করা হয়, তা তার অধিবাসীদের জন্য প্রশস্ত হয়ে যায়। ✯ এর কল্যাণ বেশি হয়। ✯ সেই ঘরে ফিরিশতা উপস্থিত হয় এবং শয়তান বের হয়ে যায়। (ইহইয়াউল উলুম, ১/৮২৬) ✯ কোরআনে করীম কিয়ামতের দিন তার পাঠকারীদের গুনাহ ক্ষমা করার সুপারিশ করার জন্য আসবে। (মুসলিম, কিতাবু ফাযায়িলিল কোরআন, ৪০৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৮০৪) ✯ কোরআনের তিলাওয়াতকারীদের উপর **আল্লাহ পাক** কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনকারীদের সাওয়াব থেকে উত্তম (সাওয়াব) দান করবেন। (কানযুল উম্মাল, ১/২৭৩, হাদীস নং-২৪৩৭) ✯ কোরআনের অনুসারী (অর্থাৎ এর তিলাওয়াতকারী এবং এর বিধান অনুযায়ী আমলকারী) আল্লাহ ওয়ালা এবং তাঁর বিশেষ লোক। (ইবনে মাজাহ, ১/১৪০, হাদীস নং- ২১৫। ইত্তিহাফুস সা'দাত, ৫/১৩) ✯ কোরআনের তিলাওয়াত এই উম্মতের উত্তম ইবাদত। (শুয়াবুল ঈমান, ২/৩৫৪, হাদীস নং-২০২২) ✯ যে নামাযে দাঁড়িয়ে কোরআনের তিলাওয়াত করে, তার জন্য

www.dawateislami.net

প্রতিটি হরফের বিনিময়ে একশত (১০০) নেকী রয়েছে। ✯ যে বসে তিলাওয়াত করে তার জন্য প্রতিটি হরফের পরিবর্তে পঞ্চাশ (৫০) নেকী রয়েছে। ✯ যে নামায ব্যতীত অযু অবস্থায় তিলাওয়াত করবে, তার জন্য পঁচিশ (২৫) নেকী রয়েছে। (ইহইয়াউল উলুম, ১/৩৬৬) ✯ কোরআন তিলাওয়াত অন্তরের পরিছন্নতার মাধ্যম। (শুয়াবুল ঈমান, ২/৩৫২, হাদীস নং-২০১৪)

আল্লাহ পাক আমাদেরকে কোরআন তিলাওয়াতের আগ্রহ নসীব করুন। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

রোযার তিনটি স্তর

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! রোযার তিনটি স্তর রয়েছে: (১) **সাধারণের রোযা** (২) **প্রিয় ব্যক্তির রোযা** (৩) **একান্ত প্রিয় ব্যক্তির রোযা**। আসুন! এবার প্রত্যেকটির বিস্তারিত শ্রবণ করি।

(১) সাধারণের রোযা: রোযার আভিধানিক অর্থ হচ্ছে **"বিরত থাকা",** সুতরাং শরীয়াতের পরিভাষায় সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত ইচ্ছাকৃতভাবে পানাহার ও স্ত্রী সহবাস থেকে **"বিরত থাকা"**কে রোযা বলে এবং এটাই হচ্ছে **সাধারণের** অর্থাৎ সাধারণ মানুষের রোযা। **(২) প্রিয় ব্যক্তির রোযা:** পানাহার ও স্ত্রী সহবাস থেকে বিরত থাকার পাশাপাশি শরীরের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে মন্দ কাজ থেকে **"বিরত রাখা"** হচ্ছে **প্রিয়** অর্থাৎ বিশেষ ব্যক্তিদের রোযা। **(৩) একান্ত প্রিয় ব্যক্তির রোযা:** নিজেকে সমস্ত বিষয় থেকে **"বিরত রেখে"** শুধুমাত্র **আল্লাহ পাকের** দিকে মনোনিবেশ করা, এটি হচ্ছে **একান্ত প্রিয়** অর্থাৎ একান্ত বিশেষ ব্যক্তিদের রোযা।

(আল জাওয়াহারাতুন নাঈরা, কিতাবুস সওম, ১৭৫ পৃষ্ঠা) (ফয়যানে রমযান, ১০১ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! রোযা অবস্থায় আমাদের যে বিষয়টি অনেক বেশি আবশ্যক তা হলো যে, আমরা পানাহার থেকে **"বিরত থাকা"**র পাশাপাশি নিজের শরীরের সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গকেও (Body Parts) রোযার অনুসারী বানানো এবং নিজেকে সকল প্রকার মন্দ কাজ থেকে বাঁচান। কেননা আমরা রমযানুল মুবারক মাসে তো রোযা রেখে দিনে পানাহার করা ছেড়ে দিই অথচ এই পানাহার এর পূর্ব দিনও একেবারেই জায়িয ছিলো। অতঃপর নিজেই চিন্তা করুন, যে বিষয় রমযান শরীফের পূর্বে হালাল ছিলো তাও যখন এই মুবারক মাসের পবিত্র দিনগুলোতে নিষেধ করে দেয়া হয়েছে, তবে যে বিষয় রমযানুল মুবাররেক পূর্বেও হারাম ছিলো, যেমন; মিথ্যা, গীবত, চুগলী, কু-ধারণা, গালি-গালাজ, সিনেমা-নাটক দেখা, গান-বাজনা শুনা, দাড়ি মুন্ডন করা বা এক মুষ্টি থেকে ছোট করা, পিতা-মাতাকে কষ্ট দেয়া, শরীয়তের বিনা অনুমতিতে মানুষের মনে কষ্ট দেয়া ইত্যাদি সেই রমযানুল মুবারকে কেনো আরো বেশি হারাম হয়ে যাবে না? এবার চিন্তা করুন! যে ব্যক্তি পবিত্র ও হালাল খাবার ও পানীয় তো ছেড়ে দেয় কিন্তু হারাম এবং দোযখে নিয়ে যাওয়ার কাজ অব্যাহত রাখে, তা কোন ধরনের রোযা?

মনে রাখবেন! **নবীয়ে করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে মন্দ কথা বলা এবং এর উপর আমল করা ছাড়ে না, তবে তার ক্ষুধা ও পিপাসার্ত থাকা **আল্লাহ পাকের** নিকট কোন প্রয়োজন নেই।

(বুখারী, কিতাবুস সওম, ১/৬২৮, হাদীসনং-১৯০৩)

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আফসোস! অনেক মুসলমানের অবস্থা এমনভাবে খারাপ হয়ে গেছে যে, রমযানুল মুবারকের মাসেও তারা অপরকে কষ্ট দেয়া, উৎপীড়ন করা এবং ঝগড়া বিবাদ করার যেনো বাহানা খুঁজে। যদি কেউ কাউকে কষ্ট দেয় বা যেকোন ধরনের কষ্ট দেয় তবে যাকে কষ্ট দেয়া হলো সে কষ্ট প্রদানকারীকে **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ক্ষমা করার পরিবর্তে তার সাথে ঝগড়ার করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। বরং অনেক সময় তো ঝগড়াও শুরু করে দেয়

মনে রাখবেন! এরূপ কোন কথা মুখ দিয়ে কখনোই বের করা উচিৎ নয়, যা কোন মুসলমানের কষ্টের কারণ হয় বরং বিনয় প্রকাশ করা উচিৎ। এই সকল আপদ থেকে আমরা শুধুমাত্র তখনই বাঁচতে পারবো, যখন নিজের অঙ্গ প্রত্যঙ্গকেও গুনাহ থেকে বাঁচিয়ে রোযা পালন করার চেষ্টা করবে। যেমনটি **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: শুধুমাত্র পানাহার থেকে বিরত থাকার নাম রোযা নয় বরং রোযা তো হলো অনুপকারী ও অশ্লীল কথাবার্তা থেকে বেঁচে থাকা। যদি কোন ব্যক্তি তোমায় গালি দেয় বা তোমার সাথে মন্দ আচরণ করে তবে বলে দাও "আমি রোযাদার"।

(মুস্তাদরাক, কিতাবুস সওম, ২/৬৭, হাদীস নং-১৬১১)

আসুন! এবার অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে গুনাহের কয়েকটি উদাহরণ লক্ষ্য করুন।

চোখের গুনাহ

চোখের গুনাহ হলো যে, এর দ্বারা **আল্লাহ পাকের** হারামকৃত বিষয় দেখা, সুতরাং সকল মুসলমানের উচিৎ যে, তারা যেনো নিজের চোখে হারাম দেখার পরিবর্তে চোখের রোযা রাখে, অনুরূপভাবে চোখ

www.dawateislami.net

যখনই উঠবে শুধুমাত্র জায়িয কাজের দিকেই যেনো উঠে। চোখ দিয়ে কোরআনে করীম দেখুন, কাবা শরীফের নূর দেখুন, মক্কা শরীফের সুবাশিত গলি সমূহ (Streets) দেখুন, সবুজ গম্বুজের নূরানী জ্বলওয়া দেখুন, আরব ভূমির মনোরম দৃশ্য দেখুন।

কানের গুনাহ

কানের গুনাহ হলো যে, এর দ্বারা ঐ সমস্ত কথাবার্ত শুনা, যা **আল্লাহ পাক** নিষেধ করেছেন, সুতরাং কখনোই কান দ্বারা গান বাজনা শুনবেন না, মিথ্যা কৌতুক শুনবেন না, কারো গীবত ও চুগলী এবং কারো দোষ-ত্রুটি শুনবেন না, যখন দুইজন লোক লুকিয়ে কথা বলে তখন আড়ি পেতে শুনবেন না। কানের রোযা রাখুন! আর তা এভাবে যে, শুধুমাত্র জায়িয কথাবার্তা শুনুন, যেমন; কান দ্বারা তিলাওয়াত, হামদ ও নাত এবং বুযুর্গদের মানকাবাত, সুন্নাতে ভরা বয়ান ও মাদানী মুযাকারা এবং ভাল ভাল কথা শুনুন, ইত্যাদি।

জিহ্বার গুনাহ

জিহ্বার গুনাহ হলো যে, তা দ্বারা এমন কথা বলা, যা **আল্লাহ পাকের** অসন্তুষ্টির কারণ হয়, তাই গালা-গালি, মিথ্যা, গীবত, চুগলী ইত্যাদি দ্বারা জিহ্বাকে নাপাক হওয়া থেকে বিরত রাখুন। আহ! যদি জিহ্বা শুধুমাত্র নেক ও জায়িয বিষয়েই নড়াচড়া করে, যেমন; জিহ্বা দ্বারা কোরআনের তিলাওয়াত করুন, যিকির ও দরূদ পড়ুন, হামদ ও নাত শরীফ পাঠ করুন, সুন্নাতে ভরা বয়ান করুন এবং নেকীর দাওয়াত দিন ইত্যাদি।

www.dawateislami.net

হাতের গুনাহ

হাতকে **আল্লাহ পাকের** অবাধ্যতায় ব্যবহার করাই হলো হাতের গুনাহ, সুতরাং আমাদের এটাই চেষ্টা থাকবে যে, কারো প্রতি যেনো জোড় জবরদস্তির উদ্দেশ্যে হাত না উঠে, ঘুষ দেয়া নেয়ার জন্য না উঠে, কারো সম্পদ চুরি না করা, কোন নামুহরিমের সাথে করমর্দন (হ্যান্ডশেক) না করা। যখনই হাত উঠবে তা যেনো শুধুমাত্র নেক কাজের জন্যই উঠে, যেমন; অযু সহকারে কোরআনে করীমে হাত লাগান, ইসলামী বোনদের সাথে মুসাফাহা (করমর্দন) করুন ইত্যাদি।

পায়ের গুনাহ

পায়ের গুনাহ হলো যে, তা দ্বারা এমন জায়গায় যাওয়া, যা থেকে **আল্লাহ পাক** নিষেধ করেছেন, সুতরাং আমাদের উচিৎ যে, আমরা যেনো কখনোই সিনেমা হলের দিকে না যাই, খারাপ বান্ধবীদের আড্ডায় না যায়, আহ! যদি পা যখনই উঠে তবে যেনো তা শুধুমাত্র নেক কাজের জন্যই উঠে, পা চললে তো নেকীর দাওয়াত দেয়ার জন্য চলুক, সুন্নাতে ভরা ইজতিমার দিকে যাক।

আল্লাহ পাক আমাদেরকে রমযান এবং রমযান ছাড়াও নিজের অপ্রত্যঙ্গকে গুনাহ থেকে বাঁচানোর এবং এর মাধ্যমে নেক ও জায়িয কাজ করার তৌফিক দান করুন। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! রমযানুল মুবরাক নেকীতে অতিবাহিত করা এবং একে **"সু-স্বাগতম"** বলার পদ্ধতি এটাও যে, আমরা যেনো

www.dawateislami.net

এই রমযানুল মুবারকে ইসলামী বোনদেরকে নেকীর দাওয়াত দিই, মন্দ কাজ থেকে বারণ করি, রমযানুল মুবারকের ফযীলত বলে তাদের রোযা রাখার জন্য মাদানী মানসিকতা তৈরী করি, অধিকহারে ইনফিরাদী কৌশিশ করি, আহ! যদি আমাদের ব্যক্তিগত ও সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে **"রমযানকে স্বাগত"** জানিয়ে এমন বরকত প্রকাশ করি যে, চারিদিকে যেনো রোযার মাদানী বসন্ত এসে যায়। মাকতাবাতুল মদীনার লিফলেট **"রমযানে গুনাহ সম্পাদনকারীদের ভয়ঙ্কর পরিনতি"** ঘরে ঘরে পৌঁছানোর চেষ্ট করুন।

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! اَلْحَمْدُ لِلّٰه শাবানুল মুয়াজ্জমের মুবারক মাস আমাদের মাঝে তার বরকত ছড়িয়ে যাচ্ছে, এই মোবারক মাসে রাসূলের প্রশংসাকারী, বুলবুলে রাওযায়ে রাসূল, মাদ্দাহে সাহাবা ওহ আলে বতুল, আত্তারের বাগানের সুবাসিত ফুল, দাওয়াতে ইসলামীর মুবাল্লীগ, হাজ্বী মুশতাক আহমদ আত্তারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর উরস পালন করা হয়, আসুন! হাজ্বী মুশতাকের চরিত্র সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ঝলক শ্রবণ করি। যেমনিভাবে,

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হাজ্বী মুশতাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর চরিত্রের ঝলক

❁ দাওয়াতে ইসলামীর মুবাল্লীগ, আলহাজ্ব ক্বারী আবু উবাইদ মুহাম্মদ মুশতাক আহমদ আত্তারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বিন মাওলানা আখলাক আহমদ এর জন্ম সম্ভবত রবিবার ১৮ রমযানুল মোবারক ১৩৮২ হিজরী অনুযায়ী পহেলা জানুয়ারী ১৯৬৭ ইং তে খায়বার পোহতান খাঁ তে জন্ম গ্রহণ করেন ❁ কিছু দিন ফয়সালাবাদ অবস্থান করেছিলেন এবং

www.dawateislami.net

পরবর্তীতে করচীতে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। (আত্তার কা পিয়ারা ১) ❁ তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বাল্যকাল থেকে ভাল পরিবেশে গড়ে উঠেন ❁ তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সৎ চরিত্রবান মিশুক এবং সবার অন্তর জয়কারী ব্যক্তিত্তের অধিকারী ছিলেন ❁ তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সু কণ্ঠের অধিকারী এবং নাত পরিবেশনকারী ছিলেন ❁ ইলমে দ্বীন অর্জন করার জন্য নিয়ম মোতাবেক জামেয়াতুল মদীনায় ভর্তি হয়ে ছিলেন, কিন্তু অনেক বেশী সাংগঠিক ব্যস্ততার কারণে শিক্ষা অর্জনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে পারেনি ❁ দরসে নেযামীর চারটি স্তর পড়েছিলেন, কিন্তু দ্বীনি জ্ঞান কোন ভাল আলেমের চেয়ে কম ছিল না ❁ তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ৮ পারা কোরানের হাফেজ ছিলেন। (আত্তার কা পিয়ারা ৩-৪) ❁ তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ অনেক ভাল মুবাবিল্লগ ছিলেন ❁ মাদানী কাজেরও যথেষ্ট জযবা ছিল ❁ **আল্লাহ পাক** তাকে অনেক উন্নতি দান করেছিলেন ২০০০ সালের জানুয়ারীতে শহর ভর্তি নিগরানদের ঐক্যমত্যের ভিত্তিতে বাবুল মদীনা করাচীর নিগরান করা হল ❁ এবং ঐ বৎসরের অক্টোবরে **দা'ওয়াতে ইসলামী** মাদানী মারকাজ মজলিসে শোরার নিগরানের পদে আসীন হয়েছিলেন ❁ ২৯ শাবান ১৪২৩ হিজরী ৫-১১-২০০২ সন অনুযায়ী সকাল সোয়া আট টা বা সাড়ে আট টার মধ্যবর্তী সময় এই ধ্বংশীল জগত থেকে উর্ধ্ব জগতের দিকে যাত্রা করলেন (আত্তার কা পিয়ারা ১০৪) ❁ শেষ সময়ে যেই ইসলামী ভাই তার পার্শ্বে ছিলো তার কথা যে, রাতের বেলায় যখন হাজী মুহাম্মদ মুশতাক আত্তারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর অবস্থা খারাপ হচ্ছিলো তখন তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ইরশাদ করলেন যে, আমার চেহারা কিবলার দিকে করে দাও। আদেশ মতে, তাঁর চেহারা কেবলার দিকে ফিরেয়ে দেয়া হলো। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ চোখ বন্ধ

www.dawateislami.net

করলেন, দরূদ সালাম এবং কলেমা তৈয়্যবা পাঠ করছিলেন। অনেকক্ষণ তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই ভাবে দরূদ শরীফ এবং জিকির করছিলেন এবং উচ্চ আওয়াজে কালেমায়ে তৈয়্যবা لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ الله পড়তে পড়তে তাঁর رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর উপর মৃত্যুর অবস্থা জারী হয়ে গেলো এবং কিছুক্ষণ পর তাঁর রূহ এই ধ্বংসশীল দুনিয়া থেকে বিদায় নিলো। اَلْحَمْدُ لِلّٰه তাঁর رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর কবরের আশে পাশে এক বিশেষ সুগন্ধি সব সময় সুবাস ছড়াতে থাকে। (আত্তার কা পিয়ারা ১০৩)

সমবেদনা জ্ঞাপনের মাদানী ফুল

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! বয়ান শেষ করার পূর্বে সমবেদনা জ্ঞাপনের কয়েকটি মাদানী ফুল শ্রবন করার সৌভাগ্য অর্জন করি। প্রথমেই **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দু'টি বাণী শ্রবণ করি: (১) যে ব্যক্তি কোন বিপদগ্রস্থের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করবে তার জন্য সেই বিপদগ্রস্থের সমপরিমাণ সাওয়াব রয়েছে। (তিরমিযী, কিতাবুল জানায়িয, নম্বর-১০৭৫, ২/৩৩৮) (২) যে মুমিন বান্দা তার কোন বিপদগ্রস্থ ভাইয়ের সমবেদনা জ্ঞাপন করবে, **আল্লাহ পাক** কিয়ামতের দিন তাকে কারামতের পোশাক পরিধান করাবেন। (ইবনে মাজাহ, কিতাবুল জানায়িয, নম্বর-১৬০১, ২/২৬৮) ✯ সমবেদনা অর্থ হলো: বিপদগ্রস্থকে ধৈর্যের শিক্ষা দেয়া। ✯ সমবেদনা জ্ঞাপন করা সুন্নাত। (বাহারে শরীয়ত, ১/৮৫২) ✯ দাফন করার পূবেও সমবেদনা জ্ঞাপন করা জায়িয, কিন্তু উত্তম হলো যে, দাফনের পরেই করা, এটা ঐ সময় যখন মৃতের পরিবার পরিজন হা-হুতাশ না করে, অন্যথায় তাদের সান্তনা প্রদানের জন্য পূবেই করুন। (আজ জাওয়াহিরুন নাইয়্যিরা, কিতাবুস সালাত, ১৪১ পৃষ্ঠা) ✯ মহিলাদের তার মাহরিমরাই

www.dawateislami.net

সমবেদনা জ্ঞাপন করবে। সমবেদনায় এরূপ বলুন: আল্লাহ পাক মৃতের মাগফিরাত করুন এব তাকে তোমার দয়ায় জায়গা করো। (বাহারে শরীয়ত,১/৮৫২) ✯ মৃতের আত্মীয়-স্বজনরা ঘরে বসে থাকা যে, লোকেরা তাদের সমবেদনা জ্ঞাপনের জন্য আসবে, এতে অসুবিধে নেই, ঘরের দরজায় বা সদর দরজায় বিছানা পেতে বসা ভাল নয়। (দুররুল মুখতার, কিতাবুস সালাত, ৩/১৭৬) ✯ আর দাফনের পর মৃতের ঘরে আসা এবং সমবেদনা জ্ঞাপন করে নিজ নিজ ঘরে ফিরে যাওয়া যদি হঠাৎ হয় তবে সমস্যা নাই এবং এটি রীতি বানানো উচিৎ নয় আর মৃতের ঘরে সমবেদনার জন্য লোকেদের জমা হওয়া দাফনের পূর্বে হওয়া বা পরপরই হওয়া অথবা অন্য কোন সময় হওয়া তা রীতি বহির্ভূত আর এরূপ করা গুনাহও নয়। (বাহারে শরীয়ত, ১/৮৫৩) ✯ যে একবার সমবেদনা জ্ঞাপন করে এসেছে, সে আবারো সমবেদনার জন্য যাওয়া মাকরূহ।

(দুররুল মুখতার, কিতাবুস সালাত, ৩/১৭৭)

এভাবে হাজারো সুন্নাত শিখার জন্য মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ২টি কিতাব, বাহারে শরীয়ত ১৬তম অংশ ৩১২ পৃষ্ঠা, ১২০ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব সুন্নাত আওর আদব। আমীরে আহলে সুন্নাত এর দুটি রিসালা **"১০১ মাদানী ফুল"** এবং ৪৩ পৃষ্ঠা সম্বলিত **"১৬৩ মাদানী ফুল"** উপযুক্ত মূল্যে সংগ্রহ করে পাঠ করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

তথ্যসূত্র

কোরআনে মজীদ		
কিতাবের নাম	রচয়িতা	প্রকাশনা
কানযুল ঈমান	আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা খান	মাকতাবাতুল মদীনা করাচী
তাফসীরে মাদারিক	আবুল বারাকাত আব্দুল্লাহ বিন আহমদ বিন মাহমুদ নাসাফী	দারুল মারেফা, বৈরুত ১৪২১ হিজরী
তাফসীরে সাভী	আল্লামা আহমদ বিন মুহাম্মদ সাভী	দারুল ফিকির, বৈরুত ১৪২১ হিজরী
তাফসীরে বাগভী	আবু মুহাম্মদ হাসান বিন মাসউদ বাগভী	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত
তাফসীরে কুরতুবী	ইমাম মুহাম্মদ বিন আহমদ কুরতুবী	দারুল ফিকির, বৈরুত
আদ দুররুল মনসুর	ইমাম জালালুদ্দীন বিন আবু বকর সূয়ুতী	দারুল ফিকির, বৈরুত
তাফসীরে রুহুল বয়ান	শায়খ ইসমাইল হাক্কী বারুসী	দারুল ইহইয়াউত তুরাসিল আরাবী ১৪০৫ হিজরী
রুহুল মাআনী	আবুল ফযল শাহাবুদ্দীন সৈয়দ মাহমুদ আলুসী	দারুল ইহইয়াউত তুরাসিল আরাবী ১৪২০ হিজরী
তাফসীরে বায়যাবী	আব্দুল্লাহ বিন উমর বায়যাবী	দারুর ফিকির, বৈরুত ১৪২০ হিজরী
তাফসীরে খাযিন	আলী বিন মুহাম্মদ ইব্রাহিম বাগদাদী	মতবুয়ায়ে মায়মুনিয়া মিশর ১৩১৭ হিজরী
তাফসীরে কবীর	ইমাম মুহাম্মদ বিন ওমর ফখরুদ্দীন রাযী	দারু ইহইয়াউত তুরাসিল আরাবী ১৪২০ হিজরী
তাফসীরে খাযায়িনুল ইরফান	সদরুল আফাযিল সৈয়দ মুহাম্মদ নঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী	মাকতাবাতুল মদীনা, করাচী ১৪৩২ হিজরী
তাফসীরে সিরাতুল জীনান	মুফতী আবু সালেহ মুহাম্মদ কাসেম	মাকতাবাতুল মদীনা, করাচী ১৪৩৫ হিজরী
সহীহ বুখারী	ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইসমাঈল বুখারী	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত ১৪১৯ হিজরী
সহীহ মুসলিম	ইমাম আবুল হুসাইন মুসলিম বিন হাজ্জাজ কুরাইশী	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত ২০০৮ হিজরী

www.dawateislami.net

সুনানে আবু দাউদ	ইমাম আবু দাউদ সুলাইমান বিন আশআশ সাজাসতানী	দারু ইহইয়াউত তুরাসিল আরাবী ১৪২১ হিজরী
সুনানে তিরমিযী	ইমাম আবু ঈসা মুহাম্মদ বিন ঈসা তিরমিযী	দারুল ফিকির, বৈরুত ১৪১৪ হিজরী
সুনানে নাসায়ী	ইমাম আব্দুর রহমান বিন আহমদ শুয়াইব নাসায়ী	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত
সুনানে ইবনে মাজাহ	ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইয়াজিদ ইবনে মাজাহ	দারুল মারেফা, বৈরত
সুনানে দারে কুতনী	ইমাম আলী বিন ওমর দারে কুতনী	মুলতান
সহীহ ইবনে খুযাইমা	মুহাম্মদ বিন ইসহাক বিন খুযাইমা	আল মাকতাবুল ইসলামি, বৈরুত ১৪০০ হিজরী
মুস্তাদরিক	ইমাম মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ আল হাকেম নিশাপূরী	দারুল মারেফা, বৈরুত ১৪১৮ হিজরী
মু'জামুল আওসাত	ইমাম আবুল কাসেম সুলাইমান বিন আহমদ তাবারনী	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত ১৪১৪ হিজরী
শুয়াবুল ঈমান	ইমাম আবু বকর আহমদ বিন হুসাইন বায়হাকী	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত ১৪২১ হিজরী
মুসান্নিফ ইবনে আবী শায়বা	ইমাম আবু বকর আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মদ বিন আবী শায়বা	দারুর ফিকির, বৈরুত ১৪২৭ হিজরী
মওসুআতু ইবনে আবীদ দুনিয়া	হাফিয ইমাম আবু বকর আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মদ কুরাইশী	মাকতাবাতুল আসরীয়া, বৈরুত
মুসনদে ইমাম আহমদ	আবু আব্দুল্লাহ ইমাম আহমদ বিন মুহাম্মদ বিন হাম্বল শায়বানী	দারুল ফিকির বৈরুত ১৪১৪ হিজরী
মুসনাদে আবী ইয়ালা	আবু ইয়ালা আহমদ বিন আলী মাওসুলি	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত ১৪১৮ হিজরী
মুসনাদে ফেরদাউস	আবু শুজাআ শেরবিয়া বিন শহরদার বিন শেরবিয়া দায়লামী	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত ১৪৮৬ হিজরী
আল মুজামুস সগীর	ইমাম আবুল কাসেম সুলাইমান বিন আহমদ তাবারানী	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া বৈরুত ১৪০৩ হিজরী
মু'জামুল কবীর	ইমাম আবুল কাসেম সুলাইমান বিন আহমদ তাবারনী	দারু ইহইয়াউত তুরাসীল আরাবী, বৈরুত১৪২২ হিজরী
শরহুস সুন্নাহ	হাফিয ইমাম মুহাম্মদ বিন আব্দুর রহমান সাখাভী	মাওসুসাতুর রাব্বানী, বৈরুত

www.dawateislami.net

আস সুনানে কুবরা	ইমাম আবু আহমদ বিন শুয়াইব নাসায়ী	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত ১৪১১ হিজরী
আত তারগীব ওয়াত তারহীব	ইমাম যাকিউদ্দীন আব্দুল আযীম বিন আব্দুল কাভী মুনযারী	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত ১৪১৮ হিজরী
আল বাইসু ওয়ান নুশুর	ইমাম আবু বকর আহমদ বিন হুসাইন বায়হাকী	মারকাযুল খিদমাদ ওয়াল ইবাহাত আস সাকাফিয়া, বৈরুত
জামউল জাওয়ামে	ইমাম জালাল উদ্দীন বিন আবু বকর শায়তুনি শাফেয়ী	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া বৈরুত ১৪২১ হিজরী
জামেয়ে সগীর	ইমাম জালালুদ্দীন আব্দুর রহমান বিন আবী বকর সুয়ুতী	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত
মজমুয়ায যাওয়ায়িদ	হাফিয নূরুদ্দীন আলী বিন আবী বকর হায়তামী	দারুল ফিকির, বৈরুত ১৪২০ হিজরী
জামেউল আহাদীস	ইমামা জালাল উদ্দীন বিন আবি বকর সুয়ুতী	দারুল ফিকির বৈরুত ১৪১৪ হিজরী
কানযুল উম্মাল	আল্লামা আলী মুত্তকী বিন হিসামুদ্দীন বুরহানপুরি	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত ১৪১৯ হিজরী
মিশকাতুল মাসাবিহ	অলীউদ্দীন মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ খতীব	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত ১৪২১ হিজরী
ওমদাতুল কারী	ইমাম বদরুদ্দীন আবু মুহাম্মদ মাহমুদ বিন আহমদ আইনী	দারুল ফিকির, বৈরুত ১৪১৮ হিজরী
ইরশাদুস সারী	আল্লামা শিহাবুদ্দীন আহমদ বিন মুহাম্মদ কাস্তালানী	মাকতাবাতু রশিদ
মিরকাতুল মাফাতিহ	আল্লামা মোল্লা আলী বিন সুলতান কারী	দারুল ফিকির বৈরুত ১৪১৪ হিজরী
মিরাতুল মানাজিহ	হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী	যিয়াউল কোরআন পাবলিকেশন্স, লাহোর
মুস্তাহাবু হাদীস	শায়খুল হাদীস হযরত আল্লামা আব্দুল মোস্তাফা আযমী	মাকতাবাতুল মদীনা করাচী
আনওয়ারুল হাদীস	মুফতি জালাল উদ্দীন আমযাদী	মাকতাবাতুল মদীনা করাচী
আল হেদায়া	শায়খ বুরহান উদ্দীন আবিল হাসান আলী বিন আবী বকর আল মুর গীনানী	দারু ইহইয়াউত তুরাসিল আরাবী, বৈরুত
আদ দুররে মুখতার	আল্লামা আলাউদ্দীন মুহাম্মদ বিন আলী হাসকফী	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত ১৪৩২ হিজরী

www.dawateislami.net

রদ্দুল মুহতার	মুহাম্মদ আমীন ইবনে আবেদীন শামী	দারুল মারেফা, বৈরুত ১৪২০ হিজরী
আল হাভী লিল ফাতাওয়া	ইমাম জালাল উদ্দীন বিন আবি বকর সুয়ূতী	দারুল ফিকির বৈরুত ১৪২০ হিজরী
ফতোয়াল হিন্দিয়া	আল্লামা নিযামুদ্দীন ও ওলামায়ে হিন্দ	কোয়েটা
ফতোয়ায়ে রযবীয়া	আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা খান	রযা ফাউন্ডেশন, লাহোর
বাহারে শরীয়ত	মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা
তাম্বিহুল গাফেলিন	ইমাম আবুল লাইস নসর বিন মুহাম্মদ সমরকন্দী	মাকতাবায়ে হাক্কানিয়া, পেশাওয়ার
আল যাওয়াজির	আল্লামা আবুল আব্বাস আহমদ বিন মুহাম্মদ বিন হাজার হায়তামী	দারুল মারেফা বৈরুত ১৩১৯ হিজরী
জাহান্নাম মে লে জানে ওয়ালে আমাল	মুতারজমিন শোবা তারাজিম আল মদীনাতুল ইলমিয়া (দাওয়াতে ইসলামী)	মাকতাবাতুল মদীনা করাচী
আল হাদীকাতুন নাদীয়া	আব্দুল গণী বিন ইসমাঈল নাবলুসী	মাকতবা নূরীয়া রযবীয়া সক্কর
কু'তুল কুলুব	ইমাম আবু তালেব মুহাম্মদ বিন আলী মক্কী	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত
ইত্তেহাফুস সাদাতিল মুত্তাকীন	আবুল ফয়েয সৈয়্যদ মুহাম্মদ মুরতাযা যুবাইদ	দারু সাদের বৈরুত ২০০০ ইংরেজী
ইহইয়াউল উলুমু	ইমাম আবু হামেদ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ শাফেয়ী গাযালি	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত
ইহইয়াউল উলুমুদ্দীন	ইমাম আবু হামেদ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ শাফেয়ী গাযালি	মাকতাবাতুল মদীনা, করাচী
কিমিয়ায়ে সাআদাত	ইমাম আবু হামেদ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ শাফেয়ী গাযালি	ইন্তিশারাতে গঞ্জীনা, তেহরান
মিনহাজুল আবেদীন	ইমাম আবু হামেদ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ শাফেয়ী গাযালি	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত
কিতাবুল কাবায়ির	ইমাম মুহাম্মদ বিন আহমদ যাহবী	মুয়াসসিসাত আল কুতুবুল সাকাফিয়া বৈরুত ১৪১৭ হিজরী
আয যুহদুল কবীর	ইমাম আবু বকর আহমদ বিন হুসাইনআল বায়হাকী	মওসুয়াতুল কিতাবুস সাখাফিয়া, বৈরুত ১৪১৭ হিজরী
আর রউযুল ফায়েক	আল্লামা শুয়াইব বিন সাআদ আল কাফী	দারু ইহইয়াউত তুরাসিল আরাবী, বৈরুত ১৪১৬ হিজরী

www.dawateislami.net

আর রউযুর রায়াহীন	ইমাম আব্দুল্লাহ বিন উসাইদ ইয়াফেয়ী	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বেরুত ১৪২১ হিজরী
আনুওয়ারুল কুদসিয়্যা	আল্লামা আব্দুল ওয়াহাব বিন আহমদ শারানী	মাকতাবাতুল ইলমিয়া, বৈরুত
হিলইয়াতুল আউলিয়া	ইমাম আবু নাইম আহমদ বিন আব্দুল্লাহ আসবাহানি	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত ১৪১৯ হিজরী
আল বদরুস সাফিরা	ইমাম জালালুদ্দীন আব্দুর রহমান সূয়ূতী	মওসুয়াতু কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত ১৪২২ হিজরী
বাহজাতুল মাজালিস	ইমাম আবি ওমর ইউসূফ বিন আব্দুল্লাহ আল কুরতুবী	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া বৈরুত
রিসালাতুল কুশাইরিয়াতি	ইমাম আবুল কাসিম আব্দুল করীম বিন হাওয়াযিনিল কুশাইরী	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত ১৪১৮ হিজরী
হুজ্জাতুলল্লাহে আলা আলামিন	আল্লামা ইউসূফ বিন ইসমাঈল নাবহানী	মরকযে আহলে সুন্নাত বরকত রযা হিন্দ
আখবারুল আখইয়ার	শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দীস দেহলভী	ফারুক একাডেমি, খেয়রপুর
তারিখে ইবনে আসাকির	ইমাম আলী বিন আল হাসান আল মারুফ ইবনে আসাকির	দারুল ফিকির, বৈরুত ১৪১৬ হিজরী
তারিখে বাগদাদ	হাফিয আবু বকর আলী বিন আহমদ খতীব বাগদাদী	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত ১৪১৭ হিজরী
তারিখে আছবাহান	ইমাম আবু নুয়াঈম আহমদ বিন আব্দুল্লাহ আছবাহানী	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া ১৪১৮ হিজরী
আল বিদায়া ওয়ান নেহায়া	ইমাদুদ্দীন ইসমাঈল বিন ওমর বিন কাছীর	দারুল ফিকির বৈরুত ১৪১৮ হিজরী
আল আকমাল	ইমাম মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ আল খতিবুল তাবরীয	দারুল ফিকির বৈরুত ১৪২৮ হিজরী
দালায়িলুন নবুয়াহ	ইমাম আবু বকর আহমদ বিন হুসাইন আল বায়হাকী	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত
যুরকানী আলাল মাওয়াহেব	মুহাম্মদ যুরকানী বিন আব্দুল বাকী বিন ইউসুফ	দারুল কুতুবল ইলমিয়া, বৈরুত
সীরাতে সৈয়্যদুল আম্বিয়া	শায়খুল কবীর মাওলানা মুহাম্মদ হাশিম ঠাঠভী	মাযহারুল ইলম, লাহোর
সীরতে মুস্তফা	শায়খুল হাদীস হযরত আল্লামা আব্দুল মুস্তফা আযমী	মাকতাবাতুল মদীনা, করাচী

www.dawateislami.net

সাফফাতুস সাফওয়াত	ইমাম আবুল ফারায আব্দুর রহমান বিন আলী ইবনে জাওযী	দারুল কুতুবল ইলমিয়া, বৈরুত ১৪২৭ হিজরী
শরহুস সুদূর	ইমাম জালাল উদ্দীন আবু বকর সূয়ুতী শাফেয়ী	মারকাযে আহলে সুন্নাত বরাকাত রযা, ভারত
বাহরুদ দুমু	ইমাম আবুল ফারাহ আব্দুর রহমা বিন আলী জাওযী	মাকতাবায়ে দারুল ফিকির, দামেশক
উয়ুনুল হিকায়াত	ইমাম আবুল ফারাহ আব্দুর রহমা বিন আলী জাওযী	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত
বাহজাতুল আসরার	আবুল হাসান আলী বিন ইউসুফ	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত ১৪২৩ হিজরী
হিকায়াতিস সালেহীন	হাফেয আহমদ নুয়াঈম চিশতী	যিয়াউল কোরআন পাবলিকেশন
হেকায়াতেঁ অউর নসীহতেঁ	অনুবাদ বিভাগ, আল মদীনাতুল ইলমিয়া (দা'ওয়াতে ইসলামী)	মাকতাবাতুল মদীনা, করাচী
জান্নাতী জেওর	শায়খুল হাদীস হযরত আল্লামা আব্দুল মুস্তফা আযমী	মাকতাবাতুল মদীনা, করাচী ১৪২৭ হিজরী
মলফুযাতে আলা হযরত	মুফতীয়ে আযম ভারত, মুহাম্মদ মুস্তফা রযা খান	মাকতাবাতুল মদীনা, করাচী
আল ইস্তিয়াব	আবু ওমর ইউসুফ আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মদ বিন আব্দুল বর কুরতুবী	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত
তাবকাতে ইবনে সাআদ	আল্লামা তাজ উদ্দীন বিন আলী বিন আব্দুল কাফীস সুবকী	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত
তাবকাতে আশ শাফেয়াতিহিল কোবরা	আল্লামা আব্দুল ওয়াহাব বিন আহমদ বিন আলী আহমদ শারানী	দারে ইয়াহইয়াউল কুতুবুল আরাবিয়া
তারিখুল খোলাফা	ইমাম জালালুদ্দীন আব্দুর রহমান বিন আবী বকর সুয়ুতী	কদীমি কুতুবখানা, করাচী
নূরুল আবছার	আশ শায়খ মুমিন বিন হাসান মুমিন আশশাবলান্‌জী	মিশর
আর রিয়াযুন নাদারাতি	ইমাম আবু জাফর আহমদ তাবারী	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত
ফয়যানে সিদ্দিকে আকবর	ফয়যানে সাহাবা ও আহলে বাইত বিভাগ, আল মদীনাতুল ইলমিয়া (দা'ওয়াতে ইসলামী)	মাকতাবাতুল মদীনা, করাচী
ফয়যানে আমীরে মুয়াবীয়া	মুয়াল্লিফিন শোবা ফয়যানে সাহাবা ওয়া আহলে বাইত আল মদীনাতুল ইলমিয়া (দাওয়াতে ইসলামী)	মাকতাবাতুল মদীনা করাচী

www.dawateislami.net

ফয়যানে ওসমান মারওয়ানদী	মুয়াল্লিফিন শোবা ফয়যানে সাহাবা ওয়া আহলে বাইত আল মদীনাতুল ইলমিয়া (দাওয়াতে ইসলামী)	মাকতাবাতুল মদীনা করাচী
ওমর বিন আব্দুল আযীযের ৪২৫টি ঘটনাবলী	সংশোধনমুলক কিতাব বিভাগ, আল মদীনাতুল ইলমিয়া (দা'ওয়াতে ইসলামী)	মাকতাবাতুল মদীনা, করাচী
মায়িনুল হিন্দ	ডাক্তার যাহুরুল হাসান শারিব	যাবিয়া পাবলিকেশন্স লাহোর
মুলকুল উলামা	আল্লামা সাহেল সাহরামী	ইদারা তাহকিয়াকাতে ইমাম আহমদ রযা
হায়াতে মুহাদ্দিসে আযম	হাফেয মুহাম্মদ আতাউর রহমান কাদেরী রযবী	যিয়া ফাউন্ডেশন লাহোর
সিরুল আকতাব	হযরত হাদীয়া ইবনে শায়খ আব্দুর রহীম	করাচী
ইকতিবাসুল আনওয়ার	শায়খ মুহাম্মদ ইকরাম কুদুসী	লাহোর
তারিফে আমীরে আহলে সুন্নাত	মুয়াল্লিফিনে শোবা ইসলাহী কুতুব আল মদীনাতুল ইলমিয়া (দাওয়াতে ইসলামী)	মাকতাবাতুল মদীনা করাচী
ইমামে আযম কি ওসীয়তে	মুতারজামীন শোবা তারাজিম আল মদীনাতুল ইলমিয়া (দাওয়াতে ইসলামী)	মাকতাবাতুল মদীনা করাচী
অশ্রুর বারিধারা	মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه	মাকতাবাতুল মদীনা, করাচী
আত্তার কা পিয়ারা	মুয়াল্লিফিন শোবা ফয়যানে আউলিয়া ওয়া ওলামা আল মদীনাতুল ইলমিয়া (দাওয়াতে ইসলামী)	মাকতাবাতুল মদীনা করাচী
শুকর কি ফযায়িল	মুতারজামীন শোবা তারাজিম আল মদীনাতুল ইলমিয়া (দাওয়াতে ইসলামী)	মাকতাবাতুল মদীনা করাচী
সামুদ্রিক গম্বুজ	মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه	মাকতাবাতুল মদীনা, করাচী
উদাসীনতা	মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه	মাকতাবাতুল মদীনা, করাচী
সুদ আওর উস কা ইলাজ	মারকযী মজলিশে শুরা (দাওয়াতে ইসলামী)	মাকতাবাতুল মদীনা করাচী
রাগের চিকিৎসা	মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه	মাকতাবাতুল মদীনা, করাচী
গীবত কি তাবাহকারীয়া	মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه	মাকতাবাতুল মদীনা, করাচী

www.dawateislami.net

নেকীর দাওয়াত	মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه	মাকতাবাতুল মদীনা, করাচী
ফয়সালা কর নে কে মাদানী ফুল	মারকযী মজলিশে শুরা (দাওয়াতে ইসলামী)	মাকতাবাতুল মদীনা করাচী
সুন্নাত আওর আদব	মুয়াল্লিফিন শোবা ফয়যানে সাহাবিয়াতে ওয়া সালেহীন আল মদীনাতুল ইলমিয়া (দাওয়াতে ইসলামী)	মাকতাবাতুল মদীনা করাচী
পর্দা সম্পর্কিত প্রশ্ন উত্তর	মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী	মাকতাবাতুল মদীনা করাচী
সাহাবিয়াত আওর পর্দা	মুয়াল্লিফিন শোবা ফয়যানে সাহাবিয়াতে ওয়া সালেহীন আল মদীনাতুল ইলমিয়া (দাওয়াতে ইসলামী)	মাকতাবাতুল মদীনা করাচী
সাহাবায়ে কেরাম কা ইশ্বকে রাসূল	শায়খুল হাদীস হযরত আল্লামা আব্দুল মোস্তাফা আযমী	মাকতাবাতুল মদীনা করাচী
সুন্নী বেহেশতী যেওর	মুফতি মুহাম্মদ খলিল খাঁন বরকতী	ফরিদ বুক স্টল লাহোর
হায়াতুল হায়ওয়ান আল কোবরা	কামাল উদ্দীন মুহাম্মদ মূসা বিন মূসা দামীরি	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া বৈরুত ১৪১৫ হিজরী
আন নাবরাস শরহে আকায়িদুন নাসাফী	আল্লামা আব্দুল আযীয আল ফারহারী	মুলতান
শয়তান কি হিকায়াত	আবুন নূর মুহাম্মদ বশীর	ফরিদ বুক স্টল লাহোর
আল মুস্তারিফ	শিহাব উদ্দীন মুহাম্মদ বিন আবি আহমদ আবিল ফাতাহ	দারুল ফিকির বৈরুত ১৪১৯ হিজরী
দ্বীন ও দুনিয়া কি আনুকী বাতে	মুতারজামিন শোবা তারাজিম আল মদীনাতুল ইলমিয়া (দাওয়াতে ইসলামী)	মাকতাবাতুল মদীনা করাচী
আত তারিফাত	আল্লামা সৈয়্যদ শরীফ আলী বিন মুহাম্মদ আল জুরজানী	দারুল মানার
আল ইবরিয	আহমদ বিন মোবারক আল মাগরিবি	মুওয়াফিক ওয়া যারাতুল আলামুস সাওয়ারিয়া ১৪০৪ হিজরী
আল মুফরাদাত লির রাগেব	আবুল কাসেম হুসাইন বিন মুহাম্মদ আল ইস্পাহানী	দারুল কলম, দামেস্ক
আল কালামুল আওদ্বাহা	রাঈসুল মুতাকাল্লিফিন মাওলানা নকী আলী খাঁন	যিয়া উদ্দীন পাবলিকেশন্স করাচী

www.dawateislami.net

ফাযায়েলে দোয়া	রাঈসুল মুতাকাল্লিফিন মাওলানা নকী আলী খাঁন	মাকতাবাতুল মদীনা, করাচী
হাদায়িকে বখশীশ	আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা খাঁন	মাকতাবাতুল মদীনা, করাচী
দিওয়ানে সালেক	হাকীমুল উম্মত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন নাঈমী	যিয়াউল কোরআন পাবলিকেশন্স লাহোর
যওকে নাত	মাওলানা হাসান রযা খান	মাকতাবাতুল মদীনা, করাচী ১৪৩৯ হিজরী
কাবালায়ে বখশীশ	জামিলুল রহমান খান কাদেরী রযবী	যিয়াউল কোরআন পাবলিকেশন
সামানে বখশীশ	মুফতিয়ে আযম হিন্দ মাওলানা মোস্তাফা রযা খাঁন নূরী	মাকতাবাতুল মদীনা, করাচী
ওয়াসায়িলে বখশীশ	মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه	মাকতাবাতুল মদীনা, করাচী

ইসলামী বোনদের সাপ্তাহিক ইজতিমার বয়ানের তালিকা









দেখতে থাকুন

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : গোলপাহাড় মোড়, ও.আর. নিজাম রোড, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬
ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭
কে. এম. ভবন, দ্বিতীয় তলা, ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯
E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, bdtarajim@gmail.com, Web: www.dawateislami.net